ধারা		পৃষ্ঠা
৩৩।	ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ সাধন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধির কথা ...	৪৮
৩৪।	স্রোতের গতিজনিত উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধির কথা ...	৪৯
৩৫।	মোকদ্দমা ক্রমে খাজানা বৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা ...	৪৩
৩৬।	ক্রমে ক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ...	৫০
৩৭।	ক্রমাগত খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা ...	৫০
	খাজানা কমাইবার কথা।	
৩৮।	খাজানা কমাইবার কথা ...	৫১
	দরের তালিকার কথা।	
৩৯।	প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য শস্যের দরের তালিকার কথা ...	৫১
	খাজানা নগদান করিবার কথা।	
৪০।	শস্যরূপে দেয় খাজানা নগদান করিবার কথা ...	৫৩
৪০ক।	নগদান খাজানার পরিবর্ত্তিত খাজানা কতদিন অপরিবর্ত্তিত থাকিবে তাহার কথা ...	৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দখলী-স্বত্ব শূন্য রাইয়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৪১।	এই অধ্যায় খাটিবার কথা ...	৫৬
৪২।	দখলী স্বত্ব শূন্য রাইয়তদের প্রথম স্থলীয় খাজানার কথা	৫৬
৪৩।	খাজানা বৃদ্ধির নিয়মের কথা...	ঐ
৪৪।	যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলী স্বত্ব শূন্য রাইয়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহার কথা ...	৫৮
৪৫।	পাট্টার মিয়াদ অতীত হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা (রহিত) ...	৫৭
৪৬।	খাজানাবৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা ...	৫৭
৪৭।	"দখল দেওয়া" শব্দের অর্থের কথা ...	৫৯

সপ্তম অধ্যায়।

কোর্ফা রাইয়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৪৮।	কোর্ফা রাইয়তের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা ...	৬০
৪৯।	কোর্ফা রাইয়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা ...	৬১

অষ্টম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

ধারা — পৃষ্ঠা

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা

৫০। খাজানা মোকররী থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা ... ৬৩

৫১। খাজনার পরিমাণ ও মোত ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা ... ৬৫

৫২। ভূমীর পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা ... ৬৬

খাজানা দিবার কথা।

৫৩। খাজানার কিস্তির কথা ... ৭০

৫৪। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা ... ঐ

৫৫। টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা ... ৭১

দাখিলা ও হিসাবের কথা।

৫৬। ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার দাখিলা পাইবার স্বত্বের কথা ... ৭২

৫৭। বৎসরের শেষে প্রজার ফারখতী বা হিসাবের বিবরণ পাইবার অধিকারের কথা ... ৭৩

৫৮। দাখিলা ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং মুড়ি না রাখিলে দণ্ডের ও জরিমানার কথা ... ৭৩

৫৯। দাখিলার ও হিসাবের পাঠ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তুত করাইবার কথা — ৭৫

৬০। রেজিষ্টরী করা ভূম্যধিকারী, কার্য্যাধ্যক্ষ বা বন্ধকগ্রাহী না দাখিলা দিলে তাহার ফলের কথা ... ৭৭

খাজানা আমানত করিবার কথা।

৬১। আদালতে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা ... ৭৮

৬২। যে খাজানা আমানত করা যায় আদালত তাহার রসিদ দিলে ঐ রসিদ উপযুক্ত ফারখতী বলিয়া গণ্য হইবার কথা ... ৭৯

৬৩। আমানত পাইবার নোটিসের কথা — ৮০

৬৪। আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা ... ৮১

বাকীখাজনার কথা

৬৫। কায়েমী মধ্যস্বত্ব, মোকররী হারের যোত বা দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত হইলে, বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইতে পারিবার কথা ... ৮৩

৬৬। অন্যান্য স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার কথা ... ৮৫

৬৭। বাকীখাজানার সুদের কথা ... ৮৭

৬৮। যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যায় রূপে প্রতিবাদীর নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ... ৮৮

ধারা		পৃষ্ঠা
	ফসলী বা স্তাবলী খাজানার কথা।	
৬৯।	ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞার কথা —	৮৯
৭০।	কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	৯০
৭১।	ফসলের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা —	৯১
	ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে নিয়া প্রথা স্বত্ব বা যোত হস্তান্তর করা গেলে পর খাজানার দায়ের কথা।	
৭২।	হস্তান্তরের নোটিস না পাইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দেওয়া যায়, তজ্জন্য ভূম্যধিকারীর স্বার্থগ্রাহী তার নিকট প্রজার দায়ী না হইবার কথা	৯২
৭৩।	দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত হস্তান্তর হইবার পর খাজানার নিমিত্ত দায়ের কথা —	৯৩
	আইন বিরুদ্ধ আবওয়াব প্রভৃতি কথা।	
৭৪।	আবওয়াব প্রভৃতি আইন বিরুদ্ধ হইবার কথা —	৯৩
৭৫।	দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া লইলে দণ্ডের কথা ...	৯৫

নবম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

ধারা		পৃষ্ঠা
	উৎকর্ষাদির কথা।	
৭৬।	"উৎকর্ষসাধন" শব্দের অর্থের কথা —	৯৬
৭৭।	মোকররী হারেরও দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা —	৯৭
৭৮।	উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি করিবার স্বত্বসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার কথা —	৯৭
৭৯।	দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা —	৯৮
৮০।	ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ সাধন রেজিষ্টরি করিবার কথা —	ঐ
৮১।	উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা —	৯৯
৮২।	রাইয়তকে উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা —	৯৯
৮৩।	যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা —	১০০
	ইমারত করিবারও অন্য কার্য্যের নিমিত্ত ভূমী গ্রহণের কথা।	
৮৪।	ইমারত করিবার ও অন্য কার্য্যের নিমিত্ত ভূমী গ্রহণ করিবার কথা ...	১০১
	কোর্ফা বিলি করিবার কথা।	
৮৫।	কোর্ফা বিলির নিয়মের কথা —	১০২
	ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।	
৮৬।	ইস্তাফা করিবার কথা —	১০৪
৮৭।	পরিত্যাগের কথা —	১০৫

ধারা — পৃষ্ঠা

প্রজাস্বত্ব বিভাগের কথা।

৮৮। ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা প্রজা স্বত্বের বিভাগ ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধে সিদ্ধ না হইবার কথা ... ১০৮

উচ্ছেদের কথা।

৮৯। ডিক্রীজারী ক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা — ১০৯

ভূমি মাপ করিবার কথা।

৯০। ভূম্যধিকারীর ভূমি মাপ করিবার স্বত্বের কথা — ১১১

৯১। প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা — ১১২

৯২। মাপের নিয়মের কথা — ১১৩

কার্য্যাধ্যক্ষের কথা।

৯৩। কোন সহাধিকারীগণ একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ কেন নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারিবার কথা ১১৩

ধারা

৯৪। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা —

৯৫। আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা —

৯৬। পূর্ব্বধারার (খ) প্রকরণ মত সকল স্থলে কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা —

৯৭। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডাস্ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবার কথা —

৯৮। কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি যে যে বিধি বর্ত্তিবে তাহার কথা —

৯৯। সহাধিকারীগণকে কার্য্যাধ্যক্ষতার ভার প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা —

১০০। বিধিপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা। —

দশম অধ্যায়।

স্বত্বের লিখন ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

প্রথম ভাগ—স্বত্বের লিখন।

১০১। জরীপ করিবার ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা — ১২১

১০২। যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তাহার কথা — ১২৩

১০২ক। অন্য সম্বন্ধে জরীপ করিবার ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা —

১০৩। ভূস্বামির বা সহস্বত্বাধিকারীর বা অধিকসংখ্যক রাইয়তের প্রার্থনা মতে রাজস্বকর্ম্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা —

	পৃষ্ঠা
স্বত্বের লিখন প্রথম প্রকাশ ণ ও সংশোধন করণ ও াস্ত প্রকাশ করণের কথা —	১২৭
স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে াশিত হওনের এবং উহার তা সম্বন্ধে অনুমানের কথা	১২৮
—খাজনা ধার্য্য করণ, বন্দোবস্তি জমা-রণ ও যে সকল স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য তেছে না শীঘ্রই হইবে সেই সকল স্থলে াদের নিষ্পত্তি করণের কথা।	
াজস্ব কর্ম্মচারী যখন খাজানা া করিতে ও বন্দোবস্তি জমা-া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ বেন তাহার কথা —	১৩১
এই ভাগ অনুসারে খাজনা ্য করিবার ও বন্দোবস্তি বন্দী প্রস্তুত করিবার কার্য্য ালীর কথা —	১৩২
(১) হারের তালিকায় যাহা াকবে তাহার কথা —	১৩৪
তালিকা সেই স্থানে প্রকাশ ার কথা —	ঐ
রাজস্ব কর্ম্মচারীর আপত্তির ত্তি করিবার কথা —	ঐ
তালিকা উপরিতন রাজস্ব ্পক্ষের নিকট অর্পণ করিবার িবার কথা —	ঐ
দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের া —	১৩৫
তালিকার ফলের কথা —	ঐ
হারের তালিকা খাটাইবার া —	ঐ

ধারা		পৃষ্ঠা
১০৪ঘ।	হারের তালিকা প্রস্তুত ও তদনুসারে খাজনা ধার্য্য করিবার সময়ে যে সকল বিধি ও নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে তাহার কথা —	১৩৬
১০৪ঙ।	বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রথম প্রকাশ করিবার ও সংশোধন করিবার কথা —	ঐ
১০৪চ।	বন্দোবস্তি জমাবন্দীর চূড়ান্ত রূপ পুনরালোচনা ও তাহা স্বত্বের লিখনের অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা —	১৩৭
১০৪ছ।	উপরিতন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আপীল ও তৎকর্ত্তৃক পুনরালোচনার কথা ...	১৩৭
১০৪জ।	খাজানাসম্বন্ধীয় বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকারের কথা ...	১৩৮
১০৪ঝ।	১০৪ক হইতে ১০৪ছ পর্য্যন্ত ধারানুসারে ধার্য্য খাজানা সম্বন্ধে অনুমানের কথা ...	১৪১

তৃতীয় ভাগ।—যে সকল স্থলে ভূমী রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না কিম্বা শীঘ্রই হইবে না সেই সকল স্থলে খাজানা ধার্য্যকরণ ও বিবাদের নিষ্পত্তি করণের কথা।

ধারা		পৃষ্ঠা
১০৫।	যে সকল স্থলে ভূমী রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না কিম্বা শীঘ্র হইবে না সেই সকল স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক খাজনা ধার্য্য হইবার কথা ...	১৪১
১০৫ক।	এই ভাগানুসারে খাজনার বন্দোবস্ত চলিবার কালের মধ্যে	

ধারা		পৃষ্ঠা
	যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার মীমাংসার কথা ...	১৪৫
১০৬।	কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা ...	১৪৬
১০৭।	রাজস্ব কর্ম্মচারির যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার কথা ...	১৪৯
১০৮।	রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক পুনরালোচনার কথা ...	১৫১
১০৮ক।	স্বত্বের লিখনে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ভ্রম সংশোধন করিবার কথা ...	ঐ
১০৯।	দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার বারিত হইবার কথা ...	১৫২
১০৯ক।	রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা ...	ঐ
১০৯খ।	নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত সফল করণার্থে রাজস্ব কর্ম্মচারির ক্ষমতার কথা ...	১৫৪
১০৯গ।	রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিয়মপত্রক্রমে খাজনার বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতার কথা ...	১৫৬
১০৯ঘ।	লিখনে নিষ্পত্তির কথা লিপিবদ্ধ করিবার কথা ...	১৫৮
	চতুর্থ ভাগ।—পরিশিষ্ট বিধান।	
১১০।	ধার্য্য খাজনা যে তারিখ হইতে আমলে আসিবে তাহার কথা —	১৫৮
১১১।	স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইতে থাকাকালে দেওয়ানী আদালতে অনুষ্ঠীত কার্য্য বন্ধ থাকিবার কথা —	১৫৯
১১১ক।	স্বত্বের লিখন সম্বন্ধে খাজনা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার সীমাবদ্ধ করিবার কথা ...	১৬০
১১১খ।	যে সকল মোকদ্দমায় কোন কোন হস্থ উত্থিত হয় তাহা স্থগিত রাখিবার কথা —	১৬১
১১২।	বিশেষ স্থলে বিশেষ বন্দোবস্তের অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা —	১৬৩
১১৩।	ধার্য্য করা খাজনা যতকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে তাহার কথা —	১৬৪
১১৪।	এই অধ্যায়মতে কার্য্যের যে খরচ পড়ে তাহার কথা —	১৬৪
১১৫।	স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া থাকিলে মোকর্রীর খাজনা সম্বন্ধীয় অনুমান না খাটিবার কথা —	১৬৫
১১৫ক।	গ্রামের সীমা চিহ্নিত করিবার কথা —	১৬৬

একাদশ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব ও অদখলীস্বত্ব উদ্ভব না হইবার এবং ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
১১৬।	খামার জমী সংরক্ষণের কথা...	১৬৭
১১৭।	ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা ...	১৬৯
১১৮।	ভূস্বামী বা প্রজার প্রার্থনা-মতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতার কথা... ...	১৬৯
১১৯।	নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা ...	ঐ
১২০।	ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধির কথা ...	১৭০

দ্বাদশ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
১২১।	যে যে স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা ...	১৭১
১২২।	যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা ...	১৭২
১২৩।	দরখাস্ত পাইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ...	১৭৩
১২৪।	ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারি হইবার কথা ...	১৭৪
১২৫।	দাবীপত্র ও হিসাব জারি করিবার কথা ...	ঐ
১২৬।	শস্যাদির কর্ত্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা —	১৭৫
১২৭।	দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা —	ঐ
১২৮।	নীলাম হইবার স্থানের কথা —	১৭৬
১২৯।	ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা —	ঐ
১৩০।	যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা ...	ঐ
১৩১।	বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা	১৭৬
১৩২।	ক্রয়ের টাকা দিবার কথা ...	১৭৭
১৩৩।	ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা ...	১৭৭
১৩৪।	নীলামের উৎপন্ন টাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা —	ঐ
১৩৫।	কোন কোন ব্যক্তিদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা ...	১৭৭
১৩৬।	নীলামের পূর্ব্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ...	১৭৮
১৩৭।	পেটাও প্রজা আপন পাট্টা-দাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজনা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা ...	১৭৮
১৩৮।	ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা ...	১৭৯
১৩৯।	যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা ...	ঐ

ধারা		পৃষ্ঠা
১৪০।	অন্যায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতি পূরণের মোকদ্দমার কথা ...	১৭৯
১৪১।	কয়েক স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্রোক করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা ...	১৮০
১৪২।	হাইকোর্টের বিধি প্রণয়ন করিবার কথা ...	১৮১

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
১৪৩।	ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমায় বর্ত্তাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতার কথা ...	১৮১
১৪৪।	আইনগত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিচারাধিপত্যের কথা ...	১৮২
১৪৫।	নায়েব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোক্তার হইবার কথা ...	১৮৩
১৪৬।	মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টরের কথা ...	১৮৪
১৪৭।	খাজানার ক্রমিক মোকদ্দমার কথা ..	ঐ
১৪৭ক।	ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমার রফা সম্মোধক্তের কথা	১৮৫
১৪৭খ।	স্বত্বের লিখনের লোখার প্রতি দেওয়ানী আদালতের দৃষ্টি রাখিবার কথা ...	১৮৮
১৪৮।	খাজনার মোকদ্দমায় কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	ঐ
১৪৮ক।	সরিক ভূম্যধিকারীগণ কর্ত্তৃক উপস্থিত করা বাকী খাজনার মোকদ্দমার কথা ...	১৯৩
১৪৯।	তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায় তাহা আদালতে দিবার কথা ...	১৯৫
১৫০।	ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা ...	১৯৬
১৫১।	টাকার কিয়দংশ দিবার বিধানের কথা ...	১৯৭
১৫২।	আদালতের বনাম দিবার কথা	ঐ
১৫৩।	খাজনার মোকদ্দমায় আপীলের কথা ...	ঐ
১৫৩ক।	এক তরফা ডিক্রী রহিত করণার্থ দরখাস্ত করিলে টাকা আমানত করিবার কথা ..	২০০
১৫৪।	খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী যে তারিখ, অবধি বলবৎ হইবে তাহার কথা ...	২০১
১৫৫।	সম্পত্তি খণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা ...	২০২
১৫৬।	যে রাইয়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, শস্য বপনার্থে প্রস্তুত ভূমী সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা ...	২০৩

ধারা পৃষ্ঠা

১৫৭। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আদালতের খাজনা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা ... ২০৪

১৫৮। প্রজাস্বত্বের অস্তিত্ব নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা ... ২০৫

ত্রয়োদশ ক অধ্যায়।

রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনানুসারে খাজনা আদায় করণার্থ সরাসরি কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৫৮ক। সার্টিফিকেট কার্য্যপ্রণালীর প্রয়োগ দ্বারা কোন কোন স্থানে বাকী আদায় করিবার কথা ... ২০৬

১৫৮খ। ডিক্রীজারিক্রমে বিক্রীত মধ্যস্বত্ব বা যোত অন্যের প্রতি বর্ত্তিবার কথা ... ২০৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

১৫৯। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা ২১০

১৬০। সংরক্ষিত স্বার্থের কথা ... ২১৩

১৬১। "দায়" "রেজিষ্টারি-করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থের কথা ... ২১৪

১৬২। মধ্য-স্বত্ব বা যোতের নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা ... ২১৫

১৬৩। ক্রোকের আদেশ ও নীলামের ঘোষণাপত্র একই সময়ে বাহির করিতে পারিবার কথা ২১৬

১৬৪। রেজেষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা ... ২১৭

১৬৫। সমুদায় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত মধ্য-স্বত্ব বা যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা ... ২১৭

১৬৬। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা ... ২১৮

১৬৭। পূর্ব্ব কয়েক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা .. ঐ

১৬৮। দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত পূর্ব্ব কয়েক ধারা মতে মধ্যস্বত্ব বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা ... ২২১

১৬৯। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধির কথা ... ২২২

১৭০। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলে কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই মধ্যস্বত্ব বা যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা ২২৩

ধারা		পৃষ্ঠা
১৭১।	নীলাম নীবরণার্থে আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোন স্থলে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা গোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা	২২৭
১৭২।	দরপত্তনি প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজনা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা	২২৮
১৭৩।	নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা	২২৯
১৭৪।	ডিক্রীমত খাতক কর্তৃক নীলাম অন্যথা করণার্থ প্রার্থনার কথা ...	২৩০
১৭৫।	দায়সৃষ্টিকারী কোন কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা ...	২৩৩
১৭৬।	ভূম্যধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা ...	২৩৪
১৭৭।	দায় সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রসারিত না করিবার কথা...	ঐ

পঞ্চদশ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

১৭৮।	চুক্তিক্রমে আইন অন্যথা করিবার সম্বন্ধে নিয়মের কথা	২৩৪
১৭৯।	কায়েমী মোকররীর পাট্টার কথা	২৩৮
১৮০।	উঠবন্দী, চর, ও দেয়াড়া জমির কথা। ...	২৩৯
১৮১।	চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথা ...	২৪০
১৮২।	বাস্তু ভূমীর কথা ...	২৪২
১৮৩।	দেশাচার সংরক্ষণের কথা ...	২৪৩

ষোড়শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তমাদি বিষয়ক বিধি।

১৮৪।	তৃতীয় তফসীলমত মোকদ্দমা আপীল এবং প্রার্থনার মিয়াদের কথা ...	২৪৫
১৮৫।	ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়দংশ ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার কথা ·	২৪৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি ও দণ্ডের কথা।

১৮৬।	ফসলে বেআইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা ...	২৪৬
১৮৬ক।	ভূম্যাধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করিবা। নিমিত্ত খেসারতের কথা	২৪৭
১৮৭।	ভূম্যাধিকারীর কার্য্যকারক দ্বারা কার্য্য করিবার কথা ...	২৪৮

ধারা — পৃষ্ঠা

১৮৮। এজমালী ভূম্যধিকারীদের একত্রে সাধারণ কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার কথা ... ২৪৯

১৮৮ক। এজমালী ভূম্যধিকারীগণ কর্ত্তৃক উপস্থিত করা মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ২৫১

এই আইনমত বিধির কথা।

১৮৯। কার্য্যপ্রণালী ও কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা ও নোটিস জারিকরণ সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা ... ২৫১

১৯০। বিধি প্রণয়ন প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা ২৫২

যে যে জেলায় কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

১৯১। যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই সেই জেলায় যে ভূমি ভোগ হয় তৎসম্বন্ধে না খাটিবার কথা — ২৫৩

১৯২। রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজনা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার কথা ... ২৫৪

গোচারণ প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

১৯৩। গোচারণ ও বনকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা .. ২৫৪

ধারা — পৃষ্ঠা

ভূম্যধিকারীর অবশ্যপালনীয় নিয়ম সংরক্ষণের কথা।

১৯৪। ভূম্যধিকারীর অবশ্যপালনীয় নিয়ম এই আইনক্রমে প্রজার লঙ্ঘন না করিতে পারিবার কথা ... ২৫

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

১৯৫। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা ... ২৫৫

আইনের অর্থকরণের কথা।

১৯৬। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক অতঃপর প্রণীত আইন প্রবল মানিয়া এই আইন পাঠ করিতে হইবার কথা ... ২৫৬

প্রথম তফসীল।—যে যে আইন রহিত হইল ... ২৫৭

দ্বিতীয় তফসীল।—দাখিলা ও হিসাবের পাঠ ... ২৬০

তৃতীয় তফসীল।—মিয়াদ বিষয়ক .. ২৬৩

পরিশিষ্ট (সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট) ... ২৭৫

নির্ঘণ্ট (ইন্‌ডেক্স) ... ৩২১

25 JUL 1913

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক *

১৮৮৫ সালের ৮ আইন।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের * শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কয়েকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইন।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের * শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কয়েকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত; অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত মত বিধান করা গেল।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম। ১ ধারা। (১) এই আইন বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

নোট।—

১৯০৫ সালের ৮ আইন কর্ত্তৃক ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পাহাড় প্রদেশ, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর বগুড়া, পাবনা এবং মালদহ, বঙ্গবিভাগ হইতে বিচ্যুত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, ঐ আইন বলে, ঐ সমস্ত জিলা সমূহে, এই বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনই প্রচলিত আছে ও রহিল। যদিও ১৯১২ সালের ১২ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীভারতসম্রাটের ঘোষণামূলে বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ একত্রে এক গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে আসিয়াছে—তথাপি বঙ্গের ১৯০৭ সালের ১ আইন এবং পূর্ব্ববঙ্গের ১৯০৮ সালের ১ আইন কর্ত্তৃক এই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ঐ ঐ প্রদেশে পৃথক্‌ভাবে এক্ষণে বলবৎ আছে।

---

* ১৯০৫ সালের ৮ আইন কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে সংস্থিত হইয়াছিল ২ সেপ্টেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের প্রথম ভাগের ৬৩৯ পৃষ্ঠা দেখ। অধুনা যদিও ১৯১২ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীভারতসম্রাটের ঘোষণামূলে পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ এক গবর্ণর সাহেবের অধীন হইয়াছে তথাপি এই উভয় প্রদেশে পৃথক্‌ভাবে সংশোধিত আইনই চলিতেছে।

আসাম প্রদেশের অপরাপর জিলায় অর্থাৎ শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং আসাম উপত্যকার জিলাসমূহে যথা গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারং, নওগাঁও, শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্ব প্রচলিত ১৮৬৯ সালের খাজনা আইনই স্থিরতর আছে।

যে সময়াবধি প্রচলিত হইবে।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে যে তারিখ ধার্য্য করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখে এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

যে যে স্থানে প্রচলিত হইবে।

(৩) কলিকাতা নগর, "যে স্থান বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের বিধানানুসারে মিউনিসিপালিটি করা হয় এবং এতদর্থে বিজ্ঞাপনে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হয় সেই স্থান বা উহার অংশ" [নূতন] * উড়িষ্যাখণ্ড ছাড়া এবং তফসীলের লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর-জেনেরেল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যাখণ্ডে বা তাহার কোন অংশে বর্ত্তাইতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—কলিকাতার মিউনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৯৯ সালের আইনের ৬৩৭ ধারামতে বিজ্ঞাপন ক্রমে কোন স্থানকে অন্তর্গত বা বহির্ভূত করিবার নিয়মাধীনে 'কলিকাতা নগর' শব্দদ্বয়ে ঐ আইনের ১ম তফসীলের বর্ণিত স্থানকে বুঝাইব। [নূতন]

নোট।—পূর্ব্ববঙ্গের উপরোক্ত জিলা সমূহে এই ৮ আইন প্রচলিত রহিল।

* বঙ্গের ১৯০৭ সালের ১ আইন ও পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের ১৯০৮ সালের ১ আইন দ্বারা প্রবর্ত্তিত।

উড়িষ্যা।—প্রদেশে ৮ আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলিন প্রচলিত হইয়াছে। ৩, ৫ ও ৭; ১৯-২৬, ২৭-৩৮; ৩৯; ৪১-৪৯; ৫৩-৭৫; ৮০; ৯৩-১০০; ১১৬-১২০; ১৪৭ (ক) ও (খ); ১৫৮ (ক); ১৮৯; ১৯০; ১৯১, ১৯২।

জলপাইগুড়ি।—এই ৮ আইনের ১ ধারার ২, ৩ প্রকরণ এবং ২, ৩ ধারা ব্যতিরেকে সমস্ত ধারাই প্রযুক্ত হইয়াছে। ১৮৯৮ সালে ৫ই নবেম্বর তারিখের ইস্তাহার, কলিকাতা গেজেট দেখ।

ছোটনাগপুর।—মানভূম ব্যতিরেকে ছোটনাগপুরের অন্যান্য জিলায় এই আইন প্রচলিত হইল। উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুরের "কালেক্টর" শব্দের পরিবর্ত্তে "ডেপুটী কমিশনার" পড়িতে হইবে।

কোথায় এই আইন চলিবে না।—কলিকাতা, আঙ্গুল, দার্জ্জিলিং, মানভূম, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং ১৮৮৪ সালের ৩ আইন অনুযায়ী যে কোন মিউনিসিপালটী এলাকাভুক্ত স্থান।

১৮৮৫ সালের ৮ আইন পাশ হইবার পরও পুরাতন কলিকাতা সহরের সীমা বৃদ্ধি হইয়া ২৪ পরগণার কতক অংশ কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও ঐ পরিবর্দ্ধিত সীমায় এই আইন অনুসারে প্রজাস্বত্ব উদ্ভব হইবে, এই মর্ম্মে বিরাজমোহিনী 'বনাম' গোপেশ্বর সামন্ত ২৭ কলি ২০২ নজীর হয়। উহা রহিত করিবার জন্য উপরিলিখিত ব্যাখ্যা ১৯০৭ সালের ১ আইন দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯০৭ সালের পূর্ব্বে এই আইনমতে যে সমস্ত স্বত্ব উদ্ভব হইয়াছে তাহা রক্ষার্থে ১৯০৭ সালের ১ আইনের ১৯ ধারার ২ প্রকরণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

যে যে আইন রহিত হইবে তাহার কথা।

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তে, সেই সেই দেশে ইহার প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যাখণ্ডে বা তাহার কোন অংশে বর্ত্তান যায়, তৎকালে ঐ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে বা অংশে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্রে বর্ত্তান গেলে, তন্মধ্যে যে যে আইন ঐ আইনের সহিত অসঙ্গত হয় সে গুলি উক্ত খণ্ডে বা অংশে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলিলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে উহা এই আইনের বা

তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশ বিশেষের উল্লেখ স্থান করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

নোট।—১৮৬৯ সালের ৮ আইনমূলে কোন প্রজাস্বত্ব উদ্ভব হইয়া ১৮৮৫ সালের পূর্ব্বে তাহা লোপ হইলে উহা এই আইনমূলে পুনর্জ্জীবিত হইবে না, শালিগ্রাম 'বনাম' পুনাক, ৬ কলি, ল, জ, ১৪৯। এই বর্ত্তমান আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত স্বত্ব উদ্ভূত হইয়াছিল বা চুক্তিমূলে পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে এই আইনের ১৭৮ ধারা প্রযোজ্য নহে। এ সম্বন্ধে ১৬ কলি, ২৬৭ ও ৩৪৭ ; ১৪ কলি, ৬২১ নজীর ১৭৮ ধারার নিম্নে দ্রষ্টব্য, জগদানন্দ 'বনাম' অমৃতলাল ২২ কলি ৭৬৭ ফুলবেঞ্চ নজীরে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে এই আইনের ১৭৪ ধারাও দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১০ক ধারা মূলে দাযিকের নূতন স্বত্ব জন্মায় নাই।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে ;—

অর্থ করণের কথা।

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিষ্টার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই সেই রেজিষ্টারের কোন রেজিষ্টারে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, "মহাল শব্দে" সেই ভূমি বুঝাইবে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল ও কোন রেজিষ্টরে লেখা হয় নাই, এরূপ লাখেরাজ ভূমিও ধরা যাইবে।

নোট।—সাধারণতঃ বঙ্গদেশের জমীদারীগুলি মহাল শব্দে অভিহিত হয়। উহা চিরস্থায়ী অথবা অস্থায়ী, কতকগুলি মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট ভূমিও কখন কখন "মহাল" বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যেমন আয়মা বা আলতমঘা, জায়গীর, মদদমাস, মুকদ্দমী এবং তালুক প্রভৃতি। তালুক দুই প্রকার, হুজুরী বা খারিজা এবং মিকমী, মজকুরী বা সামিল। ইহার মধ্যে হুজুরী বা খারিজা তালুক মহাল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কতকগুলি ঘাটওয়ালী মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট ভূমি ও (যাহার মালগুজারী গভর্ণমেণ্টকে সাক্ষাৎ দিতে হয়) মহাল শব্দে গণ্য হয়। চট্টগ্রাম প্রদেশের নওয়াবাদ তালুক "মহাল" নহে। উহা মধ্যস্বত্ব ভূমির সামিল। এই সম্বন্ধে প্রমথকুমার রায় 'বনাম' ষ্টেট্ সেক্রেটারী নামীয় প্রধান নজীর ২৬ কলি, ৭৯২ ; ৩ কলি, উ, নো ৬৯৫ ; এবং ১১ কলি, উ, নো, ৯২৮ ও ১৩ কলি, উ, নো, ২৩৫ দেখ।

এই সম্পর্কে ৭০ এবং ৯২ ধারা দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রভূষণ রায় 'বনাম' অন্নপূর্ণা মিত্রা ৬ কলি, ল, জ, নজিরে বিচার হইয়াছে যে মহালের অংশকে ৯৭ ধারা অনুসারে "মহাল" কহে না।

সনদ্ বা কোনরূপ তায়দাদ বিহীন, বিনা রেজিষ্টার লাখেরাজ ভূমি এবং সরকারের খাসমহালকেও এই ধারার "মহাল" শব্দের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। বিভিন্ন মৌজার অংশ সমষ্টি লইয়া একটী পৃথক্ নম্বর হইলে এবং উহা কালেক্টরীর তৌজিতে পৃথক্ নম্বরভুক্ত থাকিলে উহাকে সম্পূর্ণ 'মহাল' বলা যাইবে, প্রিয়নাথ 'বনাম' কিরণ ২৭ কলি ২৯০, কমলকুমারী 'বনাম' কিরণ ২ কলি, উ, নো, ২২৯।

(২) ন্যাসস্বরূপ (ট্রষ্টিস্বরূপ) বা আপনার উপকারার্থে যে ব্যক্তি কোন মহালে বা মহালের অংশের মালিক হন, "ভূস্বামী বা জমিদার শব্দে" সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাঁহাকে ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজনা দিতে দায়ী থাকে কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দিতে দায়ী থাকিত, "প্রজা" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

নোট।—এই বর্ত্তমান আইন কৃষিকার্য্যযুক্ত ভূমিতেই প্রয়োগ হইবে। তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য ভূমিতে প্রয়োগ হইবে না। যেমন গৃহ নির্ম্মাণ অথবা কয়লার ডিপো করিবার নিমিত্ত ভূমি বন্দোবস্ত করিলে, ঐ বন্দোবস্তি ভূমি এই আইনের বিধান হইবে না ১৯ কলি ৬৭১। এবং উদ্যান অথবা আলু, কুমড়া ইত্যাদি শাকশব্জি প্রস্তুত করিবার ভূমিতেও প্রয়োগ হইবে না ২৭ কলি ২০৫।

প্রজাস্বত্ব তিন প্রকারে সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমতঃ কোন আইনতঃ বৈধ চুক্তি দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ উভয় পক্ষের কার্য্য দ্বারা অনুমিত এবং তৃতীয়তঃ আইনের কার্য্য দ্বারা। সাধারণতঃ সচরাচর কৃষক, ভূস্বামীর অথবা তাহার কার্য্যকারকের অনুমতি ব্যতিরেকে ভূমি দখল করিয়া উহাতে চাষ করিতে থাকিলেও প্রজাস্বত্ব অনুমিত হইতে পারে। এবং যদি ঐ কৃষকের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা হয় অথবা উহার নামে করের জন্য নালিশ করা হয়, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ প্রজাস্বত্ব স্থির হইয়া থাকে; মহম্মদ আজমল 'বনাম' চণ্ডীদাস ৭ উ, রি, ২৫০ ও ৭ উ, রি, ৪৬০ দেখ। জমী অধিকার এবং ব্যবহারের জন্যও প্রজাস্বত্ব হইতে পারে ২১ উ, রি, ২০৮ এবং ১১ উ, রি, ৩৭৪ দেখ। যদি জমাদার কৃষকের অবৈধ প্রবেশ ক্ষমা করেন তাহা হইলে উহা দ্বারা জমী অধিকার ও ব্যবহারের জন্য জমিদার ডিক্রী পাইতে পারেন এবং উহাতে প্রজাস্বত্ব অনুমিত হয়। আজিম 'বনাম' রামলাল সাহা ২৫ কলি, ৩২৪। কিন্তু প্রজার নিকট শুদ্ধ কর প্রার্থনা করিলেই হইবে না ৫ কলি, ল, জ, ১৮১।

বিনোদলাল পাকড়াশী 'বনাম' কালু প্রামাণিক ২০ কলি ৭০৮ নজিরে ইহা বিচার হইয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তি কোন কৃষককে জমীতে আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন এবং পরে যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির স্বত্ব স্থাপিত না হয় এবং উহার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের ডি

শেষোক্ত কৃষকের স্বত্ব নষ্ট হয় না। ঐ কৃষক ডিক্রীপ্রাপ্ত নূতন জমিদারের অধীনে প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু পূর্ব্ব কথিত ব্যক্তি যখন কৃষককে জমীতে আনয়ন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার যে ঐ ভূমিতে স্বত্ব আছে ইহা সরল বিশ্বাসে অবগত থাকা আবশ্যক নতুবা প্রজার স্বত্ব হইবে না ৫ কলি, ল, জ, ৯। কিন্তু এই নিয়ম মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা অথবা যে স্থানে ট্রান্সপার অব্ প্রপার্টি আইনের ১০৭ ধারা খাটে, সেখানে চলিবে না ১ কলি, উ, নো, ১১২। এবং চৌকিদারী চাকরান ভূমি সম্বন্ধেও খাটে না, ৯ কলি, উ, নো, ৫৭১।

প্রজাস্বত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিতের মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীগণের বিরুদ্ধে খাজনার নালিশ চলিতে পারে যদি না তাহারা ৮৬ ধারা অনুসারে ইস্তফা দিয়া থাকে। কারণ এই যে, আইনের বলে তাহাদের প্রজাস্বত্ব হইয়াছে; প্যারীমোহন মুখার্জ্জি 'বনাম' কুমারীশচন্দ্র সরকার ১৯ কলি ৭৯০। এইরূপ যদি দেওয়ানী আদালত, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে খাজনার ডিক্রী দেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর প্রজাস্বত্ব হইয়া থাকে ৪ কলি ৩১৪ ও ৫ উ, রি ৪৩৮ দেখ।

প্রজা মনিব সম্বন্ধ আছে কিনা, ইহা স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে প্রজা মনিবকে খাজনা দিতে বাধ্য কি না। এবং যদি খাজনা দিতে প্রজা বাধ্য থাকে, তাহা হইলে যতদিন যাবৎ, যদি প্রজা খাজনা না দেয়, তাহা হইলে জমিদারের স্বত্ব ধ্বংস হয় না; গঙ্গালাল মণ্ডল 'বনাম' আবদুল গফুর ৪ কলি ৩১৪ এবং ৬ কলি, ল, জ, ৭২ ও ৭ কলি, ল, জ, ২০২ দেখ। এবং কেবলমাত্র খাজনা না দিলে ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারা মতে জমীদারকে বেদখল করা হয় না ১৪ কলি ৬৪৯।

যদি প্রজা তাহার যোতের বহির্ভূত, জমীদারের অপর জমি দখল করে, তবে জমীদার ইচ্ছা করিলে তাহাকে প্রজা বলিয়া গণ্য করিতে পারেন, নাও পারেন; কিন্তু প্রজা জবরদস্তি করিয়া জমীদারকে তাহার প্রজাস্বত্ব স্বীকার করাইতে পারে না ২৫ কলি ৩০২। জমীদার কতকদিন তাহাকে প্রজা স্বীকার করিয়া পুনরায় অস্বীকার করিতে পারেন না ৪ কলি, উ, নো, ৫০৮। প্রজা যদি তাহার যোতের সংলগ্ন অন্য তৃতীয় ব্যক্তির জমী অজ্ঞাত পূর্ব্বক বিরুদ্ধস্বত্বে দখল করে, তাহা হইলে ঐ দখল তাহার জমীদারের সাকুল্যে হইবে, প্রজার নিজের সাপক্ষে হইবে না, নদীয়াচাঁদ 'বনাম' মিয়াজান ১০ কলি ৪২০। প্রজা যদি তাহার যোতের সংলগ্ন জমীদারের পতিত জমী অনধিকার দখল করে তবে জমীদার পূর্ব্বোক্ত নজীর অনুসারে হয় তাহাকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন, অথবা তাহাকে অনধিকার দখলী জমী হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন; কিন্তু যদি জমীদার ১২ বৎসরের ভিতরে উচ্ছেদ না করেন তাহা হইলে তামাদি আইনের ১৪২ (আর্টিকেল) অনুসারে তাঁহার উচ্ছেদ স্বত্ব ধ্বংস হইবে, কিন্তু জমীদার খাজনা পাইতে পারেন; ঈশানচন্দ্র 'বনাম' রাজা রামরঞ্জন ২ কলি, ল, জ, ১২৫।

বাদীর জমীদারীর কোনও যোত, প্রজার দখলে থাকিলে এবং ঐ যোতের সন্নিকটস্থ নহে অথচ অপর জমী প্রজার দখলে থাকিলে প্রজাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে ঐ অপর জমী ও সে প্রজাস্বরূপ দখল করে, নতুবা বাদী খাস দখল পাইবে, শিওদেনি 'বনাম' চৌধুরী

চতুর্ভুজ ১২ কলি, ল, জ, ৩১৬। কোন ব্যক্তির প্রজা গোলযোগ নিবারণের জন্য, তৃতীয় ব্যক্তিকে কবুলিয়ত দিলেও তাহার পূর্বস্বত্ব নষ্ট হইবে না, ১২ কলি, উ, নো, ৪৮৭।

মিয়াদ অন্তেও যদি প্রজা ভূমি দখল করে, তাহা হইলে সে মিয়াদী পাট্টার সর্ত্তানুসারেই দখল করিতে থাকিবে ২ কলি, উ, নো, ৩০৩। প্রজা কবুলতি দিলে এবং জমিদার তাহা স্বীকার করিলেই প্রজা হইবে, পাট্টার আবশ্যক করে না, ১৭ কলি, উ, নো ৩৪৮।

জমীদার প্রজাকে ভূমি হইতে বেদখল করিলে খাজনা পাইতে পারেন না ১৫ উ, রি, ২৩০। আংশিক বেদখল করিলেও এইরূপ ৫, কলি, উ, নো, ৩৫৩। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি বেদখল করিলে জমীদার খাজনা হইতে বঞ্চিত হইবেন না ৩৪ কলি ১৯১। জমীদার নিয়স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের নিকট কবুলতি লইলেও প্রজা খাজনা দিতে বাধ্য, কারণ এক্ষেত্রে প্রজাকে বেদখল করা হয় নাই ৯ কলি, উ, নো, ৮৭১।

(৪) যে ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন "ভূম্যাধিকারী" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট-কেও ধরা যাইবে।

নোট।—জমিদার, দেবত্র সম্পত্তির সেবাইত খাজনার নালিশ করিতে পারে ১০ কলি, উ, নো, ২; ৮ কলি, উ, নো, ৮৯। এইরূপ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার ৩৩ কলি ২১৩। জমীদারী এবং পত্তনী স্বত্বের মধ্যে, মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি হইতে পারে। ঐ মধ্য-স্বত্বধারী ব্যক্তি পত্তনিদারের জমীদার (ল্যাণ্ডলর্ড) হইবে ৯ কল, উ, নো, ৮৫৬। বকেয়া খাজানার সহিত ভূমি হস্তান্তর করিলে, হস্তান্তর গ্রহীতা এই আইনমতে ভূম্যধিকারী হইবে, দশীকুমার 'বনাম' গোপীনাথ ৭ কলি, ল, জ, ৪২৫।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করে, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে নগদ টাকা বা শস্যযোগে প্রজার যাহা কিছু আইন মত দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, "খাজনা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

কোন টাকাপ্রচলিত কোন আইনক্রমে খাজনার ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিলে, এই আইনের ৫২ অবধি ৬৮ ধারায়, ৭২ অবধি ৭৫ ধারায়, ১২ অধ্যায়ে ও "১৪ অধ্যায়ে" [নূতন] ও তৃতীয় তফসীলে "খাজানা" শব্দে ঐ টাকা বুঝাইবে।

নোট।—"১৪ অধ্যায়" এই সংখ্যা এবং কথা (১৯০৭ সালের ১ আইন) এবং পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের (১৯০৮ সালের ১ আইন কর্ত্তৃক বসান হইয়াছে।

খাজনার ন্যায় আদায়ী টাকা।—সারভে আইনের ৩৮ ধারামতে (১৮৭৫ সালের ৫ আইন বি, সি) দেয় টাকা; সেস আইনের ৩৭ ও ৬৪ (ক) ধারামতে (১৮৮০ সালের ৮ আইন বি, সি) দেয় টাকা; এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট (বাঁধ প্রস্তুত সংক্রান্ত) আইনের ৭৪ ধারা

১৮৮২ সালের ২ আইনমতে দেয় টাকা; ১৮৭১ সালের ৫ আইন মতে দেয় টাকা এবং ১৮৮০ সালের ড্রেনেজ সংক্রান্ত ৬ আইনের ৪২ (খ) ধারার বিধান মতে দেয় টাকা খাজানার ন্যায় আদায় হইবে।

খাজনা কাহাকে বলে।—সেস, খাজানার অন্তর্গত ২১ কলি, ৭২১; ১৬ কলি, ৬৩৮; ১ কলি, উ, নো, ৩০। পত্তনি বন্দোবস্তমতে পত্তনিদার কর্ত্তৃক দেয় চৌকীদারী টাকা ও খাজানা ২২ কলি ৭৮০। চুক্তিমতে দেয় ডাকসেস, ও ১৫৩ ধারার বিধানমতে খাজনা ২১ কলি ১৩২। বর্গাদার কর্ত্তৃক দেয় শস্য ও খাজনা ১ কলি, উ, নো, ৭৫। চুক্তিমতে জমি দারের দরুন অপর তৃতীয় ব্যক্তিকে দেয় টাকা ও খাজনা ২ কলি, উ, নো, ৪৫৫; ২৭ কলি ৬৭ ফুলবেঞ্চ, ৩২ কলি ৯৭২, ২৭ কলি ৯২৭।

পিতার উত্তরাধিকারী সূত্রে পুত্র কর্ত্তৃক আনীত করের মোকদ্দমাকে খাজনার মোকদ্দমা বলা যাইবে, কারণ ঐ "দেনা" শব্দে খাজনা বুঝায়, কোন উত্তরাধিকারীত্বের সনদ (সার্টিফিকেট) প্রয়োজন হয় না ৩ কলি, উ, নো, ২৯৪।

কি, খাজনা নহে।—ব্যবহার এবং দখলের জন্য খেসারত খাজনা নহে ১ কলি, উ, নো, ৭৮ নোটস্। বাকীপড়া কীস্তিবন্দীর উপর সুদ ঐরূপ ২৫ কলি ৫১৭। মালিক জমিদারের অংশের উপর প্রাপ্য ডিক্রী, খাজনার ডিক্রী নহে, ৩ কলি, উ, নো, ৫৮৬; ১৪ কলি ২০১; ১৫ কলি ৪৭; ১৭ কলি ৩৯০ ফুলবেঞ্চ *। সুদ "খাজনা" শব্দের অন্তর্ভুক্ত নহে ১১ কলি উ, নো, ১১০।

পত্তনিদার কর্ত্তৃক চুক্তিমত গভর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্ব খাজনা পদবাচ্য নহে ১০ কলি, উ, নো, ২০১ (পি, সি, †)। এইরূপে প্রজা কর্ত্তৃক উচ্চতর মালিককে চুক্তিমতে দেয় টাকা খেসারতের নালিশের অন্তর্গত, হেমেন্দ্রনাথ 'বনাম' কুমারনাথ ৩০ কলি ১৬৯। ৪ কলি, ল, জ, ৪০২ দেখ।

পত্তনিদার কর্ত্তৃক স্বীকৃত গভর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্ব খাজনা নহে, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'বনাম' জড়াও কুমারী ১০ কলি, উ, নো, ২০১ (পি, সি,)। প্রজা কর্ত্তৃক উচ্চতর মালিককে দেয় খাজনার নালিশও নহে, উহা খেসারতের নালিশ; ৩২ কলি ১৬৯; ৮ কলি, ল, জ, ৪০২ দেখ। একই রাইয়ত বহু যোত দখল করিলে, জমীদার সকল যোতের প্রাপ্য খাজনার বাবত একটি খাজনার নালিশ করিতে পারেন, কিন্তু ঐ নালিশের ডিক্রী খাজনার ডিক্রী হইবে না এবং সেই হেতু ডিক্রীর জারীতে যোত বিক্রয় হইবে না; মুল্লুকচাঁদ 'বনাম' সতীশচন্দ্র দাস ১৪ কলি, উ, নো, ৩৩৫; ৩৪ কলি, ২১৮; ১১ কলি, উ, নো, ৬৭৬; ৭, কলি ল, জ, ৯৬ ও ৩ কলি, উ, নো ৬৫০ দেখ। সাধারণতঃ চৌকিদারী টেক্স খাজনা বলিয়া বিবেচিত নহে, কিন্তু চুক্তিমূলে পত্তনিদার কর্ত্তৃক জমীদারকে দেয় চৌকিদারী টেক্স খাজানা বটে ২২ কলি, ৬৮০।

* নূতন আইনে রহিত হইয়াছে (১৪৮ ক ধারা দেখ) নূতন আইন অনুসারে মালিক মালিকের খাজনার ডিক্রী সর্ব্বপ্রকারে খাজনার ডিক্রী স্বরূপ গণ্য হইবে।

† পি, সি অর্থে প্রিভি কাউন্সিল অর্থাৎ বিলাত আপিলের মজলিস।

কবুলিয়তে লিখিত খাজনা ব্যতিরিক্ত, উহাতে লিখিত অন্য চুক্তিমূলে (যেমন ২/ মন গুড় বা তদ্‌পরিবর্তে ১০৲ টাকা) দেয় বস্তু খাজনা নহে, রামনারায়ণ 'বনাম' পাঞ্চাচাঁদ ৭ কলি, উ, নো, ২০৩। খাজানা অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য এবং উহার আদায়ের অধিকার বিক্রয় হইতে পারে, মহেশ 'বনাম' গুরুপ্রসাদ ১৩ উ, রি, ৪০১।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে "দেওয়া", "দিতে", ও "দেওন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, "অর্পণ করা", "অর্পণ করিতে" ও "অর্পণ করণ" ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) "মধ্যস্বত্ব" শব্দে মধ্যস্বত্বাধিকারীর বা অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্বার্থ বুঝাইবে।

(৮) যে মধ্যস্বত্বের উত্তরাধিকারী হইতে পারে ও অবধারিত সময়ের জন্য যাহার ভোগ হয় না "কায়েমী মধ্য-স্বত্ব" শব্দে সেই মধ্য-স্বত্ব বুঝাইবে।

নোট।—"মকররী" শব্দে চিরস্থায়ী স্বত্ব বুঝায় না, ৭ মু, আ, ৪৬৭ ; ৫ কলি, ৫৪৩। কিন্তু "মকররী ইস্তমরারী" শব্দে বুঝাইতে পারে, মনোরঞ্জন 'বনাম' রাজা লীলানন্দ ২৩ বে, ল, রি, ১৫৪ ও ৩ বে, ল, রি ২২৬ দেখ।

বহুকাল একহারে খাজনা দিলেই যে চিরস্থায়ী স্বত্ব হইবে তাহা নহে ৮ কলি, উ, নো, ১৪৫ ; কিন্তু একহারে খাজনা এবং ঐ খাজনা কখনও কমিবেশী না হওয়া এবং জমীর উপর পাকা ইমারত আদি নির্মাণ এবং দান বিক্রয় ইত্যাদি প্রমাণিত হইলে চিরস্থায়ী স্বত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে, ইসমাইল মহম্মদ 'বনাম' আসমত উল্লা ৮ কলি, উ, নো, ২৯ এবং ৮৮৯, এবং ৮৯৫ দেখ। ইমারত নির্মাণের জন্য বন্দোবস্ত হইলে চিরস্থায়ী স্বত্ব অনুমিত হইতে পারে, প্রমথনাথ 'বনাম' শ্রীগোবিন্দ ৯ কলি, উ, নো, ৪৬৩।

এদেশে ভূমিজমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিলে, ভূমিগর্ভস্থ খনিজাদিও গ্রহীতার প্রাপ্য হয়, কারণ ভূগর্ভ হইতে আকাশপর্য্যন্ত স্থানে তাহার স্বত্ব জন্মে, শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী 'বনাম' হরিনারায়ণ সিংহ, ৩৩ কলি ৫১ এবং ঐ ৫১১। ৯ কলি, উ, নো, ১৯২ ; ১১ কলি, উ, নো, ৫২৭ দেখ। কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর ১৬ কলি, উ, নো, ২৪১ পৃষ্ঠায় এইরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিলেই খনিজ স্বত্ব অর্শিবে না, উহা ঐ পাট্টার ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিবে।

বসবাসের জন্য বন্দোবস্ত হইয়া বহুকাল যাবৎ একহারে খাজনা দিয়া দখল করিলেই যে যোতে চিরস্থায়ী স্বত্ব জন্মায় তাহা নহে ; বরদাপ্রসাদ 'বনাম' প্রসন্নকুমার, ১৬ কলি, উ, নো, ৫৬৪। কিন্তু যদি ঐরূপ বন্দোবস্ত ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাদির হইয়া থাকে এবং যদি ইহা প্রমাণ হয় যে ৬০ বৎসরের উর্দ্ধকাল আদিম প্রজা এবং তাহার উত্তরাধিকারী

ঐ ভূমি দখল করিয়া আসিতেছে এবং খাজনার হার কখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, যোত—উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত যোগ্য বলিয়া ভূম্যধিকারী ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইলে, যোত চিরস্থায়ী বলিয়া অনুমিত হইবে, মহেশ 'বনাম' তেলামুদ্দীন, ১৬ কলি, উ, নো ৫৬৭।

(৯) কোন রাইয়ত, স্বতন্ত্র প্রজাস্বত্বের বিষয়ীভূত যে, বা যে যে ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, "যোত" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

নোট - অবিভক্ত অংশ "যোত" নহে, হরিচরণ 'বনাম' রাজা রণজিৎ, ২৫ কলি, ৯১৭; ২ কলি, উ, নো, ৪৪ ও ৬৮০। এবং উহার খরিদদার ১৬৭ ধারা মতে উহার দায় রদ করিবার অধিকারী নহে, আহাদুল্লা 'বনাম' গগন ২ কলি, প, জ ১০।

আসাম এবং অপর স্থানে প্রচলিত ১৮৬৯ সালের ৮ আইন অনুসারে অবিভক্ত ভূমিতেও দখলী স্বত্ব উদ্ভব হইতে পারে, ৮ কলি, উ, নো ১৫১ পৃষ্ঠায় বৈদ্যনাথ 'বনাম' সুনারাম নামক নজীর দেখ।

কোর্ফা রাইয়তের দখলি ভূমিকে এই ধারা মতে যোত বলা যায় না, অথবা ঐরূপ জমী ১৪শ অধ্যায়ে ব্যবহৃত "যোত" শব্দেরও অন্তর্ভুক্ত নহে, মুনসব আলি 'বনাম' আরসাদ উল্লা, ১৬ কলি, উ, নো, ৮৩১। কোন ভূমির অবিভক্ত অংশ এই ধারা মতে যোত নহে, শ্রীমতী পার্ব্বতী 'বনাম' মথুরানাথ, ১৬ কলি, উ, নো, ৮৭৭।

বঙ্গ।

(১০) গ্রাম বলিতে—

(ক) বঙ্গদেশের যে সাধারণ ভূমির রাজস্বের জরীপ করা হইয়াছে সেই জরীপে, অথবা

(খ) গবর্ণমেণ্টের কৃত যে জরীপ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই দফার প্রয়োজনার্থ গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে বলিয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে স্বীকৃত হয় সেই জরীপে,

পূর্ব্ববঙ্গ।

(১০) গ্রাম বলিতে—

(ক) যে সমস্ত জেলা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের অন্তর্গত ছিল তাহার যে সাধারণ ভূমির রাজস্বের জরীপ করা হইয়াছিল সেই জরীপে, অথবা

(খ) গবর্ণমেণ্টের কৃত যে জরীপ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই দফার প্রয়োজনার্থ গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে স্বীকৃত হয় সেই জরীপে,

বঙ্গ।

যে স্থান স্বতন্ত্র ও পৃথক্ গ্রাম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা, জরীপ করা ও লিপিবদ্ধ করা হয়, সেই স্থান বুঝাইবে ;

এবং যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অথবা গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে কোন জরীপ করা হয় নাই সেই স্থলে রেবিনিউ বোর্ডের অনুমোদন সহকারে কালেক্টর সাধারণ বা বিশেষ আদেশক্রমে যে স্থান গ্রাম বলিয়া ব্যক্ত করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

পূর্ব্ববঙ্গ।

যে স্থান স্বতন্ত্র ও পৃথক্ গ্রাম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা, জরীপ করা ও লিপিবদ্ধ করা হয়, সেই স্থান বুঝাইবে ;

এবং যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অথবা গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে কোন জরীপ করা হয় নাই সেই স্থলে রেবিনিউ বোর্ডের অনুমোদন সহকারে কালেক্টর সাধারণ বা বিশেষ আদেশক্রমে যে স্থান গ্রাম বলিয়া ব্যক্ত করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

পরন্তু—কোন স্থান বিশেষ, (লোকেল এরিয়া) মহাল, যোত অথবা তাহার অংশ বিশেষ সম্বন্ধে যখন ১০১ ধারামতে জরীপ করার এবং রেকর্ড অব্ রাইট প্রস্তুত করার কোন হুকুম হয় তখন গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটে ইস্তাহার করিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন যে উপরোক্ত স্থান, মহাল, যোত অথবা তাহাদের অংশ বিশেষে, রেবিনিউ বোর্ডের অনুমত্যনুসারে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, এইরূপ জরীপ এবং রেকর্ড অব রাইট্ সম্পর্কে, "গ্রাম" শব্দের অর্থে, জরীপ এবং রেকর্ড সম্পর্কিত ইউনিট (একক) স্থানকে বুঝাইবে।

নোট।—"গ্রামের" অর্থসম্বন্ধে ২০ ধারার নিম্নস্থ নজীর দেখ।

(১১) "কৃষি-বৎসর" বলিতে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত আছে, সেইখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর

বুঝাইবে ; যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে ; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে।

(১২) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত", বলিতে তাহা বুঝাইবে।

নোট।—৫০ (২) ধারা অনুসারে চিরস্থায়ীত্ব অনুমান করিতে হইলে ১৭৯৩ সালের কৃত বন্দোবস্ত প্রমাণ না হইলেও কোন প্রভেদ হইবে না, ভমদা বিবি 'বনাম' আশুতোষ দত্ত ৪ কলি, উ, নো, ৫১৩।

(১৩) "উত্তরাধিকার" শব্দে অকৃত চরমপত্রে ও চরমপত্রানুযায়ী অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

(১৪) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারাতে কোন চিহ্ন দিলে "স্বাক্ষরিত" শব্দে "ঐ চিহ্ন দেওয়া" বুঝাইবে। এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের "মোহরাঙ্কিত" ও বুঝাইবে।

নোট।—নিরক্ষর ব্যক্তি দ্বারা কোন দলিল স্বাক্ষরিত করিতে হইলে যদি সে ব্যক্তি কলম স্পর্শ করে এবং অপর ব্যক্তি তাহার নাম লিখে তাহা হইলে দলিল তাহা কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া গণ্য হইবে, শশীভূষণ 'বনাম' চন্দ্র ৩৩ কলি, ৮৬১। সাক্ষী দিবার প্রয়োজন নাই, ২৯ কলি, ১৪৯। দলিলের প্রথম পত্রে কেবল স্বাক্ষর করিলে চলিবে না, বঙ্কুবিহারী 'বনাম' কৃষ্ণগোবিন্দ ৩০ কলি ৪৩৩। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বাক্ষর সম্বন্ধে ৯ কলি, উ, নো, ৮০৩ এবং ১০ কলি, উ, নো, ৮৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

জমীদার ও তাঁহার কার্য্যকারক কোন্ দলিলে স্বাক্ষর করিবেন, এসম্বন্ধে ১৮৭ ধারা দেখ।

(১৫) "নির্দ্দিষ্ট" শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সময়ে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "নির্দ্দিষ্ট" বুঝাইবে।

(১৬) "কালেক্টর সাহেব" শব্দে—কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এই আইনমত কালেক্টর সাহেবের কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে।

নোট।—১২, ১৩, ১৫ এবং ৬৯-৭১ ধারার কার্য্য সকল জেলার ইনচার্জ ডেপুটী কালেক্টর করিতে পারেন। তাঁহার কৃত কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না, মহাবত সিং 'বনাম' উমাতুল ফতিমা, ২৮ কলি, ৬৬।

(১৭) এই আইনের কোন বিধানে "রাজস্ব কর্ম্মচারী" শব্দ থাকিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্ম্মচারীর কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারীকে নামোল্লেখে বা পদোপলক্ষে নিযুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্ম্মচারীকে বুঝাইবে।

নোট।—নিয়মবঙ্গের সমস্ত ডেপুটি কালেক্টরগণকে দশম অধ্যায়ের কার্য্যপ্রণালী নির্ব্বাহের জন্য রেবিনিউ কর্ম্মচারীর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ১১ ফেব্রুয়ারী ১৮৯০ সালের কলিকাতা গেজেট, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২১ দেখ। এবং উহাদিগকে সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীর ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। পুনশ্চ ৬ অধ্যায়ের ১ নিয়মের স্থানে ইদানীং ৮ অধ্যায়ের ৪০ নিয়ম দ্রষ্টব্য।

এবং ঐরূপ উহাদিগকে ১৮৯৮ সালের ৩ আইন অনুসারে সংশোধিত ১০৩ ধারার নিয়মানুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; এবং এই আইনের ১৮৯ (ক) এবং (খ) ধারার ক্ষমতা ৬ অধ্যায় ৫৪ নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদন করিবারও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ১০ জুলাই ১৯০১ সাল কলিকাতা গেজেট, প্রথম খণ্ড ৮৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৬ অধ্যায়ের ৫৪ নিয়ম পরিবর্ত্তে ঐ অধ্যায়ের ১০ নিয়ম দেখ।

(১৮) "রেজিষ্টরী করা" শব্দে দলীল রেজিষ্টরী করিবার যে কোন আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে রেজিষ্টরী করা বুঝাইবে।

নোট। আমলনামা রেজিষ্টরী করিবার প্রয়োজন নাই, দ্বারিকানাথ 'বনাম' গেজু সিকদার ৩৩ কলি, ৫২। আমলনামা সম্বন্ধে বিস্তৃত নজীর, চম্পকলতিকা 'বনাম' নফরচন্দ্র সামীয় ১৫ কলি, ৪ নো, ৫৩৬ দ্রষ্টব্য।

দলিল রেজিষ্টরী সম্বন্ধে বাঙ্গলা আইনের ১২, ১৭, ১৮, ১৯, ৪৩, ৪৮, ৮৫, ৮৭ এবং ১৬৬ ধারা দেখ। এবং ১৯০৮ সালের ১৬ আইন (রেজিষ্ট্রেসন আইনের) ১৭ এবং ১৮ ধারা দেখ। এবং ১৮৮২ সালের ৪ আইনের (ট্রান্সফার অব্ প্রপার্টি আইনের) ৫৪, ৫৯ ও ১২৩ ধারা দেখ। একশত টাকার অধিক মূল্যের যৌতুক হস্তান্তর করিতে হইলে দলিল রেজিষ্টরি করা আবশ্যক, সম্মদাস 'বনাম' নিস্তারিণী, ১৪ কলি ৪৪৬; ৩ এলা, ৪২২। চাষ আবাদের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত দলিলে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না, ষ্ট্যাম্প আইনের ১ তফশীলের ৩৫ আর্টিকেল দ্রষ্টব্য। রেজিষ্টরী দলীল ও বিনা রেজিষ্টরী দলিল লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে রেজিষ্টরী দলিলই বলবৎ হইবে, ৮ কলি, ৫৯১; ১৩ কলি, ৭০; ১৬ মান্দ্রাজ ১৪৮; ১৮ বম্বে, ৩৭২; ১৯ এলা ১৪৪। কিন্তু ১০০ শত টাকার ন্যূন মূল্যের সম্পত্তি দখলের সহিত হস্তান্তরিত হইলে উহা রেজিষ্টরী দলিল অপেক্ষা বলবৎ, ১০ কলি ১০৭৩; ৭ কলি, ৭৫৩। এবং রীতিমত নজর গ্রহণ করিয়া জমী বন্দোবস্ত দিয়া দখল দিলে উহা রেজিষ্টরী দলিল মূলে লিজের বিরুদ্ধে বলবৎ হইবে। ইসমাইল, 'বনাম' আদি ১৩ কলি, উ, নো, ১০৪ (নোটস্)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা।

৪ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে নিম্ন-লিখিত কয়েক শ্রেণীর প্রজা থাকিবে যথা—

(১) মধ্য-স্বত্বাধিকারী, অর্থাৎ মধ্য-স্বত্বাধিকারীরা ইহার অন্তর্গত,

(২) রাইয়ত; এবং

(৩) কোরফা রাইয়ত, অর্থাৎ যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে রাইয়তের নিম্নে ভূমি ভোগ করে; আর নিম্ন লিখিত কয়েক শ্রেণীর রাইয়ত, যথা,—

(ক) যে রাইয়তেরা মোকররী হারে ভূমি ভোগ করে। যাহারা চিরকালের নিমিত্ত মোকররী খাজনা কিম্বা চিরকালের নিমিত্ত মোকররী হারে খাজনা দিয়া ভূমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাদিগকে বুঝাইবে।

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত, অর্থাৎ যে রাইয়তদের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে।

(গ) দখলী স্বত্ব-শূন্য রাইয়ত, অর্থাৎ যে রাইয়তদের ঐরূপ দখলী-স্বত্ব নাই।

"মধ্য-স্বত্বাধিকারী" ও "রাইয়ত" শব্দের অর্থের কথা।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার বা প্রজা বসাইয়া ভূমি আবাদ করাইবার উদ্দেশ্যে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ভূস্বামীর স্থানে বা অন্য কোন মধ্য-স্বত্বাধিকারীর স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, "মধ্যস্বত্বাধিকারী" বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে এবং যাহারা ঐরূপ স্বত্ব পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বার্থগত উত্তরাধিকারী-দিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা বা বেতনভোগী চাকর দ্বারা কিম্বা অংশীদের সাহায্যে ভূমির চাষ করিবার নিমিত্ত ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, 'রাইয়ত' শব্দে মুখ্যতঃ

সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ; এবং যে ব্যক্তিরা ঐরূপ স্বত্ব প্রাপ্ত হন, তাহাদিগের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ঐ শব্দ বাচ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা।—যদি ভূমির কোন প্রজার উহা আবাদ করাইবার স্বত্ব থাকে তবে তিনি উৎপন্ন সংগ্রহ করিবার বা পশ্বাদি চরাইবার নিমিত্ত উহার ব্যবহার করিলেও চাষ করিবার নিমিত্ত উহা ভোগ করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা মধ্য-স্বত্বাধিকারীর অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রাইয়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোনও প্রজা মধ্য স্বত্বাধিকারী, কি রাইয়ত ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ;—

(ক) দেশাচারের—প্রতি ; এবং

(খ) যে অভিপ্রায়ে প্রজাস্বত্ব—প্রথমে গৃহীত হইয়াছিল, তৎপ্রতি।

(৫) কোন প্রজার ভোগকৃত ভূমি নিয়মিত মাপের ১০০ বিঘার অধিক হইলে, যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না দেওয়া যায় তাবৎ ঐ প্রজা মধ্য-স্বত্বাধিকারী বলিয়া অনুমান হইবে।

নোট। জমীদার এবং পত্তনিদারের মধ্যে মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা থাকিতে পারে, রাজকুমার 'বনাম' প্রবালচন্দ্র ৯ কলি, উ, নো, ১৪৬।

মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা এবং রাইয়তের অর্থকরণ নিঃশেষে হয় নাই, ৭ কলি, ল, জ, ৫২২। আরও কোন্ ২ বিষয় থাকিলে মধ্যস্বত্ব অথবা রাইয়তী স্বত্ব হইবে এতদ্বিষয়ে, মেদিনীপুর জমীদারী কোং 'বনাম' শ্যামলাল, ১৫ কলি, উ, নো, ২১৮ দেখ এবং ১০ কলি, উ, নো, ১৬৭ (নোটিস) দেখ। গোপাল 'বনাম' নীলমণি, ১৪ কলি, ল, জ, ৩৮।

কোন ব্যক্তি সরলভাবে অধিকার প্রবেশকারীর অধীনে উহার যথার্থ স্বত্ব আছে বিবেচনা করিয়া জমী চাষ করিলে ঐ ব্যক্তির রাইয়তী স্বত্ব হইবে, বিনোদলাল 'বনাম' কালু পাহলোয়ান ১০ কলি ৭০৮ (ফুলবেঞ্চ)। এবং তদ্রূপে দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল চাষ করিলে মৌরসী স্বত্ব হইবে ৯ কলি ৫৬০ ; ৮ কলি, উ, নো, ২১৫, এবং ৩২০ দেখ। পত্তনি বন্দোবস্তের পর কতকগুলি চাকরান জমী গভর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করিল, তৎপরে পত্তনিদার খাজনা দিয়া উহার বন্দোবস্ত লইবার জন্য জমীদারের সহিত কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন এবং ঐ অবসরে প্রতিবাদীগণ সাত বিঘাতে পত্তনিদারের নিকট ঐ বাজেয়াপ্তী জমীর রাইয়তী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিল। পরে বাদী পত্তনি খরিদ করিয়া জমীদারের নিকট চাকরান

বাজেয়াপ্তী জমীর বন্দোবস্ত লইয়া প্রতিবাদীগণকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা আনিল। কিন্তু উহাদের রাইয়তী স্বত্ব হওয়ায় উহাদের উচ্ছেদ হইবে না, বিপিন 'বনাম' [illegible] ১৫ কলি, উ, নো. ৯৭৬।

পানের চাষের জন্য লিজ্‌কেও কৃষিলিজ্ বলা যায়, ২৪ মান্দ্রাজ ৪২১। নীলের চাষও কৃষি অভিপ্রায়ে গণ্য হইবে, হরিমোহন 'বনাম' স্থরেশ্র ৩৪ কলি, ৭১৮ (পি, সি)।

জরিপেশ্‌গি লিজেও যোত স্বত্ব হইতে পারে, যেমন ইণ্ডিগো কোম্পানি 'বনাম' রঘুনন্দন দাস ২৪ কলি, ২৭২ (পি, সি,) কিন্তু ২ কলি, উ, নো ৭৫৮ এবং ১০ কলি, উ, নো, ৬৫১ দেখ। এবং যদি জরিপেশ্‌গি লিজে স্থদ দিবার চুক্তি থাকে, তাহা হইলে 'দেনাদার মহাজন' সম্বন্ধ থাকায় ঐ লিজে যোত স্বত্ব হইতে পারে না, অথবা ঐ লিজভুক্ত ভূমী ভূম্যধিকারীর খাস, খামার বা জিরায়ত ভূমি হইলেও উহাতে যোত স্বত্ব হইবে না, দামোদর 'বনাম' দামগিনিস্, ১৫ কলি, উ, নো, ৩৪৫ (পি, সি)।

চাষ করিবার জন্য লিজ্ লইলে এই আইনের বিধান খাটিবে। কিন্তু পরে ঐ জমীতে পুষ্করণী খনন, অথবা বাগান বা গৃহ নির্ম্মাণ করিলেও (অবশ্য জমীদারের সম্মতিক্রমে) যোতের প্রকৃতি নষ্ট হয় না, প্রসন্নকুমার 'বনাম' জগন্নাথ ১০ কলি, ল, রি, ২৫। কিন্তু প্রথমতঃ কয়লার ডিপো অথবা গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদির জন্য লিজ্ লইলে উহা এই আইনের বিধান মতে আসিবে না, ১৯ কলি ৪৬৯। মধ্য স্বত্বাধিকার প্রমাণ করিতে হইলেও দেখাইতে হইবে যে প্রথমত চাষ আবাদের জন্য পত্তন লওয়া হইয়াছিল; কেবল খাজানা আদায়ের জন্য বন্দোবস্ত লইলে ঐ স্বত্ব জন্মে না, ওমাও 'বনাম' মহম্মদ ২৭ কলি, ২০৫, "যোত" শব্দ লিখিত থাকিলেই যে উহা মধ্য স্বত্বাধিকার হইবে না তাহা নহে, নবাব আমী 'বনাম' ক্ষেমঙ্কুমারী ৮ কলি, উ, নো ১১৭। চাষ আবাদের জন্য বহু জমী লইয়া পরে তাহাতে প্রজা বসাইলে উহাদের প্রজাই স্বত্ব জন্মিবে ৫ কলি ল, জ, ৫২২। রাইয়ত ও মধ্য স্বত্বাধিকারীর যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণ নহে ৫ কলি, ল, জ, ৫০২। সেক্রেটারী অব ষ্টেট 'বনাম' করুণাকান্ত, ৩৫ কলি, ৮২, ১১ কলি, উ, নো ১০৫৩ ফুলবেঞ্চে সাব্যস্ত হইয়াছে যে "মেলার" ইজারাদারকে মধ্য স্বত্বাধিকারী বলা যায়।

১০০ বিঘার কম জমি দখলে থাকিলে দখলকারীকে যে "রাইয়ত" বলিয়া অনুমান করা যাইবে তাহার বিধান নাই, তারাচাঁদ 'বনাম' ঈশ্বর, ১৪ কলি, ল, জ, ৫৯৮; ১৬ কলি, উ, নো, ৩৯৮।

চুক্তিমূলে খাজনার হার স্থির থাকিলে এই ধারার বিধান মতে উহা আর বৃদ্ধি হইবে না। কোন্ কোন্ কারণে হারের চিরস্থায়িত্ব অনুমিত হইতে পারে এ সম্বন্ধে, রামদয়াল 'বনাম' মেদিনীপুর জমিদারী, ১৫ কলি, উ, নো, ২৬৩ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

মধ্য-স্বত্বাধিকারীদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজনা বৃদ্ধির কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে মধ্য-স্বত্ব ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোন্ কোন্ স্থলে তাহার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে মধ্যস্বত্ব ভোগ হইয়া আসিতেছে নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ—

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ঐ তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে কিম্বা যে যে নিয়মের অধীনে ঐ মধ্য-স্বত্ব ভোগ হয়, তদনুসারে তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান্, অথবা—

(খ) ঐ মধ্য-স্বত্বাধিকারী মধ্য-স্বত্বের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ হ্রাস হওয়া ভিন্ন অন্য কারণে আপনার খাজনা কমাইয়া লইয়া দানীকৃত বর্দ্ধিত খাজনা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে ঐ খাজনা তোলা যাইতে পারে।

নোট।—এই ধারায় ১৭৯৩ সালের ৮ রেগুলেশনের ৫১ (১) ধারা রহিত করা হইল। ১ তফশীল দেখ। এই ধারার সহিত ৫০ ও ৫২ ধারা পড়। এই দুই ধারার মতে জমীর পরিবর্ত্তন অথবা মাপে কমি বেশী হইলে খাজনার পরিবর্ত্তন অথবা কমীবেশী হইতে পারে। এই ধারা মতে জমা বৃদ্ধির মোকদ্দমায় নোটীস দিতে হয় না, (রেণ্ট কমিশন রিপোর্ট ভালম্ ১, ৩৪ পৃষ্ঠা ৬৩ প্যারা)।

প্রমাণের ভার।—জমা বলিয়া স্বীকার করিলে প্রতিবাদীকে তাহার চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রমাণ করিতে হইবে, কেদারনাথ মিত্র 'বনাম' দাবেন্দ্রনারায়ণ রায় ৩ কলি, উ, নো, ২০২ এবং ৬৯৫। খাজনা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমায় প্রতিবাদী অধীন তালুক দখল করে বলিয়া দাবী করিলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কাল হইতে জমী তাহার জমীদারীর ভিতর ইহা জমীদারকে প্রমাণ করিতে হইবে, আমানুল্লা 'বনাম' নসরত আলি ১০ কলি ৯২০। চলিত খাজনা বাজারনিরিখ হার অপেক্ষা কম তাহা বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে, হেমচন্দ্র চৌধুরী 'বনাম' কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ি ২৬ কলি, ৮৭২। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কাল হইতে" প্রমাণ করিতে হইলে উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না দেখাইলেও দাখিলাদের প্রাচীন টৌজির (যথা ১৮২৪ সাল)

প্রমাণ করিলেও চলিতে পারে, আনন্দ চন্দ্র 'বনাম' কুঞ্জবিহারী ৮ কলি ল, জ, ১৭৭ ; এবং "পঞ্চসনা" বা "দশসালা" কাগজে তালুকের উল্লেখ না থাকিলেই যে, উহা ঐ সময়ের নহে তাহা বিবেচ্য নহে, ওয়াইজ 'বনাম' ভুবনময়ী ১০ মুর ই, আ ১৭৪। ১৮০৫ সালের ডিক্রীতে তালুক, জমিদারী হইতে পৃথক হওয়ার যোগ্য উল্লেখ থাকায় উহার জমা বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত নহে, হেমন্তকুমারী 'বনাম' জগদীন্দ্র ২২ কলি, ২১৪।

একা সরিক জমীদার বৃদ্ধির মোকদ্দমা করিতে পারেন না। এই সম্পর্কে ১৮৮ ধারা দেখ, শ্যামাচরণ 'বনাম' ছাদেম মোল্লা ১ কলি, উ, নো, ৪১৫। কিন্তু যদি মুল সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করিয়া প্রত্যেক সরিক জমীদার স্ব স্ব অংশ বিভিন্ন করিয়া লয়েন, তাহা হইলে খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমায় ১৮৮ ধারা অন্তরায় হইবে না, হেমচন্দ্র 'বনাম' কালীপ্রসন্ন ২৬ কলি ৮৩২।

মধ্য-স্বত্বের খাজানা বৃদ্ধির সীমার কথা।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন মধ্য-স্বত্বাধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া ঐ খাজনা নিকটস্থ তদ্রূপ মধ্য-স্বত্ব যাহারা ভোগ করেন তাঁহারা দেশাচারানুগত যে হারে খাজনা দেন, সেই হার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(২) যে স্থলে তদ্রূপ দেশাচারানুগত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্য্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত মধ্যস্বত্বাধিকারীর মোট যত খাজনা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজনা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন—

(ক) যে অবস্থায় মধ্য-স্বত্বের সৃষ্টি হয়, যথা, মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ মধ্য-স্বত্বাধিকারীর কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের দ্বারা বা খরচে প্রথম আবাদ করা হইয়াছিল কি না, মধ্য-স্বত্ব সৃষ্টির সময়ে কোন সেলামী বা পণ দেওয়া হইয়াছিল কি না এবং জমি হাসিল করাইবার নিমিত্ত বিশেষরূপ অল্প খাজনায় প্রথমতঃ মধ্য-স্বত্ব সৃষ্টি করা হইয়াছিল কি না ; ও

(খ) মধ্য-স্বত্বাধিকারীরা বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা কোন-রূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন কি না।

(৪) উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারী আপন মধ্য-স্বত্বের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপনি দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজনামুক্ত করিয়া বা উপকারার্থে সামান্য খাজনায় দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপ-যুক্ত ও ন্যায্য খাজনা হিসাব করিয়া পূর্ব্বোক্ত মোট খাজনার মধ্যে ধরিতে হইবে।

নোট।—জমীদারীর অন্তর্গত জমী মাত্রেরই খাজনা বৃদ্ধি করিবার জমিদারের ক্ষমতা আছে, যদি না কোন আইনের বিধানমতে অথবা চুক্তিদ্বারা বারিত হন, বামাসুন্দরী 'বনাম' রাধিকা ১ কলি, ল, জ, ৫১৫।

প্রজা চিরস্থায়ী স্বত্ব দাবী করিলেও জমীদার খাস দখলের ডিক্রী পাইলেন এবং বাঁশ-গাড়ী করিয়া দখল লইলেন; কিন্তু তথাপি প্রজা জমীদারের জ্ঞাতমতে ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল, দখল করিলে প্রজার চিরস্থায়ী স্বত্ব হইবে, বাবুদ্দি মাঝি 'বনাম' দুর্গাপ্রসাদ ৯ কলি, উ, নো, ৩৯২।

খাজনা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমায় সমুদয় ভূম্যধিকারীগণ বাদী শ্রেণীভুক্ত হইবেন, আংশিক ভূম্যধিকারী অপর শরিকগণকে প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া ঐরূপ মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না, রায় যতীন্দ্রনাথ 'বনাম' প্রসন্নকুমার, ১৫ কলি, উ, নো, ৭৪, পি, সি,। কিন্তু খাজনার মোকদ্দমার নূতন ধারামতে (১৪৮ক,) এই নিয়ম খাটে না।

খাজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজনা বৃদ্ধি করিলে কষ্ট হইবে তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, খাজনা বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে করা যাইবে, অর্থাৎ যে খাজনা বৃদ্ধির অনুমতি হয় যাবৎ তাহার উর্দ্ধ সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে বৎসর বৎসর খাজনা বৃদ্ধি হইবে।

খাজনা একবার বর্দ্ধিত হইলে পনের বৎসর পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিবার কথা।

৯ ধারা। কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে বৃদ্ধি করা গেলে, যে তারিখে ঐরূপে বৃদ্ধি করা যায় আদালত সেই তারিখের পর পনের বৎসর মধ্যে ঐ খাজনা আর বৃদ্ধি করিবেন না।

মধ্য-স্বত্বের অন্যান্য অনুসঙ্গের কথা।

কায়েমী মধ্য-স্বত্বাধিকারীকে উচ্ছেদ করিতে না পারিবার কথা।

১০ ধারা। কোন কায়েমী মধ্য-স্বত্বাধিকারী ও তদীয় ভূম্যধিকারী এ উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার স্বত্ব-ক্রমে যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত মধ্য-স্বত্বাধিকারীকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন এইরূপ হেতু বিনা উক্ত মধ্য-স্বত্বাধিকারীকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পর চুক্তি করা গেলে উক্ত নিয়ম এই আইনের বিধানের সহিত সঙ্গত হওয়া চাই।

নোট।—খাজানা না দিলে পত্তনি স্বত্ব ধ্বংস হইবে এতদ্রূপ চুক্তি পত্তনি পাট্টায় থাকিলেও উহা অসিদ্ধ, মহব্বৎ আলি 'বনাম' মহম্মদ ২ কলি, উ, নো, ৮৫৫। মধ্যস্বত্ব-বিশিষ্ট চিরস্থায়ী প্রজারও ঐরূপ চুক্তি অসিদ্ধ, ৫ কলি, ল, জ, ৫২১। খাজানা না দিলে রাজা প্রজা সম্বন্ধ রহিত হয় না, অপূর্ব্বকৃষ্ণ 'বনাম' আশুতোষ ৯, কলি, উ, নো, ১২২।

ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করিলে মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্বত্বধ্বংস হয় না, দলীরুদ্দী 'বনাম' আবদুল রহমন ১৭ কলি ১৯৬; কিন্তু ঐ অস্বীকার ডিক্রী ক্রমে সাব্যস্ত হইলে স্বত্ব ধ্বংস হইবে; যথা—কোন দরপত্তনিদার মালিকের স্বত্ব অস্বীকার করিলে খাজনার মকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হওয়ায়, মালীক উহাকে উচ্ছেদ করিয়া খাসদখল পাইবেন। নীলমণি 'বনাম' অনন্তরাম, ২ কলি, উ, নো, ৭৫৫। অন্যান্য নজীর ২৫ ধারার নীচে সন্নিবেশিত আছে। দুই ব্যক্তির মধ্যে কে মালীক, ইহা সাব্যস্ত করার জন্য প্রজা মকদ্দমা করিতে পারে না, কৈলাস 'বনাম' গোলক ২ কলি, উ, নো, ৬১। প্রজা মধ্যস্বত্বাধিকার দাবী করিলে প্রমাণের ভার তাহার উপর, নীলমণি 'বনাম' মথুরানাথ ৫ কলি, ল, জ ৪১৩, ৩ কলি, উ, নো, ৭৬৩। কিন্তু মাল বলিয়া "লাখেরাজ" ভূমি দাবী করিলে প্রমাণের ভার প্রথমতঃ মালীকের উপর, সেখ মীলন 'বনাম' মহম্মদ আলী ১০ কলি, উ, নো ৪৩৪; ৮ বি, ল, রি, ৫৬৬; ঐরূপ প্রজার বহুকাল দখল থাকিলে উচ্ছেদের মকদ্দমায় প্রমাণের ভার মালীকের উপর, ৬ কলি, উ, নো, ১০৫; এই সম্বন্ধে ৯ কলি, উ, নো, ১৪৪, ৪৬০ দ্রষ্টব্য।

কায়েমী মধ্য-স্বত্বের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক কায়েমী মধ্য-স্বত্ব এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল বা চরম-পত্রক্রমে দান করা যাইতে পারে সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল বা চরম পত্র ক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

IMPERIAL LIBRARY

নোট।—কায়েমী মধ্য-স্বত্ব আংশিক হস্তান্তর হইতে পারে, কিশোরী 'বনাম' অনন্ত ১০ কলি, উ, নো, ২৭০; ২৫ কলি, ৪৪৫।

কায়েমী মধ্যস্বত্বের ইস্তাফা দিবার কোন বিধান এই খাজনা আইনে নাই। পত্তনি এবং অন্যান্য কায়েমী মধ্যস্বত্বের ইস্তাফা হয় না, ১৭ কলি ১৬২; ২০ কলি, ২৪৭। এবং জমীদার ইস্তাফা স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন, ২৬ কলি, ২৯; ১৪ কলি, ১০৯। কিন্তু যদি অনধিকার প্রবেশকারীর বেদখল অবস্থায় জমীদার পত্তনিদারের ইস্তফা স্বীকার করেন তবে উহার অর্থ হস্তান্তর বলিয়া গণ্য হইবে এবং তামাদিকাল ইস্তাফার তারিখ হইতে গণ্য হইবে না; কিন্তু বিরুদ্ধ দখলের সময় হইতে গণ্য হইবে, গোবিন্দনাথ 'বনাম' সূর্য্যকান্ত ২৬ কলি ৪৬০।

কায়েমী ভিন্ন কোনরূপ হস্তান্তর না করিবার স্বত্ব শর্ত্তসিদ্ধ নহে, ট্রান্সফার প্রপার্টী আইনের ১১ ধারা, এই খাজনা আইনের ১০ ও ১১ ধারার দ্বারায় রহিত করা হয় নাই। কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী চুক্তির ব্যতিক্রমে কার্য্য করিলেও আদালত ১৫৫ ধারা মতে বেদখলের ডিক্রী দিয়াছেন, উচ্ছেদ করেন নাই, কেশবলাল 'বনাম' হরাযত, ১২ কলি, ল, ন, ১২৬।

উড়িষ্যার সরবরাকারী স্বত্ব অংশতঃ অথবা সম্পূর্ণতঃ জমীদারের সম্মতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর হইতে পারে না, দশরথ 'বনাম' রামকৃষ্ণ ৯ কলি ৫২৬; ১১ কলি ৬৯৯; অস্থায়ী মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর অযোগ্য, কীরামণী 'বনাম' আবদুলগনি ৭ কলি, ল, জ, ৩৫৩। প্রথানুযায়ী হস্তান্তরের অযোগ্য মধ্যস্বত্ব মালিকের বিনানুমতিতে হস্তান্তরিত হইতে পারে না। উ, বি, ১৪৭।

ইচ্ছাপূর্ব্বক কায়েমী মধ্য-স্বত্ব হস্তান্তর করিবার কথা।

১২ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা পত্তনী বা অন্য মধ্য-স্বত্ব সংক্রান্ত আইনগত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন কায়েমী মধ্য-স্বত্বের হস্তান্তর বিক্রয়, দান বা বন্ধক-ক্রমে করিতে হইলে, তাহা কেবল রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্রদ্বারা করা যাইতে পারিবে।

(২) দলীল রেজিষ্টারী করিবার যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, সেই আইন মতে যে কোন ফী দিতে হয় তদতিরিক্ত রেজিষ্টারী করণের কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দিষ্ট টাকা পরিমিত পরওয়ানার ফী অতঃপর ভূম্যধিকারীর ফী বলিয়া অভিহিত নিম্নলিখিত ফী "ভূম্যধিকারীর নিকটে ভূম্যধিকারীর ফী প্রেরণ করণার্থ যেরূপ খরচা আবশ্যক সেই খরচাসহ"

[নূতন] দেওয়া না গেলে, যে নিদর্শনপত্রদ্বারা বিক্রয়, দান বা উপস্বত্ব ভোগ সহিত "বন্ধকক্রমে" [নূতন] কায়েমী মধ্য স্বত্ব হস্তান্তর করা যায় বা করিবার অভিপ্রায় থাকে, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ সেই নিদর্শনপত্র রেজিষ্টারী করিবেন না ;—

(ক) উক্ত মধ্য-সত্ব সম্বন্ধে খাজনা দিতে হইলে, উক্ত মধ্য স্বত্বের বার্ষিক খাজনার উপর শতকরা দুই টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ ফী এক টাকার কম কিম্বা একশত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত মধ্য-স্বত্ব সম্বন্ধে খাজনা দিতে না হইলে, দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

(৩) ঐরূপ কোন নিদর্শনপত্রের রেজিষ্টারী করণ সম্পন্ন হইলে রেজিষ্টারী করণের কর্ত্তৃপক্ষ কালেক্টর সাহেবের নিকট ভূম্যধিকারীর ফী "উহা পাঠাইবার নিমিত্ত আবশ্যক খরচা" [নূতন] নির্দ্দিষ্ট পাঠে হস্তান্তর ও রেজিষ্টারী করণের নোটিস পাঠাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব "নির্দ্দিষ্ট প্রকারে' [নূতন] ভূম্যধিকারীকে ঐ ফী দেওয়াইবেন ও তাঁহার উপর ঐ নোটিস জারী করাইবেন।

নোট।—দলিল রেজিষ্টারী হইলে হস্তান্তর সম্পূর্ণ হইবে, কৃষ্ণবল্লভ 'বনাম' কৃষ্ণলাল ১৬ কলি ৬৪২। জমীদার হস্তান্তরের বিষয় না জানিলেও হস্তান্তরের পর, হস্তান্তরকারী জমীদারকে খাজনা দিতে দায়ী নহে, মহেন্দ্র 'বনাম' কুমারনাথ ১২ কলি, উ, নো ৩৭৮; ১৯ কলি, ১৭। এই হস্তান্তর বেনামী হইলে চলিবে না, জয়গোবিন্দ 'বনাম' মন্মথনাথ ৩৩ কলি ৫৮০। ১৯০৩ সালের ১ আইনের বলে জমীদারের প্রাপ্য ফী না দিলে হস্তান্তর অসিদ্ধ হইবে না ৮ কলি, উ, নো ২৩৯; ১২ কলি উ, নো ৪৭৮। শুদ্ধ রেজিষ্টারী হইলেই যে স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় তাহা নহে, কারণ পক্ষগণের মধ্যে এরূপ চুক্তি থাকিতে পারে যে পণের টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত স্বত্ব হস্তান্তরিত হইবে না, এরূপ ক্ষেত্রে ঐ চুক্তি বলবৎ হইবে। কিন্তু প্রমাণের ভার যে পক্ষ চুক্তির কথা বলেন তাঁহার উপর, শিবনন্দন 'বনাম' দরবারী ২ কলি, উ নো, ২০৭।

এই ধারা মতে ভূম্যধিকারীর ফী দিলেই কায়েমী মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর সম্পূর্ণ হইবে, ভূম্যধিকারী উহা গ্রহণ করুন বা নাই করুন; এবং ঐ হস্তান্তরের পর হইতে দেয় খাজানার নালিশ হস্তান্তর গ্রহীতার বিরুদ্ধে করিতে হইবে, নতুবা ডিক্রী মণিডিক্রী হইবে, গিরিশ 'বনাম' খগেন্দ্র, ১৬ কলি, উ, নো, ৬৪।

খাজনার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী কালে নীলাম দ্বারা কায়েমী মধ্য-স্বত্বের হস্তান্তর হইবার কথা।

১৩ ধারা। (১) কোন কায়েমী মধ্য-স্বত্ব উহার নিজ বাকী খাজনার ডিক্রী ভিন্ন অন্য ডিক্রীজারী ক্রমে নীলাম করা গেলে কিম্বা উপসত্ত্ব ভোগ সহিত বন্ধক ভিন্ন অন্য কোন কায়েমী মধ্য-স্বত্বের বন্ধক উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করা গেলে আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বে কিম্বা উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত ডিক্রী না আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে ক্রেতার কিম্বা বন্ধক গ্রহীতার প্রতি এই আদেশ করিবেন যে, তিনি "ভূম্যধিকারীর নিকটে পাঠাইতে যে খরচা আবশ্যক" [নূতন] সেই খরচা সমেত পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট ভূম্যধিকারীর ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের কিম্বা উদ্ধার করণের স্বত্ব চূড়ান্তরূপে রহিত করণের নোটিস জারী করণার্থ আর যে ফী নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে কিম্বা উদ্ধারকরণের স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত ডিক্রী না আজ্ঞা করা গেলে আদালত কালেক্টর সাহেবের নিকট ভূম্যধিকারীর ফী ও উহা পাঠাইবার নিমিত্ত আবশ্যক খরচা নির্দ্দিষ্ট পাঠে নীলামের কিম্বা উদ্ধার করণের স্বত্ব চূড়ান্তরূপে রহিত করণের নোটিস পাঠাইবেন; এবং কালেক্টর সাহেব, যাহার নাম নোটিসে লিখিত থাকে সেই ভূম্যধিকারীকে "নির্দ্দিষ্ট প্রকারে" [নূতন] ঐ ফী পাঠাইয়া দেওয়াইবেন ও তাহার উপর ঐ নোটিস জারী করাইবেন।

নোট।—নীলাম চূড়ান্ত (দৃঢ়) করিবার পূর্ব্বে ১২ ধারানুসারে ভূম্যধিকারীর ফী না দিলে বিক্রয় [illegible], [illegible] 'বনাম' [illegible] ২৬ কলি ৬০৭। কিন্তু নীলামের পরেও ফী [illegible] আদালতের ক্ষমতা আছে, [illegible] 'বনাম' [illegible] ৭ কলি, উ, নো, ৩০৮। এবং নীলাম খরিদদার ঐ ফী আদালতে দাখিল করিলেই খরিদ সম্পূর্ণ হইবে, যদিও ভূম্যধিকারী ফী গ্রহণ করুন বা না করুন। ভূম্যধিকারীর সেরেস্তায় নাম খারিজ হউক বা না হউক, যদি ভূম্যধিকারী খরিদদারের ফী দাখিলের বিষয় অবগত হইয়াও তাহাকে পক্ষ না করিয়া খাজনার মোকদ্দমা করেন তবে ঐ ডিক্রী খাজনার ডিক্রী হইবে না, তবে কেবল মাত্র দেনাদারদিগের পক্ষে [illegible], [illegible] 'বনাম' [illegible], ১১ কলি, [illegible] ৯১৩। এবং নীলাম খরিদদার ভূম্যধিকারীর ফী না দিয়া দখল পাইলে দায়িক ঐ দখলে আপত্তি করিতে পারেন না, [illegible] 'বনাম' [illegible] ৭ কলি, উ, নো, ৫৯১। এই

আপত্তি দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৪৭ ধারা (১৯০৮ সালের ৫ আইনের ৪৭ ধারা) মতে বিচার হইতে পারে।

দরপত্তনি স্বত্ব বিষয়ে এই ধারা প্রয়োগ হইবে। কারণ ১৯৫ (ঙ) ধারায় পত্তনি স্বত্বের কথা বলা হইয়াছে। মহম্মদ সাকোর 'বনাম' রাজলক্ষ্মী ১৮ কলি ৩৬০।

নীলাম খরিদদার পত্তনিস্বত্ব খরিদ করিয়া জমীদারের সেরেস্তায় নিজ নাম দাখিল খারিজ না করিলে, জমীদার সেরেস্তা লিখিত পূর্ব্বেকার মালিক প্রজার নামে খাজনার মোকদ্দমা করিতে পারেন এবং ১৮১৯ সালের ৮ রেগুলেশনের ৭ ধারার বিধান মতেও নীলাম করাইতে পারেন, সুরেন্দ্রনাথ 'বনাম' তিনকড়ি ২০ কলি ২৪৭।

১৪ ধারা।—উঠিয়া গেল।

নোট।—বঙ্গদেশের ১৯০৭ সালের ১ আইন দ্বারা এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংশোধিত আইনের ২ ধারা দ্বারা এই ১৪ ধারা রহিত করা হইয়াছে।

কায়েমী মধ্য-স্বত্বের উত্তরাধিকারের কথা।

১৫ ধারা। কায়েমী মধ্য-স্বত্বের উত্তরাধিকার ঘটিলে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি উত্তরাধিকারের নোটিস নির্দ্দিষ্ট পাঠে কালেক্টর সাহেবকে দিবেন এবং কালেক্টর সাহেবের নিকট ভূম্যধিকারীর উপর নোটিস জারী করাইবার নির্দ্দিষ্ট ফী ও "ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠাইতে যে খরচা আবশ্যক সেই খরচ সমেত" [নূতন] ১২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট ভূম্যধিকারীর ফী দিবেন, আর কালেক্টর সাহেব যাহার "নাম নোটিসে লিখিত থাকে" [নূতন] সেই ভূম্যধিকারীকে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর ফী "পাঠাইয়া" [নূতন] দেওয়াইবেন ও তাঁহার উপর নোটীস জারী করাইবেন।

নোট।—"পাঠাইয়া" শব্দটী "দিবার" পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। [বঙ্গের ১৯০৭ সালের ১ আইন এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ১৯০৮ সালের ১ আইন দেখ]। এই ধারা এবং ১৬ ধারা পত্তনি স্বত্বে প্রয়োগ হয়, দুর্গা 'বনাম' বৃন্দাবন ১৯ কলি ৫০৪। কিন্তু এই আইনের দ্বারা ১৮১৯ সালের ৮ আইন (পত্তনি রেগুলেশন) চালিত নহে, জ্ঞানদা 'বনাম' ব্রহ্মময়ী ১৭ কলি ১৬২।

ভূম্যধিকারী মৃত প্রজার উত্তরাধিকারীগণকে সন্ধান করিয়া লইতে বাধ্য নহেন। যে কোন উত্তরাধিকারী জমী দখল করিলে তাহার নিকট হইতে সমগ্র খাজনা আদায় হইতে পারিবে, যোগেন্দ্রমোহন 'বনাম' প্রাণকৃষ্ণ ৩ কলি, উ, নো, ৩৭১।

ভূম্যধিকারীর ফি একায়েক ট্রেজারীতে দিতে হইবে। বোর্ডসার্কুলার নম্বর ৪, ১৮৯৮ জুন দেখ।

এই আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে উত্তরাধিকারীদের বিষয় উপস্থিত হইলে এই আইনের ১৫ এবং ১৬ ধারানুযায়ী মত কার্য্য হইবে না, আব্দুল 'বনাম' মাহরাজিন ২২ কলি ৩৩৭।

উত্তরাধিকারের নোটীস না দেওয়া গেলে খাজনা আদায় করিতে না পারিবার কথা।

১৬ ধারা। যা পর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেব পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত নোটীস ফী "ও খরচা" পূর্ণ না পান, তাবৎ যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারীক্রমে কোন কায়েমী মধ্য-স্বত্বের স্বত্ববান্ হন, তিনি মধ্যস্বত্বের অধিকারী স্বরূপ তাঁহার যে খাজনা পাওনা হয় মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা সেই খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না।

নোট। এই ধারা দ্বারা নালিশ রুজু করিবার বাধা নাই কিন্তু ভূম্যধিকারীর ফী এবং উত্তরাধিকারের নোটীস দাখিল না করিবার পূর্ব্বে খাজনার ডিক্রী পাওয়া যাইবে না, ২৪, কলি ৮৪১। শরিকান মধ্যে ১৫ ধারামত কার্য্য না করিলেও একজন শরিক ১৫ ধারামত কার্য্য করিয়া সমুদয় খাজনার জন্য মোকদ্দমা আনিতে পারিবে, কিন্তু ডিক্রীর পূর্ব্বে ১৫ ধারামত কার্য্য না করিলে অপরাপর শরিকদের দাবী অগ্রাহ্য হইবে, কিন্তু সমুদয় দাবী অগ্রাহ্য হইবে না, [illegible] 'বনাম' [illegible] ২২ কলি ন, জ, ১।

"উত্তরাধিকারী" শব্দ দেবত্র সম্পত্তির সেবাইতকেও বুঝাইবে; অতএব সেবাইতের মৃত্যুতে অপর সেবাইত উত্তরাধিকারী হইলে তাঁহাকেও ১৫ এবং ১৬ ধারার বিধান মতে কার্য্য করিতে হইবে, [illegible] 'বনাম' [illegible] ২ কলি, ন, অ ৩৭৭। কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বাকী খাজনা উত্তরাধিকারী সার্টিফিকেট না লইয়াও আদায় করিতে পারা যায়। ১৮৮৯ সালের ৭ আইন (সক্সেসন সার্টিফিকেট আইন) মতে সার্টিফিকেট লইবার আবশ্যকতা নাই, [illegible] 'বনাম' [illegible] ৩ কলি, উ, নো, ২৯৪।

কায়েমী মধ্যস্বত্বের অংশের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের কথা।

১৭ ধারা। ১৮ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক ধারা কোন কায়েমী মধ্য-স্বত্বের কোন অংশের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে খাটিবে।

নোট।—আংশিক ক্রেতার বিষয় অবগত থাকিলে ভূম্যধিকারী ঐ ক্রেতাকে পক্ষ করিতে বাধ্য, [illegible] 'বনাম' [illegible] ১১ কলি উ, নো, ২১৭।

আংশিক ক্রেতার স্বত্বের বিষয় সম্বন্ধে, ২১ কলি, ৪৩৩; ২৭ কলি, ৫৪৫ এবং ৪ কলি, উ, নো, ৪৬০ দেখ

কায়েমী মধ্যস্বত্বের উত্তরাধিকারী অভাবে গবর্ণমেণ্ট উত্তরাধিকারী হইবেন, সুমিতকুমার 'বনাম' [illegible] ১ কলি ৩৯১।

চতুর্থ অধ্যায়।

মোকররী হারে যে রাইয়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

মোকররীহারে ভূমি ভোগ করিবার অনুষঙ্গের কথা।

১৮ ধারা। চিরকালের নিমিত্ত মোকররী খাজনা বা মোকররী হারে খাজনা দিয়া যে রাইয়ত ভূমি ভোগ করে—

(ক) কোন কায়েমী মধ্য-স্বত্বাধিকারীর যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহার ও আপন যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির সর্ত্তক্রমে এই আইনসঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, যে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যাধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবেন না।

নোট।—"কায়েমী" শব্দে মোকররীহারে খাজনা বুঝায় না, ফাজেল 'বনাম' সেখ কেরামদি ৬ কলি, উ, নো, ৯১৬। বংশীদাস 'বনাম' জগদীপ নামক ২৪ কলি, ১৫০ পৃষ্ঠার নজীরে সাব্যস্ত হইয়াছিল যে ৫০ ধারার বলে সাধারণ প্রজাস্বত্ব মকররী স্বত্বে পরিণত হইবে না। কিন্তু উহা ফুলবেঞ্চ নজীর, ছুলহীন গোলাব 'বনাম' বন্ধ কুর্ম্মী ২৫ কলি, ১৪৪ দ্বারা রহিত হইয়াছে। "জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি এবং জমীর পরিমাণ বা জমাবন্দী বিষয়ে আপনি যেরূপ করিবেন আমি তাহাতে বাধা থাকিব" এইরূপ স্বত্ব কবুলিয়তে থাকিলে রাইয়ত এই ধারামতে (নির্দ্দিষ্ট) মোকররী হারের রাইয়ত হইবে না, রাজকুমার, ৩১ কলি ৯৬০ দ্রষ্টব্য।

গুজস্তা এবং গোড়াবন্দী যোত সম্বন্ধে ৩ কলি ৭৮১; ২১ উ. রি, ২৬৮; ১৭ উ, রি, ৩০৬; ২০ উ, রি ৪৭৮ দেখ।

চতুর্থ (ক) অধ্যায়।

মধ্য-স্বত্ব ও যোতের হস্তান্তর এবং ভূম্যধিকারীর ফী বিষয়ক বিধান।

হস্তান্তরের যে সকল নিদর্শন পত্রে ভূম্যধিকারী কোন পক্ষ নহেন তাহার উক্তি বাচাইবার কথা।

বঙ্গ।

১৮ (ক) ধারা। ভূম্যধিকারী যাহাতে কোন পক্ষ নহেন হস্তান্তরের এমন কোন নিদর্শনপত্রে যাহা কিছু থাকে তাহা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত মধ্য-স্বত্ব বা যোতের চিরস্থায়িত্ব, খাজনার টাকার পরিমাণ, অবধারিতত্ব, পরিমাণ, হস্তান্তরযোগ্যতা বা কোন অনুসঙ্গের সাক্ষ্যস্বরূপ হইবে না।

পূর্ব্ববঙ্গ।

১৮ (ক) ধারা। ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১৩ ধারার বিধান সত্ত্বেও ভূম্যধিকারী যাহাতে কোন পক্ষ নহেন হস্তান্তরের এমন কোন নিদর্শনপত্রে যাহা কিছু থাকে তাহা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ নিদর্শন পত্রের উল্লিখিত মধ্য-স্বত্ব বা যোতের চিরস্থায়িত্ব, খাজানার টাকার পরিমাণ বা অবধারিতত্ব, পরিমাণ, হস্তান্তরযোগ্যতা বা কোন অনুসঙ্গের সাক্ষ্যস্বরূপ হইবে না।

ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ফী গ্রহণ সম্বন্ধে বাচাইবার কথা।

বঙ্গ।

১৮ (খ) ধারা। ৩ অধ্যায় বা ৪ অধ্যায় অনুসারে কোন মধ্য-স্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে যে ভূম্যধিকারীর ফী দেয় হয় কোন ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইলে, ঐ গ্রহণ—

পূর্ব্ববঙ্গ।

১৮ (খ) ধারা। ৩ অধ্যায় বা ৪ অধ্যায় অনুসারে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে যে ভূম্যধিকারীর ফী দেয় হয় কোন ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইলে, ঐ গ্রহণ—

বঙ্গ।

(ক) ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতের চিরস্থায়িত্ব, খাজনায় টাকার পরিমাণ বা অবধারিতত্ব, পরিমাণের নির্দ্দেশ, হস্তান্তর যোগ্যতা বা কোন অনুসঙ্গ সম্বন্ধে স্বীকারকরণ স্বরূপ, কিম্বা

(খ) ৮৮ ধারার বিধানানুসারে ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতের বিভাগকরণ সম্বন্ধে কিম্বা উহার সম্বন্ধে দেয় খাজনার বণ্টন সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে সম্মতি দান স্বরূপ,—কার্য্যকর হইবে না।

পূর্ববঙ্গ।

(ক) ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতের চিরস্থায়িত্ব, খাজনার টাকার পরিমাণ বা অবধারিতত্ব, পরিমাণের নির্দ্দেশ, হস্তান্তর যোগ্যতা বা কোন অনুসঙ্গ সম্বন্ধে স্বীকারকরণ স্বরূপ কিম্বা

(খ) ৮৮ ধারার বিধানানুসারে ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতের বিভাগকরণ সম্বন্ধে কিম্বা উহার সম্বন্ধে দেয় খাজনার বণ্টন সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে সম্মতি দান স্বরূপ,—কার্য্যকর হইবে না।'

ভূম্যাধিকারীর যে ফীর দাওয়া করা না হয় তাহা জমা হইবার কথা।

বঙ্গ।

১৮ (গ) ধারা। ৩ বা ৪ অধ্যায় অনুসারে প্রদত্ত ভূম্যাধিকারীর যে সমস্ত ফী বঙ্গদেশে প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক (আইন সংশোধন করণার্থ) ১৯০৭ সালের আইন আরম্ভ হইবার সময়ে বা তাহার পরে আমানত থাকে, তাহা ভূম্যাধিকারী কর্ত্তৃক এই আইন আরম্ভ হইবার তারিখ কিম্বা স্থলভেদে ১২, ১৩ বা ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট নোটিস জারী হইবার তারিখ, এই দুই তারিখের যে তারিখটী পরবর্ত্তী হয় সেই তারিখ হইতে তিন বৎসর মধ্যে লওয়া

পূর্ববঙ্গ।

১৮ (গ) ধারা। ৩ বা ৪ অধ্যায় অনুসারে প্রদত্ত ভূম্যাধিকারীর যে সমস্ত ফী পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক (আইন সংশোধন করণার্থ) ১৯০৮ সালের আইন আরম্ভ হইবার সময়ে বা তাহার পরে আমানত থাকে, তাহা ভূম্যাধিকারী কর্ত্তৃক এই আইন আরম্ভ হইবার তারিখ কিম্বা স্থলভেদে ১২, ১৩ বা ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট নোটিস জারী হইবার তারিখ, এই দুই তারিখের যে তারিখটী পরবর্ত্তী হয় সেই তারিখ

বঙ্গ।

না দাওয়া করা না হইলে, গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইতে পারিবে।

পূর্ব্ববঙ্গ।

হইতে তিন বৎসরের মধ্যে লওয়া বা দাওয়া করা না হইলে, গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

বর্ত্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।

বঙ্গ।

১৯ ধারা। (১) এই আইন বা বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক (আইন সংশোধনার্থ) ১৯০৭ সালের আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে আইনের বলে কিম্বা দেশাচারক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে রাইয়তের দখলিস্বত্ব থাকে এই আইন বা বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক (আইন সংশোধনার্থ) ১৯০৭ সালের আইন প্রচলিত হইলে সেই রাইয়তের উক্ত ভূমিতে দখলিস্বত্ব থাকিবে।

(২) বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের

পূর্ব্ববঙ্গ।

১৯ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে আইনের বলে কিম্বা দেশাচারক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে রাইয়তের দখলীস্বত্ব থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে সেই রাইয়তের উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব থাকিবে।

(২) বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের

বঙ্গ।

আইনের বিধানানুসারে যে স্থান মিউনিসিপালিটী করা হইয়াছে তাহা বা ঐরূপ স্থানের কোন অংশ ধারার (৩) প্রকরণানুযায়িক বিজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের আমল হইতে বাদ দেওয়া হইলে বা কলিকাতার মিউনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৯৯ সালের আইনের ৬৩৭ ধারা মত বিজ্ঞাপনক্রমে কোন ভূমি কলিকাতা নগরের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে, যে জমি ঐরূপে বাদ দেওয়া বা অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই জমী সম্বন্ধে অগ্রেই যে স্বত্ব, বাধ্যতা বা দায়িত্ব অর্জ্জিত, গৃহীত বা উৎপন্ন হইয়া থাকে উক্তরূপ বাদ দেওয়া বা অন্তর্ভুক্ত করণ দ্বারা ঐ স্বত্ব প্রভৃতির কোন বিঘ্ন হইবে না।

পূর্ব্ববঙ্গ।

আইনের বিধানানুসারে যে স্থান মিউনিসিপালিটী করা হইয়াছে তাহা বা ঐরূপ স্থানের কোন অংশ ১ ধারার (৩) প্রকরণানুযায়িক বিজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের আমল হইতে বাদ দেওয়া হইলে যে জমি ঐরূপে বাদ দেওয়া হয় সেই জমি সম্বন্ধে অগ্রে যে স্বত্ব, বাধ্যতা বা দায়িত্ব অর্জ্জিত, গৃহীত বা উৎপন্ন হইয়া থাকে উক্তরূপ বাদ দেওয়া দ্বারা ঐ স্বত্ব প্রভৃতির কোন বিঘ্ন হইবে না।

নোট।—পূর্ব্বে দখলী স্বত্ব উৎপন্ন হইলে এই আইনের দ্বারা তাহা বাতিল হয় না, বৈদ্যনাথ 'বনাম' সুধারাম ৮ কলি, উ, নো, ৭৫১ এবং ৮৬০। পুরাতন আইনে দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হইলে ঐ আইন রহিত হইলেও ঐ স্বত্ব ধ্বংস হয় না, ভগিরাম 'বনাম' মনসিংলাল ২১ কলি ১২৯। কিন্তু যদি পুরাতন আইন অনুসারে দখলীস্বত্ব ধ্বংস হইয়া থাকে তাহা হইলে এই আইন দ্বারা উহা পুনরুত্থিত হয় না, শালিগ্রাম 'বনাম' পুলক পাণ্ডে ৬ কলি, ল, জ, ১৪৯। এবং এই আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে যদি কোনরূপ চুক্তি থাকে যে রাইয়তের জীবদ্দশায় ভূমিতে দখলী-স্বত্ব হইবে না তাহা হইলে উহা সিদ্ধ; ১৭৮ (১) অথবা ১৭৯ (৩) এবং (ক) ধারায় বারিত হইবে না, বাবুলচন্দ্র 'বনাম' নিস্তারিণী ৩৩ কলি ১৭৬।

অলকর জমীতে দখলী স্বত্ব উৎপন্ন হয় না, জগবন্ধু 'বনাম' প্রাণনাথ, ৪ কলি ৭৬৭ ও ৯৬১। এইরূপ চাকরাণ জমীতেও হয়না, হরগোবিন্দ 'বনাম, রামরত্ন ৪ কলি ৬৭; ৯ কলি ৩৬৭। খামার জমীতে দখলীস্বত্ব উদ্ভব হয় না, ১১৬—১১৮ ধারা দ্রষ্টব্য; খামার জমী ম্যাদি পত্তন দিলে, ম্যাদ অন্তেও যদি বহুকাল যাবৎ প্রজা উহা ভোগ করে, তথাপি

তাহার দখলী স্বত্ব হইবে না, ভগবান 'বনাম' মনমোহন ২০ উ, রি, ৩০৮ । অম্বচাষ ভূমিতে প্রজা স্বত্ব উৎপন্ন হয় ১১ উ, রি, ২৭০, পুষ্করিণী সহিত জমি পত্তন করিলে পুষ্করিণীতে প্রজার স্বত্ব হয়। কিন্তু কেবল পুষ্করিণী পত্তনে ঐ স্বত্ব হইবে না, নিধি 'বনাম' রাধাকৃষ্ণ দাস ২০ উ, রি ৩৪১, ৮ কলি উ নো ৯৭, ৩ কলি ল, রি, ১৪০ । ঘাটোয়ালি ভূমিতে প্রজা-স্বত্ব জন্মে না, ৩২ কলি ৬৭০ কিন্তু ২ কলি, ল, জা, ১৩৮ দ্রষ্টব্য ।

বহুকাল খাজনা না দিলে দখলী স্বত্ব নষ্ট হয় না। কিন্তু জমী নিষ্কর অবস্থায় দ্বাদশবর্ষ অথবা দীর্ঘকাল খাজনা না দিলে ইস্তফা বুঝিতে হইবে এবং তাহাতে স্বত্ব ধ্বংস হইবে শালিগ্রাম 'বনাম' প্রসন্ন পাণ্ডে ৬ কলি, ল, জা, ১৪৯ ; ৪ কলি, ৮৯৪ ।

স্থিতিবান রাইয়ত শব্দের অর্থের কথা ।

২০ ধারা । (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত ১২ বৎসর কাল কোন গ্রামের অন্তর্গত জমী রাইয়তস্বরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের স্থিতিবান্ রাইয়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ঐ গ্রামে ক্রমাগত ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রাইয়ত-স্বরূপ যে জমা ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্য-পক্ষে সেই জমা রাইয়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৪) কোন জমা দুই বা ততোধিক অংশীদার রাইয়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমা ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রাইয়ত স্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

(৫) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে যতকাল রাইয়তস্বরূপ জমী ভোগ করে ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের স্থিতিবান রাইয়ত থাকিবে ।

(৬) যদি কোন রাইয়ত ৮৭ ধারামতে পুনরায় ভূমি দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও স্থিতিবান্ রাইয়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

(৭) যদি এই আইন মত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রাইয়ত স্বরূপ ভূমি ভোগ করে তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্য-পক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রাইয়ত স্বরূপ ক্রমাগত বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

নোট।—ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা ভিন্ন অন্য সহর স্থানে এই খাজনা আইন প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু ১৯০৭ সালের ১ আইন (বঙ্গ) এবং ১৯০৮ সালের ১ আইন (পূর্ববঙ্গ) কর্ত্তৃক তাহা রহিত হইল। "গ্রাম" শব্দের দ্বারায় যে কেবল সহর বহির্ভূত স্থান বুঝাইবে তাহা নহে, ৯ কলি, উ, নো, ১১১।

১ প্রকরণে প্রত্যেক ব্যক্তি;—১২ বৎসর কোন প্রজা, একাধিক্রমে প্রজাস্বরূপ কোন গ্রামের জমী চাষ আবাদ করিলে সেই গ্রামের সেটেল্ড্ রাইয়ত হইবে, কিন্তু ঐ ১২ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কোন প্রজা পূর্ব্ববর্ত্তীর স্বত্ব খরিদ করিলে পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর যোগ করিয়া ঐ ১২ বৎসর পূর্ণ করিতে পারিবে না, ৭ উ, রি ৬৯৫; ১৩ বে, ল, রি, ২৮১ নোট; ১৭ উ, রি ৭৯।

নীলকর কি কোন কোম্পানী বিশেষ এই ধারার স্বত্ব অর্জ্জন করিতে পারে না। ২৫ উ, রি ১১৭, বিরুদ্ধ নজীর ১১ কলি ৫০১, ৭ কলি, ল, জ ৪৭৫। চাকরাণ জমীতে দখলীস্বত্ব জন্মিতে পারে, বিপদ 'বনাম' [illegible] ১৩ কলি, ল, জ ২১২।

৩ প্রকরণ—প্রজাস্বত্ব উদ্ভব হইবার পূর্ব্বে প্রজার মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র বকীবৎসর পূর্ণ করিয়া ঐ স্বত্ব পাইতে পারে না, করিম 'বঃ' সুন্দর ২৪ কলি ৭০৭, মাখন 'ব' দৈমাত ৩৪ কলি ৫১৬ (ফুলবেঞ্চ)।

৪ প্রকরণ—১ প্রজা ইস্তফা করিলে তাহার শরীক প্রজার স্বার্থ বঞ্চিত হয় না, প্যারীমোহন 'বনাম' রাধিকা, ৫ কলি ল, জ, ৯।

৭ প্রকরণ—প্রমাণের ভার প্রজার উপর, ৬৩ কলি ৪৪। চৌকীদারী চাকরাণ ও ঘাটওয়ালী ভূমীতে দেশাচার ব্যতিরেকে প্রজাই স্বত্ব জন্মাইতে পারে না, ৩১ কলি ১০২১। ৩৩ কলি ১৩০। রাইয়ত হিসাবে দখল না প্রমাণ হইলে এই প্রকরণের অনুমান খাটে না, এবং ভূম্যধিকারী যে দখল করিয়াছেন অনুযোগে ভূমি উদ্ধারের মোকদ্দমা বাকী খাজনা আইনের অধীনভূত নহে, এবং ঐ প্রকার মোকদ্দমা ২০ (৭) ধারার অন্তর্গত নহে, তারানাথ 'বনাম' ঈশ্বর ১৪ কলি, ল, জ ৫৯৮। দিয়ারা ভূমিতে এই প্রকরণের অনুমান প্রযোজ্য নহে, চিকুরি 'বনাম' বেণী ৩ কলি, ল, জ, ৪৩ নোটস্।

স্থিতিবান্ রাইয়তদের দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা।

২১ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বধারার অর্থমত কোন গ্রামে স্থিতিবান্ রাইয়ত হয়, সেই ব্যক্তি উক্ত গ্রামের রাইয়ত স্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে সেই সকল ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব ধারার অর্থমত কোন গ্রামে স্থিতিবান্ রাইয়ত হইয়া ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের অন্তর্গত কোন জমী রাইয়ত স্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে কোন আদালত যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন, এই প্রকরণের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

নোট।— দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত যদি কোন গ্রামের কোন ভূমিতে স্থিতিবান্ রাইয়ত হয় তাহা হইলে ঐ গ্রামের অন্য ভূমিতে তাহার দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হইবে না, বুদ্ধজী 'বনাম' মাহেজী ৭ কলি, ল, র, ৪৭৫। এবং দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা হইলেও যদি ঐ ব্যক্তি স্থিতিবান্ রাইয়ত না হয় তাহা হইলে তাহার সেই গ্রামের অন্য জমীতে দখলী স্বত্ব হইবে না, ৭ কলি, ল, র, ২৮৫। গ্রামের স্থিতিবান্ রাইয়তের গ্রামস্থ কৃষি ভূমিতে দখলীস্বত্ব হইলে, বাস্ত জমী কৃষিভূমির অংশ না হইলেও ২১ ধারা মতে বাস্ত জমীতে তাহার দখলীস্বত্ব হইবে, গোলাম 'বনাম' আবদুল, ১৩ কলি, ল, র, ২৫৫।

কোন রাইয়ত প্রজাপত্তন হওয়ার পর যদি জমীর জরিপেমৃগি লিক্ (অর্থাৎ দায়শুদ্ধি বন্দোবস্ত) লয় তাহা হইলে তাহার রাইয়তি স্বত্ব নষ্ট হইবে না, অথবা দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হইবার কোন বাধা হইবে না, রামদাসী 'বনাম' মেহেজী ১০ কলি, উ, নো, ৩৫১।

ইজারাদার প্রজার সম্পত্তিরূপে খাস দখল লইয়াও দখলী যোতস্বত্ব অর্জ্জন করিতে পারে না, ইজারা অন্তে জমীদারের খাস দখল হইবে, রামলক্ষ্মী 'বনাম' রিজ্ ১১ কলি, উ, নো, ৩৯৭। বাকী রাজস্ব নীলাম সংক্রান্ত ১৮৫৯ সালের ১১ আইন যদিও এই ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব বিষয় আইনের বহু পূর্ব্বে জারী হইয়াছে, তথাপি এই আইন মূলে উদ্ভূত প্রজাস্বত্ব ঐ নীলাম আইনের ৩৭ ধারা মতে রহিত হইবে না," ৩১ কলি, ৭২৫। ঐ নীলাম আইন অনুসারে দখলীস্বত্ব প্রমাণের ভার প্রজার উপর ১০ কলি, উ, নো, ৪৯৭।

লপ্ত পর্য্যন্ত। কোন প্রজার দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোতের সহিত নদীসিকস্তি ভূমি লপ্তপর্য্যন্ত হইলে ১৮২৫ সালের ১১ রেগুলেশনের (সিকস্তি পয়স্তি আইনের) ৪ ধারার ১ প্রকরণ অনুসারে লপ্তপর্য্যন্ত ভূমিতে প্রজার দখলস্বত্বে অধিকার, ২১ কলি ২৩১।

ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার ফলের কথা।

বঙ্গ।

২২ ধারা। (১) দখলীস্বত্ব-প্রাপ্ত কোন যোতের নিজ ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে এবং যোতে ভূম্যধিকারীর ও রাইয়তের যে সমুদয় স্বার্থ থাকে তাহা হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে বা প্রকারান্তরে একই ব্যক্তির উপর বর্ত্তিলে ঐ ব্যক্তি তদ্দ্বারা "ঐ ভূমি প্রজাস্বরূপ দখল করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন না, কিন্তু স্থলভেদে ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী স্বরূপ উহা দখল করিবেন" [নূতন] এই প্রকরণের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

(২) ভূমিতে যে কোন ব্যক্তির ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী স্বরূপ এজমালী স্বার্থ থাকে তাঁহাকে উক্ত ভূমির দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে "তিনি, খাজনার যে যে অংশ সময়ে সময়ে তাঁহার সরিকগণকে অথবা এজমালীকায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীগণকে দেয় হয়

পূর্ব্ববঙ্গ।

২২ ধারা। (১) দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত কোন যোতের নিজ ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে এবং যোতে ভূম্যধিকারীর ও রাইয়তের যে সমুদয় স্বার্থ থাকে, তাহা হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে বা প্রকারান্তরে একই ব্যক্তির উপর বর্ত্তিলে ঐ ব্যক্তি তদ্দ্বারা "ঐ ভূমি রাইয়তস্বরূপ দখল করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন না, কিন্তু স্থলভেদে ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্বরূপ উহা দখল করিবেন" [নূতন] এই প্রকরণের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

(২) ভূমিতে যে কোন ব্যক্তির ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী স্বরূপ এজমালী স্বার্থ থাকে তাঁহাকে উক্ত ভূমির দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে ঐ ব্যক্তির রাইয়ত স্বরূপ ভূমি দখল করিবার স্বত্ব হইবে না। কিন্তু ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্য স্বত্বাধিকারী স্বরূপ উহা দখল

নূতন।

সেই সেই অংশ তাঁহাদিগকে দিবার নিয়মাধীনে ঐ জমা দখল করিতে স্বত্ববান্ হইবেন এবং ঐ হস্তান্তরিত সম্পত্তিধারী যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ঐ জমার দর-ইজারা দেন তাহা হইলে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ভূমি সম্বন্ধে স্থলভেদে মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাইয়ত বলিয়া গণ্য হইবেন।" [নূতন]

উদাহরণ।

"ক কোন সরিকী সম্পত্তির একজন ভূম্যধিকারী। তিনি খ নামক একজন রাইয়তের দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট যোত ক্রয় করিলেন। ক আপন সরিকগণকে ঐ যোতসম্বন্ধে দেয় খাজনা তাঁহাদিগকে দিয়া নিজে ঐ ভূমি দখল করিতে স্বত্ববান্। ক, গ'কে ঐ ভূমির দর-ইজারা দিলেন এবং গ উহাতে প্রজা বসাইবার নিমিত্ত উহা গ্রহণ করিলেন। গ ঐ ভূমি সম্বন্ধে মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলেন। অথবা ক, ঘ'কে উহার দর-ইজারা দিলেন এবং ঘ উহা নিজে চাষ করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন। ঘ ঐ ভূমি সম্বন্ধে রাইয়ত হইলেন।" [নূতন]

(৩) কোন ব্যক্তি খাজানার ইজারাদারস্বরূপ কোন ভূমি ভোগ-

পূর্ব্বতন।

করিবেন এবং ব্যবহার এবং দখল জন্য ন্যায্য মূল্য তাহার সরিকান দিগকে দিবেন।

(৩) ২ প্রকরণ অনুসারে কি ন্যায্য মূল্য তাহা স্থির করিতে

বঙ্গ।

করিলে ঐরূপ ভোগ করিবার কালে আপন ইজারার অন্তর্গত ভূমিতে "ক্রয়ক্রমে বা অন্যসূত্রে" [নূতন] দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে না।

ব্যাখ্যা।—ভূমিতে কোন ব্যক্তির দখলীস্বত্ব থাকিলে পরে ঐ ভূমিতে ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী-স্বরূপ তাঁহার এজমালী স্বার্থ জন্মিলে, কিম্বা পরে তিনি ঐ ভূমি ইজারা লইয়া ভোগ করিলে, তাঁহার ঐ দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হয় না।

পূর্ব্ববঙ্গ।

হইলে, হস্তান্তর করিবার সময় দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত কর্ত্তৃক দেয় খাজনা এবং এই আইনমতে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের খাজনা বৃদ্ধি, এবং হ্রাস করিবার যে নিয়ম নির্দ্ধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি খাজানার ইজারাদার স্বরূপ কোন ভূমি ভোগ করিলে ঐরূপ ভোগ করিবার কালে আপন ইজারার অন্তর্গত ভূমিতে "ক্রয়ক্রমে বা অন্যসূত্রে" [নূতন] দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে না।

নোট।—হস্তান্তর যোগ্য দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত সম্বন্ধে এই ধারা প্রযোগ হইবে, হস্তান্তর অযোগ্য যোতে হইবে না, ২৭ কলি ৪৭৩। গবর্ণমেণ্টের অধীনে যোতদার হইলেই এই ধারামতে "ভূস্বামী অথবা কায়েমী মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট যোতদার" হইবে না, ৯ কলি, ল, জ. ৫৭০। কোন গ্রামে অস্থায়ী মোকি (বন্দোবস্ত গ্রহীতা) দখলীস্বত্বের যোত খরিদ করিলে মিয়াদ (বন্দোবস্ত) শেষ হইলেও ঐ দখলীস্বত্ব নষ্ট হয় না, রামরূপ 'বনাম' এইচ্‌ ম্যানার্স ৪ কলি, ল, জ, ২০৯।

ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব খরিদ করিলেও নিয়স্থ রাইয়তের উচ্ছেদ করিতে হইলে ৪৯ ধারা-মত নোটিস দিতে হইবে, আমীরুন্না 'বনাম' নাজীর ৩৪ কলি ১০৪। কিন্তু ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে নিয়স্থ রাইয়তকে বসাইলে উঁহাকে নোটিস দিতে হইবে না, বদন 'বনাম' রাজেশ্বরী ২ কলি, ল, জ, ৫৭০।

এই ধারায় ৩ প্রকরণের বিধানক্রমে কোন ইজারাদার ইজারার অন্তর্গত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন না, রঘুবর 'বনাম', ম্যানার্স ১৩ কলি, ল, জ, ৫৬৮। দখলীস্বত্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ, উহা হস্তান্তর হইতে পারে না, এই স্বত্বের অংশ বিক্রয় হইলে অপর সরিকদার হস্তক্ষেপে আপত্তি করিতে পারে যদিও মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারী পক্ষভুক্ত না হন, আগরজান 'বনাম' পাল্লাউল্লা, ১২ কলি, ল, জ, ১৬৯।

দখলীস্বত্বের অনুষঙ্গের কথা।

ভূমির ব্যবহার সম্বন্ধে রাইয়তদের অধিকার কথা।

২৩ ধারা। কোন ভূমি সম্বন্ধে কোন রাইয়তের দখলীস্বত্ব থাকিলে, যাহাতে বিশেষরূপে ভূমির মূল্যের হানি না হয়, কিম্বা যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয়, এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন; কিন্তু দেশাচারের বিরুদ্ধে বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

নোট।—দখলীভূমি হস্তান্তর যোগ্য নহে। যিনি বলেন যে উহা দেশাচার মতে হস্তান্তর যোগ্য, প্রমাণের ভার তাঁহার উপর; মধুসূদন 'বনাম' কামিনীকান্ত ৩২ কলি, ১০২৩। কোন কোন স্থলে দেশাচারমতে ভূম্যধিকারীকে নজর দিলে হস্তান্তর হইতে পারে ৮ কলি, উ, নো, ২৩৫; কিন্তু উক্ত দাবিক্রেতার নিকট খাজনা লইলেও যদি উহার নাম, নজর না দেওয়া হেতু খারিজ না দেখা যায়, তাহা হইলে দেশাচার অথবা প্রথামতে হস্তান্তর যোগ্য হয় নাই বুঝিতে হইবে, কুঞ্জদাসী 'বনাম' মজনীকান্ত ১২ কলি, উ, নো, ৫৩৯; ৮ কলি, উ, নো, ১৭২ এবং ১১ কলি, উ, নো, ৮৩ দেখ।

দেশাচার অথবা প্রথামতে দখলীস্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে ভূম্যধিকারীর সম্মতি না থাকিলেও তাঁহার জ্ঞানমতে হস্তান্তর সিদ্ধ হইয়াছে এবং তিনি উহা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল গ্রামে অথবা নিকটস্থ গ্রামে ঐরূপ স্বত্ব বিক্রয় হইয়াছে দেখাইলে হইবে না। হস্তান্তর যোগ্য স্বত্ব আপন পাট্টাতে উল্লেখ হইতেছে দেখাইলেও হইবে না, কারণ ভূম্যধিকারী তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন অথবা তাঁহার পাট্টাতে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন ৮ কলি, উ, নো, ১৭২। উল্লেখ হইতেছে এরূপ হস্তান্তর যোগ্য স্বত্ব ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ কার্য্যকরী হইতে পারে না, রাজেন্দ্র 'বনাম' চন্দ্রনাথ ১২ কলি, উ, নো, ৮৭৮।

প্রথামতে হস্তান্তর সিদ্ধ, ২৩ কলি ১৮০; ২৪ কলি, ৩৫৫।

দখলীস্বত্ব যোত বিক্রয় করিলে ভূম্যধিকারী খাস দখল পাইতে অধিকারী ২২ উ, রি, ২২। কিন্তু কতক অংশ বিক্রয় করিয়া অন্য অংশে দখল করিলে এবং খাজানা দিলে ভূম্যধিকারী খাস দখল পাইবে না, কামিনী সরদার 'বনাম' চন্দ্রনাথ রায় ২০ কলি ৪৯০। প্রায় সমস্ত অংশে বিক্রয় করিয়া ভিটা মাত্রে ক্রেতার অধীনে দখল করিলে, রাইয়ত উচ্ছেদ যোগ্য, ১১ কলি, উ, নো, ৮৭১। হস্তান্তর অযোগ্য দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিয়া খরিদদারের নিকট পুনরায় নিম্ন রাইয়ত স্বরূপে বন্দোবস্ত করিয়া ভূমি দখল করিলে, ভূম্যধিকারী উহাকে বেদখল করিবেন; তাহার বিরুদ্ধে রাইয়ত কর্তৃক দখল পাইবার নালিশ চলিতে পারে না, রজনী 'বনাম' এককড়ি ৩৪ কলি ৮৮৯।

হস্তান্তর অযোগ্য দখলীস্বত্ব উত্তমর্ণ আদালত সাহায্যে বিক্রয় করিতে পারেন না, জীরাম

আদি 'বনাম' গোপীকান্ত ২৪ কলি, ৩৫৫। বিক্রয় হইলে খরিদদার কিছুই লাভ করেন না ১১ কলি, উ, নো, ৮৩। কিন্তু বাকী খাজনার ডিক্রীতে জমিদার খরিদ করিতে পারেন ২৪ কলি, ৩৫৫। আবার পুরাতন আইন মতে আংশিক জমীদার খাজনার ডিক্রীতেও খরিদ করিতে পারিতেন না, করিলেও তাহাতে কিছু ফল হইত না, ৪ কলি, উ, নো, ৫৭১; কিন্তু নূতন আইনে তাহা রহিত হইল। [১৪৮ ক ধারা এবং গোপানাথ 'বনাম' রমণীকান্ত ৩৫ কলি ৩৩১ পি, সি, দেখ]

হস্তান্তর অযোগ্য দখলীস্বত্ব বন্ধক (রেহান) দিলে প্রজা উচ্ছেদ যোগ্য ১০ কলি, উ, নো ৪৯৯। জমীদার খাস দখল পাইবেন, ১২ কলি উ, নো, ৮৭৮ ও ৮৮৯; ৭ কলি, দ, জ, ৭২ দেখ। জারীর কার্য্যপ্রণালীতে জমীদার হস্তান্তর যোগ্যাযোগ্যের কথা তুলিতে পারেন, আসমতুন্নেসা 'বনাম' হরেন্দ্রনাথ ১২ কলি, উ, নো, ৭২১। এবং যদি ডিক্রীতে দখলীস্বত্ব ক্রোক হইলে এবং জারীর কার্য্য প্রণালীতে ডিক্রীদার বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে অসমর্থ (রাইয়ত) হস্তান্তর অযোগ্যের আপত্তি তুলিতে পারে এবং আদালত তাহা দেওয়ানী কার্য্য বিধির ৪৭ ধারামতে বিচার করিবেন ২৭ কলি ১৮৭; ১১ কলি, উ, নো, ৮৩। হস্তান্তর অযোগ্য যোত বন্ধক (রেহান) দিলে রেহানদাতা এবং রেহান গৃহীতা উভয়ে বাধ্য, কিন্তু ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে উহা বলবৎ হইবে না, রামপ্রসাদ 'বনাম' জওয়াহির ৭ কলি, দ, জ, ৭৩। প্রজা ঐরূপ স্বত্ব স্বয়ং বিক্রয় করিলে বিক্রয় অযোগ্যতার কথা আর তুলিতে পারিবে না, ভাগনাথ 'বনাম' সেখ হাফিজদ্দীন ৪ কলি, উ, নো, ৭৭৯।

ভূমিতে অনধিকার প্রবেশকারী হস্তান্তর যোগ্যাযোগ্যের আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে না, বসন্ত 'বনাম' সাবুদ্দী ২ কলি, উ, নো, ২১৯ (নোটিস)। এই আপত্তি প্রজা এবং ভূম্যধিকারী ব্যতীত অপর তৃতীয় ব্যক্তি উত্থাপন করিতে পারে না, সমিরুদ্দিন 'বনাম' বেজা ১৩ কলি, উ, নো, ৬৩০। প্রজার জানমতে ডিক্রীজারীতে যোত বিক্রয় হইলে এবং উহাতে আপত্তি না করিলে পরে আর আপত্তি করিতে পারিবে না, দ্বারকানাথ 'বনাম' তারিণী ৩৫ কলি, ১৯৯; ৯ কলি, উ, নো, ৯৭২। কিন্তু তাহার অজ্ঞান এবং অসাক্ষাতে হইলে, পারিবে, দুর্গাচরণ 'বনাম' কালীপ্রসন্ন ৩ কলি, উ, নো, ৫৮৬। বহুকাল, যোত ক্রেতার নিকট খাজনা লইলে হস্তান্তর-যোগ্য, ভূম্যধিকারী স্বীকার করিয়াছেন ইহা মানিতে হইবে, ১৫, উ, রি, ৩২০; ১৪ উ, রি ২১১। খাজনার ডিক্রীতে ক্রেতাকে পক্ষভুক্ত করিলেও ঐরূপ ২৩ উ, রি, ১০৬। খাজনা লইয়া দাখিলা দিলে যদিও উহাতে যোতক্রেতার নাম থাকে তথাপি ঐরূপ, নবকুমারী 'বনাম' বেহারিলাল, ৬ কলি, দ, জ, ১২২। বিক্রেতার কার্য্যকারক বলিয়া ক্রেতার নিকট খাজনা লইলে হইবে না, দেবনারায়ণ 'বনাম' বৈদ্যনাথ ১৪ কলি, উ, নো ৬৮। ক্রেতা মারফতদার বলিয়া খাজনা দিয়া দখল করিলেও সেরেস্তায় তাহার নাম খারিজ না হইলে তাহার স্বত্ব উদ্ভব হয় না, ১২ কলি, উ, নো, ৫৩৯; কিন্তু কোথাও কোথাও হয়, বরদা দত্ত 'বনাম' হেমলতা ১৩ কলি, উ, নো ৮৩৩।

গোমস্তা রসিদ দিলেও জমীদার বাধ্য নহেন, ১৬ উ, রি, ৯৭। কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর,

১৫ কলি উ, নো, ৯৫৩ ; উহার মর্ম এই যে মালিকের পক্ষে গোমস্তা হস্তান্তর স্বীকার করিতে পারে, এবং তাহার যে ঐরূপ ক্ষমতা দিয়া না রাখার প্রমাণের ভার মালিকের উপর। ক্রেতার নিকট খাজনা চাহিলেই উহাকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করা সাব্যস্ত নহে, দেওনলাল 'বনাম' বেণু মাহাতো ৫ কলি, ল, জ, ১৮৬।

দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত তাহার জোতের উপর করোগেট লোহার চাল এবং ইটের দেওয়াল দিয়া বাটী নির্মাণ করিতে পারে, হরিকিশোর 'বনাম' রাধাকিশোর ৩১ কলি, ১০১৪। পাকা বাটীর নির্মাণ করিতে পারে, নিয়ামত উল্লা 'বনাম' গোবিন্দচরণ ৬ উ, নি, (১০ ক্যালেন) ৪০। নীলকুঠি প্রস্তুত করিতে পারে, হরিমোহন মিশ্র 'বনাম' সুরেন্দ্র ১১ কলি, উ নো, ৭১৪ (পি, সি)। জমীদার কর্তৃক ক্রেতাকে উচ্ছেদের মোকদ্দমায় পূর্বকার রায়তকে পক্ষভুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই, ৭ কলি, ল, জ, ৭২।

জমীদারি সহ হইতে ক্রেতাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমায় সমস্ত জমীদারগণকে পক্ষভুক্ত হইতে হইবে না শারদা 'বনাম' প্রানচাঁদ ১০ কলি, উ, নো, ৯৭০।

প্রজারা নিজের গাছ কাটিতে পারে না, ইহা প্রমাণের ভার ভূম্যধিকারীর উপর, নফর 'বনাম' রামলাল, ২৩ কলি, ৭৪২ ; ২৩ কলি, ৮৫৭। কিন্তু ২২ কলি, ৭৪৬ দেখ, যেখানে আবার সাব্যস্ত হইয়াছে যে আমগাছ কাটিবার স্বত্ব প্রমাণের ভার প্রজার উপর ; এবং ৬ কলি, ল, জ, ৩১৮ দেখ।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের জোতে প্রজা বৃক্ষাদি রোপণ করিলে, উহা প্রজা কাটিতে পারিবে। উহা হিন্দু ও মহম্মদীয় আইনের বিরুদ্ধ নহে, ট্রান্সফার অব্ প্রপার্টি আইন ২ এবং ১০৮ ধারা দেখ, গোবিন্দ 'বনাম' নায়ক, ১৪ কলি, উ, নো, ৯৫২ এবং ইসমাইল 'বনাম' ..., ২৭ মাদ্রাজ ২১১ ঐরূপ।

গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সাধারণ কার্য্যের জন্য ভূমি ক্রয় হইলে দখলীস্বত্বের রায়ত খেসারতের আংশিক টাকা পাইতে পারে, সাধারণ 'বনাম' ... ৩৭ কলি, ৩৮৫। যৌথ হস্তান্তর অযোগ্য হইলেও পারে, অম্বিকা 'বনাম' আদিত্য, ৬ কলি, উ, নো, ৬২৪।

হস্তান্তর অযোগ্য জোত ভূম্যধিকারীর সম্মতিক্রমে খরিদ করা যাইতে পারে, অন্নদা 'বনাম' নন্দকুমার ৭ কলি উ, নো, ৫১২। এই সম্মতি ভূম্যধিকারী খরিদের পরও দিতে পারেন, তারকা 'বনাম' ... ১১ কলি, উ, নো, ৫১৩। কিন্তু সমুদয় ভূম্যধিকারী সম্মতি না দিলে খরিদ্দার দখলযুক্তে দখল করিবেন, সফরউদ্দীন 'বনাম' রাণী হেমাঙ্গিনী, ১৬ কলি, উ, নো, ৪২০। অংশিক জোত ক্রয় সম্বন্ধেও ঐরূপ, ১৮ কলি, উ, নো, ৪২০।

হস্তান্তর অযোগ্য দখলী স্বত্ব বিক্রয় করিয়া রায়ত এবং হস্তান্তর গ্রহীতার ভিতর, রায়ত পুনরায়—"হস্তান্তর অযোগ্য" এই কথা তুলিতে পারে না। রায়তের স্বত্বের বন্ধক গ্রহীতা খরিদ্দার এবং রায়তের নিকট খোদকস্তার খরিদ্দারের মধ্যে মকদ্দমায় হস্তান্তর যোগ্যাযোগ্যের প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না ; শ্যামাচরণ 'বনাম' মোক্ষদা, ১৩ কলি, ল, জ, ৪৮১ ; ১৪ কলি, উ, নো ৭০৩।

হস্তান্তর অযোগ্য যোত—ক্রেতার খরিদা মূল্যে কি প্রকার স্বত্ব উদ্ভব হয় তৎসম্বন্ধে, বিস্তৃত বিবরণ ১৫ কলি, উ, নো, ৭১ (নোটস্); হস্তান্তরের প্রথা থাকিলে, আপোষনামা বা দখল যুক্ত রেহান দিলে এবং কতক অংশে দখল থাকিলে প্রজার উচ্ছেদ হইবে না, ১৬ কলি, উ, নো, ৩২২; গবর্ণমেণ্ট নিকট টাকা কর্জ্জ করার দরুণ প্রজার যোত "পাবলিক ডিমাণ্ড" আইন মতে নীলাম হইলে, কেবল প্রজার স্বত্ব যাইবে, যোত নিদায় অবস্থায় হস্তান্তরিত হইবে না,—১৬ কলি, উ, নো, ৩৫১।

রাইয়তের খাজনা দিবার দায়ের কথা।

২৪ ধারা। দখলিস্বত্ববিশিষ্ট কোন রাইয়ত আপনার যোতের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যহারে খাজনা দিবেন।

বিশেষ হেতু বিনা উচ্ছেদ না হইতে পারিবার কথা।

২৫ ধারা। (ক) যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয় এরূপে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত আপন যোতের অন্তর্গত ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন, অথবা

(খ) তিনি এই আইনের বিধানসঙ্গত এরূপ এক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন যাহা ভঙ্গ হইলে, তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত তাঁহার যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির সর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে;

এই হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার যে ডিক্রী হয়, সেই ডিক্রীজারী ক্রমে না হইলে সেই রাইয়তের যোত হইতে তাঁহার ভূম্যধিকারী তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

নোট।—"কৃষিকার্য্যের অনুপযুক্ত করা"—কৃষিকার্য্যের জন্য পত্তন গ্রহণ করিয়া বাগানাদি করিয়া জমী অনুপযুক্ত করিলে এই ধারামতে উচ্ছেদ চলিবে। ২৪ কলি, ১৬০, ৪ এলা, ১৭৪; বিরুদ্ধ নজীর ২২ মাদ্রা ৩৯। নীল চাষ করা কৃষিকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু চারা হইতে নীল প্রস্তুত করা নহে, ৯ কলি, উ, নো ৮৭।

চিরস্থায়ী স্বত্বে বন্দোবস্ত গ্রহণ করিলেও প্রজা ভূঁইতে গর্ত্ত খনন করিয়া অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ৯ কলি, উ, নো ২৫৫।

প্রজা তাহার যোতের উপর পাকা ইমারত প্রস্তুত কিম্বা ক্রমাগত ইষ্টক প্রস্তুত জন্য ভূমি খনন করিলে জমীদার যদি তাহাতে আপত্তি না করেন তাহা হইলে পরে তিনি ঐ জন্য প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না; ৭ উ, রি, ৪৯৫, ১৪ উ, রি ৩৬০, ২৩ উ, রি ২৯৮। জমীদার যে জ্ঞাত থাকা স্বত্বেও নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহার প্রমাণের ভার প্রজার উপর; ১১ কলি, উ, নো ৮৫৮, ১০ কলি, উ, নো, ১৭৩।

এই সম্পর্কে "নিষেধ আজ্ঞা" সংক্রান্ত বিষয় ৯ কলি, উ. নো ২৫৫ দেখ। উপরি উক্ত কারণে প্রজা উচ্ছেদ হইলে খেসারত পাইবে কি না তৎসম্বন্ধে ২২ বম্বে ১; ১৬ এলা, ৩২৮; ২১ কলি ৫৭০, ১২ মাদ্রা ৩২০ দেখ। কেবল খাজনা না দিলেই প্রজার রায়তি স্বত্ব লোপ হয় না, নীলমণি 'বনাম' বিশ্ব ১৫ কলি, ১৭।

কিন্তু যোত জলমগ্ন হইয়া গেলে দীর্ঘকাল খাজনা না দিলে, যোত-স্বত্ব ধ্বংস হইবে, হেমনাথ 'বনাম' আজগর ৪ কলি ৮৯৪। প্রজা দীর্ঘকাল খাজনা না দিয়া, যোত উদ্ধারের নালীশ করিলে, তাহা ডিস্‌মিস্ হইবে, হেমচন্দ্র 'বনাম' চাঁদ আকন্দ ১২ কলি ১১৫।

চুক্তি মূলে প্রজাকে জীবনস্বত্ব ভোগোত্তর দেওয়া যাইতে পারে তাহাতে প্রজাই স্বত্ব জন্মে না। ১০ কলি, উ, নো ৫৩৩।

খাজনার মোকদ্দমায় প্রজা মালীকের স্বত্ব অস্বীকার করিলে উচ্ছেদ হইবে না, ১৭ কলি, ১৯৬, কিন্তু যদি ঐ অস্বীকার মূলে মালিকের বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়, তাহা হইলে খাস দখলের মোকদ্দমায় প্রজা উচ্ছেদ হইবে; নীলমাধব 'বনাম' অনন্তরাম; ২ কলি, উ, নো, ১৫৫, ৩ কলি ল, জ, ২০১; ৬ কলি, উ, নো, ৫১৫। বিরুদ্ধ নজীর দোরা ঠৈকা 'বনাম' রামজীবন, ২০ কলি ১০১। নূতন নজীর ৯ কলি উ, নো, ৯৩২ এবং ৭ কলি, ল, জ ৪০৩ দেখ।

পূর্ব্ব মোকদ্দমায় প্রজা মালিকের স্বত্ব অস্বীকার করিলে, পরে উচ্ছেদের মোকদ্দমায় প্রজাই স্বত্ব স্বীকার করিতে প্রজা বাধিত হইবে, ১৫ কলি, উ, নো, ৩৩৫।

শরিক প্রজার মধ্যে এক জন তাহার অংশ মালিকের বরাবর ইস্তফা দিলে উহার ঐ অংশ সম্বন্ধে ইস্তফা বলবৎ হইবে। ১৪ কলি, উ. নো ৬৮০।

চাকরাণ প্রজা ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করিলে উচ্ছেদ হইবে; ৩৩ কলি ৩৩৯।

তামাদি আইন— চুক্তি ভঙ্গ হেতু উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে তামাদি আইনের প্রথম তফশীলের ১৩৯ প্রকরণ প্রযোজ্য, ১৪৩ নহে। ১১ কলি, উ, নো, ৬৮১।

মৃত্যু হইলে দখলীস্বত্ব বর্ত্তিবার কথা।

২৬ ধারা। কোন রাইয়ত তাঁহার দখলীস্বত্ব সম্বন্ধে উইল না করিয়া মরিলে বিপরীত ভাবের দেশাচারের নিয়মাধীনে অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় উহার উত্তরাধিকার ঘটিবে কিন্তু তিনি যে দায়ভাগ ব্যবস্থার অধীন সেই ব্যবস্থামতে যে কোন স্থলে তাঁহার অন্য সম্পত্তি রাজার প্রতি বর্ত্তে, সেই স্থলে তাঁহার দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

নোট।—মৃতপ্রজার ওয়ারীশগণকে জমীদার প্রজা বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য; ওয়ারীশগণ মধ্যে কয়েক জনের বিরুদ্ধে খাজনার ডিক্রী লভ্য হইলে সমস্ত যোত নীলাম হইবে না। ২৭ কলি, ৫৪৫।

দেশাচার ব্যতীত কোন প্রজা, যোতস্বত্ব উইল বা কোন দলিল মূলে হস্তান্তর করিতে পারিবে না; ১৭৮ ধারার ৩ (খ) প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

খাজনা বৃদ্ধির কথা।

উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বিষয়ক অনুমানের কথা।

২৭ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রাইয়তের যৎকালে যে খাজনা দিতে হয় তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

নগদান্ খাজনা বৃদ্ধি বিষয়ে নিয়মের কথা।

২৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত নগদান্ খাজনা দিলে, তাঁহার খাজনা এই আইনের বিধান মতে না হইলে; প্রকারান্তরে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

চুক্তিক্রমে খাজনা বৃদ্ধি করিবার কথা।

২৯ ধারা। কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের যে নগদান্ খাজনা দিতে হয়, তাহা চুক্তি ক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে ঃ—

(ক) চুক্তিপত্রে লিখিয়া রেজিষ্টারী করিতে হইবে;

(খ) খাজনা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে, তাহা রাইয়তের পূর্ব্ব দেয় খাজনা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক হয়;

(গ) চুক্তিপত্রে যে খাজনা ধার্য্য হয়, তাহা চুক্তিপত্রের তারিখ অবধি পনের বৎসর কালের মধ্যে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না।

কিন্তু—(১) যে কালের নিমিত্ত খাজানার দাওয়া হয়, সেই কালের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি ক্রমাগত অন্যূন তিন বৎসর কাল যে হারে প্রকৃতপক্ষে খাজনা দেওয়া গিয়া থাকে, (ক) প্রকরণের কোন কথায় সেই হারে খাজনা আদায় করিতে ভূম্যধিকারীর কোন বাধা হইবে না।

(২) ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক বা তাঁহার খরচে যোতসম্বন্ধে যে উৎকর্ষ সাধন করা গিয়াছে বা যাইবে, ও যাহার উপকার পাইতে রাইয়তের প্রকারান্তরে অধিকার নাই, সেই উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে রাইয়ত যে চুক্তিক্রমে বর্দ্ধিত খাজনা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন, (খ) প্রকরণের কোন কথা সেই চুক্তি সম্বন্ধে খাটিবে না; কিন্তু ঐ উৎকর্ষসাধন করা

গেলেই এবং উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে রাইয়তের ত্রুটি ধরা যাইতে না পারিলে যতকাল ঐ সাধিত উৎকর্ষ থাকে, ও যোত সম্বন্ধে বস্তুতঃ অনুমানমতে ফল উৎপন্ন করে কেবল ততকালই উক্ত চুক্তিক্রমে অবধারিত বর্দ্ধিত খাজনা দেয় হইবে ।

(৩) ভূম্যধিকারীর সুবিধা নিমিত্ত বিশেষ কোন ফসলের চাষ করেন বলিয়া বিশেষ কম খাজানার হারে রাইয়ত আপনার ভূমি ভোগ করিলে, ঐ ফসল চাষ করিবার দায় হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে যে খাজনা ঐ রাইয়ত ন্যায্য ও উপযুক্ত জ্ঞান করেন, (খ) প্রকরণের কোন কথায় তাঁহার সেই খাজনা দিবার চুক্তি করিবার বাধা হইবে না ।

নোট ।—কোথায় প্রযোজ্য নহে ।—যোতের জমী বৃদ্ধির জন্য জমা অর্থাৎ খাজনা বৃদ্ধি হইলে এই ধারা প্রযোজ্য নহে, ২৬ কলি ২৩৩ ; কিম্বা বিরোধ নিষ্পত্যান্তে জমা ধার্য্য হইলেও এই ধারা খাটিবে না ; শিব সহায় 'বনাম' রাম রটীয়া ১৮ কলি, ৩৩৩ । এই নজীর অনুসরণ করিয়া নাথু সিং 'বনাম' দামরী সিং নামীক ২৮ কলি ৯০ পৃষ্ঠার নজীরে ইহা ধার্য্য হইয়াছে যে প্রকৃত বিরোধ নিষ্পত্ত্যান্তে কবুলিয়ত সম্পাদিত, হইলে এই ধারার বিরুদ্ধ হইলেও প্রজা উহাতে বাধ্য । কবুলিয়তে অন্যোন্য "উৎকর্ষ" সাধনের উল্লেখ না থাকিলেও সাক্ষ্য আইনের ৯১ ধারামতে জমীদার উহা প্রমাণ করিতে পারিবেন প্রবলচন্দ্র 'বনাম' চৌধুরাণী ১১ কলি. উ, নো. ৬২ । এই ধারার বিরুদ্ধ সমস্ত চুক্তি অবৈধ তজ্জন্য টাকায় ৵৹ আনা বাদে বর্দ্ধিত বৃদ্ধির রহিত হইতে পারে না ১ কলি উ, নো, ৪৪২ । এই আইনের প্রচলনের পূর্ব্বে সম্পাদিত কবুলিয়ত লিখিত খাজানা সম্বন্ধেও এই আইন খাটিবে না, ২৫ কলি ৭৮১, জমা বৃদ্ধি। জমা যদি হার বৃদ্ধি হয় তাহা হইলেও খাটিবে না ।

এই ধারার "খ" প্রকরণের সহিত "(১) পরন্তুর" সম্পর্ক নাই, কাজেই জমীদার টাকায় দুই আনার অধিক হারে, মোকদ্দমা দায়েরের পূর্ব্ব তিন বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ বৃদ্ধি খাজনা পাইলেও, প্রজা আপত্তি করিলে তাহা রহিত হইবে । বিপিনবিহারী 'বনাম' কৃষ্ণধন ৩২ কলি ৩২৪ (ফুলবেঞ্চ) ।

প্রতি টাকায় দুই আনার অধিক হারে খাজনা বৃদ্ধি পাওয়ার, (এই ধারা বিরুদ্ধ) সমস্ত চুক্তিই বাতিল ২৪ কলি ৪৯৫ ; ২৫ কলি ৭৮১ ।

৩০ ধারা । কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত নগদাম্ খাজনা দিয়া যে যোত ভোগ করেন, সেই যোতের ভূম্যধিকারী এই বিধানের নিয়মাধীনে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা—

মোকদ্দমা দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি করিবার কথা।

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তেরা সেই গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত কিম্বা নিকটবর্ত্তী গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত প্রচলিত হারে খাজনা দিয়া থাকেন, উক্ত রাইয়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজনা দেন, ও তাঁহার তত কম হারে ভোগ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই ;

(খ) বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকিবার সময়ে প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য শস্যের স্থানীয় দর গড়ে বৃদ্ধি হইয়াছে ;

(গ) বর্ত্তমান খাজনা চলিত থাকিবার সময়ে ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রাইয়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে ;

(ঘ) রাইয়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি স্রোতের গতিতে (অর্থাৎ বন্যায়) বর্দ্ধিত হইয়াছে ;

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে নদী হইতে জলসেচন করা অসাধ্য থাকিলে, নদীর গতি পরিবর্ত্তনদ্বারা যদি নদী হইতে জলসেচন করা সাধ্য হয়, তবে "স্রোতের গতি" শব্দে নদীর ঐ গতি পরিবর্ত্তনও বুঝাইবে।

নোট।—সাও রেজিষ্ট্রেসণ আইনের ৭৮ ধারা, এই ধারা মতে কর বৃদ্ধির মোকদ্দমায় অন্তরায় নহে ; অপ্রকাশিত নজীর, ১৮৯৫ সালের ৫৮১ নং খাস আপীল। এই আইনের ৬০ ধারা এবং ৫২ ধারা মতে, এককালে একই মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে ; এক মোকদ্দমায় দুইটী কারণ যোগ করা যাইতে পারে ; ১১ কলি, উ, নো ১১৫৪। বাকী খাজনা ও বৃদ্ধি হারের জন্য এক নালিশ চলিবে, ৫ কলি, উ, নো ৬৮০।

আংশিক মালিক কেবল তাঁহার অংশের জন্য বৃদ্ধি খাজনা পাইতে পারিবেন না ; ২ কলি, উ, নো, ৪৪ ও ৯৮০। সমস্ত সরিকান একত্রে মোকদ্দমা করিবেন ; ১৮৮ ধারা দেখ।

হিন্দু বিধবা এই ধারামতে খাজনাবৃদ্ধির মোকদ্দমা করিতে পারেন, সুশাকান্ত 'বনাম' হেমন্তকুমারী ২০ কলি ৪৯৮।

"চলিত হার" অর্থে অধিকাংশ পার্শ্ববর্ত্তী প্রজা যে হারে খাজনা দেয় তাহা বুঝাইবে ; ৯ উ, রি, ৮৩ ; বিরুদ্ধ নজীর ২১ উ, রি, ১৫৭।

শালিস দ্বারা এই ধারা মতে বিবাদ নিষ্পত্তি হইতে পারে, গঙ্গাচরণ 'বনাম' ষষ্ঠী মণ্ডল, ৬ কলি, উ, নো, ৬১৪ ; ১৮৬৫ সালের ৮ আইন মতে দায় বিহীন লাট খরিদার পূর্ব্বে খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমা করিলেও পরে উচ্ছেদের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন ৭ কলি, ল, জা, ১৯১। জগদম্বুড়ী কবুলতি দ্বারা ভূমি গ্রহণ করিলে এই ধারা প্রযোজ্য নহে, রাজকুমার 'বনাম' মযাচটু ৩১ কলি, ৯৬০।

অবিভক্ত জোত সম্বন্ধে খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা এই ধারা অনুসারে অচল; কারণ অবিভক্ত অংশ এই ধারামতে জোত নহে, শ্রীমতী পার্ব্বতী 'বনাম' মথুরানাথ ১৬ কলি, উ, নো, ৮৭৭।

প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধির কথা।

৩১ ধারা। প্রচলিত হারের কম হারে খাজানা দেওয়া হয়, এই হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে—

(ক) প্রচলিত হার নিরূপণ করিবার সময়ে আদালত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যূন তিন বৎসর কাল সাধারণতঃ যে হারে খাজনা দেওয়া হইয়া থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং রাইয়ত যে হারে খাজানা দেন ও আদালত যে প্রচলিত হার নির্ণয় করেন এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ না থাকিলে খাজনা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী দিবেন না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৯২ * ধারামতে তদর্থে বিধি করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তদ্দারা উক্ত আইনের ২৫ অধ্যায়মতে † স্থানীয় তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রাইয়তের যে হারে খাজনা দিতে হইবে এই ধারা মতে তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে যদি ইহার প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাতি বিচার করা হয় তবে তাহার জাতি-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে দেশাচার-ক্রমে কোন প্রকারের রাইয়তেরা অনুকূল হারে খাজনা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিবার সময়ে ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানাবৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

* নূতন দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের (১৯০৮ সালের ৫ আইন) আজ্ঞা ২৬ বিধি ৯।
† উক্ত আইনের ২৬ আজ্ঞা।

(ঙ) যদি কোন প্রকারের রাইয়তদের জন্য (গ) দফানুসারে কোন অনুকূল হার নির্ণয় করা হইয়া থাকে তাহা হইলে আদালত উহা বিবেচনা করিলে প্রচলিত হার নির্ণয় করিবার সময়ে সেই হার বিবেচনাধীনে না লওয়া যাইতেও পারিবে।

(চ) যদি যোত থোক খাজানায় ভোগ করা হয় তাহা হইলে যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভূমি ঐ যোতের অন্তর্গত তাহা ঠিক করিয়া এবং সেই গ্রামের মধ্যে অথবা নিকটবর্ত্তী গ্রামের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজনা দেওয়া হয় সেই শ্রেণীর ভূমি সম্বন্ধে সেই প্রচলিত হার খাটাইয়া দেয় খাজানা নির্ণয় করা যাইতে পারিবে।

কোন কোন জেলায় যাহা প্রচলিত হার বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩১ক ধারা। (১) যে কোন জিলায় বা জিলার অংশে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই প্রকরণটি প্রচলিত করেন তথায় যখনই কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত প্রচলিত হারটি কোন বা কোন কোন গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমি যে সকল হারে ভোগ করা হয় সেই সকল হার পরীক্ষা করিয়া ৩০ ধারার (ক) দফানুসারে নির্ণয় করিতে হইবে তখনই বেশী পরিমাণ ভূমি ঐ সকল হারের উচ্চতম যে হারে এবং সেই উচ্চতম হারাপেক্ষা উচ্চতর হারে ভোগ করা হয় সেই হারকেই প্রচলিত হার বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন গ্রামে সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমি যে সকল হারে ভোগ করা হয় তাহা এই এই :—

বিঘা।		টাকা।	আনা।	পাই।
১০০	বিঘাপ্রতি	১	০	০
২০০	,,	১	৷৷০	০
১৫০	,,	১	৸০	০
১০০	,,	২	০	০
১৫০	,,	২	৷০	০
মোট—৭০০				

এই স্থলে ২।০ টাকা প্রচলিত হার নয়, ১৫০ বিঘামাত্র অর্থাৎ অর্দ্ধেকের কম ঐ হারে ভোগ করা হইতেছে। ২৲ টাকাও প্রচলিত নয়, কারণ ২৫০ বিঘা অর্থাৎ অর্দ্ধেকের কম ঐ হারে বা উচ্চতর হারে ভোগ করা হইতেছে। ১৸০ টাকাই প্রচলিত হার, কারণ ৪০০ বিঘা অর্থাৎ অর্দ্ধেকের অধিক এই হারে অথবা উচ্চতর কোন হারে ভোগ করা হয়। এবং এই হারই সেই উচ্চতম হার যে হারে ও যে হারাপেক্ষা উচ্চতর হারে অর্দ্ধেকেরও অধিক ভুমি ভোগ করা হইতেছে।

(খ) কোন গ্রামে সেই প্রকারেরও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভুমি যে সকল হারে ভোগ করা হয় তাহা এই এই ঃ—

বিঘা।		টাকা।	আনা।	পাই।
১০০	বিঘা প্রতি	১	০	০
২৫০	,,	১	।০	০
১৫০	,,	১	॥০	০
১৫০	,,	১	৸০	০
৫০	,,	২	০	০

মোট—৭০০

এই স্থলে (ক) উদাহরণের লিখিত কারণে ২৲ কি ১৸০ কি ... ইহার কোনটিই প্রচলিত হার নয়, যেহেতু ৩৫০ বিঘা মাত্র অর্থাৎ (ঠিক অর্দ্ধেক) ১॥০ হারে অথবা ১॥০ টাকার বেশী হারে ভোগ করা হইতেছে। এই স্থলে ১।০ টাকাই প্রচলিত হার কারণ অর্দ্ধেকের বেশী ভুমি ১।০ টাকা বা তদপেক্ষা উচ্চতর হারে ভোগ করা হয়। এই হারই সেই উচ্চতম হার যে হারে ও যে হারাপেক্ষা উচ্চতর হারে অর্দ্ধেকের অধিক ভুমি ভোগ করা হইয়াছে।

(২) যে কোন জিলা বা জিলার অংশে পুর্ব্বোক্তমতে (১) প্রকরণটি প্রচলিত করা হইয়াছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া সেই জিলা বা জিলার অংশ হইতে ঐ প্রকরণটি প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

প্রচলিত হার বৃদ্ধি করিবার সীমার কথা।

৩১.খ ধারা। যখন কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক দশমাধ্যায়ানুসারে কিম্বা এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় কোন দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক প্রচলিত হা[illegible]- বার নির্ণয় করা হয় তখন ৩০ ধারার (খ) দফার ও ৩২ ধারার লিখিত হেতুতে ও পরিমাণে ভিন্ন ঐ হার বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না।

নোট।—স্থানীয় তদন্তে দেওয়ানী আদালত বিষয়গুলি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়া দিবেন নবীন 'বনাম' কুল চন্দ্র, ১৪ কলি, উ, নো, ৯১৪।

দরবৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধির কথা।

৩২। দরবৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজনা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে—

(ক) আদালত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের গড় দর অন্য যে দশবৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও সাধ্য বোধ হয়, সেই দশ বৎসরের গড় দরের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে দশ বৎসর লওয়া হয়, সেই দশ বৎসরের গড় দরের সহিত শেষ দশ বৎসরের গড় দরের যে অনুপাত থাকে, সাবেক খাজনার সহিত বর্দ্ধিত খাজনার সেই অনুপাত থাকিবে। কিন্তু এই অনুপাতের হিসাব করিতে হইলে, শেষ সময়ের গড় দর যে পরিমাণে পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গড় দর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহার তিন ভাগের একভাগ বাদ দিতে হইবে।

(গ) আদালতের মতে (ক) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট দশ বৎসর কাল গ্রহণ করা সাধ্য না হইলে, আদালত আপন বিবেচনা মতে তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন অল্পতর সময় ধরিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধির কথা।

৩৩ ধারা। (১) ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ-সাধন হেতু ধরিয়া খাজনাবৃদ্ধির দাওয়া করা গেল—

(ক) এই আইনানুসারে উৎকর্ষ সাধন রেজিষ্টারী করা গিয়া না থাকিলে, আদালত খাজনাবৃদ্ধি দিবেন না;

(খ) যে পরিমাণে খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষ সাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা,

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে,

(৩) ঐ উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে, চাষ করিতে কত খরচ পড়ে; এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

(২) প্রজা বা তাঁহার স্বার্থগত উত্তরাধিকারী প্রার্থনা করিলে, ও উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক ফল না ফলিলে বা ফল বন্ধ হইলে, এই ধারাগত ডিক্রী পুনর্ব্বিবেচনাসাপেক্ষ থাকিবে।

স্রোতের গতিজনিত উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধির কথা।

৩৪ ধারা। স্রোতের গতিজনিত উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজনা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে—

(ক) যে বৃদ্ধি কিয়ৎকালীন বা নৈমিত্তিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না;

(খ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এরূপে বৃদ্ধি করিবেন না যাহাতে ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

মোকদ্দমাক্রমে খাজানা বৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।

৩৫ ধারা। পূর্ব্ব কয়েক ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হয় আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানা-বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

ক্রমে ক্রমে খাজানাবৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৩৬ ধারা। যে আদালত খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অবিলম্বে ডিক্রী প্রবল করিলে রাইয়তের কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে করা যাইবে, অর্থাৎ যতদূর খাজানাবৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হয় বৎসর বৎসর ক্রমে ক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কয়েক বৎসরে ততদূর বৃদ্ধি করা যাইবে।

ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।

৩৭ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে এই হেতু ধরিয়া, কিম্বা দরবৃদ্ধি হেতু ধরিয়া কোন জোতের খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চমাসের ২রা তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ জোতের খাজানা বৃদ্ধি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৪০ ধারামতে খাজানা বদল করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্ব্বোক্ত কোন হেতু বা তত্তুল্য কোন হেতু ধরিয়া খাজানাবৃদ্ধি করিবার কিম্বা দোষগুণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে তবে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ * ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

নোট।—এই আইনের ৫২ ধারামতে আনীত মোকদ্দমা এই ধারায় বারিত হইল না; ১২ কলি, উ, নো, ৯০৪।

কেবল যে বৃদ্ধিহারে খাজনার মোকদ্দমা ডিক্রী হইলেই এই ধারা বর্ত্তিবে তাহা নহে, উহা রীতিমত বিচার হইয়া ডিস্‌মিস্ হইলেও এই ধারা খাটিবে, রামেশ্বর 'বনাম' ভুবনেশ্বর ৪ কলি, ল, জ, ১৬৮।

* নূতন দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের (১৯০৮ সালের ৫ আইন) ২১ আজ্ঞা, ৩৮ বিধি।

খাজানা কমাইবার কথা।

৩৮ ধারা। (১) নগদান্ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপনার খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোতের জমী কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে সেই বিধানের স্থল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ—

খাজানা কমাইবার কথা।

(ক) যোতের জমী রাইয়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা অন্য আকস্মিক বা ক্রমজাত বিশেষ কারণে স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিম্বা

(খ) বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকিবার সময়ে প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য শস্যের স্থানীয় গড় দর কিয়ৎকালীন, কারণ বিনা কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আদালত যতদূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, ততদূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নোট। রেজিষ্টারীযুক্ত কবুলিয়তে যে খাজানার কথা লেখা থাকিবে তাহা অপেক্ষা কম খাজানা অন্যরূপ মৌখিক প্রমাণ দ্বারা প্রজা দেখাইতে পারিবে না, সাক্ষ্য আইনের ৯২ ধারা মতে ঐরূপ মৌখিক কোনরূপ চুক্তি অথবা প্রমাণ অগ্রাহ্য, নারায়ণ 'বনাম' ভবানীপ্রসাদ, ৬ কলি, উ, নো, ৩১। কিন্তু কবুলিয়ত রেজিষ্টারী হইলেও জমীদার এবং প্রজার ভিতর যদি এরূপ কোন কথা থাকে যে কবুলিয়তে লিখিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইবে এবং ঐরূপ কথা মত কম হারে খাজানা দেওয়া হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ গ্রাহ্য; বেণীমাধব 'বনাম' রামনাথ, ৬ কলি, উ, নো, ২৪২। যদিও মুখ্যতঃ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত সম্বন্ধে এই ধারা প্রযোজ্য, তথাপি অন্যরূপ স্বত্ববিশিষ্ট প্রজার জমা মার্গোন কার্য্য প্রণালীতেও এই ধারা খাটিবে; গোরী পাত্র 'বনাম' কেশবী ২০ কলি ৫৭৯।

দরের তালিকার কথা।

৩৯ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে যে স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই সেই স্থানে যে যে প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব মাসে মাসে বা অল্পতর সময়ান্তরে সেই সেই শস্যের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন,

প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য শস্যের দরের তালিকার কথা।

এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে ঐ গবর্ণমেণ্ট অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ দরের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন দরের তালিকা রেবি-নিউ বোর্ডে পাঠাইবার এক মাস পূর্ব্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্ত-র্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত এক মাসের মধ্যে ঐ তালি-কার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৪) উক্ত দরের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে; এবং ঐ তালিকা প্রকাশ করিবার পর তাহাতে কোন স্পষ্ট ভুল দেখা গেলে, কালেক্টর সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে নিয়মিত কালান্তরে যে সকল তালিকা প্রস্তুত করা যায় তাহা হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসরের প্রচলিত গড় দরের তালিকা সঙ্কলন করাইয়া রাজকীয় গেজেটে বৎসর বৎসর প্রকাশ করাইবেন।

(৬) দর বৃদ্ধি বা কম হইয়াছে এই হেতু ধরিয়া খাজানা বাড়াই-বার বা কমাইবার এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানে আদালত এই ধারামতে প্রকাশিত তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিবেন এবং এই অনুমান করিবেন যে এই আইনবিধিবদ্ধ হইবার পর কোন বৎসরের নিমিত্ত যে যে তালিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহার লিখিত দর ঠিক নয় প্রমাণ করা না গেলে যত কাল প্রমাণ করা না যায় ততকাল ঠিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই অনু-

মান করিতে পারিবেন যে এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কোন বৎসরের নিমিত্ত যে যে তালিকা প্রস্তুত করা যায় তাহার লিখিত দর ঠিক নয় প্রমাণ করা না গেলে যতকাল প্রমাণ করা না যায় ততকাল ঠিক বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৭) কোন স্থানে কি কি শস্য প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য শস্য বলিয়া গণ্য হইবে ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত এবং এই ধারামতে যাহারা দরের তালিকা প্রস্তুত করেন সেই কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে বিধি প্রণয়ন করিবেন ।

নোট।—স্থানীয় প্রধান খাদ্য শস্যের গড়ে দর বৃদ্ধি হেতু বাদে খাজনা বৃদ্ধি করণের মোকদ্দমায় আদালত এই ধারার বিধানমত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিবেন, তাহা না করিলে বিচার বে-আইনী হইবে, নবীন 'বনাম' কুলচন্দ্র ১৪ কলি, ৪ নো, ৯১৪ ।

খাজানা নগদান্ করিবার কথা ।

শস্যরূপে দেয় খাজনা নগদান্ করিবার কথা ।

৪০ ধারা । (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত কোন যোতের নিমিত্ত শস্যরূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া কিম্বা শস্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে অথবা "অংশতঃ উহার মধ্যে কোন একপ্রকারে এবং অংশতঃ নগদ টাকায়" [নূতন] খাজানা দিলে, রাইয়ত বা তাহার ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা নগদান্ খাজনায় পরিবর্ত্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন ।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে "যে রাজস্ব কর্ম্মচারী স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক জরীপ করিবার এবং স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারী অথবা সহকারী বন্দোবস্তকারী-কর্ম্মচারী নামে নিযুক্ত হন," [নূতন] তাঁহার নিকট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট করা যাইতে পারিবে ।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা নগদান্ খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মচারী ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন, এবং এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, রাইয়ত শস্যরূপে বা প্রণালীক্রমে অন্য প্রকারে আপনার খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহা নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্ম্মচারী এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে নগদান্ খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার প্রতি ;

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে অথবা অল্পতর অন্য যে সময় সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে সেই সময়ের মধ্যে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি ;

(গ) শস্যরূপে খাজানা দিবার প্রণালী থাকিতে জলসেচন সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর যে খরচ পড়ে ও খাজানা নগদান্ করার ঐ খরচ চালাইবার যে বন্দোবস্ত করা হয়, তৎপ্রতি ; এবং

(ঘ) "ভূম্যধিকারী এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত, রাইয়তের যোত সম্বন্ধে যে উন্নতি করেন তাহার এবং ভূম্যধিকারী কৃত উন্নতির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে ৩৩ ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার প্রতি"। [নূতন]

(৫) ঐ আজ্ঞা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে যে হেতু ধরিয়া করা যায়, ও যে সময়াবধি উহা বলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে ; এবং সামান্যতঃ রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যানুষ্ঠানে যে আজ্ঞা হয় তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে ঐ আজ্ঞার উপরও সেই প্রকারে আপীল হইতে পারিবে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী মোকদ্দমার সমুদয় অবস্থা বিবেচনায় ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করা যুক্তিসিদ্ধ কি না ইহা ভাবিয়া দেখিয়া উহা মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিবেন, নামঞ্জুর করিলে নামঞ্জুর করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

নোট। এই ধারা অনুসারে [illegible] আদালতের [illegible] হইলে, [illegible] সেওয়ানী মোকদ্দমা চলিবে না, [illegible] 'বনাম' [illegible] ৭ কলি, উ, নো, ৩১১।

[illegible] খাজানার মোকদ্দমায় কি প্রকারে খাজানা দিতে হইবে (অর্থাৎ টাকায় না শস্যে) [illegible] খাজানার মোকদ্দমায় ঐ বিষয় ধারানুযায়ী [illegible] হইবে না [illegible]।

কিছুকাল নগদান্ খাজানা দিয়া ও ভূম্যধিকারী চুক্তিমূলে ফসলে খাজানা দাবী করিতে পারেন, [illegible] 'বনাম' [illegible], ৩ কলি, উ, নো, ১৫১। চুক্তিমূলে কোথায় প্রজা ফসল অথবা তাহার মূল্য দিতে পারেন এ সম্বন্ধে, আকবর "বনাম" দুর্গা, ১২ কলি, ল, জ, ৫৮৯ দেখ। কবুলিয়তের [illegible] ফসলে খাজানা দিতে হইবে, কেবলমাত্র অপারগ পক্ষে টাকায় দেয়, [illegible] 'বনাম' [illegible], ১২ কলি, ল, জ, ৫৯৩। এবং কবুলিয়তের অর্থমূল্যে খাজনা টাকায় [illegible] 'বনাম' [illegible] ১২ কলি, ল, জ, ৫৯৫। যে স্থানে ফসলের পরিবর্তে টাকায় খাজানা নির্ধারিত আছে সেখানে ফসলের অভাবে ভূম্যধিকারী টাকা [illegible] 'বনাম' [illegible] ১২ কলি, ল, জ, ৬৪৯। এবং [illegible] 'বনাম' [illegible] ২৭ কলি, ৬৯৭।

৪০ ক ধারা। (১) কোন যোতের খাজানা ৪০ ধারানুসারে নগদান্ খাজনায় পরিবর্তিত হইলে, ভূম্যধিকারীকৃত উন্নতি অথবা যোতের পরিমাণের পরে পরিবর্তন, এই দুই হেতু ভিন্ন অপর কোন হেতুতে উহার ১৫ বৎসর বৃদ্ধি হইবে না এবং যোতের পরিমাণের পরিবর্তনের হেতু অথবা ৩৮ ধারার (১) প্রকরণের (ক) দফার নির্দিষ্ট হেতু ভিন্ন অন্য কোন হেতুতে উহার ১৫ বৎসর হ্রাসও হইবে না।

নগদান্ খাজানায় পরিবর্তিত খাজানা কতদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে তাহার কথা। [নূতন।]

(২) আদেশ যে তারিখে ৪০ ধারার (৫) প্রকরণক্রমে আমলে আসে, সেই তারিখ হইতে উক্ত ১৫ বৎসর কালের গণনা করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

এই অধ্যায় খাটিবার কথা।

৪১ ধারা। যে রাইয়তদের দখলীস্বত্ব না থাকে ও দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত বলিয়া এই আইনে যাঁহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে খাটিবে।

নোট।—দখলীস্বত্ব শূন্য যোত উত্তরাধিকারীসূত্রে ওয়ারীশানগণ পাইবে না, লক্ষণ 'বনাম' জয়নাথ ১১ কলি, উ, নো, ৬২৬ (ফুলবেঞ্চ)। কিন্তু এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে যদি কোন স্থানে উত্তরাধিকারী সূত্রে ঐ যোত বর্ত্তানের প্রথা থাকে তাহা হইলে তাহা এই আইন দ্বারা বারিত হইবে না, ৩৪ কলি, ৫১৬ (ফুলবেঞ্চ)। বিনোদলাল পাকড়াশী 'বনাম' কালু পরামাণিক নামক ২০ কলি ৭০৮ (ফুলবেঞ্চ) নজীরও এস্থলে খাটিবে।

দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তদের প্রথমস্থলীয় খাজানার কথা।

৪২ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাঁহাকে দখল দিবার সময়ে তাঁহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয় তাঁহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

খাজানাবৃদ্ধির নিয়মের কথা।

৪৩ ধারা। রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্রে কিম্বা ৪৬ ধারামত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তদের খাজানাবৃদ্ধির করা যাইবে না।

কিন্তু যে কালের নিমিত্ত খাজানা দাওয়া করা যায় তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমাগত অন্যূন তিন বৎসর কাল প্রকৃতপক্ষে যে হারে খাজানা দেওয়া হইয়াছে এই ধারার কোন কথাক্রমেই ভূম্যধিকারীর সেই হারে খাজানা আদায় করিবার বাধা হইবে না।

যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৪৪ ধারা। এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তকে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে,—

অর্থাৎ—

(ক) তিনি বাকী খাজানা দেন নাই, এই হেতু ধরিয়া;

(খ) উক্ত রাইয়ত ভূমি এরূপে ব্যবহার করিয়াছেন যাহাতে উহা প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যের অনুপযোগী হয়, অথবা তিনি এই আইন সঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, যাহা ভঙ্গ করিলে তাঁহার ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির সর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এই হেতু ধরিয়া;

(গ) রেজিষ্ট্রারী করা পাট্টাক্রমে তাঁহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এই হেতু ধরিয়া;

(ঘ) ৪৬ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, উক্ত রাইয়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, কিম্বা ঐ খাজনা দিয়া যে মিয়াদ পর্য্যন্ত তিনি ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান্, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া;

নোট।—দখলীস্বত্বশূন্য-জোত হস্তান্তরিত হইলে বা মালীকের স্বত্ব অস্বীকার করিলেও জোত বাজাপ্ত হইবে না। এই ধারার বিধান ব্যতিরেকে প্রজা উচ্ছেদ হইবে না, ১ কলি, উ, নো ১৫৮। কিন্তু প্রজার কার্য্য দ্বারা যদি ইস্তফা বুঝায় তাহা হইলে উচ্ছেদ হইবে, ১ কলি উ, নো ১৬৩।

এই ধারা সংক্রান্ত বিষয় তামাদি আইনের প্রথম তফশীলের ৩২ আর্টিকেল দ্বারা পরিচালিত, ২৪ কলি ১৬০। (খ) প্রকরণের শেষ বিধান সম্বন্ধে ১' বৎসর তামাদি খাটিবে, তৃতীয় তফশীলের ১ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। মূল প্রজা ইস্তফা করিলে, কোর্ফা প্রজার স্বত্বও লোপ হইবে, কিন্তু কোর্ফা প্রজার স্বত্ব ৮৫ ও ৮৬ ধারার (৬) প্রকরণমতে রক্ষিত হইলে হইবে না, উচ্ছেদ কালে নটীসের আবশ্যক হইবে না, ৮ কলি, উ, নো, ৬৬৭।

৪৫ ধারা।- উঠিয়া গেল।

নোট।—বঙ্গের ১৯০৭ সালের ১ আইন ও পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের ১৯০৮ সালের ১ আইন দেখ।

খাজানাবৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৪৬ ধারা।—(১) ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রাইয়তের নিকট অর্পণ না করিলে এবং রাইয়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ব তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রাইয়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রাইয়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্য্যকারক অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ রাইয়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐরূপে জারী করা গেলে এই ধারার কার্য্য পক্ষে অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রাইয়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রাইয়ত যদি তাহা সম্পাদন করেন, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করেন, তবে পরবর্ত্তি কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রাইয়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা ঐরূপে দাখিল করা যায় সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহা উক্তমরূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রাইয়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, তিনি এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রাইয়তের নিকট নিয়মপত্র অর্পণ করা যায় তিনি যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোতের যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রাইয়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন

যোক্ত দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান্ থাকিবেন, কিন্তু উক্ত কাল গত হইলে, যদি তিনি দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন, তবে পূর্ব্ব ধারার লিখিত নিয়মানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রাইয়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত ঐ গ্রামস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রাইয়তেরা সাধারণতঃ যে খাজানা দেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

নোট।—৬ প্রকরণ অনুসারে, পার্শ্ববর্ত্তী দখলী স্বত্ব শূন্য ভূমি না থাকিলে যে জমা ধার্য্য হইবে না, তাহা নহে। তখন অন্য প্রকারে জমা বৃদ্ধির হিসাব ধরিতে হইবে, সৈয়দ হোসেন 'বনাম' কালীচরণ ৪ কলি, উ, নো, ৩২১; এই নজীরে ইহাও সাব্যস্ত হইয়াছে যে ৯ প্রকরণ চূড়ান্ত নহে, অন্য প্রকারে জমা বৃদ্ধি হইবে।

"দখল দেওয়া" শব্দের অর্থের কথা।

৪৭ ধারা। কোন রাইয়তের দখলে ভূমি থাকিলে ও ঐ দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গেলে যদিও তাঁহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্টায় এই মর্ম্মের কথা লেখা থাকে তথাপি এই অধ্যায়ের কার্য্য পক্ষে ঐ পাট্টাক্রমে তাঁহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

নোট।—ভূমিতে দখলীকার থাকা সময়ে প্রজা ঐ দখল বহাল রাখার জন্য কবুলিয়ত সম্পাদন করিলে, সে ৪৪ ধারার 'গ' প্রকরণ মতে উচ্ছেদ হইবে না, কামিনীপ্রসাদ 'বনাম' সাদাক খাঁ, ৯ কলি, উ, নো ২৮৭ (নোটস্)।

সপ্তম অধ্যায়।

কোর্ফা রাইয়তের সম্বন্ধীয় বিধি।

কোর্ফা রাইয়তের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।

৪৮ ধারা। নগদান্ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রাইয়ত ভূমি ভোগ করেন, তাঁহার ভূম্যধিকারী নিজে খাজানা দেন, তাঁহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার, অর্থাৎ,—

(ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রাইয়তের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

নোট।—সাধারণতঃ কোর্ফা প্রজার যোতে কোন স্বত্ব জন্মে না; কিন্তু দেশাচার ও প্রথামূলে কোর্ফা প্রজারও যোতে দখলীস্বত্ব উদ্ভব হইতে পারে, ১৮৩ ধারা ও ২৮ কলি, ২০৫ দেখ; পুরাতন আইন অনুসারে হইত না।

বিনা রেজিষ্টারী কৃত দলীল মূলে কোর্ফা লিজ, ৮৫ ধারা মূলে অবৈধ, তজ্জন্য বাকী রাজস্বের ডিক্রী মূলে মালীক, প্রজার যোতস্বত্ব খরিদ করিলে, কোর্ফা প্রজা উঠাইয়া খাস দখল পাইতে পারেন, ৫ কলি, উ, নো, ৩১০।

কোর্ফা স্বত্ব উত্তরাধিকারী স্বত্বে ওয়ারীশানকে বর্ত্তে না, ৮ কলি, উ, নো, ৪১৯ (ফুলবেঞ্চ)।

এই ধারা মতে জমা বৃদ্ধি করিবার বিধি (retrospective) অর্থাৎ এই আইন প্রচলন হইবার পূর্ব্বে কোর্ফাস্বত্ব সৃষ্টি হইলেও এই বিধান প্রযোজ্য, ২৬ কলি, ১৯৯, ২৮ কলি, ১৬৬।

এই ধারার অতিরিক্ত হারে খাজানা দেওয়া চুক্তি অবৈধ নহে, কিন্তু সর্ব্বোচ্চ হার অপেক্ষা অধিক হারে খাজানা আদায় হইবে না, ২ কলি, ল, জ, ৫৪০।

কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা, তাহার হস্তান্তরের-অযোগ্য-যোত-স্বত্ব বিক্রয় করিয়া নূতন খরিদদারের অধীনে কোর্ফা প্রজা হইলেও, জমীদার খাস দখলের ডিক্রী পাইবেন, ৮ কলি, উ, নো, ৮১১।

এই ধারার লিখিত ২৫৲ টাকা অতিরিক্ত খাজানা আদায়ের কথা বলা হইয়াছে। তাহা রাইয়তের দখলি সমুদয় ভূমি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সমুদয় ভূমি যদি অধীনস্থ রাইয়তকে বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে অধীনস্থ রাইয়তের নিকট হইতে রাইয়তের দেয় খাজানার উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত খাজানা আদায় হইতে পারে। কিন্তু

সলে কর, রাইয়তের দখলি কতক জমি অধীনস্থ রায়তের সহিত বন্দোবস্ত হইল। এস্থলে সরহদ্দ অনুসারে ঐ জমীর দেয় খাজানার উপর অতিরিক্ত ২৫৲ টাকা শতকরা আদায় হইতে পারে না। এজন্য রাইয়ত উৎকৃষ্ট জমীর উপর যদৃচ্ছা খাজানা ধার্য্য করিতে পারে, নিরচাঁদ 'বনাম' জয়চন্দ্র, ১৬ কলি, উ, নো, ৮৫৭।

কোর্ফা রাইয়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৪৯ ধারা। (ক) লিখিত কোন পাট্টার মিয়াদ শেষ না হইলে,

(খ) কোন কোর্ফা রাইয়ত লিখিত পাট্টাক্রমে না হইয়া প্রকারান্তরে ভূমি ভোগ করিলে তাহার উপর উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত তদীয় ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক যে বৎসরে নোটিস জারী করা হয় সেই বৎসরের পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের শেষ না হইলে—

তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

নোট।—লিখিত কবুলিয়ত (লিজ) মূলে কোর্ফা প্রজা হইলে, যদি ঐ কবুলিয়তে কোন সময়ের উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে এই ধারার (খ) প্রকরণ অনুসারে সময় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, ৮ কলি, উ, নো, ১৩৬।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা তাহার বাটীর কতক অংশে প্রজা বসাইলে তাহাকেও কোর্ফা প্রজা বলিতে হইবে, ৮ কলি, উ, নো, ৪৫৩।

কোর্ফা প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে হইলে নুটীস দেওয়া আবশ্যক। ঐ নুটীসে কোন তারিখ হইতে কত দিনের মধ্যে উঠিয়া যাইতে হইবে তাহা লিখিত না থাকিলে, নুটীশ পণ্ড বলিয়া গণ্য হইবে, ১ কলি, উ, নো, ১৬৯ (নোটিস)।

(খ) ধারার "লিখিত পাট্টাক্রমে" অর্থাৎ "মিয়াদী লিখিত পাট্টাক্রমে"। এই প্রজাস্বত্ব আইন প্রচার হইবার পূর্ব্বে পাট্টাক্রমে গৃহীতা কোর্ফা রাইয়ত অথচ মিয়াদী নহে এরূপ রাইয়তকে উচ্ছেদ করিতে হইলে (খ) ধারার বিধানমতে নোটীস দিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, রাজকুমারী দেবী 'বনাম' বরকতুল্যা মণ্ডল, ১৬ কলি, উ, নো, ৬০ (ফুলবেঞ্চ)। চন্দ্র কাপালি 'বনাম' জাকী কারিকর, ৬ কলি, উ, নো, ৩১৭ পাতার নজীর যে ঐরূপ রাইয়তকে খাজানা না দিলে উচ্ছেদ করা যাইবে, যথেচ্ছার যাইবে না, ইহা রদ হইল।

রেজিষ্টারী ডাকে নুটীস পাঠাইলে চলিবে না, এই খাজানা আইন সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্ট রুলে যে পদ্ধতি উল্লিখিত আছে তমতে কার্য্য করিতে হইবে, ২ কলি, উ, নো, ১২৫।

১৩০৪ সালের ১ বৈশাখ উচ্ছেদ হওয়ার জন্য ১৩০৩ সালের পৌষ মাসে নুটীশ দিলে, এবং ১৩০৫ সালের ১ বৈশাখ উচ্ছেদের মোকদ্দমা রুজু করিলে দোষ হইবে না, ৬ কলি, উ, নো

১৮৩। কিন্তু যাহার বাৎসরিক কোর্ফা স্বত্ব তাহাকে, বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত নোটিশের মেয়াদ দিতে হইবে, ৬ কলি, উ, নো ৬৯, ২৩ কলি ২০০।

মূল প্রজা ইস্তাফা করিলে যদি কোর্ফা স্বত্ব ৮৫ ও ৮৬ (৬) ধারা কর্ত্তৃক রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে কোর্ফা স্বত্বও ধ্বংস হইবে, ৩ কলি, উ, নো, ৬৬৭।

কবুলিয়তে উল্লিখিত মিয়াদ উত্তীর্ণের প্রায় ২ বৎসর পরে কোর্ফা প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা চলিতে পারে, ৩৪ কলি ৩৯৬। যদিও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা কোন চিরস্থায়ী হস্তান্তর করিতে পারে না, তথাপি কোর্ফা প্রজা বসাইতে পারে, ৬ কলি, উ, নো, ৯১৬।

বাস্তু জমী কোর্ফা বিলি করিলে উহা এই আইন দ্বারা চালিত হইবে। ট্রান্সফার অব্ প্রপার্টি আইন খাটিবে না। রাইয়ত কোর্ফা রাইয়তের সহিত মৌখিক বন্দোবস্ত করিলেও তাহা নিজেদের মধ্যে বলবৎ থাকিবে, যদিও ঐরূপ বন্দোবস্তে ভূম্যধিকারী বাধ্য নহেন। কিন্তু ৯ বৎসরের জন্য কোর্ফা বন্দোবস্ত হইলে কবুলিয়তে যদি এই সর্ত্ত থাকে যে ৯ বৎসর অন্তে পুনরায় ৯ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হইবে এবং পুনর্ব্বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কবুলিয়তের লিখিত সর্ত্তমতে খাজানা আদায় হইবে, তাহা হইলে ৯ বৎসরের শেষে ভূম্যধিকারী উচ্ছেদের মোকদ্দমায় জয়ী হইবেন না; অর্থাৎ কোর্ফা রাইয়ত কবুলিয়তের সর্ত্তানুসারে দখল করিতে থাকিবে। আবদুল করিম 'বনাম' আবদুল রহমান, ১৬ কলি, উ, নো, ৬১৮; তমিজুদ্দী 'বনাম' আজগর, ৩৬ কলি, ২১৬, বিপিন 'বনাম' অমৃতলাল ৯ কলি, ল, জ, ৭৬; মাণিক 'বনাম' বেণী, ১৩ কলি, ল, জ ৬৪৯।

কোন দলীল মূলে কোর্ফা স্বত্ব সৃষ্ট হইলে ঐ দলীল রেজিষ্টারী না হইলে উহা অবৈধ এবং বাকী খাজনার নীলামদার ১৬৭ ধারামতে নোটিশ না দিয়া উহা রদ করিতে পারেন, প্যারিমোহন 'বনাম বাদলচাঁদ, ২৮ কলি, ২০৫। কিন্তু বিনা দলীলে কিম্বা ভূম্যধিকারীর অসম্মতিতে কোর্ফা স্বত্ব সৃষ্ট হইলে ৪৯ ধারা মতে নোটিশ দিতে হইবে, ৩১ কলি, ৯৬২, খোস কবালায় খরিদ্দার পক্ষেও ঐরূপ ৩৪ কলি, ১০৬। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা, কোর্ফা পত্তন করিয়া ইস্তাফা করিলে, ভূম্যধিকারী কোর্ফাদারকে বিনা নোটিশে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন, ২ কলি, ল, জ, ৫৭০।

অষ্টম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

খাজানা মোকররী থাকিবার সম্বন্ধে নিয়ম ও অনুমানের কথা।

৫০ ধারা। (১) কোন মধ্য-স্বত্বাধিকারী বা রাইয়ত তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে মধ্যস্বত্বের বা জোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এই হেতু ভিন্ন ঐ খাজনা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাইয়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা যাহা বিশ বৎসর পরিবর্ত্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন এই আইনগত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ইহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজানায় বা খাজানার হারে তাঁহারা উক্তভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থান বিশেষে মোকররী খাজানায় বা খাজানার হারে প্রজাস্বত্ব বা কোন শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব থাকিলে তাহা তৎস্বরূপ উক্ত আইন দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্ব্বে রেজিষ্টারী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে কোন প্রজাস্বত্ব বা স্থলবিশেষে উক্ত শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব তদ্রূপে রেজিষ্টারী করা না হইয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্ত অনুমান খাটিবে না।

(৩) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক্ করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত

মিশাইয়া এক যোত করা গেলে, রাইয়তদের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৪) কয়েক বৎসর মিয়াদে কোন মধ্যস্বত্ব ভোগ করা গেলে কিম্বা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছাগত তাহা শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

নোট।—যে মোকদ্দমায় এই ধারা প্রয়োগ না হয় সে মোকদ্দমার নথিস্থ অপরাপর বৃত্তান্ত ও অবস্থা হইতে এই ধারার অনুমান বর্ত্তে না, নিত্যানন্দ 'বনাম' নন্দকুমার ১৩ কলি ল, জ, ৪১৫।২৭, ৫৭ এবং ৬০ বৎসর একহারে যোত দখল করা প্রমাণ হইলে, ৫০ ধারার অনুমান ব্যতিরেকেও চিরস্থায়ী হারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত অনুমান হইবে, গুলাব 'বনাম' কুমার কালানন্দ, ১২ কলি, ল, জ, ১০৭।

এই আইনের বিধান অনুসারে মোকদ্দমা হইলে এই ধারার ২ প্রকরণের অনুমান প্রয়োগ হইবে, নীলমনি 'বনাম' মথুরানাথ ৫ কলি, ল, জ, ৪১৩; ৭ কলি, উ, নো, ১৩২; ১০ কলি, উ, নো, ৯৩০; ১২ কলি, উ, নো, ৪৩২।

ল্যাণ্ড একুইজিষণের মোকদ্দমায় যদিও এই ধারা প্রযোজ্য নহে, তথাপি ইহাদ্বারা স্বার্থ নির্ণয় হইতে পারে ১২ কলি, ও, নো, ৪৩২।

এই ধারার বিধানমতে একহারে খাজানা প্রমাণের ভার প্রজার উপর, গোবিন্দপ্রিয়া 'বনাম' রতন ধুপি, ৪ কলি, ল, জ, ৩৭। জমি বৃদ্ধির জন্য জমা বৃদ্ধি হইলেও এই ধারার অনুমান খাটিবে ২ উ, রি, ৯৩ (১০ আইন)। জমা হ্রাস হইলেও ঐরূপ ২১ উ, রি, ৭০১। মূল জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দবস্তের মধ্যে সৃষ্ট না হইলেও তদন্তর্গত যোতসম্বন্ধে এই ধারায় অনুমান করিবে তাগাগা 'বনাম' আশুতোষ ৪ কলি, উ, নো ৫১৩। যেরূপ ভাবেই দখল হউক না কেন একাহারে উপর্যুপরি ২০ বৎসর খাজানা দিলেই এই ধারার অনুমান প্রয়োগ হইবে, ৯ কলি, ২৫২। ২০ বৎসরের দাখিলা দেখাইলেই প্রমাণ হইবে, মধ্যে মধ্যে ২১ বৎসরের দাখিলা না থাকিলেও ক্ষতি নাই, দাখিলাতে যে স্বাক্ষর করিয়াছে তাহাকে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, সূর্য্যকান্ত 'বনাম' বাণেশ্বর ২৪ কলি, ২৫১; ৫ কলি, উ, নো, ৬০ দেখ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর, ২০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল কোন পাট্টাক্রমে একহারে দখল প্রমাণ করিলেও এই ধারার অনুমান বর্ত্তিবে না, রামলাল 'বনাম' লালা সেকমলাল, মার্স ৪০৩, ৬৮, ২ উ, রি, ৩০ (১০ আইন)।

হস্তান্তরের অযোগ্য যোত প্রতিবাদী বিক্রয় করিয়াছে, এবং ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছে হেতুবাদে উহাকে উচ্ছেদের মোকদ্দমায় ৫০ ধারার বিধান বর্ত্তিবে না; কারণ এইরূপ মোকদ্দমা খাজানা আইনের বিধানমত কোন মোকদ্দমা অথবা কার্য্যানুষ্ঠান নহে, বজলাল 'বনাম' সতীশ ১৫ কলি, উ, নো, ৭৫২।

খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।

৫১ ধারা। কোন প্রজার খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বা কোন কৃষি-বৎসরে তিনি যে যে নিয়মে ভূমি ভোগ করেন তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষিবৎসরে যে খাজানা দিয়া যে যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করিয়াছেন, বিপরীত দর্শান না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেই সেই নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করিবেন, এইরূপ অনুমান হইবে।

নোট।—পূর্ব্বেকার খাজানার মোকদ্দমায় বাৎসরিক যে পরিমাণ খাজানা দিবার সাব্যস্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী বৎসরেও সেই পরিমাণ খাজানা দেয় ইহা অনুমিত হইবে, যদিও পূর্ব্ব সাব্যস্ত দোষাদোষ জন্মাইবে না, কালি রায় 'বনাম' প্রতাপনারায়ণ, ৫ কলি, দা, জ, ৯২ ; ৬ কলি, উ, নো, ৫৮৯।

চুক্তিকাল অতিক্রম করিয়া যে যে সহকারী রাইয়ত ভূমি দখল করিবে সেই২ রাইয়ত খাজানার জন্য দায়ী, অপর রাইয়ত দায়ী নহে। এবং ঐ দখল প্রমাণ করিবার ভার বাদীর উপর, ব্রজলাল 'বনাম' সার বেঞ্জেমিন ৯ কলি, উ, নো, ১৪০।

প্রজার দখলের স্বত্ব (লিজ) বর্ত্তমান থাকা কালে, তৃতীয় ব্যক্তি বেদখল করিলে, উহা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হইবে না, কিন্তু লিজ অন্তে ভূম্যধিকারীর অজ্ঞাতসারে প্রজা ভূমিতে থাকিলে, তৎকালে বেদখল হইলে ১২ বৎসর পর তামাদী হইবে, কিশোর 'বনাম' কালিশঙ্কর ১০ কলি, উ, নো, ৩৪০।

চুক্তিকাল অতিক্রম হইবার পরও ভূমি দখল করিলে, বাৎসরিক বন্দোবস্ত অনুমান করিতে হইবে এবং চুক্তিপত্রে (কবুলিয়তে) যে যে স্বত্ব ছিল তাহাও অনুমিত হইবে। এবং ঐ চুক্তির কাল, যদি এই ১৮৮৫ সালের খাজানা আইন জারী হইবার পূর্ব্বে শেষ হয় তাহা হইলে কবুলিয়তে যে হারে সুদের কথা আছে, উহা যদিও ৬৭ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে হয়, তথাপি উহা আদায় হইতে পারিবে, ২ কলি, উ, নো, ৩০৩। কিন্তু চুক্তিকাল এই আইন জারী হইবার পরে শেষ হইলে ৬৭ ধারার বিধান মতে সুদ আদায় হইবে, অতিরিক্ত আদায় হইতে পারিবে না, ২ কলি, উ, নো, ৫২৫ ; ২৪ কলি, ৩৭।

চুক্তিকাল অতিক্রম করিয়া দখল করিলে কৃষিজমীতে দখলীস্বত্ব উদ্ভব হইবে, ৩৩ কলি, ৪৫৯। "চুক্তিকাল অতিক্রম করিয়া দখল" অর্থসম্বন্ধে, ৩৪ কলি, ৩৯৬ দেখ।

কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন হার ধার্য্যে কবুলিয়ত দিলেই পরবর্ত্তী সময়ের মোকদ্দমায় হার প্রমাণের ভার প্রজার উপর পড়িবে না, জমীদার যে কবুলিয়ত মূলে খাজানা পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে, মুকুন্দ 'বনাম' অর্পণ ১ কলি, উ, নো, ৪৭।

ভূমির পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

৫২ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা—

(ক) পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন মাপ করিয়া ততোধিক যত ভূমি থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমির জন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে ; কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে মধ্যস্বত্বের কি যোতের অন্তর্গত জমিতে যোজিত ঐ অধিক ভূমি ঐ মধ্যস্বত্বের কি যোতের অন্তর্গত পূর্ব্বে থাকিয়া শিকস্তিক্রমে বা প্রকারান্তরে নষ্ট হইয়াছিল ও তাহাতে খাজানা কমান যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না ; এবং

(খ) পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন, মাপ করিয়া তাঁহার মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ তদপেক্ষা যত কম প্রমাণ হয় তত ভূমির জন্য তাঁহার খাজানা কমাইতে স্বত্ববান্ হইবেন। কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে, নষ্ট ভূমি পৈবস্তিক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত জমিতে যোজিত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না।

(২) যে পরিমাণ ভূমির জন্য পূর্ব্বে খাজানা দেওয়া হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত মোকদ্দমায় কোন পক্ষ যদি এরূপ প্রার্থনা করেন, তবে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ—

(ক) প্রজাস্বত্বের মূল ও নিয়ম,—যথা ঐ খাজানা মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত সমগ্র ভূমির নিমিত্ত মোট খাজানা ছিল কি না ;

(খ) প্রজার মোট খাজানার বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কি প্রকারান্তরে ভূম্যধিকারীর জ্ঞাতসারে ও অনুমতি সহকারে ঐ প্রজাকে অতিরিক্ত ভূমি ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে কি না ;

(গ) খাজানা বা ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে বিবাদ না হইয়া যতকাল ঐ প্রজাস্বত্ব চলিতেছে, ও

(খ) মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে যে মাপকাঠি ব্যবহৃত হয় বা যাহার ঐ স্থানে ব্যবহার থাকে, তাহার তুলনায় প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি হইবার সময়ে যে মাপকাঠি ব্যবহৃত হইত বা যাহার ঐ স্থানে ব্যবহার ছিল তাহার দৈর্ঘ্য ।

(৩) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং মধ্যস্বত্বাধিকারীর বেলা তিনি আপনার মধ্য-স্বত্বের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান্ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত কি অন্যায্য হয় কোন স্থলে এমন খাজানা ধার্য্য করিবেন না ।

(৪) মধ্য স্বত্বের বা যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত হ্রাস ঘটে তাহা পূর্ব্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানায় যত টাকা কমাইতে হইবে তাহা পূর্ব্ব দেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্যের সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে যে পরিমাণ হ্রাস হয়, তাহা মধ্য স্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পূর্ব্ব পরিমাণের যে অংশ, 'খাজানা'র যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব দেয় খাজনার সেই অংশ হইবে ।

(৫) এই ধারামত কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারী বা প্রজা অধিক ভূমিরূপে ভোগ করা হয় বলিয়া কোন বিশেষ ভূমি নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম হইলে, ঐ অধিক ভূমির নিমিত্ত যে খাজানা যোগ করিতে হইবে তাহা যোত হইতে ঐ অধিক ভূমি বাদ দিয়া যোতের অন্তর্গত সমস্ত ভূমির নিমিত্ত যে গড় হারে খাজানা দেওয়া হয় সেই হারে হিসাব করা যাইতে পারিবে । [১৮৯৮ সালের ৩ আইন মতে ইহা সন্নিবেশিত হইয়াছে ।]

(৬) যখন এই ধারামত কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারী বা প্রজা এইরূপ প্রমাণ দেন যে, যে মহালে বা কায়েমী মধ্যস্বত্বে বা উহার অংশে ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত অবস্থিত সেই মহালে বা কায়েমী মধ্যস্বত্বে বা উহার অংশে যে মাপের উপর দাবী করা হয় সেই মাপের সময় খাজানা ধার্য্য-

করা ভূমির মাপ করিবার পর বন্দোবস্ত করাই প্রথা ছিল, তখন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারিবে যে, ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধীয় কোন পাট্টায়, কবুলিয়তে বা (থোকায় যে লিখন থাকে কাউণ্টার ফাইল রসীদে তাহার রুজু জমীর পরিমাণের লিখন থাকিলে) থোকায় ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা ঐ পাট্টায়, কবুলিয়তে বা থোকায় মাপ করিবার পর লিখিত হইয়াছে। [নূতন]

নোট।—৬ প্যারাটি বঙ্গদেশের ১৯০৭ সালের ১ আইন এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশের ১৯০৮ সালের ১ আইন দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৩০ এবং ৫২ ধারাক্রমে খাজানা বৃদ্ধির প্রার্থনা এক মোকদ্দমায় চলিতে পারে, সারদাচরণ 'বনাম' ঈশ্বর ১১ কলি, উ, নো, ১১৫৪।

মোকররী পাট্টায় খাজানা জমীর বিবরণ না থাকিলে, সিকস্তি হইয়া জমী হ্রাস হইলেও খাজানার হ্রাস হইবে না, নন্দলাল 'বনাম' কিয়ামুদ্দিন ৯ কলি, উ, নো, ৮৮৬। জমীর পরিমাণ দেখিতে হইবে না, কেবল চৌহদ্দি দেখিতে হইবে; পাট্টায় যে চৌহদ্দি থাকিবে তাহার ভিতরে যে জমী থাকিবে, উহা পাট্টার লিখিত জমী অপেক্ষা বেশী হইলেও খাজানার বৃদ্ধি হইবে না, ২৯ কলি, ২৪৭; ১৫ উ, রি, ৩৯৪; ১৪ উ, রি, ৩০১; কিন্তু প্রথমতঃ যদি মাপে ভুল হইয়া থাকে তাহা হইলে বৃদ্ধির আপত্তি নাই, ১৭ উ, রি, ৩৩; ১৬ উ, রি, ২৯ (পি, সি)। দ্বাদশ বৎসর অধিককাল রাইয়ত যদি ভূম্যধিকারীর খাস জমী তাহার পূর্ব্বাকার যোতের জমী বলিয়া দখল করে এবং ঐ জমীর জন্য পৃথক খাজানা ভূম্যধিকারীকে না দেয়, তবে ঐ জমীর দরুণ পৃথক খাজানার দাবী তমাদী হইবে, এমতাবস্থায় ভূম্যধিকারী ৫২ ধারা মতে পূর্ব্বোক্ত যোতের দরুণ অধিক জমী দখল করার বাবৎ অতিরিক্ত খাজানার মোকদ্দমা করিতে পারেন, উচ্ছেদ অথবা অনধিকার প্রবিষ্ট ঐ খাস জমীর জন্য ন্যায্য খাজনার মোকদ্দমা অচল, তারণচন্দ্র ঘোষ 'বনাম' গণেন্দ্রনাথ রায় ১৬ কলি, উ, নো, ২৩৫।

(ক) প্রকরণের "পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমির খাজানা দিয়াছেন" ইহার অর্থসম্বন্ধে ৯ কলি, উ, নো, ৩১৮ দেখ।

খাজানার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ভূম্যধিকারীর প্রমাণ করিতে হইবে যে প্রজা যে পরিমাণে খাজানা দেয় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জমী ভোগ করে এবং উহা দেখাইতে হইলে আরও দেখাইতে হইবে যে কি পরিমাণ জমীর জন্য কত খাজানা দেয়, সূর্য্যকান্ত 'বনাম' বাণেশ্বর ২৪ কলি, ২৫১। এবং এক্ষণে কত পরিমাণ জমী দখল করে এবং ঐ জমী পূর্ব্বে যাহা দখল করিত তাহা অপেক্ষা অধিক, লক্ষ্মীনারায়ণ 'বনাম' শ্রীরাম, ১৫ কলি, উ, নো, ৯২১ ও ১৪ কলি, ল, জ, ৫৪৬।

পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমী বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা জমী এক্ষণে বেশী প্রমাণ

করিতে হইবে এবং এই বেশী, কোনরূপ অনধিকার দখল জনিত অথবা পয়স্তি ক্রমে হইয়াছে, তাহা দেখাইতে হইবে, গৌরীপাল 'বনাম' রাইলি ২০ কলি, ৫১৯।

জমীদার কোথায় বেশী খাজানা পাইতে পারেন না এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নজীর গুলি দেখ, ১০ কলি, উ, নো, ৪৬; ৯ কলি, উ, নো, ৩১৮; ৫ কলি, ল, জ, ৫৩৮।

নীলাম খরিদার এই ধারার বিধানমতে খাজানা কমীর দাবীতে মোকদ্দমা করিতে পারে, কালীপ্রসন্ন 'বনাম' ধনঞ্জয় ১১ কলি, ৬২৫। কিন্তু অংশীদার প্রজা এই ধারার বিধানমতে প্রজা হইবে না, এবং প্রতীকার পাইতে হইলে সমস্ত প্রজা এবং জমীদারগনকে পক্ষ করিয়া খাজানা কমীর মোকদ্দমা করিতে হইবে, ভূপেন্দ্র 'বনাম' রমণ, ২৭ কলি, ৪১৭।

যদি প্রজা তাহার যোত অতিক্রম করিয়া অপর জমী অনধিকার দখল করে তাহাহইলে ভূম্যধিকারী তাহাকে ঐ অনধিকার জমীসম্বন্ধে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন, ২৫ কলি, ৩০২; কিন্তু জমীদারকে জবরদস্তি করিয়া তাহাকে প্রজা বলাইতে পারে না, ৪ কলি, উ, নো, ৪০৮। জমীদার ইচ্ছা করিলে তাহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিতে পারেন ৬ উ, রি, ৯৭ (১০ আইন)।

এইরূপে অনধিকার অধিকৃত জমী, জমীদারের উপকারের জন্য অর্জ্জিত হয়; অধিকৃত জমীতে জমীদারের স্বত্ব থাকুক অথবা নাই থাকুক উহা জমীদারের উপকারার্থে হইবে, মহেবটাদ 'বনাম' মিয়াজান, ১০ কলি, ৬২১।

জমী বন্দোবস্ত হইলে প্রজা যদি কোন অংশ দখল না পায়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে খাজানার মোকদ্দমায় খাজানা হ্রাসের আপত্তি তুলিতে পারে এবং উহা গ্রাহ্য হইবে, শিবকুমারী 'বনাম' বিপদাস ১২ কলি, উ, নো, ১৬৭। খাজানা কমীর জন্য ৫২ অথবা ৩৮ ধারামতে প্রজাকে নালিশ করিতে হইবে না, জমীদারের মোকদ্দমায় কমীর আপত্তি দিলেই হইবে। এবং মোকররী বন্দোবস্তের পর দখল না পাওয়ায় প্রজা দখলের মোকদ্দমা আনিলে কতক অংশ দখল পাইল, এ অবস্থায় ন্যায়মূলে খাজানারও হ্রাস হইবে, ইসামবন্দী 'বনাম' কমলেশ্বরী, ২১ কলি ১০০৫ (পি, সি)। কিন্তু প্রজার দোষে যদি কম পরিমাণ জমী তাহার দখলে থাকে তাহা হইলে কমী পাইবে না, গীতানাথ 'বনাম' জামটাদ ১৭ উ, রি, ৪১৮। গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কার্য্যের জন্য জমী খরিদ করিলে বক্রী দখলী জমীর জন্য খাজনার কমী হইবে, ৭ কলি, উ, নো, ১৩০। ১০ কলি, ৫৫৪ এবং ৯ কলি, ৫৭১ দেখ। কোথায় কমি পাইবে না, ১০ কলি, ল, রি, ৫৩৬। জমীদার কর্ত্তৃক যোতের আংশিক জমী হইতে উচ্ছেদের জন্য যদি যোতের অধিকতর জমীতে প্রজার দখল সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মে তবে যাবৎ উচ্ছেদ বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎকাল সমস্ত যোতের খাজনা দেওয়া বন্ধ থাকিবে, সরিপজান 'বনাম' আফতাব্ ১৩ কলি, ল, জ, ১১৫ এবং ঐ ১১৯।

যদি চিরস্থায়ী যোতদার, জমী সাধারণ কার্য্যের জন্য খরিদ হইলেও জমীদারের নিকট খাজনার কমী না পান, তাহাহইলে জমীদার খেসারতের টাকার কোন অংশ পাইবেন না, শচীশচন্দ্র 'বনাম' সতীশ্রী কলি, ল, জ, ২৮৪; এবং ৩ কলি, ল, জ, ১৪৩ দেখ।

উপযুক্ত স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকর্তৃক বেদখল হইলে প্রজা কমী পাইতে পারে, ২১ কলি, ১০০৫; ১২ উ, নি. ১০৯। খাজানা কমীর আপত্তি পূর্ব্ব মোকদ্দমায় উত্থাপিত হইয়া প্রজার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে পরবর্ত্তী মোকদ্দমায় প্রজা আর ঐ প্রশ্ন উত্থিত করিতে পারিবে না, উহা দোবরাদোষে বারিত হইবে, উপেন্দ্রকুমার 'বনাম' শ্যামলাল ১১ কলি, উ, নো, ১১০০; ১২ কলি, উ, নো, ৯০৪ দেখ।

এই ধারামতে মোকদ্দমা তামাদি দোষে বারিত হইবে না কারণ যখন ইচ্ছা, জমিদার এই ধারামতে প্রতিকার পাইতে পারিবেন, ৩ কলি উ, নো, ৩৬০।

খাজানা দিবার কথা।

খাজানার কিস্তির কথা।

৫৩ ধারা। কোন প্রজা দেয় নগদান্ খাজানা, নিয়মপত্রে কিংবা প্রচলিত দেশাচার প্রবল মানিয়া, সমান চারি কিস্তিতে দিতে হইবে। কৃষি বৎসরের প্রত্যেক তিন মাসের শেষ দিনে এক এক কিস্তীর টাকা দেয় হইবে।

নোট।—১৮৬৫ সালের (অর্থাৎ এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে) নিয়মপত্রে লিখিত আছে ১২ কিস্তিতে খাজানা দিতে হইবে, এক্ষণে খাজানার ডিক্রীতে নীলাম খরিদ্দার প্রজা ঐ সর্ত্তে বাধ্য থাকিবেন; অর্থাৎ ১২ কিস্তিতে এবং বাকী খাজানার মাসিক সুদও দিতে হইবে. নদীয়াসুন্দরী 'বনাম' গিরীন্দ্র ৭ কলি, ল, জ, ২৪ (নোটস্)।

প্রচলিত দেশাচার অর্থে পরগণার অথবা স্থানীয় দেশাচার বুঝিতে হইবে; পক্ষগণের ভিতর দেশাচার নহে, হীরালাল 'বনাম' মথুরামোহন ১৫ কলি, ৭১৪; ২১ কলি, ১৩২।

প্রজার সহিত উচ্ছেদের বা অন্য কোন প্রকার মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালে, তিন বৎসরের অতিরিক্ত বাকী খাজানা তামাদি হইবে, মোকদ্দমা দায়ের থাকা জন্য উহার তামাদি রক্ষা হইবে না, ওয়াটসন্ 'বনাম' ধনেন্দ্র, ৩ কলি ৬]

খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।

৫৪ ধারা। (১) প্রত্যেক খাজনা কিস্তি যে তারিখে দেয় হয় সেই তারিখের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রজা ঐ কিস্তির টাকা দিবেন।

(২) এই আইনমতে যে যে স্থলে প্রজা আপন খাজানা আমানত করিতে পারে, সেই সেই স্থল ছাড়া ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে কিম্বা তদর্থে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ বা বিশেষ কোন স্থানের নিমিত্ত

প্রজাকে পোষ্টাল মনি অর্ডার ক্রমে খাজনা দিবার ক্ষমতা দিয়া সময়ে সময়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজনার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে তাহা বাকী বলিয়া গণ্য হইবে।

নোট।—নীলাম খরিদ্দার নীলামের পর যোতের বাকী খাজনার জন্য দায়ী, সত্যেন্দ্র 'বনাম' নীলকণ্ঠ ২১ কলি, ৩৮৩; কিন্তু নীলামের পূর্ব্বের বাকী খাজনার জন্য দায়ী নহে, ফজল 'বনাম' রামসুখ ২১ কলি, ১৬৯।

নীলাম দৃঢ়ী করণের দিন হইতে খরিদ্দার প্রজা হইবে, করুণাময় 'বনাম' সুরেন্দ্র ২ কলি, উ, নো, ৩২৭ (নোটস্)। এবং কবুলিয়তে লিখিত সর্ত্তে নীলাম খরিদার বাধ্য থাকিবেন, নদীয়াসুন্দরী 'বনাম' গিরীন্দ্র, ৭ কলি, ল, জ, ২৪ (নোটস্)।

জমীদারের গ্রামের কাছারী না থাকিলে, খাজনা পাওনা হইলে এবং অন্য কোনরূপ চুক্তি না থাকিলে জমীদারের নিকট যাইয়া খাজনা দিতে হইবে, ৪ কলি, উ, নো, ৩২৪।

পাওনা হইবার পূর্ব্বে অথবা সেই সময় যদি খাজনা দাখিল করা হয় (টেণ্ডার) এবং জমীদার অন্যায় পূর্ব্বক লইতে অস্বীকার করেন তবে ন্যায়তঃ উহাকে বাকী খাজনা বলা যাইবে না, কৃপাসিন্ধু 'বনাম' আনন্দ ১১ কলি, উ, নো, ৯৮৩ (ফুলবেঞ্চ), এবং দাখিলী খাজনা অন্যথা অস্বীকার করিলে, ৬১ ধারামতে আদালতে খাজনা জমা দিতে হইবে না, উহা দাখিল করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলে, দাখিলের তারিখ হইতে খাজনার উপর সুদ চলিবে না। ঐ প্রজাকে দাখিল প্রমাণ করিতে হইবে ৫ উ, রি, ৬৯ (১০ আইন)।

রসিদ চাহিলে দাখিল (টেণ্ডার) নষ্ট হয় না, জগৎতারিণী 'বনাম' নবগোপাল ৩৪ কলি, ৩০৫।

এজমালী ভূম্যধিকারীগণ মধ্যে একজনকে খাজনা দিলেই প্রজার দায়িত্ব শেষ হইবে, উদিৎ নারায়ণ 'বনাম' হড়সন্, ২ উ, রি, ১৫ (১০ আইন)

৫৫ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজনার হিসাবে কোন টাকা দিলে যে বৎসরের কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে তাহার কথা।

(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন সেইবৎসরের সেই কিস্তি হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

নোট।—খাজনা শব্দে সাধারণতঃ সুদ বুঝায় না এবং খাজনা বলিয়া টাকা দিলে জমীদার খাজনাতেই উহা কর্ত্তন করিবেন, সুদে কর্ত্তন করিতে পারিবেন না, অগ্রবর্ত্তী 'বনাম' বসন্তকুমারী ১১ কলি, উ, নো, ১১০ ও ৯২৯ দেখ। কোন বৎসরের মধ্যে কর্ত্তন করিতে হইবে তাহা না উল্লেখ করিলে আদালত ইচ্ছা করিলে যে কোন বৎসরের অথবা অংশতঃ এক বৎসরের এবং অংশতঃ অপর পূর্ব্ব বৎসরের বাকী খাজনায় কর্ত্তন করিতে পারেন, দুর্গাকান্ত 'বনাম' রাণেশ্বর ২৪ কলি, ২৫১। নীলাম খোরাকের নিমিত্ত অতিরিক্ত টাকা জমীদার ডিক্রীদার আদায় করিতে পারিবেন না, রাজনারায়ণ 'বনাম' পায়রাচাঁদ ৩০ কলি, ২১৩;

দাখিলা ও হিসাবের কথা।

ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার দাখিলা পাইবার স্বত্বের কথা।

৫৬ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজনার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার লিখিত দাখিলা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাৎ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত দাখিলার মুড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে দাখিলার যে পাঠ দেওয়া গেল সেই পাঠে যে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তন্মধ্যে ভূম্যধিকারী টাকা দিবার সময়ে যাহা যাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন, দাখিলায় ও তাহার মুড়িতে সেই সেই বিশেষ কথা লিখা থাকিবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত পরিবর্ত্তিত পাঠ নির্দ্দেশ বা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৪) যে প্রত্যেক দাখিলায় সারতঃ এই ধারার অনুজ্ঞাত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে বিপরীত দর্শান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজনার সমুদয় দাওয়ার পুরা ফারখতী বলিয়া অনুমিত হইবে।

নোট।—একের অধিক জমীদার হইলে সকলকেই রসিদে স্বাক্ষর করিতে হইবে, কিম্বা যদি একজন স্বাক্ষর করিয়া থাকেন তবে অন্য কর্ত্তৃক লিখিত অথবা মৌখিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। ঐ সমস্ত সম্পূর্ণ থাকিলে এই ধারার অনুমান বর্ত্তিবে, গোপীনাথ 'বনাম' উমাকান্ত ২৭ কলি ১৬৯।

দাখিলা দাখিল করিবে। পক্ষান্তরে অন্ততঃ ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে, যে ব্যক্তির স্বাক্ষর উহাতে আছে, সে ঐ ব্যক্তিরই স্বাক্ষর। ভারত নাথ 'বনাম' গঙ্গানারায়ণ, ১৭, উ, রি, ২১১ ; ৮ উ, রি, ৪১৮। প্রজা দাখিলা দাখিল করিয়া যদি বলে যে খাজানা দেওয়ার পর উহা পাইয়াছে, তাহা হইলেও দাখিলা প্রমাণ করিবে, সূর্য্যকান্ত 'বনাম' নাগেশ্বর ২৪ কলি ১৫১।

বৎসরের শেষে প্রজার ফারখতী বা হিসাবের বিবরণ পত্র পাইবার অধিকারের কথা।

৫৭ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, ঐ বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে ঐ প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ঐ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত পাওনা সমুদয় খাজানার ফারখতী স্বরূপ দাখিলা পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূম্যধিকারী ঐ কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারি আনা ফী দিলে ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের পাঠে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে তৎসম্বলিত হিসাবের বিবরণ পত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও ঐরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

দাখিলা ও হিসাবের বিবরণ পত্র না দিলে এবং মুড়ি না রাখিলে দণ্ডের ও জরিমানার কথা।

৫৮ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে যদি ভূম্যধিকারী যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা তাঁহাকে ৫৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্বলিত দাখিলা দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক, আদালত যাহা উচিত বোধ করেন, সেইরূপ দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূম্যধিকারী যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা প্রজার দাওয়ামতে ৫৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন বৎসরের ফারখতীস্বরূপ দাখিলা কিম্বা, প্রজা ঐরূপ দাখিলা পাইবার অধিকারী না হইলে, হিসাবের বিবরণ পত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের দাখিলা বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক, আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা, পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী বা তাঁহার গোমস্তা যুক্তিসঙ্গত হেতু ব্যতীত ঐ দুই ধারার একতর ধারার আদেশানুসারে প্রজাকে কোন রসিদ বা বিবরণপত্র দিতে অথবা কোন রসিদ বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা নকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিতে ক্রটি করিলে, কালেক্টর সরাসরীমতে অনুসন্ধানের পর পঞ্চাশ টাকার অনধিক যে অর্থদণ্ড নির্দ্দিষ্ট করিবেন, স্থলভেদে ঐ ভূম্যধিকারী বা গোমস্তার সেই অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। [নূতন]

(৪) কালেক্টর, ক্রটির তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া অথবা ঐ তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে নালিশ প্রাপ্ত হইয়া অথবা দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া (৩) প্রকরণানুসারে সরাসরীমতে অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। [নূতন]

(৫) ৩ প্রকরণানুসারে অনুষ্ঠিত কোন মোকদ্দমায় কালেক্টর, ভূম্যধিকারী বা তাঁহার গোমস্তাকে নিষ্কৃতি দিলে এবং প্রজার যে নালিশের উপর কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহা মিথ্যা বা বিরক্তি উৎপাদনেচ্ছাপ্রসূত বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিলে, কালেক্টর আপন বিবেচনানুসারে স্বীয় নিষ্কৃতির আদেশক্রমে প্রজার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে কালেক্টর পঞ্চাশ টাকার অনধিক যে ক্ষতিপূরণ উপযুক্ত বোধ করেন প্রজা ঐ ভূম্যধিকারী বা গোমস্তাকে সেই ক্ষতিপূরণ দিবেন। [নূতন]

(৬) ৩ প্রকরণক্রমে অর্থদণ্ড নির্দ্দেশসূচক অথবা (৫) প্রকরণক্রমে ক্ষতিপূরণের আদেশসূচক কালেক্টরের কোন আদেশের বিরুদ্ধে খণ্ডের বিভাগের কমিশনরের নিকটে আপীল হইতে পারিবে এবং ঐরূপ আপীলে কমিশনর যে আদেশ প্রদান করেন তাহা পুনর্দৃষ্টিক্রমে রেবিনিউ বোর্ড যে আদেশ করেন সেই আদেশের অধীনে চূড়ান্ত হইবে। [নূতন]

(৭) এই ধারানুসারে যে অর্থদণ্ড নির্দ্দিষ্ট হয় অথবা যে ক্ষতিপূরণের আদেশ করা হয় তাহা উপস্থিত সময়ে প্রচলিত কোন আইনানুসারে কোন সরকারী প্রাপ্য যে প্রকারে আদায় করিবার বিধান আছে সেই প্রকারে আদায় করা যাইতে পারিবে। [নূতন]

(৮) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনানুযায়িক আদালতের পক্ষে যে প্রকারের বিধান আছে এই ধারানুসারে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজনার্থ কালেক্টরের সেই প্রকারে সাক্ষীর নামে সমন বাহির করিবার এবং সাক্ষীকে হাজির করাইবার এবং দলীল পত্র উপস্থিত করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে। [নূতন]

নোট। ৬ হইতে ৮ প্রকরণ বঙ্গের ১৯০৭ সালের ১ আইনে ও পূর্ববঙ্গ ও আসামের ১৯০৮ সালের ১ আইনে কর্ত্তৃক সংযোজিত হইল। এই ধারার ৩ প্রকরণের অপরাধের বিচার 'সমন' কেসের ন্যায় ম্যাজিষ্ট্রেট করিতে পারিবেন; রামদাস ৯ কলি, উ, নো ৮১৬ এবং মঞ্জুরী হইলে হাইকোর্টে মোশন চলিত, কিন্তু নূতন পরিবর্ত্তনে উহা রহিত হইল। এই আইনের ৩ ধারার ১৬ প্রকরণ মতে, এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১১ সালের ১৫৭৯ টি, আর নং গবর্ণমেন্ট নোটিফিকেশন মতে মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটও এই ধারার বিধানের কার্য্য বিষয়ে জেলার কালেক্টর স্বরূপ গণ্য হইবেন, ১৭ কলি, উ, নো ৫৭১।

যেক্ষেত্রে লিখিত পড়া ব্যতীত সত্য নালিককে জমীদার প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়া খাজানা লইয়া রসিদ না দিলে এই ধারার বিধানমতে জমীদার দণ্ডনীয়, মহেশ 'বনাম' আসমতুল্লা ১ কলি, উ. নো, ১৯ (নোটিস্)।

দাখিলার ও হিসাবের পাঠ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তুত করাইবার কথা।

৫৯ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক ধারাগতে ব্যবহারের উপযোগী মুড়ি শুদ্ধ দাখিলার ও হিসাবের বিবরণপত্রের পাঠ প্রস্তুত করাইয়া ভূম্যধিকারীদের নিকট বিক্রয়ার্থ মহকুমার কাছারীতে রাখাইবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উচিত বোধ করেন, তদনুসারে ক্রমান্বয়ে বা প্রকারান্তরে পত্রাঙ্ক-দেওয়া পত্রের-বহী বাঁধিয়া ঐ সকল পাঠ বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টারী করা ভূম্যধিকারী, কার্য্যাধ্যক্ষ বা বন্ধকগ্রহীতা দাখিলা দিলে তাহার ফলের কথা।

৬০ ধারা। কোন মহালের জমীদার, কার্য্যাধ্যক্ষ বা বন্ধকগ্রহীতার নিকট খাজানা দেনা হইলে, যে ব্যক্তির নাম উক্ত মহালের ভূম্যধিকারী, কার্য্যাধ্যক্ষ বা বন্ধকগ্রহীতা বলিয়া ভূমি রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিষ্টারী করা যায়, সেই ব্যক্তির কিম্বা তদর্থে তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের প্রদত্ত দাখিলা খাজানার প্রচুর ফারখতী হইবে; এবং যে ব্যক্তির নাম ঐরূপে রেজিষ্টারী করা থাকে তিনি দাওয়া করিলে তদ্রূপে খাজানা দিবার দায়ী ব্যক্তি ঐরূপ প্রতিবাদ করিতে পারিবে না যে খাজানা তৃতীয় কোন ব্যক্তির প্রাপ্য।

কিন্তু রেজিষ্টারী করা ভূম্যধিকারী, কার্য্যাধ্যক্ষ বা বন্ধকগ্রহীতার বিরুদ্ধে ঐরূপ তৃতীয় কোন ব্যক্তির যে কোন প্রতিকারের উপায় থাকে, এই ধারার কোন কথায় তাহার বিঘ্ন হইবে না।

নোট।—রেজিষ্টারী করা ভূস্বামী কর্ত্তৃক আনীত খাজানার মোকদ্দমায় ভূস্বামী বেনামদার মাত্র এবং এ হেতু খাজানা পাইতে পারেন না, প্রজা এরূপ আপত্তি করিতে পারে না, সাধুচরণ 'বনাম' রাধিকা, ৮ কলি, উ, নো, ৬৯৫। কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর সম্বন্ধে, দুর্গাদাস 'বনাম' গুরুদাস ৪ কলি, উ, নো, ৭৬ দেখ।

এ ধারা সত্ত্বেও প্রজা এরূপ আপত্তি করিতে পারে যে রেজিষ্টারীযুক্ত ভূস্বামী যাহার স্বত্বে স্বত্ব দাবী করেন এবং যাহা জমী রেজিষ্ট্রেশন আইনের বিধানমতে রেজিষ্টারী হইয়াছে তাহা উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক অসিদ্ধ এবং কার্য্যকরী নহে বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, গিরীশ 'বনাম' সতীশ ১০ কলি, উ, নো, ৬২২।

রেজিষ্টারীযুক্ত ভূস্বামীর অধীনের (রেগি) অর্থাৎ প্রজা খাজানার দাবীতে নালিশ করিলে প্রতিবাদী প্রজা তৃতীয় ব্যক্তিকে খাজানা দিয়াছে এরূপ আপত্তি করিতে পারে, মহম্মদ মুজাফর 'বনাম' আলি রেওয়া ৭ কলি, ল, জ, ৯৭ (নোটস্)। বাদী রেগির অনুকূলে এই ধারার বিধান খাটিবে না, কাজী মহম্মদ 'বনাম' সেখ বাহার ১৬ কলি, উ, নো, ১৩৮ (নোটস্)। রেজিষ্টারীযুক্ত ভূস্বামী দখল আটক করিতে পারেন, হরনাথ 'বনাম' গোবিন্দ ১ কলি, উ, নো, ৩১৮; জমী রেজিষ্ট্রেশন আইনমতে যেখানে গ্রহীতার নাম রেজিষ্টারী হইলে

খাজানা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে, বেনামদারকে খাজানা দিয়া রসিদ পাইলেও উহা অসিদ্ধ হইবে, গুণা 'বনাম' নিধন ৩ কলি, উ, নো, ১৬৭ (নোটস্)। এবং জমী রেজিষ্ট্রেশন্ আইন অনুসারে নাম রেজিষ্টারী না হইলে এই ধারার বিধান খাটিবে না, হেমচন্দ্র 'বনাম' রাজা মান গোবিন্দ ৫ কলি, উ, নো, ৪৮২।

নাম রেজিষ্টারী না হইলে খাজানার মোকদ্দমা আনিবার আপত্তি নাই, কিন্তু ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে ঐ আইন (বাঙ্গালা জমী রেজিষ্ট্রেশন্ আইন) মতে নাম রেজিষ্টারী করিলেই চলিবে, আবদুল 'বনাম' মেহের আলি, ২৬ কলি, ৭১২। আলিমুদ্দীন 'বনাম' হীরালাল ২৩ কলি, ৮৭ (ফুলবেঞ্চ)।

যদি কোন মহাল আসাম এবং বাঙ্গালা উভয় প্রদেশে স্থিত হয়, তাহা হইলে কোন এক প্রদেশের কালেক্টারীতে ১৮৭৬ সালের ৭ আইন (জমী রেজিষ্ট্রেশন্) অনুসারে নাম জারী থাকিলেই হইবে, গুরদাস 'বনাম' ভগবান ১ কলি, উ, নো, ১০৪ (নোটস্)। পত্তনিদার অথবা দরপত্তনিদার ঐ ৭ আইন অনুসারে খাজনা আদায়ের মোকদ্দমার জন্য নাম রেজিষ্টারী করিতে হইবে না, দ্বারকানাথ 'বনাম' বামাসুন্দরী, ১ কলি, উ নো, ৯২ (নোটস্) এবং লাখেরাজ বাটী ভিন্ন ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭৮ ধারামতে ঐরূপ ব্যক্তির নাম রেজিষ্টারী করিবার প্রয়োজন নাই, সৈয়দ মোহাম্মদ 'বনাম' তারিণীপ্রসাদ, ১১ কলি, উ, নো, ১৪৪।

মূল ভূস্বামীর মৃত্যুর পর খাজানা আদায়ের মোকদ্দমায় তাঁহার উত্তরাধিকারীর নাম রেজিষ্টারী করিবার প্রয়োজন নাই, দেবেন্দ্রনাথ 'বনাম' মীর সৈয়দ হোসেন ৩ কলি, উ, নো ৪১৪ এবং ঐ ২১৪ দেখ। এবং মোকদ্দমা আনিবার পর ভূস্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী নালিশ দায়ের করিলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে, প্রমদাসুন্দরী 'বনাম' কানাইলাল ২৭ কলি ১৭৮।

এই আইনের ৯৫ ধারা অনুসারে কমন ম্যানেজার নিযুক্ত হইলে তাঁহারও নাম রেজিষ্টারী করা প্রয়োজন, মকবুল আহম্মদ 'বনাম' গিরীশচন্দ্র ২২ কলি ৬৩৪। নাম রেজিষ্টারীর হুকুম হইলেই চলিবে না, যথাযথ নাম রেজিষ্টারী হওয়া চাই, উমাগোহন 'বনাম' বিদেশী ৫ কলি, উ, নো; ৩৬০।

এক মহালের বিভিন্ন মৌজায় নাম রেজিষ্টারীর প্রয়োজন নাই, কেবল মহালে নাম রেজিষ্টারী করিলেই হইবে, মহেশমণি 'বনাম' নবকিশোর ৮ কলি, উ, নো, ১৯৩ এবং ১৯৬ দেখ।

একজন ভূস্বামী কোন এষ্টেটের অংশ বিশেষে নিজনাম রেজিষ্টারী করিয়া পরে অপরাপর অংশীদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া সমুদয় এষ্টেটের খাজনা আদায় করিবার অধিকারী হইলে, জমি রেজিষ্টারী আইনের ৭৮ ধারা সমুদয় খাজনা আদায় করিতে বাধা দিবে না, আবদুল 'বনাম' কাশু ১৩ কলি, ব,ল, ৮৯৩।

খাজানা আমানত করিবার বিধান।

আদালতে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা।

৬১ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জন্য দাখিলা দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা, পূর্ব্বের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাতে বা দাখিলা না দেওয়াতে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি তাহা লইতে ও তন্নিমিত্ত দাখিলা দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহাংশীদিগকে সংসৃষ্টভাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তন্নিমিত্ত সহাংশীদের সংসৃষ্ট দাখিলা পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী এ বিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে; সেই স্থলে

প্রজার মধ্যস্বত্বের বা জোতের খাজানার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যে আদালতে থাকে, সেই আদালতে তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা আমানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত প্রজা লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে, এবং

(ক) ও (খ) স্থলে যে ব্যক্তির নামে আমানতী টাকা জমা করিয়া লইতে হইবে তাঁহার নাম,

(গ) স্থলে যে সহাংশীদের নিকট খাজানা দেনা হয়, কিম্বা প্রজা তন্মধ্যে যত জনের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাঁহাদের নাম, এবং

(ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষ বার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও এক্ষণে যে বা যে যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে।

তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২ ধারার * নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সত্যপাঠ লিখিবেন, অথবা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও সত্যপাঠ লিখিবেন; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে নিয়মক্রমে যে ফী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই ফী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

নোট — ১৮৫ ধারামতে পত্তনীদার অর্থাৎ পত্তনীর খাজানা এই ধারার বিধানমতে জমা দিতে পারা যায়, গোপাল 'বনাম' নিবেদিতা ৯ কলি, উ, নো, ৪১৬। প্রজার পক্ষে, অপর তৃতীয় ব্যক্তিও খাজানা জমা দিতে পারে, দেবকী নাথ 'বনাম' ... ২৫ কলি, ২৮৯। কে প্রকৃত ভূম্যধিকারী ও খাজানা পাইবার অধিকারী, প্রজার এই সম্বন্ধে ন্যায্য সংশয় থাকিলে, এই ধারামতে আদালতে চালান এবং ৭৮ ধারা অনুসারে খাজানা আদালতে জমা থাকিলে খাজানার মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবে, ... 'বনাম' ... ২১ কলি, ৬৮০।

খাজানা জমা হইলে আদালত প্রজাকে রসিদ দিবেন এবং পুনরায় উক্ত প্রজাকে ফিরাইয়া দিতে পারেন না, এবং ঐ জমা সিদ্ধ নহে বলিয়া ভূস্বামী আপত্তি করিতে পারিবেন না, শ্রীধর 'বনাম' ... ১৪ কলি, ১৬৬। খাজানা জমা দিবার দরখাস্তের সহিত ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নোটিসের নকল প্রজাকে দাখিল করিতে হইবে না, আদালত তাহা চাহিলে উহা বেআইনী হইবে। হাইকোর্টের সাধারণ সার্কুলার অর্ডার ও রুলের ১০ রুল (১) মতে খাজানা আমানতের দরখাস্তে প্রযোজ্য নহে, তারাচরণ 'বনাম' পরেশ, ১৪ কলি, প, স, ১১১।

দুইজন জমীদারের মধ্যে কে জমীদার তাহা স্থির করিবার জন্য প্রজার (ইন্টারপ্লিডার) মোকদ্দমা আনিবার অধিকার নাই, কৈলাস 'বনাম' গোপাল ৯ কলি, উ, নো, ৬১।

খাজানা জমীদারের নিকট দাখিল করিলে এবং উক্ত জমীদার তাহা অগ্রাহ্য করিলে, প্রজাকে এই ধারা অনুসারে আদালতে জমা দিবার প্রয়োজন নাই এবং দাখিলের দিন হইতে সুদ বন্ধ হইবে, দুর্গাগোবিন্দ 'বনাম' আনন্দ ৩৫ কলি ৩৪ (ফুলবেঞ্চ)।

যে খাজানা আমানত জমা যায় আদালত তাহার রসীদ দিবে ঐ রসীদ উপযুক্ত ফারমের দাখিলা গণ্য হইবার কথা।

৬২ ধারা। (১) যে আদালতের নিকট পূর্ব্ব ধারামতে দরখাস্ত করা যায় যদি সেই আদালতের বোধ হয় যে দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজানা আমানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া তন্নিমিত্ত আদালতের মোহর যুক্ত রসীদ দিবেন।

(২) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজার দেয়

* নূতন আইনের ৬ আজ্ঞা, ১৫ বিধি।

যে খাজানা পূর্ব্বোক্তরূপে আমানত করা যায়, তৎসম্বন্ধে ফারখতী ন্যায় কার্য্যকর হইবে। উক্ত খাজানা—

পূর্ব্ব ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাহার নামে আমানতী টাকা জমা করিয়া লইতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে, খাজানা যাহাদের পাওনা হয় সেই সহাংশীরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে তাহা পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি—

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও পরিমাণে হইত সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্য্যকর হইবে।

আমানত পাইবার নোটিসের কথা।

৬৩ ধারা। (১) যে আদালত আমানত লন সেই আদালত তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আপন আফিসের কোন সুপ্রকাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তের বর্ণনা থাকিবে;

(২) পূর্ব্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায়, সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্ত্তী ধারামতে আমানতের টাকা কাহাকেও দেওয়া না গেলে, আদালত অবিলম্বে—

৬১ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের স্থল হইলে, যে ব্যক্তির নামে আমানতী টাকা জমা করিয়া লইতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে লেখা থাকে, সেই ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আমানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন;

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে, আমানত পাইবার নোটিস ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে কিম্বা যোত যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন, ও

(ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ আমানতী টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত আদালত বিশ্বাস করিবার

কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় ঐরূপ নোটিস জারী করাইবেন।

তমাদি।—৬১ ধারা মতে আমানতের পূর্ব্বের বাকী খাজনার মকদ্দমা, এই ধারা মতে নোটীশ পাইবার ৬ মাস মধ্যে দায়ের করিতে হইবে, এই আইনের তৃতীয় তফসীল, প্রথম খণ্ড, আর্টিকেল ২ (ক) দ্রষ্টব্য। কিন্তু পত্তনীর নীলাম রদের মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালে পত্তনীদার ১২২৫ সালের খাজনা "আমানত" করিলে, নীলাম রদ হইলে ভূম্যধিকারী ৬ মাসের পরও ১২২৪ সালের খাজনার জন্য নালিশ করিতে পারেন; মহম্মদ মেহের উল্লা 'বনাম' রমা বিবি ৭ উ, নি ৪৮৭। এই ধারামতে আমানতের নোটীশ, বাকী খাজনা সম্বন্ধে নূতন তমাদিকাল সৃষ্টি করে না, অতুলকৃষ্ণ 'বনাম' নৃপেন্দ্র, ১ কলি, ল, জ, ১১৪।

আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

৬৪ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত আদালতের বিবেচনায় আমানতের টাকা পাইবার অধিকারী বলিয়া বোধ হয় আদালত তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির ঐরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল মণি-অর্ডার করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে আমানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে যদি আমানতকারী প্রার্থনা করেন ও যে আদালতের নিকট খাজানা আমানত করা যায় সেই আদালতের দত্ত রসীদ ফিরাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা না থাকিলে আমানতী টাকা আমানতকারীকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব্ব কয়েক ধারামতে আমানত গ্রহণকারী কোন আদালত যাহা কিছু করেন তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত-শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেবের বিরুদ্ধে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে না; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আমানতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, ঐ টাকা পাইবার স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তির

তাঁহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

কায়েমি মধ্যস্বত্ব, মোকররী হারে যোত বা দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত যোত হইলে, বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইতে পারিবার কথা।

৬৫ ধারা। প্রজা কায়েমী মধ্য-স্বত্বাধিকারী, মোকররী হারে ভূমি ভোগকারী রাইয়ত বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত হইলে তাঁহাকে বাকী খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না; কিন্তু তাঁহার মধ্যস্বত্ব বা যোত উহার খাজানার ডিক্রীজারী-ক্রমে নীলাম হইতে পারিবে, ও ঐ খাজানা উহার প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

নোট।—এই ধারার বিধান স্বত্বেও জমীদার ইচ্ছা করিলে সাধারণ উপায়ে প্রজার শরীর অথবা তাহার অন্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উপর খাজানার ডিক্রীজারী করিতে পারেন, বাবজুদি 'বনাম' কৃতার্থ ৩৩ কলি, ৮৯৩; ১৫ কলি, ৪৯২; ৮ কলি, উ, নো, ৫৭৫। খাজানার জন্য যোত প্রথম দায়ী, ৬ কলি, উ, নো, ৮৩৪, ১৭ কলি, ৩০১ এবং ২১ কলি, ১৬৯ দেখ।

এই ধারার বিধান প্রয়োগের নিমিত্ত পত্তনি এবং অপরাপর যোতে কোন প্রভেদ নাই, ৬ কলি, উ, নো, ৭৯৭। পত্তনিদারের বিরুদ্ধে খাজানার ডিক্রী পাইলে এই ধারার বিধান বর্ত্তিবে, মহারাজ বাহাদুর 'বনাম' ফর্গেস্ ৩৫ কলি, ৭৩৭। সেস্ আইন (১৮৮০ সাল ৯ আইন) অনুসারে কালেক্টার কে দেয় সেসের জন্য মহাল দায়ী নহে, আসাদুল্লা 'বনাম' মঞ্জুরা ৩০ কলি, ৭৭৮।

খাজানার ডিক্রী বলিয়া এই ধারার বিধান প্রয়োগ করিতে হইলে সমস্ত জমীদারগণকে এক যোগে অথবা সকলের উপস্থিতিতে খাজানার নালিশ করিতে হইবে, মতীমোহন 'বনাম' জরাও কুমারী ৩৩ কলি, ১৪০ (পি, সি,); ৩ কলি, উ, নো, ৭৪৭। তাহা না করিলে যোত বিক্রয় হইবে না, ২৯ কলি, ২৯৮। প্রজা কর্ত্তৃক দেয় রোড্‌সেস্ (পথকর) খাজানার সামিল গণ্য হইবে, নবীন 'বনাম' বংশী, ২১ কলি, ৭২২, ১২ কলি, উ, নো, ১৫৪।

যদি বাদী, মোকদ্দমা এবং ডিক্রীর তারিখে ভূম্যধিকারী থাকেন তাহা হইলে, ঐ মোকদ্দমা এবং ডিক্রী এই খাজানা আইন অনুযায়ী হইবে, ক্ষেত্রপাল 'বনাম' কৃতার্থময়ী ৩৩ কলি, ৫৬৬ (ফুলবেঞ্চ)। ডিক্রীর পরে ভূম্যধিকারী যোতের মালিকানা বিক্রয় করিলেও ৬৫ ধারার বিধান প্রয়োগ হইবে, শ্রীমন্ত 'বনাম' মহাদেও ৩১ কলি ৫৫০।

সরীক জমীদারকে আলাহিদা খাজানা দেওয়া এবং তৎসূচক চুক্তি প্রমাণ হইলেও যোতের সর্ত্ত পরিবর্ত্তিত হয় না এবং যে কোন সরিক ভূম্যধিকারী অপর সমস্ত সরীকদিগকে

[পক্ষভুক্ত করিয়া (বাদী শেষোক্ত হইতে না চাহিলে) খাজানার মোকদ্দমা করিতে পারেন এবং এই ধারার বিধান মতে উক্ত বাকী খাজানার জন্য মোত দায়ী হইবে, প্রমথনাথ 'বনাম' রমণীকান্ত ৩৫ কলি, ৩৩১। কিন্তু অপর সমস্ত সরীক ভূম্যধিকারীকে পক্ষ না করিয়া খাজানার মোকদ্দমা করিলে খাজানার ডিক্রী হইবে না এবং এই ধারার বিধানমতে মোত বিক্রয় হইবে না, উহা মানিডিক্রী হইবে, বেণীমাধব 'বনাম' জওয়াদ আলি ১৭ কলি, ৩৯০ ; ২৬ কলি ৭২৭ এবং ৯৩১ ; ৪ কলি, ল, জ, ৬৮ দেখ।

জমীদার কর্তৃক গবর্ণমেন্টের দেয় রাজস্ব, পত্তনিদার দাখিল করিবার বরাত লইলে উহা পত্তনিকর বলিয়া গণ্য হইবে না, সতীশমোহন 'বনাম' জগৎকুমারী ৩৩ কলি, ১৪০ (পি, সি,)।

ঠিকাদারের বন্দোবস্ত শেষ হইবার পর তাহার আমলের বাকী খাজানার মোকদ্দমার ডিক্রী, এবং তৎপরে ভূম্যধিকারী পুনর্দখল পাওয়ার পর বাকী খাজানার ডিক্রী, এই উভয়ের মধ্যে ভূম্যধিকারীর ডিক্রীতে এই ধারার বিধান খাটিবে, ঠিকাদারের ডিক্রীতে নহে, শ্রীমন্ত 'বনাম' মহাদেও, ৮ কলি, ১৯৯ ; ৫১১। (এগাইনী) বরাৎদার বাকী খাজানার মোকদ্দমা আনিলে উহা খাজানার মোকদ্দমা হইবে, কিন্তু উহার ডিক্রী খাজানার ডিক্রী হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে, শ্রীনাথ 'বনাম' নাগীনকাজী, ২৭ কলি, ৮২৭ (ফুলবেঞ্চ) এবং ৪ কলি, উ, নো, ৬০৫ দেখ। ঐরূপ ডিক্রী মনি ডিক্রী হইবে, মনোরঞ্জন 'বনাম' হরিনাথ ১ কলি, ল, জ, ৫৬০।

খাজানার ডিক্রী করিতে হইলে যেরূপ সমস্ত ভূম্যধিকারীগণকে পক্ষভুক্ত হইতে হয় সেইরূপ সমস্ত সেরেস্তার লিখিত প্রজাগণকেও পক্ষভুক্ত করিতে হইবে। সেরেস্তার লিখিত প্রজার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীদের নাম জমিদারের সেরেস্তায় লেখা হয় নাই, কিন্তু জমিদার কিছুকাল উহাদের সকলের নিকট খাজানা লইয়া রসিদ দিলেন, তাহার মধ্যে মাত্র দুইজনের বিরুদ্ধে খাজানার মোকদ্দমা আনিলে ডিক্রী হইল, কিন্তু ঐ ডিক্রীতে সমুদয় জমা বিক্রয় হইবে না, দুর্গা রাজ্ঞী 'বনাম' সমসু আকম, ৪ কলি, উ, নো, ৬০৮।

সরিক প্রজাদের মধ্যে কোন একজনের বিরুদ্ধে খাজানার ডিক্রী হইতে পারে, যোগেন্দ্র 'বনাম' নগেন্দ্র ১১ কলি, উ, নো, ১০২৬। কিন্তু কোন এক সরিক মোতায়লী বিরুদ্ধে হইবে না, ৩৫ কলি, ১৮২।

বাকী খাজানার জন্য তমস্সুক লিখিয়া দিলে ঐ তমস্সুকের মোকদ্দমা, খাজনার মোকদ্দমা হইবে না, রামজন্মী 'বনাম' কৃতার্থনাথ ৪ কলি, ল, জ, ২১৯, ঐ ৪০২ দেখ।

এক প্রজার বিরুদ্ধে ২ বা ততোধিক মোতের জন্য বাকী খাজনার এক ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রী খাজানার ডিক্রী হইবে না, বৈকুণ্ঠনাথ 'বনাম' ঠাকুর দেবেন্দ্র, ১১ কলি, উ, নো, ৬৭৬ ; মুলুকচাঁদ 'বনাম' সতীশ ১৪ কলি, উ, নো, ৩৩৫ ; ৩৪ কলি, ২৯৮ ; এবং ৭ কলি, ল, জ, ৯৬। সেরেস্তায় লিখিত প্রজার বিরুদ্ধে খাজানার ডিক্রী হইলে, ডিক্রীর পূর্ব্বে প্রজার মোতের কতক অংশের খরিদদার (যাহার নাম রেজিষ্টারী হয় নাই) বাধ্য হইবে এবং মোত

বিক্রয় হইতে পারিবে, গোপীনাথ 'বনাম' রজনীকান্ত ১০ কলি, উ, নো, ২৪০ ; ৯ কলি, উ, নো, ১৩৪ ; ২১ কলি, ৩৬৪ দেখ। কিন্তু মধ্যস্বত্ব না হইলে প্রজা নাম রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য নহে, এ হেতু সেরেস্তার লিখিত প্রজার বিরুদ্ধে খাজনার ডিক্রী হইলেও অনুল্লিখিত প্রজাদের স্বত্ব ঐ ডিক্রীতে ধ্বংস হইবে না, অশোক ভুঁইয়া 'বনাম' করীম ব্যাপারী ৯, কলি, উ, নো, ৮৪১। কিন্তু এসম্বন্ধে বিরুদ্ধ নজীর জগৎতারা 'বনাম' সৌদামিনী বেওয়া ১৩ কলি, উ, নো, ১১১০ দেখ।

যুক্ত প্রজাদিগের মধ্যে একজনমাত্র কবুলতি লিখিয়া দিল, এবং অপর সকল প্রজার উহাতে মত রহিল, এরূপ অবস্থায় ঐ একজনের বিরুদ্ধে খাজানার ডিক্রী হইলে সকলেই উহাতে বাধ্য হইবে এবং সমুদয় যোত বিক্রয় হইতে পারিবে, রজনীকান্ত 'বনাম' শ্রীমতী উজীর বিবি ৭ কলি, উ, নো, ১৭০।

মৃত প্রজার কতক উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে খাজানার ডিক্রীতে যোত বিক্রয় হইলে অপর উত্তরাধিকারীগণ যদি তাহাদের নাম সেরেস্তার লিখা না হেতু ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে না পারে তথাপি নীলাম যোগসাজসী হইয়াছে এরূপ আপত্তি করিতে পারে, জগন্নাথ 'বনাম' ওয়াটসন্ কোম্পানী, ১৯ কলি, ৩৪১।

খাজনার ডিক্রীর টাকা এই আইন অনুসারে কিস্তীবন্দী করিয়া দিলে চলিবে না, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১০ ধারা খাটিবে না, (আজ্ঞা ২০ বিধি ১১, নূতন ১৯০৮ সালের ৫ আইন দেখ)। শিবনারায়ণ 'বনাম' বৈকুণ্ঠনাথ ১১ কলি, উ, নো ৮৫৭।

হিন্দু বিধবার বিরুদ্ধে খাজনার ডিক্রী হইলে তাহার জীবন স্বত্ব বিক্রয় হইবে সমস্ত যোত বিক্রয় হইবে না, জীবনকৃষ্ণ 'বনাম' ব্রজলাল ৭ কলি, উ, নো, ৪২৫। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় জন্য মহালের কোন অংশ (যাহার পৃথক হিসাব কালেক্টরীতে ভুক্ত হইয়াছে) বিক্রয় হইলে, ঐ অংশ হিন্দু বিধবার হইলেও উহার সম্পূর্ণ স্বত্ব বিক্রয় হইবে, বনলতা 'বনাম' মন্মথনাথ ১১ কলি, উ, নো, ৮২১।

বেদাড়া বশতঃ নীলাম রদ হইলে ক্রেতা যে খাজানা জমিদারকে দিয়াছেন তাহা ফেরত পাইবেন, নগেন্দ্র 'বনাম' চন্দ্রশেখর, ৫ কলি ল, জ, ৫৯।

খাজনার মোকদ্দমায় যোত (যাহা রেহানযুক্ত) বিক্রয় হইলে, খাজনা আদায় হইয়া উদ্বৃত্ত বিক্রয় টাকা রেহানগ্রহীতা পাইবার অধিকারি (ট্রান্সফার অব্ প্রোপার্টি আইনের ৯০ ধারার বিধানমতে) ; গোবিন্দ 'বনাম' শিবদত্ত ৩৩ কলি ৮৭৮।

এই ধারার বিধানের বিরুদ্ধে চুক্তি অসিদ্ধ, সামন্ত রাজনারায়ণ 'বনাম' অনন্ত ৪ কলি, ল, জ, ৫২১।

৳ অংশের মালিক ১৬ আনা দাবী করিয়া খাজনার ডিক্রী পাইলে, পরে অংশ কম বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও ঐ ডিক্রী খাজানার ডিক্রী হইবে। ১৪ কলি, উ, নো, ৩৫২। প্রজার ভোগ দখলের বাধা জন্মাইলে মালীক খাজনা পাইবেন না। ১৪ কলি, উ, নো ৪৪৬।

দুইজন সরিক ভূম্যধিকারী। প্রত্যেকের খাজনার অংশের দরুণ বিভিন্ন খাজনার

মোকদ্দমায় প্রত্যেক ভূম্যধিকারী অপর ভূম্যধিকারীকে পক্ষভুক্ত করিয়া একই কালের দেয় খাজানার দরুণ মোকদ্দমা করায় প্রত্যেকেই খাজনার ডিক্রী পাইলেন। কিন্তু একজন ভূম্যধিকারী তাঁহার ডিক্রীজারী করিয়া যোত বিক্রয় করাইলেন। এক্ষণে অপর ডিক্রীদার ভূম্যধিকারী ঐ যোত পুনরায় বিক্রয় করাইতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত বিক্রয় লব্ধ অবশিষ্ট অর্থের প্রতি তাঁহার ডিক্রী প্রথম চার্জ্জ হইবে; অর্থাৎ ঐ অবশিষ্ট টাকা লইতে পারেন, দীননাথ 'বনাম' কুমার সত্যপ্রিয় ১৬ কলি উ, নো, ৭০১। যোত বিভক্ত না হইয়াও যদি বন্দোবস্তক্রমে স্বতন্ত্রভাবে খাজনা আদায় হইয়া থাকে, তবে সরিক ভূম্যধিকারী তাঁহার প্রাপ্য অংশের জন্য বাকী খাজনার মকদ্দমা আনিতে পারেন।

এক প্রজার দখলে কোন একটি যোত থাকাকালে ঐ যোতের অংশ বিক্রয় হইলেই যে যোতটি বিভক্ত হইল অথবা খাজনা হারাহারীমতে দেয় হইল তাহা নহে। তবে খরিদ্দার যোত স্বতন্ত্র অথবা খাজনা হারাহারীমতে ভাগ করিতে ইচ্ছা করিলে নোটীস দিয়া আপোষে উহা করিয়া লইতে পারেন; নতুবা প্রজার বিরুদ্ধে খাজনা হারাহারীমতে বিভাগ করিবার নিমিত্ত, অপর সরিকদিগকে পক্ষভুক্ত করিয়া মোকদ্দমা আনিতে পারেন। বাকী খাজনার মোকদ্দমাতেও এইরূপ খাজানার হারাহারিমত বিভাগ করিবার প্রার্থনা করা যাইতে পারে, শ্যামাচরণ 'বনাম' যোগেশ ১৬ কলি উ, নো, ৭৭১।

খাজানার ডিক্রীজারীতে যোত বিক্রয় হইলে, ডিক্রীদার পূর্ব্বেকার খাজানার ডিক্রীর পাওনা বাবদ প্রথম দায় বেজুবাদে ঐ যোতের কতক অংশ পুনরায় নীলাম বিক্রয় করিতে পারিবেন না, করিলে উহা রদ হইবে, কারণ যোতে ডিক্রীমত খাতকের কোন বিক্রয় যোগ্য স্বত্ব ছিল না, গোপাল 'বনাম' সেখ মহম্মদ আহম্মদ ১৪ কলি, উ, নো, ১০৯৮.

একই মোকদ্দমায় দুইটি বিভিন্ন যোতের বাকী খাজানার দাবী করিলে উহার ফলে দুইটি যোত এক হইবে না, উহারা বিভিন্নই থাকিবে এবং ঐরূপ মোকদ্দমায় খাজানার ডিক্রি মনি ডিক্রী হইবে, অর্থাৎ যোত বিক্রয় হইতে পারিবে না, রাসমোহিনী 'বনাম' দেবেন্দ্র ১৬ কলি, উ, নো, ৩৯৫।

অন্যান্য স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার কথা।

৬৬ ধারা। (১) যে প্রজা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী, মোকররী হারে ভূমি ভোগকারী রাইয়ত বা দখলী স্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়ত নহেন, তাঁহার স্থানে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত থাকে সেখানে ঐ সনের শেষে, কিম্বা যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত থাকে সেখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে, বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন

চুক্তির সর্ত্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজনার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান্ হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) বাকি খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদের মোকদ্দমায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে, তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইলে ঐ সুদের টাকা লিখিত থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্ব্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে ডিক্রীজারি করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

নোট।—বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই জমীদার খাজনার দাবীতে মোকদ্দমা আনিলে আর এ ধারার মতে উচ্ছেদের মকদ্দমা আনিতে পারিবেন না, গুরুদাস 'বনাম' নবকিশোর ২৬ কলি, ১৯৯। ডিক্রীজারীর সময় ভূম্যধিকারীর স্বত্ব না থাকিলে এ ধারা প্রয়োগ হইবে না, হেমচন্দ্র 'বনাম' মনমোহিনী ৩ কলি. উ. নো, ৬০৪।

ডিক্রীর পরে আদালত ইচ্ছা করিলে ৩ প্রকরণমতে সময় বর্দ্ধিত করিতে পারেন, বাবু সুবোধ নারায়ণ 'বনাম' মহম্মদ মুসা ২৬ কলি, ৬৩৯। নির্দ্দিষ্ট দিনে কার্য্য করা অসাধ্য হইলে পর দিনে করিলে হইবে, সুরেন্দ্র 'বনাম' সৌরভিনী ১০ কলি, উ, নো, ৫৩৫; ২১ মান্দ্রাজ ৩৮৫; ২২ মান্দ্রাজ ১১৯; ১৮ কলি, ৩১, ২৩১ দেখ।

বাকী খাজনার নালীশ করিয়া ডিক্রীর পর এই ধারা মতে উচ্ছেদ চলে না, উমেশচন্দ্র 'বনাম' কমরুদ্দীন ৭ উ, রি, ২০; উচ্ছেদের মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে পর খাজনা লইলেও ঐরূপ, নবকৃষ্ণ 'বনাম' হরিশ ৭ উ, রি ১৪২; ১৪ কলি ৩৩।

ডিক্রীর নকলে টাকার সমষ্টি ভুল থাকিলে প্রজা উচ্ছেদ যোগ্য নহে; ২৫ উ, রি, ৫৭।

বৎসরের শেষে উচ্ছেদের মোকদ্দমা না করিয়া যদি ভূম্যধিকারী পরবর্ত্তী সময়ের জন্য খাজনা দাবী করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রজার স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট তারিখের পরও বর্ত্তমান আছে এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের বাকী খাজনার জন্য উচ্ছেদের মোকদ্দমা করিতে পারেন না, কালানন্দ সিং 'বনাম' গুণপৎ সিং ১৬ কলি, উ, নো, ১০৪। যজ্ঞেশ্বর 'বনাম' মহম্মদ এব্রাহিম, ১৪ কলি, ৩৩। এবং ২ কলি, ল, জ, ৫৪০ দেখ।

৬৭ ধারা। কিস্তির টাকা কৃষি বৎসরে যে তিন মাসে পাওনা হয় সেই তিন মাসের অবসানাবধি টাকা দিবার তারিখ এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ এই দুইটী তারিখের মধ্যে যেটী পূর্ব্ববর্ত্তী হয় সেই তারিখ পর্যন্ত সামান্যতঃ বৎসর শতকরা 'সাড়ে বার টাকা, [নূতন] হারে বাকী খাজানার উপরে সুদ চলিবে।

বাকি খাজানার সুদের কথা।

নোট।—বাঙ্গালায় ১৯০৭ সালের ১ আইন এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ১৯০৮ সালের ১ আইনের দ্বারায় ১২৲ বার টাকার স্থলে সাড়ে বার টাকা করা হইয়াছে। কবুলিয়তে এই ধারার লিখিত অতিরিক্ত সুদ দিবার চুক্তি থাকিলেও ১৭৮ ধারার বিধানমতে তাহা অসিদ্ধ, হরিহর 'বনাম' দিনু ১৪ কলি, ল, জ ৫১০।

উড়িষ্যাখণ্ডে যদিও ৬৭ ধারা প্রচলিত আছে, কিন্তু ১৭৮ ধারা প্রচলিত না থাকায় বাকী খাজানার সুদ আদায় সম্বন্ধে চুক্তিমতে এই ধারার বিধান প্রকারান্তর, করা যাইতে পারে, গোবিন্দচন্দ্র 'বনাম' রামচন্দ্র ১৩ কলি, উ নো, ৯৫।

১২১ ধারামতে দরপত্তনির দ্বারা খাজানা সহ সুদ আদায় হইতে পারে (১২২ ধারা, ঘ প্রকরণ দেখ) শিরবনাত 'বনাম' গৌরাঙ্গ সেও ২৮ কলি ৩৬৪।

খাজানা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলে এবং দাখিল (টেণ্ডার) করিলে এবং উহা অন্যথা লইতে অস্বীকার করিলে দাখিল তারিখ হইতে সুদ বন্ধ হইবে, কৃপাসিন্ধু 'বনাম' আনন্দ ৩৫ কলি ৩৪ (ফুলবেঞ্চ) এবং ৩৪ কলি ৩০৫ (দেখ)। বন্দোবস্তকাল শেষ হইলেও যদি প্রজা জমী দখল করে তবে পুরাতন হারে সুদ দিতে হইবে, যদিও ঐ হার এই ৬৭ ধারার বিধান বিরুদ্ধ কিশোরীলাল 'বনাম' এডমিনিষ্টেটার জেনেরেল অব বেঙ্গল ২ কলি, উ, নো ৩০৩। কিন্তু ঐ বন্দোবস্ত শেষ যদি এই খাজানা আইন পাস হইবার পরে হয় তাহা হইলে কবুলতির হারে সুদ দিতে হইবে না, আমিনহোসেন 'বনাম' ভগবতী ২ কলি, উ, নো, ৪২৫। কিন্তু নীলামে খরিদদার ৬৭ ধারার বিধানমতে সুদ দিবে, আলিম 'বনাম' সতীশচন্দ্র, ২৪ কলি ২১। যদি কবুলিয়ত ১৮৮৫ সালের পূর্ব্বে হয় এবং উহাতে মাসিক খাজানা দিবার নিয়ম থাকে তাহা হইলে খরিদদারকে উহা মানিতে হইবে, নদীয়া সুন্দরী 'বনাম' গিরীন্দ্র ৭ কলি, ল, জ, ২৪ নোটিস খরিদদারকে পাট্টামতে সুদ দিতে হইবে, লালগোপাল 'বনাম' মন্মথলাল ৩২ কলি, ২৫৮ (ফুলবেঞ্চ); ১১ কলি, উ, নো, ২১৫ দেখ ; ৩ কলি, উ, নো, ১৯৪ দেখ।

খাজানা বাকী পড়িলে সুদ দেওয়া সাধারণ নিয়ম, রাজনারায়ণ 'বনাম' পার্ব্বতী ৭ কলি, উ, নো, ২০৩ ; ৩ কলি, উ, নো, ১৯৪। কিন্তু সুদ অত্যন্ত অধিক হইলে উহা সাধারণ নিয়ম নহে, ৩ কলি, উ, নো, ১৯৪। *

১৭৯ ধারামতে চিরস্থায়ী জমা বন্দোবস্ত করিলে অধিক হারে সুদ লওয়া আইন সঙ্গত, এই।

৬৭ ধারা তাহাতে বাধা দিবে না, মাতঙ্গিনী 'বনাম' মফকুয়া, ২৯ কলি, ৬৭৪ (ফুলবেঞ্চ) ২ কলি, উ, নো, ৫৪৩ বহাল রহিল এবং ২৬ কলি, ১৩০ রদ হইল।

শতকরা ৭৫ টাকা হারে সুদ বে-আইনী হইবে, নরেন্দ্র 'বনাম' গোরাচাঁদ ৩১ কলি, ৬৮৩; কামিনীসুন্দরী 'বনাম' কালীপ্রসন্ন ১২ কলি ২২৫ (পি, সি,) দেখ।

এবং খাজানা বলিয়া টাকা দিলে জমীদার উহা খাজানাতেই কর্ত্তন করিতে পারিবেন সুদে কর্ত্তন করিতে পারিবেন না, ভগবতী 'বনাম' বসন্তকুমারী ১১ কলি, উ, নো, ১১০।

সুদ সম্বন্ধে ভুল বিচার পরবর্ত্তী মোকদ্দমায় দেবরাদোষ উৎপাদক হইবে না, আলিমুন্নেসা 'বনাম' শ্যামাচরণ ৯ কলি, উ, নো, ৪৬৭। কিন্তু বিপরীত নজীর ৩১ বম্বে, ১২৮ দেখ।

যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদীর নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৮ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে প্রতিবাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাহার দেয় খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছেন, তবে খাজানা ও খরচা বলিয়া যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫৲ টাকার অনধিক যত টাকা ক্ষতিপূরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদীর তত ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা হইলে সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করেন তাহার শতকরা ২৫৲ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নোট।—কবুলিয়তে সুদের বিষয় উল্লেখ না থাকিলে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা হইতে পারে, কানাইলাল 'বনাম' রাজেন্দ্রলাল, ১৯০২ সালের ১৭০ নং খাস আপীল, ২০ জুলাই ১৯০৪ সালে বিচার হইয়াছে, অপ্রকাশিত নজীর

২৫৲ টাকার অধিক ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা হইবে না, অপূর্ব্ব 'বনাম' আশুতোষ ৯ কলি, উ, নো, ১২২।

যদি বৎসরের মধ্যে কতক টাকা আদায় দেওয়া থাকিলে সুদ পাইবে, ক্ষতিপূরণ পাইবে না, ভারত 'বনাম' রমেশ, ১০ কলি, ১০৯৬।

ক্ষতিপূরণের হুকুম হইলেও নালীশ রুজুর তারিখের সুদ পাইতে পারে, ওয়াট্সন 'বনাম' গৌরমণি, ২১ কলি, ১১১।

বিনা ক্ষতিপূরণের খরচার টাকার ওপর সুদের (৪৩৮ ধারা) প্রার্থনা থাকায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই। ৯ কলি উ, নো, ১১৮।

অনাদি কাল বৎসরের শেষ তারিখ হইতে তিনবৎসর, ৩ তফশীল ৩য় খ আর্টিকেল ২(খ)।

বখরা বা ভাওলী খাজানার কথা।

ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞার কথা।

৬৯ ধারা। (১) যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়—

(ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা অথবা তাঁ কার্য্যকারকদ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন,

(খ) কিম্বা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বা মূল্য বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,—তবে কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর সাহেব খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আমানত করিলে, ঐ ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারীকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব, ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ ফসল স্থানান্তর করা, আজ্ঞা দ্বারা নিষেধ করিতে পারিবেন।

"কিন্তু কালেক্টর এই প্রকরণানুসারে যে আদেশ করেন তাহাতে আদালত, প্রজার ফসল ক্রোকের যে আদেশ দেন, সেই আদেশ জারীকরণের বাধা হইবে না।" [নূতন]

(৪) "যে সকল কর্ম্মচারী উৎপন্ন ফসলের যাচাই বা বিভাগ করণার্থ কালেক্টর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন, তাঁহারা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের প্রয়োজনার্থ সরকারী কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন।" [নূতন]

নোট।—এই ধারার শেষোক্ত নূতন অংশটুকুদ্বারা ইহা প্রতীতি হইতেছে যে একই সময়ে দেওয়ানী আদালতের ক্রোক করিবার হুকুম এবং কালেক্টরের যাচাই করিবার হুকুমজারী হইতে পারিবে। যদি কি প্রকারের যোত, ইহা লইয়া পক্ষগণের বিবাদ হয়, তবে এই ধারা প্রয়োগ হইবে না, গীর টাপুরা 'বনাম' গোপীনারায়ণ ৭ কলি, প, স, ২৫১।

এই ধারা এবং পরবর্ত্তী ধারার বিধানমতে কালেক্টর কার্য্য করিলে তিনি ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১৯৫ ধারা অনুসারে "আদালত" বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৫ এবং ৪৭১ ধারার মতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে হইলে তাঁহার (কালেক্টরের) অনুমতি (আংশন) প্রয়োজন, রঘুবংশ সহায় 'বনাম' কোকিল সিং ১৭ কলি ৮৭২। কিন্তু কালেক্টর অপর কোন ব্যক্তিকে এই ধারার মতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিলে দণ্ডবিধি আইনের ১৮৬ ধারামতে ঐ ব্যক্তি "রাজকীয় কর্ম্মচারী" হইবে না, ফজলাল 'বনাম' ঠাকুরপ্রসাদ, ১৮ কলি ৫১৮। * এই ধারা এবং পরবর্ত্তী ধারার বিধানমতে কালেক্টর যোতের প্রকৃতি (অর্থাৎ ভাওলি অথবা খাজানার টাকা দিয়া ভোগ করা) বিচার করিতে পারিবেন না, সুবিদা সিং 'বনাম' বিশুমর্দ্দিন, ৪ কলি, উ, নো, ২৩৯।

এই ধারার বিধানমতে বহু জমীদারের মধ্যে কতকগুলি সরিক জমীদার যাচাই করিবার দরখাস্ত করিতে পারিবেন না, ৪ কলি, উ, নো, ২৩৯।

৭০ ধারা। (১) কালেক্টর সাহেব পূর্ব্ব ধারামতে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিদিগকে আসেসররূপ আপনার সহিত লন, এবং আসেসর লওয়া গেলে উক্ত আসেসরদের সংখ্যা, যোগ্যতা, ও নির্ব্বাচনপ্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণকালে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

* এই নজীর রহিত জন্য (৫) প্রকরণ অর্পিত হইয়াছে।

আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্ম্মচারী সেই আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাহার নোটীস ভূম্যধিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন; কিন্তু ভূম্যধিকারী বা প্রজা নিজে বা কর্ম্মকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি এক তরফা কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে আপন কার্য্যানুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর সাহেব উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তদন্ত আবশ্যক বোধ করিলে সেই তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৫) কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়মের সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ভূম্যধিকারী বা প্রজা দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিলে, ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই অর্থাৎ দানাবন্দি করিলে দানাবন্দি বা যাচাইয়ের কাগজপত্র উক্ত কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দাখিল করিয়া রাখা যাইবে।

নোট।—এই ধারার ৫ প্রকরণ অনুসারে কালেক্টরের হুকুম জমীদার এবং প্রজার মধ্যে চূড়ান্ত এবং উহাদিগকে বাধ্য করিবে; কিন্তু প্রজা এবং তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে উহা চূড়ান্ত নহে এবং স্বত্বসাব্যস্ত এবং ফসল উদ্ধার করিবার জন্য মোকদ্দমা চলিতে পারিবে, ছেদি 'বনাম' ছেদন সাহ ৩২ কলি ৪২২।

ফসলের দখল মধ্যে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

৭১ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ

উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে ; কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে তিনি ফসলের কোন অংশ খামার হইতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্য্যের নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া, জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্ত্তন হইলে কিম্বা স্বত্বাস্বত্ব বা যোত হস্তান্তর করা গেলে পর খাজানার দায়ের কথা।

হস্তান্তরের নোটীস না পাইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য ভূম্যধিকারীর স্বার্থ-গ্রহীতার নিকট প্রজার দায়ী না হইবার কথা।

৭২ ধারা। (১) কোন প্রজার ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূম্যধিকারীকে দেওয়া গেলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ঐ প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটীস ঐ খাজানা দিবার পূর্ব্বে না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তর-ক্রমে গ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিস প্রচার করেন, তাঁহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটীস হইবে।

নোট।—কিন্তু হস্তান্তর জ্ঞাত থাকিলে যদি প্রজা পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীকে খাজানা দেয় তাহা হইলে ভূম্যধিকারীর স্বার্থগ্রহীতা প্রজার নিকট হইতে টাকা পাইতে অধিকারী, নবীনচন্দ্র 'বনাম' সুরেন্দ্রনাথ, ৭ কলি, উ, নো ৪৫৯। হস্তান্তর যোগ্য দখলীস্বত্বের যোত হস্তান্তর করিলে প্রজার স্বত্বগ্রহীতা জমীদারের সেরেস্তায় তাহার নাম রেজেষ্টারীর জন্য স্পেসিফিক্

আইনের বিধানমতে মোকদ্দমা আনিতে পারে, কিন্তু উহা আনিবার পূর্ব্বে এই ১২ ধারামতে জমীদারকে নোটীস দিতে হইবে, নতুবা মোকদ্দমা অচল হইবে, অম্বিকা 'বনাম' চৌধুরী কেশরী, ২৮ কলি, ৬৯২ ।

দখলীস্বত্বের প্রজার মৃত্যুতে তাহার উত্তরাধিকারীগণ জমীদারের সেরেস্তায় নাম লিখাইতে হকদার, এক্ষেত্রে যদি জমীদার উহাদের হক্ অগ্রাহ্য করিয়া কতকগুলি উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে বাকী খাজানার মোকদ্দমা করেন তাহা হইলে অপর উত্তরাধিকারীগণ ঐ ডিক্রীতে বাধ্য হইবে না, অন্নদা 'বনাম' হরিদাস ৪ কলি, উ, নো, ৬০৮ ।

নোটীস কিরূপ প্রকারে দিতে হইবে এ সম্বন্ধে, মাধবরাম 'বনাম' দয়ালচন্দ্র, '২৫ কলি ৪৪৫ দেখ ।

১৩ ধারা । কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনার যোত হস্তান্তর করিলে, ঐরূপ হস্তান্তর হইবার নোটীস নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীকে না দিলে যাবৎ না দেওয়া যায় তাবৎ হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে তজ্জন্য হস্তান্তরকর্ত্তা ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা সংসৃষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে ভূম্যধিকারীর নিকট দায়ী থাকিবেন ।

দখলীস্বত্বী প্রজা যোত হস্তান্তর হইবার পর খাজানার নিমিত্ত দায়ের কথা ।

নোট ।—দখলীস্বত্বের হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্বত্ব চূড়ান্ত (ও শুদ্ধ) করিবার জন্য জমীদারের সেরেস্তায় তাহার নাম রেজিষ্টারী করিবার প্রয়োজন নাই, অশোক ভুঁইয়া 'বনাম' করীম ৯ কলি, উ, নো, ৮৪৩ ।

যদি জমীদার হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট খাজানা লন তাহা হইলে উহাকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করা হইবে, ১৪ উ, রি, ২১১ । এবং তৃতীয় ব্যক্তি কালেক্টরীতে খাজানা জমা দিলে উহা জমীদার তাঁহার পাওনায় গ্রহণ করিলে ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করা হইবে, ১৮ উ, রি, ২৯৫ । খাজানার মোকদ্দমায় যদি জমীদার হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে পক্ষ করেন তাহা হইলে ঐরূপ, ২৩ উ, রি, ১০৬ । খাজানার দাখিলায় সাবেক প্রজার নাম এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে দখলীকার বলিয়া উল্লেখ করিলে উহাকে প্রজা বলা হইবে, নবকুমারী 'বনাম' বিহারীলাল ৩৪ কলি ৯০২ (প্রি, কৌ,) এবং ৬ কলি, ল, জ, ২০১ দেখ ।

আইনবিরুদ্ধ আবওয়াব প্রভৃতির কথা ।

১৪ ধারা । প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আবওয়াব, মাথট, কিম্বা তদ্রূপ অন্য নাম দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর ধার্য্য করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং ঐরূপ কর দিবার সমুদয় সর্ত্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে ।

আবওয়াব প্রভৃতি আইন বিরুদ্ধ হইবার কথা ।

নোট।—আবওয়াব প্রভৃতির চুক্তি ভুক্ত অথবা ভোবযাবৎ হইলেও অসিদ্ধ হইবে। এই খাজানা আইন জারী হইবার পূর্ব্বেকার চুক্তি থাকিলেও আবওয়াব ইত্যাদি তাহা অসিদ্ধ হইবে, যতীন্দ্র 'বনাম' চন্দ্রনাথ ৬ কলি, উ, নো, ৯৯০।

খাজানা ব্যতিরিক্ত চুক্তিক্রমে অথবা আদালতের বিচারে যাহা দাবা হইয়াছে তাহা আবওয়াব এবং অসিদ্ধ, রাধাপ্রসাদ 'বনাম' বাল কোয়ার ১৭ কলি, ৭২৬ (ফুলবেঞ্চ) এবং বিপিন 'বনাম' প্রকাশ ১৩ কলি, ল, জ, ১৪৮। খাজানা বাদে, কাঁটান, বাম মৎস্য উপঢৌকন দিবার পরিবর্ত্তে বাৎসরিক ৪ টাকা দিবার চুক্তি আইনতঃ অসিদ্ধ, কৃষ্ণ 'বনাম' সুশীলা ৩ কলি, উ, নো, ৬০৮।

সেস্ ইত্যাদির উল্লেখ চুক্তিপত্রে না থাকিলে আবওয়াব মধ্যে গণ্য হইবে এবং আদায় হইতে পারিবে না, ঢালি 'বনাম' আনন্দ ৫ উ, নি, ৮৬ (১০ আইন)। পরান ঐরূপ ১১ উ, রি, ৩৯৫। পূজা খরচও ঐরূপ, ৩৩, কলি, ৬৮৩। পাটওয়ারীর তলব এবং খোরাকী ঐরূপ ২৩ উ, রি, ৪৭৭। প্রজার নিকট ভিক্ষা ঐরূপ ২৫ উ, নি, ৮। পরান ভিক্ষা ঐরূপ ১৪ উ, নি, ৪৪৭। কতকগুলি নারিকেল দিয়া ভেট দেওয়া এবং বেগার খাটা ও ঐরূপ ১০ কলি, উ, নো, ৫২৭। প্রচলিত বাটা ঐরূপ ১১ কলি, ১৭৫; ৭ কলি, ল, জ, ২৫১। দস্তরি হাজতনামা, সোনাবি, সেলামী ইত্যাদি সমস্তই আবওয়াব মধ্যে গণ্য।

খাজানা ব্যতীত ২ টি ছাগল অথবা তৎপরিবর্ত্তে ৩ টাকা দিবার চুক্তি আবওয়াব, গয়রত উল্লা 'বনাম' গিরীশ ১২ কলি, উ, নো, ১৭৫।

খাজানার আদায় তহশীল করিবার জন্য খরচা বাবৎ টাকায় ৵০ আনা হিসাবে দিবার ধার্য্য আবওয়াব নহে, রাধাচরণ 'বনাম' গোলাপ ৮ কলি, উ, নো, ৫৯।

পুরনি কখন কখন অসিদ্ধ নহে, জগদীশ 'বনাম' তুরিফুন্নো ২৪ উ, নি, ১০।

পত্তনি পাট্টার শর্ত্তের মধ্যে চৌকীদারী টাকা দিবার উল্লেখ থাকিলে উহা আদায় যোগ্য এবং আবওয়াব নহে, আসামুল্লা 'বনাম' তীর্থবাসিনী ২২ কলি ৬৮২।

কোম্পানীর বাটার দাবী সকল অবস্থায় আবওয়াব নহে, যদি সিক্কা টাকার খাজানা দাবী থাকে এবং চলিত মুদ্রায় ঐ টাকার সমান টাকা দিতে হইলে বাটা দাবী করিলে উহা আবওয়াব হইবে না, রামশরণ 'বনাম' জ্ঞান সিং ৬ কলি, ল, জ, ৬৩৭, ঐ ৬৬৭ এবং ৭ কলি, ল, জ, ২০২ দেখ।

বহুকালাবধি আবওয়াব আদায় করা প্রমাণ হইলেও আইন অনুসারে আদায় অযোগ্য, ছত্রন মাহাতু 'বনাম' তিলকধারী, ১১ কলি, ১৭৫ (ফুলবেঞ্চ)। উহা পূর্ব্বেকার কোন মোকদ্দমায় ডিক্রী হইলেও আদায় অযোগ্য, রাধাপ্রসাদ 'বনাম' বালকুমার ১৭ কলি ৭২৯ অথবা পূর্ব্বেকার মোকদ্দমায় আপত্তি না দিলেও পর মোকদ্দমায় আপত্তি দিতে পারিবে, উমেশ 'বনাম' বরদা ২৮ কলি, ১৭। এবং ৩২ কলি ৭৪৯ দেখ। কিন্তু বিপরীত নজীর, পদ্মানন্দ 'বনাম' রাধে সিং ৯ কলি, উ, নো, ৪৬৯।

তহশীলদার অথবা গোমস্তা প্রভৃতির নিকট অন্যায় যোগ এবং খরচা আদায় করিলে

জমীদারকে উহা দেওত দিতে বাধ্য ; না দিলে জমীদার উহা মোকদ্দমা করিয়া আদায় করিতে পারিবেন, সরোজবালা 'বনাম, গুরুদাস, ৩০ কলি, ১০১।

এই ধারা দ্বারা ১৭৯ ধারা চালিত হইবে না। এই আইন পাস হইবার পূর্ব্বে যদি আবওয়াব আদায় করা অসিদ্ধ থাকে তাহা হইলেও (যদিও চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব প্রজার নিকট আবওয়াব আদায় করা এই আইনতঃ অসিদ্ধ নহে) এই আইন দ্বারা উহা সিদ্ধ হইবে না জগদী 'বনাম' বনমালা ১০ কলি, উ, নো, ৫০৭। চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী যে কোন সর্ত্তে চিরস্থায়ী মোকররী বন্দোবস্ত দিতে পারেন, এই ধারা বাধা দিবে না, কৃষ্ণচন্দ্র 'বনাম' সুশীলা, ৩ কলি, উ, নো, ৬০৮ ; ১২ কলি, উ, নো, ১৭৫।

চুক্তিমূলে জমীদার সম্পূর্ণ সেস প্রজার নিকট আদায় করিতে পারেন ; সেস আইন (১৮৮০ সালের ৯ আইন) তাহাতে বাধা দিবে না, ৯ কলি, উ, নো, ২৩ (নোটস)।

দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া লইলে দণ্ডের কথা।

৭৫ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে আইনমতে যে খাজানা আদায় "বা সুদ" [নূতন] দেয় তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উপর উৎপন্নের কোন অংশ ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা ঐরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐরূপ গৃহীত টাকার বা উৎপন্নের মূল্যের অতিরিক্ত দুই শত টাকার অনধিক আদালত দণ্ডস্বরূপ যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা কিম্বা যাহা ঐরূপে অন্যায় করিয়া লইয়া যায় তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ দুই শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা ভূম্যধিকারীর নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

নোট।—বাঙ্গালায় ১৯০৭ সালের ১ আইনের এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশে ১৯০৮ সালের ১ আইনের দ্বারায় "অথবা সুদ" শব্দ বসান হইয়াছে।

তমাদি সম্বন্ধে তমাদি আইনের ১ তফশীলের ৯৬ আর্টিকেল দেখ। ১২ কলি ৫৩৩।
ক্ষুদ্র (ছোট) আদালতে এই ধারার মোকদ্দমা হইবে, ৪ কলি, উ, নো, ৯৫।

নবম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষসাধনের কথা।

"উৎকর্ষসাধন" শব্দের অর্থের কথা।

৭৬ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন রাইয়তের যোতের সম্বন্ধে "উৎকর্ষসাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে, যে কোন কার্য্যদ্বারা যোতের মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোতের উপযোগী ও উহা যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যসম্মত, এবং যাহা যোতের উপর করা না গেলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উহার উপকারার্থ করা যায় কিম্বা করিবার পর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শান না গেলে, নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী উৎকর্ষসাধন বলিয়া অনুমান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মনুষ্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জল সঞ্চয়, যোগান বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী ও জলপ্রণালী প্রভৃতি খনন ;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে অকর্ষিত পতিত ভূমি আবাদ করা যাইতে পারে, তাহার জল নিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ কিম্বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জল-জনিত ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ ,

(ঘ) কৃষিকার্য্যার্থ ভূমি হাসিল বা পরিষ্কার করণ কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন ;

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া বা পুনর্ব্বার করা, অথবা তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা ;

(চ) আবশ্যক বাহিরের ঘর সমেত রাইয়ত ও তদীয় পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নির্ম্মাণ।

(৩) কিন্তু রাইয়ত কোন যোতে যে কার্য্য করেন, তদ্দ্বারা স্বীয় ভূম্যধিকারীর সম্পত্তির মূল্য বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, ঐ কার্য্য এই আইনের অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

নোট। যোতের উপযোগী গৃহ শব্দে অস্থায়ী গৃহ বলিয়া যে বুঝিতে হইবে তাহা নহে, হরিকিশোর 'বনাম' নবাবকিশোর ৭১ কলি ১০১৪। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা পাকা বাটী নির্ম্মাণ করিলে উহা দ্বারা ভূম্যধিকারীর কিছু অনিষ্ট হয় না, এবং উহা দ্বারা যোতের উৎকর্ষ সাধন এবং মূল্য বৃদ্ধি হয়, নিয়ামত উল্লা 'বনাম' গোবিন্দচরণ, ৬ উ, নি, ৪০ (১০ আইন)। কিন্তু তাই বলিয়া প্রজা অল্প কৃষিজমী জমা করিয়া (দেশাচার মতে ক্রয়যোগ্য কৃষিজমী) কেহ কৃষিজমীর মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না, জগৎ 'বনাম' ঈশান ২৪ উ, নি, ২০১।

চিরস্থায়ী স্বত্ব না থাকা সত্ত্বেও যদি প্রজা জমীতে গৃহাদি নির্ম্মাণ করে তাহা হইলে তাহার বন্দোবস্ত শেষ হইবার পর উচ্ছেদের সময় ভূম্যধিকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ অর্থ পাইতে পারে না, ঈশানচন্দ্র 'বনাম' কালীকৃষ্ণ ৬ কলি, উ, নো ১৩৪।

কৃষিকার্য্যার্থ অথবা চাষের জন্য নিযুক্ত গোমহিষের ব্যবহার জন্য পুষ্করিণী খনন করা যাইবে, গোবিন্দ 'বনাম' কামিজুদ্দী ৯ কলি, উ, নো, ২৪২ নোটস।

দখলীস্বত্ব বিহীন প্রজা জমীর উৎকর্ষ সাধন করিলে, জমীদারের ইচ্ছা না হইলে, উহা তাহার উত্তরাধিকারীর ভোগে আসিবে না, করীম 'বনাম' সুন্দর ২৪ কলি ২০১। কারণ ঐ স্বত্ব উত্তরাধিকারী সূত্রে বর্ত্তে না, মোহন্ত লক্ষ্মণ 'বনাম' জয়নাথ পাণ্ডে, ৩৪ কলি ৫১৬ (ফুলবেঞ্চ)।

মোকররী হারের ও দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন রাইয়ত আপনার যোত মোকররী হারে ভোগ করিলে বা যোতে তাঁহার দখলীস্বত্ব থাকিলে রাইয়ত বা ভূম্যধিকারী নিজে উৎকর্ষসাধন করিতে সম্মত আছেন, এই হেতু বিনা রাইয়ত বা ভূম্যধিকারীস্বরূপ উক্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে পারিবেন না।

(২) যদি রাইয়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট না হইলে রাইয়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রস্বত্ব থাকিবে।

উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি করিবার স্বত্বসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৭৮ ধারা। রাইয়ত ও তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে—

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে ; কিম্বা

(খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কি না, এতৎসম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হইলে কালেক্টর সাহেব যে কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

দখলীস্বত্বশূন্য যোতসম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৭৯ ধারা। (১) দখলীস্বত্বশূন্য কোন রাইয়ত আপন যোতের জলসেচনার্থ কূপ ও তদানুষঙ্গিক বিষয় প্রস্তুত রক্ষা ও মেরামত করিতে পারিবেন ও আপনার ও স্বীয় পরিবারের নিমিত্ত আবশ্যক বাহিরের ঘরসমেত উপযুক্ত বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবেন ; কিন্তু উক্তমতে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে না হইলে আপনার যোত সম্বন্ধে স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতি না লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না থাকিলে, যে দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত আপন যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিতেন তিনি সেই উৎকর্ষসাধন করাইতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ পত্র দিতে বা দেওয়াইতে পারিবেন, এবং ভূম্যধিকারী ঐ অনুরোধ পালন করিতে অক্ষম হইলে বা উপেক্ষা করিলে, আপনি ঐ উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

নোট।—এই ধারা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক ধারা মতে তমাদি কাল ২ বৎসর, তমাদি আইনের ৩২ আর্টিকেল দ্রষ্টব্য, মালিক, প্রজার অবৈধ পুষ্করণী খনন বিষয় জানিয়া যদি ২ বৎসর চুপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তমাদি হইবে, গোবিন্দ বনাম' কামিজদ্দিন ৯ কলি, উ, নো, ২৪৬ (নোটস্)।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টারী করিবার কথা।

৮০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা যাহা আইন মতে তাঁহার খরচে করা যায়, কিম্বা যাহা করিতে তিনি প্রজাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজিষ্টারি করাইতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যেরূপ আদেশ করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিত হইবে, ও তাহাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে ও সেই প্রকার স্থানীয় তদন্তদ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি—

(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উৎকর্ষসাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি ;

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষসাধন হইলে, উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি বার মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

৮১ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি এরূপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে ঐ বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহিয়াছে, তবে উক্ত কর্ম্মচারী উভয় পক্ষকে সময়ের ও স্থানের নোটীশ দিয়া সেই সময়ে ও স্থানে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা গেলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের অধীন দাওয়াদার ব্যক্তিদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

রাইয়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

৮২ ধারা। (১) যে কোন রাইয়তকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সে রাইয়ত বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী এই আইন অনুসারে যে সকল উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে উক্ত রাইয়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন আদালত কোন রাইয়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলে, যদি এই ধারামতে উক্ত রাইয়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয় হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিরূপণ করিবেন, এবং রাইয়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাধীনে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিবেন।

(৩) যে স্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাইবেন বলিয়া রাইয়ত ক্ষতিপূরণ বিনা উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য হইবার চুক্তি করিয়া বা পাট্টা লইয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই স্থলে এই ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রাইয়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইনানুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যত জন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন ততজন আসেসর আপন সঙ্গে লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া এবং আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচন প্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা।

৮৩ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্ব্বধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময়ে এই এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে—

(ক) যোতের মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উৎকর্ষসাধনদ্বারা যে যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি ;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি ও তাহার ফল যতকাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি ;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগে তৎপ্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূম্যধিকারী কোনরূপ খাজানা হ্রাস বা ক্ষমা করিলে বা রাইয়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে তৎপ্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি হাসিল করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রাইয়ত যতকাল অবর্দ্ধিত খাজনার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে, ভূম্যধিকারী ও রাইয়ত সম্মত হইলে আদালত এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে নগদ টাকায় প্রদত্ত না হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইমারত করিবার ও অন্য কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণের কথা।

৮৪ ধারা। কোন যোতের ভূম্যধিকারী প্রার্থনা করিলে, যদি কোন দেওয়ানী আদালতের হৃদ্বোধ জন্মে যে, ঐ ভূমিতে ইমারত করিবার নিমিত্ত ঐ ভূমির ব্যবহার ধরিয়া উক্ত যোতের অথবা উহা যে মহালের অন্তর্গত সেই মহালের হিতকর কোন যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত কার্য্যের নিমিত্ত, কিম্বা কোন ধর্ম্ম, শিক্ষা বা দানসংক্রান্ত কার্য্যের নিমিত্ত উক্ত ভূম্যধিকারী ঐ যোত বা তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিতে অভিলাষী,

ইমারত করিবার ও অন্য কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিবার কথা।

এবং যদি কালেক্টর সাহেবের সার্টিফিকেটক্রমে আদালত ঐ কার্য্য যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারেন,

তবে আদালত যে যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেই সেই নিয়মে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ঐ যোত গ্রহণের অনুমতি করিয়া প্রজার প্রতি এই আদেশ দিতে পারেন যে, প্রজাকে পুরা ক্ষতিপূরণ দিবার সর্ত্ত সমেত আদালত যে যে সর্ত্তের অনুমোদন করেন, সেই সেই সর্ত্তে প্রজা ভূম্যধি-

কারীর নিকট উক্ত সমস্ত জোতে বা তাহার উক্ত অংশে প্রজার যে স্বার্থ থাকে, তাহা বিক্রয় করিবেন।

নোট।—অব্যবহিত উপরস্থ ভূম্যধিকারী না হইলে এই ধারা মতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন না, নারায়ণ 'বনাম' ভেকাটেশ প্রসাদ, ৯ কলি, উ, নো, ৪৭২।

কালেক্টরের সার্টিফিকেট চূড়ান্ত নহে; দেওয়ানী আদালত এই ধারার বিষয় বিচার করিতে পারিবেন এবং দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক এই ধারার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না, গোঘন 'বনাম' রামেশ্বর ১৮ কলি ২৭১ (ফুল বেঞ্চ)। ১৯ কলি ৪৮৫ দেখ। নীলচাষ এবং প্রস্তুত করিবার জন্য জমী প্রয়োজন বলিয়া দরখাস্ত করিলে ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে; ১৮ কলি ২৭১।

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ সাল হইতে সাঁওতাল পরগণায় এই ধারা প্রচলিত হইয়াছে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭, খণ্ড ১, ২৮১ পৃষ্ঠা কলিকাতা গেজেটে ৭৭১ নং ইস্তাহার দেখ।

আপীল—দেওয়ানী আদালতের এই ধারার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল নাই। হাইকোর্টে মোশন হইতে পারে। ১৮ কলি, ২৭১, ১৯ কলি, ৪৮৫।

কোর্ফা বিলি করিবার কথা।

কোর্ফা বিলির নিয়মের কথা।

৮৫ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে, না হইয়া কোন রাইয়ত কোর্ফা বিলি করিলে যদি ভূম্যধিকারীর সম্মতি না লইয়া ঐ কোর্ফা পাট্টা করা যায়, তবে উহা উক্ত ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) কোন রাইয়তের প্রদত্ত কোর্ফা পাট্টা নয় বৎসরের অধিক মিয়াদ সৃষ্টি করিবার মর্ম্মের হইলে, উহা রেজিষ্টরী করণার্থ গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে রেজিষ্টরী করা নিদর্শন-পত্রক্রমে কোন রাইয়ত স্বীয় ভূম্যধিকারীর সম্মতি না লইয়া কোর্ফা পাট্টা দিয়া থাকিলে ঐ কোর্ফা পাট্টা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি নয় বৎসরের অধিককাল সিদ্ধ থাকিবে না।

নোট।—রাইয়ত ইস্তাফা দিলে ভূম্যধিকারী কোর্ফা রাইয়তকে উচ্ছেদ করিতে পারেন না, যদি ৮৫ অথবা ৮৬ ধারার বিধানক্রমে ঐ কোর্ফা রাইয়তের স্বত্ব রক্ষিত হয়. এ ক্ষেত্রে কোন নোটিস দিবার প্রয়োজন নাই, নীলকান্ত 'বনাম' ধাটু ৪ কলি, উ, নো, ৬৬৭।

রাইয়তী স্বত্ব নীলাম খরিদ করিলে ভূম্যধিকারী, রেজিষ্টারী করা হয় নাই এরূপ কোর্ফা প্রজাকে ১৬৭ ধারামতে নোটিস না দিয়াও উচ্ছেদ করিতে পারেন, প্যারীমোহন 'বনাম' বাদল ৫ কলি, উ, নো ৩১০। নোকররী কোর্ফা স্বত্ব সৃষ্টি হইতে পারে না ১৪ কলি, উ, নো ১৪১।

কিন্তু কোবালা দ্বারায় খরিদ করিলে কোর্ফা রাইয়তের স্বত্ব (যদিও উহা রেজিষ্টারী হয় নাই এবং ভূম্যধিকারীর সম্মতি মতে হয় নাই) ৪৯ ধারার নোটিস না দিয়াধ্বংস করিতে পারেন না, আমীর উল্লা 'বনাম' নাজীর ৩৪ কলি ১০৪। এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে কোন রাইয়ত জমীদারের অসম্মতিতে কোর্ফা বিলি ৯ বৎসরের অতিরিক্ত কালের জন্য রেজিষ্টারী করিয়া দিলে, জমীদারের বিরুদ্ধেও অসিদ্ধ হইবে, গোপাল 'বনাম' ঈশান ২৯ কলি ১৪৮; রাইয়তের বিরুদ্ধেও অসিদ্ধ হইবে, বসরৎ উল্লা 'বনাম' কমীরন্নেছা ১১ কলি, উ, নো, ১৯০। ভূম্যধিকারী এবং রাইয়ত উভয়কেই রক্ষা করিবার উদ্দেশে এই ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, মহেন্দ্র 'বনাম' পার্ব্বতী ৮ কলি, উ, নো, ১৩৬। ৩ প্রকরণের "কোর্ফাপাট্টা এই আইন প্রচলিত হইবার সময় অবধি ৯ বৎসরের অধিককাল সিদ্ধ থাকিবে না" শব্দগুলি কোর্ফা প্রজা এবং ভূম্যধিকারী এই উভয়ের মধ্যে বর্ত্তিবে। বিপিন 'বনাম' অমূল্য ৯ কলি, ল, জ, ৭৬; ৩ কলি উ, নো, ৩৭৭। ৯ বৎসরের অধিক অথবা চিরস্থায়ী বিলি, রেজিষ্টারী করিলে, এই ধারার ২ প্রকরণ দ্বারা ভূম্যধিকারী উপকার পাইবেন, তমিজদ্দি 'বনাম' আজগর ১৩ কলি, উ, নো, ১৮৩।

মধ্যস্বত্ব আছে বলিয়া ৯ বৎসরের অধিককাল কোর্ফা বিলি রেজিষ্টারী করিয়া দিলে, পরে দেখা গেল, কোর্ফাদাতা একজন রাইয়ত মাত্র মধ্যস্বত্বধারী নহে, এমতাবস্থায় কোর্ফা বিলি একেবারে অসিদ্ধ। শ্রীকান্ত 'বনাম' শারদা ২৬ কলি, ৪৬; ২ কলি উ, নো, ৫৪ দেখ।

দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা চিরস্থায়ী বিলি করিলে, উহা অসিদ্ধ হইবে, এবং (১) (২) ধারার মতে আপত্তি কেবল মাত্র রাইয়তের ভূম্যধিকারী করিতে পারিবেন, মানিক 'বনাম' বাণী ১৩ কলি, ল, জ, ৬৪৯। কিন্তু কোর্ফা প্রজা অনধিকার প্রবেশকারী নহে, এবং তাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইলে ৪৯ ধারার বিধান মতে নোটিস দিতে হইবে এবং ঐ দখলিস্বত্ব নীলাম বিক্রয় হইলে, নীলাম খরিদ্দার ও ঐরূপ অন্যথা কোর্ফা বিলি আপত্তি করিতে পারিবেন, এবং উহা গ্রাহ্য হইবে, ফাজিল 'বনাম' কেরামুদ্দী ৬ কলি, উ, নো, ৯১৬; ঐ ৯১৯ দেখ। দখলিস্বত্ব বিহীন প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতিক্রমে এবং ৯ বৎসরের জন্য রেজিষ্টারী করিয়া কোর্ফা বিলি করিলেও ইতিমধ্যে যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে উহা অসিদ্ধ হইবে; কারণ উহা উত্তরাধিকারী সূত্রে বর্ত্তে না, করিম 'বনাম' সুন্দর ২৪ কলি ২০৭। রাইয়তের স্বত্বাধিকারীরা পূর্ব্ব রাইয়ত কর্ত্তৃক কোর্ফা বিলি অকর্ম্মণ্য বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন না এবং নয় বৎসরের পর কোর্ফা প্রজা দখল করিলে তাহাকে উচ্ছেদ আইনমতে করিতে হইবে, আরব 'বনাম' রছিমদ্দী ১৩ কলি, ল, জ, ৬৫৬।

কোর্ফা পাট্টায় ৯ বৎসর অতিক্রম হইলে পুনরায় বন্দোবস্ত লইবার সর্ত্ত, কয় বৎসর এবং কিরূপ হারে খাজানা দিবে ইত্যাদি রীতিমত বর্ণিত না থাকিলে উহা কার্য্যকারী হইবে না, সুরেন্দ্র নাথ 'বনাম' দীনবন্ধু ১৩ কলি, উ, নো, ৫৯৫। কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর আলি মহম্মদ 'বনাম' নয়ান রাজা ১৫ কলি, ল, জ, ১২২। রাইয়ত ভূম্যধিকারীর অনুমতি না লইয়া তাহার যোতের কতক অংশ কোর্ফা বিলি করিয়া কোর্ফা রাইয়তকে দখল দিলে ঐ কোর্ফা বিলি অসিদ্ধ নহে এবং ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক কোর্ফা প্রজা বেদখল হইলে মিয়াদ শেষ হইবার পূর্ব্বে মোকদ্দমা করিয়া দখল পাইতে পারে, মহম্মদ তকী 'বনাম' ক্সুমালোম ১৩ কলি, ল, জ, ৪৯৯।

২য় প্রকরণ। চিরস্থায়ীরূপে কোর্ফা রায়তি বন্দোবস্ত হইতে পারে না। ঐরূপ বন্দোবস্ত রেজিষ্টারী হইলেও তাহা যোতের প্রমাণ বিষয়ে অগ্রাহ্য, কেনাম প্রামাণিক 'বনাম' আছু সেখ, ১৭ কলি, উ, নো, ৪৬৮। অথবা নয় বৎসরের অতিরিক্ত কালের জন্য ও কোর্ফা বন্দোবস্ত রেজিষ্টারী হইলেও উহা যোত প্রমাণ করিতে অগ্রাহ্য হইবে, এমন কি সাক্ষ্য আইনের ৯১ ধারা সত্ত্বেও যোত সম্বন্ধে বাচনিক প্রমাণ অগ্রাহ্য হইবে, জরীপ খান 'বনাম, দোর্ফা বেওয়া' ১৭ কলি, উ, নো, ৫৯।

ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

ইস্তফা করিবার কথা।

৮৬ ধারা। (১) কোন রাইয়ত পাট্টা বা অন্য নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোত ইস্তফা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইস্তফা করিলেও যদি সেই ইস্তফা করিবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে ইস্তফা করিবার আপন অভিপ্রায়ের নোটিস আপন ভূম্যধিকারীকে না দিয়া থাকে তবে ইস্তফা করিবার তারিখের পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের নিমিত্ত ঐ রাইয়ত উক্ত যোতের খাজনা সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীকে ক্ষতি নিষ্কৃতি দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) কোন রাইয়ত আপন যোত ইস্তফা করিয়া থাকিলে, নিম্ন লিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, উক্ত নোটীশ ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল (২) প্রকরণের কার্য্যপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন অর্থাৎ,—

(ক) যদি রাইয়ত ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের সেই ভূম্যধিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নূতন যোত লন;

(৩) যে কৃষিবৎসরের শেষে ইস্তফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে যদি রাইয়ত ইস্তফা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে আর বাস না করেন।

(৪) রাইয়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার অংশ যে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকে, সেই আদালত দ্বারা নোটীস জারী করাইতে পারিবেন।

(৫) কোন রাইয়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে, ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

(৬) কোন যোত রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে সুরক্ষিত দায়ের অধীন থাকিলে ভূম্যধিকারী ও দায়ধারীর সম্মতি না লইয়া যোত ইস্তফা করা গেলে ঐ ইস্তফা সিদ্ধ হইবে না।

(৭) পূর্ব্ব প্রকরণে যে স্থলের বিধান আছে সেই স্থল ছাড়া, যে বন্দোবস্তক্রমে কোন রাইয়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারী সমস্ত যোত বা তাহার কিয়দংশ ইস্তফা করিবার বিধান করেন এই ধারার কোন কথায় সেই বন্দোবস্তের কোন বিঘ্ন হইবে না।

নোট।—উঠ্‌বন্দি প্রজার ইস্তফা নোটীস দিতে হইবে না, অমৃত 'বনাম' গিরিধর ১১ কলি, উ, নো, ৫১১। ইস্তফা দেওয়া প্রজার অধিকার আছে, উহা বন্দোবস্তের সর্ত্তের সামিল; ২৬ কলি ১৯ (পি, সি,)। এই ইস্তফা লিখিত ইস্তফা না হইলেও চলিবে, খন্দকার আবদুল রহমান 'বনাম' আলি হাফেজ, ২৮ কলি ২৫৬; ১৪ কলি ১০৯ (পি, সি,)। দখলী স্বত্বের প্রজার মৃত্যুর পর যদি তাহার উত্তরাধিকারীগণ ইস্তফা না দেয়, তবে জমী তাহাদের দখলে থাকুক বা না থাকুক, তাহারা খাজানা দিতে বাধ্য, পিয়ারীমোহন 'বনাম' কুমারীশ, ১৯ কলি ৭৯০।

যোতের কতক অংশ ইস্তফা হয় না, ১১ উ, রি, ৪৫৬। সমুদয় যোতের ইস্তফা দিতে হইবে ৮ কলি ১১৮; কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর ২ কলি, ল, জ, ৫৭০ এবং গগন 'বনাম' আলেক, ১৭ কলি, উ, নো, ৬৯৮ দেখ। ইহাতে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, যোতের অংশ ইস্তফা হইতে পারে, এবং তদধীনে কোর্ফা যোত থাকিলে তাহা লোপ পাইবে। যুক্ত প্রজাদিগের ভিতর কতকগুলি প্রজা ইস্তফা দিলে, অপর সরিকগণের স্বত্ব বৃদ্ধি হয় না, উহা জমীদারে বর্ত্তে, পিয়ারী 'বনাম' রাধিকা ৮ কলি, উ, নো, ৩১৫; ৫ কলি, ল, জ, ৯। ইস্তফার নোটীস

দিলেই হইবে না, সত্য সত্যই জমী পরিত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা খাজানা দিতে হইবে, ১ উ, রি, ২৫০; ১ উ, রি, ২০।

'অন্যকে বিলি কর' এ কথা বলিলে ইস্তাফা হইবে না, ২৭ উ, রি, ১১৮। ইস্তফার নোটীস জারী করিবার দরখাস্তে কোর্ট ফি দিতে হইবে না। কোর্ট ফি আইনের ১৯ ধারার ১২ প্রকরণ দেখ।

ভূম্যধিকারীর বরাবর ২ জন সরিক প্রজার মধ্যে ১ একজন তাহার অংশ ইস্তফা দিতে পারে এবং ঐরূপ ইস্তফা ভবিষ্যতে ফলবতী হইবে, এইরূপ চুক্তিও আইনতঃ সিদ্ধ, শেখ কুবীর বনাম বৈকুণ্ঠ, ১৫ কলি, উ, নো, ৬৮০।

পরিত্যাগের কথা।

৮৭ ধারা। (১) কোন রাইয়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া খাজানা যেমন দেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে তবে রাইয়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এইধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত এই কথা লিখিয়া কালেক্টর সাহেবের আফিসে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস দাখিল করিবেন; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, কালেক্টর সাহেব সেই প্রকারে ঐ নোটিস প্রচার করাইবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিংবা, দখলীস্বত্ব শূন্য রাইয়ত হইলে ছয়মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রাইয়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে রাইয়ত ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন যোত পরিত্যাগ করিয়া যান নাই আদালতের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে ও বাকী খাজানা দিবার

সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) সর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই সর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৪) সমস্ত যোত বা তাহার কোন অংশ রেজিষ্টারী করা নিদর্শন-পত্রক্রমে কোর্ফা বিলি করা গিয়া থাকিলে, ভূম্যধিকারী এই ধারামতে উক্ত যোতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে রাইয়ত ঐ যোতে চাষ করিতে বিরত হইয়াছে, সেই রাইয়ত যে খাজানা দিত, সেই খাজনায় ও সেই রাইয়তের স্থানে পাওনা সমুদয় বাকী খাজানা কোর্ফা পাট্টাদার দিবেন, এই নিয়মে কোর্ফা পাট্টার মীয়াদের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত কোর্ফা পাট্টাদারকে সমস্ত যোত দিবার প্রস্তাব করিবেন। কোর্ফা পাট্টাদার যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, ভূম্যধিকারী কোর্ফা পাট্টা অসিদ্ধ করিয়া ঐ যোতে প্রবেশ করিতে (১) ও (২) প্রকরণের বিধানমতে উহা অন্য কোন জমা করিয়া দিতে বা নিজে চাষ করিতে পারিবেন।

নোট।—হস্তান্তর অযোগ্য যোত যদি প্রজা হস্তান্তর করে এবং দখল ত্যাগ করে, তবে বুঝিতে হইবে যে প্রজা যোত পরিত্যাগ করিয়াছে, লালমামুদ 'বনাম' আর্কিলা ১ কলি, উ, নো, ১৯৮ ; ২ কলি উ, নো, ৬৩ ; ৪ কলি, উ, নো, ৪৯৩ দেখ। এবং ঐরূপ হস্তান্তর করিয়া যদি খাজানা দেওয়া বন্ধ করে এবং হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতার অধীনে নূতন বন্দোবস্ত লয় তাহা হইলেও পরিত্যাগ বুঝিতে হইবে ; কালীনাথ 'বনাম' কুমার উপেন্দ্র ২৪ কলি, ২১২। ঐরূপে খাজানা দিবার এবং জমী চষিবার কোন বন্দোবস্ত না করিয়া যদি জমী পরিত্যাগ করে তাহা হইলে জমী পরিত্যাগ বুঝিবে ; রামপ্রসাদ 'বনাম' জওয়া হীর, ৭ কলি ল, জ, ৭২। খাই খালাসী (অত্রকরা, বা গিরবি) বন্ধক দিলেই পরিত্যাগ বুঝাইবে না এবং ঐরূপ বন্ধক দিয়া বন্ধক গ্রহীতার নিকট পুনঃ বন্দোবস্ত লইয়া কতক অংশ দখল করিয়া ভূম্যধিকারীর খাজানা সরবরাহ করিলে উচ্ছেদের মোকদ্দমা চলিবে না, চৌধুরী মহাদেব 'বনাম' সেখ পাঁচকড়ি ১৬ কলি, উ, নো, ৫২২। কেবল খাজানা না দিলেই পরিত্যাগ বুঝায় না, বনমালী 'বনাম' সনাতন ১৫ কলি ১৭। পরিত্যাগের পর পুনঃ প্রবেশ করিতে হইলে জমীদারকে দেখাইতে হইবে যে ৮৭ ধারামতে প্রজা পরিত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ জমীদারকে নোটিস না দিয়া প্রজা তাহার বসতি ত্যাগ করিয়াছে, এবং খাজানা দিবার কোন বন্দোবস্ত করে নাই এবং জমীও চাষ করে না, মদন 'বনাম' মহিমা ৩৩ কলি ৫৩১।

যোতের কোন অংশ আদীম প্রজাদিগের সরীকানদিগকে বিক্রয় করিলে জমীদার খাস দখল করিবার অধিকারী নহেন, কাবিল সর্দ্দার 'বনাম' চন্দ্রনাথ ২০ কলি ৫৯০। হস্তান্তর-

কারী প্রজা, হস্তান্তর গ্রহিতার কোর্ফা প্রজাস্বরূপ ভূমিদখল করিলে জমীদার খাস দখল পাইতে পারেন না, মাদন মণ্ডল 'বনাম' মহিমা ৩৩ কলি ৫৩১; ৯ কলি, উ, নো, ৩৭৯। বিক্রয় সিদ্ধ না হইলে প্রজার স্বত্ব নষ্ট হয় না, এবং হস্তান্তরকারী প্রজার পক্ষে দখল থাকিলে উহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না, মথুর মণ্ডল 'বনাম' পঞ্চানন ৩৭ কলি ১২১৯। দখলিস্বত্বে কিয়দংশের খরিদার, যোত হস্তান্তর যোগ্য হউক বা না হউক, ঐ অংশ দখলের জন্য জমীদারের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারিবে না, এবং ঐ হস্তান্তর জমীদারকে বাধ্য করিবে না, কুলদিপ সিং 'বনাম' গিলোণ্ডার্স ২৬ কলি ৬১৫।

প্রজাস্বত্ব বিভাগের কথা।

ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা প্রজাস্বত্বের বিভাগ ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধে সিদ্ধ না হইবার কথা।

বঙ্গ।

৮৮ ধারা। ভূম্যধিকারীর "বা এতদর্থে তাঁহার যথারীতি ক্ষমতা-প্রাপ্ত গোমস্তার লিখিত স্পষ্ট সম্মতিক্রমে না হইলে" [নূতন] মধ্যস্বত্বের বা যোতের বিভাগ বা তৎসম্বন্ধে দেয় খাজানার বণ্টন ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধে সিদ্ধ হইবে না "কিন্তু কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের বিভাগ করা হইয়াছে কিম্বা তৎ-সম্বন্ধে দেয় খাজানার বণ্টন করা হইয়াছে কোন ভূম্যধিকারীর থোকায় যদি এতৎপ্রদর্শক কোন কথা লেখা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ হয় তাহা হইলে, ঐ ভূম্যধিকারী ঐরূপ বিভাগ বা বণ্টন সম্বন্ধে আপনার স্পষ্ট সম্মতি লিখিয়া দিয়াছেন এরূপ অনু-মান করা যাইতে পারিবে।" নূতন]

পূর্ববঙ্গ।

৮৮ ধারা। "ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতিক্রমে না হইলে মধ্য-স্বত্বের বা যোতের বিভাগ বা তৎ-সম্বন্ধে দেয় খাজানার বণ্টন ভূম্যধি-কারীর সম্বন্ধে সিদ্ধ হইবে না।"

নোট।—পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে এ ধারার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বঙ্গপ্রদেশে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা চিহ্নিত করা হইয়াছে দেখ।

এই আইনের লিখিত ফারমে প্রজার নাম লিখিতক্রমে যোতের অংশের জন্য জমীদার অথবা তাহার যথারীতি ক্ষমতা প্রাপ্ত গোমস্তা কর্ত্তৃক দেয় রসিদ প্রমাণ হইলে যোত বণ্টন হইয়াছে বুঝিতে হইবে, পিয়ারী 'বনাম' গোপাল ২৫ কলি ৫৩১ (ফুলবেঞ্চ)। এই নজীরে যে সন্দেহ হইয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য নূতন (প্রভাইজো) টুকু সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু রসিদে তালুকের সমস্ত জমীদারের কথা অথবা তালুকের পরিমাণ, কিম্বা আদীম যোতের কোন অংশের যোত, উল্লেখ না থাকিলে যোত বণ্টন হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে না, জ্ঞানেন্দ্র 'বনাম' গোপাল ৩১ কলি ১০২০। জমীদারের তহশীলদার প্রজাদিগকে বিভিন্ন রসিদ দিলেও এবং তাহাদিগের পূর্ব্বাধিকারী প্রজার পরিবর্ত্তে উহাদিগের নাম জমীদারের সেরেস্তায় লেখা থাকিলেও জমীদারের লিখিত সম্মতি হইবে না, অথবা যোত বণ্টন হইয়াছে, তাহাও বুঝাইবে না, মহারাণী বেণীপ্রসাদ 'বনাম' রামাধীন ১০ কলি, উ, নো, ২১৬। যোতের অংশ হস্তান্তর স্বীকার করিলেও এই ধারার লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে যোতের বণ্টন স্বীকার করিতে জমীদার বাধ্য নহেন। বৈষ্ণবচরণ 'বনাম' অধিরচন্দ্র ১১ কলি, উ, নো ২১৭। ১২ এবং ১৭ ধারার বিধানমত কার্য্য না করিলে ভূম্যধিকারী যোতের বণ্টন স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। ভূম্যধিকারী সোলেনামার ডিক্রীতে সমুদয় যোতের হস্তান্তরে সম্মতি দিলেও ইহা বুঝাইবে না যে তিনি খাজানার বিভাগ অথবা বণ্টনের লিখিত সম্মতি দিয়াছেন, রাস- ময়ী 'বনাম' কপাই ১৩ কলি, ল, জ, ২৬৭।

বিভিন্ন আদায় করিলেও জমীদারগণ খাজানার একটি মোকদ্দমা আনিতে পারেন, শ্যামা- চরণ 'বনাম' অক্ষয় ৩ কলি ল, জ, ৬২৭; ঐ ৩৭৯। যোতের বণ্টন স্বীকার করিলেও এবং আলাহিদা খাজানা আদায় করিলেও জমীদার সম্পূর্ণ খাজানার জন্য ডিক্রী করিয়া, ৬৫ ধারার ডিক্রী জারীতে যোত বিক্রয় করিতে পারেন, সর্ব্বানন্দ 'বনাম' জে, এম, উইলসন ৩২ কলি ৬৮০। ভূম্যধিকারীর জ্ঞাতসারে পত্তনিদার এক তারিখে দর পত্তনির কতক অংশ এক ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিল, এবং অপর এক তারিখে বকী অংশ অপর এক ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিল, উহাতে যোত বণ্টন হইবে না, নূতন উভয় খরিদ্দার পৃথক ও একত্র ভাবে খাজানার জন্য দায়ী, কিশোরী 'বনাম' অনন্ত ১০ কলি, উ, নো, ২৭০।

যোত বিভাগ করিলে নূতন যোতের সৃষ্টি হইয়াছে কি না ইহা পক্ষগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, ১৪ কলি ল, জ, ১১০।

উচ্ছেদের কথা।

ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা।

৮৯ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, কোন প্রজাকে তদীয় মধ্যস্বত্ব বা যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

নোট।—দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত পুনর্দ্দখল পাইবার জন্য মোকদ্দমার ২ বৎসর তমাদি-কাল সম্বন্ধে এই আইনের তৃতীয় তফশীলের ৩ আর্টিকেল দেখ। দখলীস্বত্ববিহীন রাইয়তের জমিদারের বিরুদ্ধে পুনর্দ্দখল পাইবার মোকদ্দমা ৬ বৎসর অথবা ১২ বৎসরের ভিতর আনিতে হইবে; তমিজুদ্দিন 'বনাম' আগরব আলি, ৮ কলি, উ. নো, ৪৪৬ (ফুলবেঞ্চ)। ৭ কলি, উ, নো, ২১৮ রদ হইল।

রাইয়ত কোর্ফা বিলি করিলে রাইয়তের জমিদার কোর্ফা প্রজাকে বে-আইনী বেদখল করিলে, জমিদার অনধিকার প্রবেশকারী হইবেন, ভুমরি, 'বনাম' বিরেশ্বর ১৩ উ, নি ২৯১।

ভূমি পরিত্যাগের নোটিস না দিয়া অথবা দখলের প্রার্থনা না করিয়া রাইয়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মোকদ্দমা চলিবে না, দেওনন্দন 'বনাম' মেথু ৩৪ কলি, ৫৭।

স্বেচ্ছাক্রমে উচ্ছেদ যোগ্য প্রজার বিরুদ্ধে মাত্র দখল চাহিলেই হইবে, সুলাতু 'বনাম' যদুনাথ ৮ কলি, উ, নো, ৭৭৮; বাৎসরিক প্রজারও ঐরূপ। নোটীসে প্রজার দখলী জমি উল্লেখ না থাকিলেও অথবা জমির পরিমাণ অশুদ্ধ উল্লেখ থাকিলেও নোটীস আইনতঃ দুষ্ট হইবে না, শ্যামাচরণ 'বনাম' উমাচরণ ২৫ কলি, ৩৬।

কিন্তু যদি উচ্ছেদের মোকদ্দমায় কোন পক্ষই যোতের কথা (টেনান্সি) উত্থাপন না করে, তাহা হইলে নোটিসের অভাবে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌, হইবে না যদিও আদালত প্রতিবাদীকে প্রজা সাব্যস্ত করেন, সুজ্জদ আমদ 'বনাম' গঙ্গাচরণ ৯ কলি, উ, নো, ৪৬০।

চাকরাণ যোতের প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার পূর্ব্বে নোটীস দিতে হইবে, আনবর আলি 'বনাম' সি, ই, গ্রে ২ কলি, ল, জ, ৪০৩; ২২ কলি ৯৩৮; ৪ কলি, ৬৭ দেখ।

জমি পরিত্যাগ করিবার নোটিসে যদি লেখা থাকে যে জমী পরিত্যাগ না করিলে খেসা-রত দিতে হইবে, এইরূপ নোটীস আইন সঙ্গত, ১১ কলি, উ, নো, ১০৫৯।

কৃষি ভূমি না হইলে মাসিক বন্দোবস্ত বুঝিতে হইবে এবং প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসের শেষে বন্দোবস্ত শেষ হইবে, ১০ কলি, উ, নো, ৮৪১।

উচ্ছেদের মোকদ্দমায় প্রমাণের ভার বাদী জমিদারের উপর, ১২ কলি, উ, নো, ২৭৩। অর্থাৎ প্রথমতঃ তমাদির পূর্ব্বে নালিশ রুজু হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ দখল করিবার স্বত্ব আছে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। প্রতিবাদী রাইয়ত যদি মৌরসী মোকররী অথবা দখলীস্বত্বের কথা বলে তাহা হইলে প্রমাণের ভার তাহার উপর, রাজাসাহেব 'বনাম' দুর্গা-প্রসাদ ১২ মু, ই, আ, ২৮৬ (পি, সি,); ২২ মাদ্রাজ ২৬৪।

লাখেরাজ বাজাপ্তি মোকদ্দমায় বাদী জমিদারকে প্রমাণ করিতে হইবে যে বিরোধীয় ভূমি মাল এবং তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইবে, ১২ কলি ১৮২, ১০ কলি, উ, নো, ৪৩৪।

সমস্ত জমীদার কর্ত্তৃক স্থাপিত প্রজা আংশিক মালীক কর্ত্তৃক উচ্ছেদ হইতে পারিবে না। ২১ কলি, ৭৮৬। কিন্তু আংশিক মালিক কর্ত্তৃক স্থাপিত প্রজা আংশিক মালিক কর্ত্তৃক উচ্ছেদ হইতে পারিবে, ২ কলি, উ, নো, ২২৯; ৭ কলি ৬১৪।

কবুলিয়তে শর্ত্ত থাকিল যে প্রজা ভূমী হস্তান্তর করিবে না এবং অপর কাহাকেও দখল দিবে না, যদি এই শর্ত্তের ব্যতিক্রম হয় তবে ভূম্যধিকারী আইনের সাহায্য না লইয়াই প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন এবং প্রজা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারামতে দখলী-স্বত্বের আপত্তি করিতে পারিবে না। পরে প্রজা এবং তাহার হস্তান্তর গ্রহীতার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মোকদ্দমা ভূম্যধিকারীকে এই ধারার বিধানমত কার্য্য করিতে হইবে, অর্থাৎ ডিক্রী জারীক্রমে উচ্ছেদ করাইতে হইবে। কিন্তু প্রজা উচ্ছেদের ডিক্রী স্বীকার করিয়া লইলে, তদীয় হস্তান্তর গ্রহীতা কবুলিয়তের সর্ত্তমতে অনধিকার প্রবেশকারী বিধায় এই ধারা এবং ১৫৫ ধারার আপত্তি করিতে পারে না, বুদ্ধিমন্ত 'বনাম' শরৎ ১৩ কলি,ল, জ, ৬৩২।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

ভূম্যধিকারীর ভূমি মাপ করিবার স্বত্বের কথা।

৯০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারীর এইধারার কোন চুক্তি থাকিলে তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদর্থে তাঁহার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিদ্বারা লাখেরাজ ভূমি ছাড়া আপন মহালের বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে, ভূমি একবারের অধিক মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা,—

(ক) যে স্থলের মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ সিকস্তী পয়স্তী হেতুক বৎসর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ও দেয় খাজনা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে;

(খ) যে স্থলে বৎসর বৎসর আবাদী ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এবং দেয় খাজানা আবাদী ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে;

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্যপ্রকারে খরিদ্দার হন এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি ২ বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসরের শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, ঐ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

নোট। এই ধারার কার্য্য প্রণালী মোকদ্দমা নহে এবং ঐ কার্য্যপ্রণালীতে যে হুকুম হয় উহা ডিক্রী নহে। এ হেতু ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না, দয়া গাজী 'বনাম' রামলাল ২ কলি, উ, নো ৩৫১;

প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর এই ধারার বিধানমতে ভূমি মাপ করিবার অধিকার আছে। ভূম্যধিকারীর এবং প্রজার মধ্যে মধ্যস্বত্ব মোকররীদার প্রভৃতি থাকিলেও ঐরূপ, মাতঙ্গিনী 'বনাম' রামদাস ৭ কলি, উ, নো, ৯৩। পুরাতন আইন মতেও ঐরূপ, ৭ কলি, ৬৮৪; ৮ উ. রি, ১৪৯; ৯ উ, রি, ১৫১। জমাদারের শরিকেরা ভূমি মাপ করিবার অধিকার নাই, কারণ বাটোয়ারা না হওয়া পর্য্যন্ত উহা পৃথক মহালস্বরূপ গণ্য হইবে; ১০ উ, রি, ৩৬১; ১১ উ, রি, ২৯৩, ৪৪৫।

১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৩৮ ধারা মতে শরিক জমীদার অপরাপর শরিকদিগকে পক্ষ করিয়া ভূমি মাপ করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন, আনন্দ 'বনাম' গোপীচাঁদ, ১০ কলি, ৩৬। কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর ১২ উ, রি, ৫২২; ১৬ উ, রি, ১২৬ দেখ।

এই খাজানা আইনের ১৮৮ ধারার বিধান মতে সমস্ত শরিকান ভূম্যধিকারীগণকে মিলিত ভাবে দরখাস্ত করিতে হইবে। কিন্তু একদল ভূম্যধিকারী স্বতন্ত্র অংশ অনুযায়ী অপরের স্বতন্ত্র চুক্তি মতে প্রজার নিকট খাজানা বন্দোবস্ত করিলে তাঁহাদের যুক্ত ভূম্যধিকারীত্ব নষ্ট হয় এবং ঐরূপ ভূম্যধিকারী স্বতন্ত্র তাঁহার মহালের স্বতন্ত্র মাপ করিবার দরখাস্ত করিতে পারেন, মহেশ 'বনাম' মনিরুদ্দি ৩৫ কলি, ৪১৭।

এই ধারার দরখাস্তে ॥০ আনার ষ্টাম্প দিতে হইবে। ২য় তফশীল আর্টিকেল, ১ (খ) কোর্ট ফি আইন দেখ।

প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৯১। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্ব্ব ধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন, তাহা মাপ করিতে চাহিলে, ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবেন।

(২) যদি কোন প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি

আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

নোট। বহুসংখ্যক প্রজার স্বত্ব এবং যোত মাপ করিবার জন্য এক দরখাস্ত চলিতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন দরখাস্ত করিতে হইবে না, শশীভূষণ 'বনাম' নবকুমার ৮ উ, রি, ৯৪; বর্ত্তমান আইনের বিধানমতে মাপের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত নহে, প্রজার অনুপস্থিত জন্য নিষ্পত্তি হইলে নিষ্পত্তি অসম্পূর্ণ এবং প্রজা সেখানেতে পারিবে দয়াময়ী 'বনাম' রামলাল ২ কলি, উ, নো, ৩৫১। প্রত্যেক প্রজার জন্য পৃথক দরখাস্ত আবশ্যক করে না ১৪ কলি, উ, নো, ২৩১।

মাপের নিয়মের কথা।

৯২ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম্মচারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা একর অনুসারে হইবে। কিন্তু উক্ত আদালত বা রাজস্ব কর্ম্মচারী অন্য কোন বিশেষ নিয়মে মাপ করিবার আজ্ঞা করিলে, এই বিধি খাটিবে না।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব একর ছাড়া অন্য স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, একরের মাপ উক্ত মোকদ্দমার বা কার্য্যানুষ্ঠানের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা যে যে মাপের নিয়ম প্রচলিত আছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় তদন্ত লইবার পর তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষদের (কমন্ ম্যানেজারদের) কথা।

কোন মহাধিকারীগণ একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ কেন নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারিবার কথা।

৯৩ ধারা। কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে তাঁহার মহাধিকারীদের মধ্যে যদি কোন বিবাদ থাকে এবং সেই কারণে—

(ক) সাধারণের অসুবিধা, কিম্বা

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টর সাহেবের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা মধ্যস্বত্বে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারীগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, তাহার কারণ দর্শাইবার আদেশসূচক নোটীস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালে সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিষ্টারীকরণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিষ্টারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

নোট।—কতকগুলি সরিকানদিগের মধ্যে বিবাদ হইলেও (অর্থাৎ সমস্ত সরিকানদিগের মধ্যে বিবাদ না হইলে) সমস্ত মহালসম্বন্ধে সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ (কমন্ ম্যানেজার) নিযুক্ত হইবে এবং আদায় তহশীল স্বতন্ত্র হইলেও ঐরূপ, শরদিন্দু 'বনাম' কালেক্টর অব্ রঙ্গপুর ১১ কলি, উ, নো, ১১৪৩। মহালের অংশের জন্য সাধারণ ম্যানেজার নিযুক্ত হইবে না, ইন্দুভূষণ 'বনাম' অন্নপূর্ণা ৬ কলি, ল, জ, ২১৬।

কমন্ ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার দরখাস্তের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলে না, দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৬২২ ধারা মতে হাইকোর্টে মোসন দরখাস্ত করিতে হইবে (নূতন ১৯০৮ সালের ৫ আইনের ১১৫ ধারা), ১৪ কলি, ৩১২। ২০ কলি, ৮৮১ দেখ।

সমস্ত সরিকানদের উপরে নোটীস না দিয়া সাধারণ ম্যানেজার নিযুক্ত করিলে উহা অসিদ্ধ হইবে এবং উহা রদ করিবার মোকদ্দমা চলিবে, ইন্দুভূষণ 'বনাম' অন্নপূর্ণা ৬ কলি, ল, জ, ২১৬।

খাজানা আইনের বিধানমতে নিযুক্ত সাধারণ ম্যানেজার কর্তৃক চালিত মহালের প্রতি রাজস্ব বিক্রয় আইনের (১৮৫৯ সালের ১১ আইনের) ৫ ধারা বর্ত্তিবে না, ভবানী 'বনাম'; আথাজল, ৩৪ কলি ৩৮১।

পক্ষদের সম্মতি থাকিলেই যে ডিষ্ট্রীক্ট জজ সাধারণতঃ ম্যানেজার বাহাল করিতে পারেন; তাহা নহে, বাহাল হুকুম দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে বিবাদ হেতু সাধারণের অসুবিধা অথবা সরিকানদিগের ভিতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, কালীচরণ 'বনাম' পার্ব্বতী, ৪ কলি, ল, জ, ৫৬৪।

সাধারণ ম্যানেজার জামিন দিলে এবং দখল লইলেই তাহার বাহাল সম্পূর্ণ হইবে, ৭ কলি ল, জ, ১০৯। সাধারণ ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেও কোন সরিকানের তাঁহার নিজ অংশ

বিষয়ে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নষ্ট হয় না, অমরচন্দ্র 'বনাম' শশীভূষণ, ৮ কলি, উ, নো, ২২৫ (পি, সি,)।

৯৪ ধারা। যদি পূর্ব্ব ধারামত নোটীস জারী হইবার পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সহাধিকারীগণ পূর্ব্বোক্তরূপ কারণ দেখাইতে না পারেন, তবে জিলার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে যে কোন সহাধিকারী উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী করা যাইবে।

কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

নোট।—সাধারণ ম্যানেজারের নিয়োগ সম্বন্ধে সমস্ত শরিকানদিগকে নোটীস দিতে হইবে নতুবা যাহারা নোটীস পান নাই তাহারা মোকদ্দমা করিয়া তাঁহাদের অংশ উদ্ধার এবং সাধারণ ম্যানেজারের বাহাল হুকুম রদ করিতে পারিবেন, ৬ কলি, ল, জ, ২১৬।

৯৫ ধারা। পূর্ব্ব ধারামত আজ্ঞা হইবার এক মাসের অন্যূন যে যে সময় জিলার জজ সাহেব এতদর্থে ধার্য্য করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করিবার পর এক মাস মধ্যে যদি সহাধিকারীগণ একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ সাহেবের অবগতির নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সম্বাদ না দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে জিলার জজ সাহেবকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি—

আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার লইতে সম্মত হন, সেই স্থলে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসদ্বারা ঐ মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতা হইবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা—

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।*

* নোট।—পক্ষগণ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্তে মহাল সমর্পণ করিতে সম্মত হইলে জেলার

জজ উঁহাকে হুকুম দিলেন এবং কিছুকাল পরে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস অধ্যক্ষতা ছাড়িয়া দিলে ৯৩ ধারার কার্য্যপ্রণালী ব্যতিরেকে জেলার জজ সাধারণ ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে পারেন না, জ্ঞানদা 'বনাম' প্রভাবতী ২০ কলি, ৮৮১।

সাধারণ ম্যানেজার জেলার জজের অনুমতি লইয়া সম্পত্তি বন্ধক দিতে পারেন, ৪ কলি, উ, নো, ১১০। এবং সম্পত্তি বিক্রয়, দখল পুনর্গ্রহণার্থ বন্দোবস্ত করিতে হইলেও ঐরূপ এবং সম্পত্তি উদ্ধার করিতে হইলেও ঐরূপ (অর্থাৎ জজের অনুমতি লইতে হইবে) ৮ কলি, উ, নো, ২১৪।

সাধারণ ম্যানেজার নিযুক্ত হইলে সরিকান জমীদার আর খাজানা আদায় তহশীল করিতে পারিবেন না, মকবুল 'বনাম' গিরীশ ২২ কলি, ৬৩৪।

কোন ব্যক্তির নিকট হইতে হিসাব কাগজাত ম্যানেজারকে দিবার জন্য জেলার জজ হুকুম দিতে পারেন না, এবং তথাপি ঐরূপ হুকুম দিলে যদি ঐ ব্যক্তি কোনরূপ হলপ করিয়া কোন মিথ্যা উক্তি করেন তাহা হইলে জেলার জজ দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ও ১৯৯ ধারামতে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারেন না, করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে, আবদুল 'বনাম' কৃষ্ণ ২০ কলি, ৭২৪।

জমী রেজিষ্টারী আইনের ৭৮ ধারা মতে ম্যানেজার তাঁহার নাম জারী করিবেন নতুবা নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না ২২ কলি, ৬৩৪।

জেলার জজ একবার সাধারণ ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া, তিনি (ম্যানেজার) কার্য্যে জবাব দিলে তাঁহার পরবর্ত্তী আর একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, ১০ কলি, উ, নো ৪৩৭ ; কিন্তু ৭ কলি, ল, জ, ১০৯ দেখ।

এই ধারার বিধানমতে সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিলেও দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪০ আজ্ঞা ১ বিধি (২) উপবিধি অনুসারে রিসিবর নিযুক্ত হইতে পারিবে, মদনেশ্বর 'বনাম' মহামায়াপ্রসাদ ১৫ কলি, উ, নো, ৬৭০।

সাধারণ ম্যানেজার স্বত্বসাব্যস্ত এবং দখল উদ্ধারের মোকদ্দমা আনিতে পারেন, শিবসুন্দরী 'বনাম' রাজমোহন, ৪ কলি, উ, নো, ১৬৯ ; এইরূপ সাধারণ ম্যানেজার ঐরূপ মোকদ্দমায় প্রতিবাদ করিতে পারেন, অপরাপর সরিক মালিক অথবা তাহাদের উত্তরাধিকারীকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে না, চৌধুরী কৃত্তিবাস 'বনাম' উমেশ, ১৪ কলি, ল, জ, ৬১। ১৬ কলি, উ, নো ৯৬।

৯৬ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহালের ও মধ্যস্বত্বের নিমিত্ত পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণমতে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, সেই সকল মহালের ও মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে

পূর্ব্বধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে কার্য্যকরণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণ মতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন মহাল সম্বন্ধে যদি জজ সাহেব সহাধিকারীগণের একজনকে কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন, তবে এই বিধি খাটিবে না।

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস ৯৫ ধারামতে কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের যে সমস্ত বিধান স্থাবর সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্পর্কীয় হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবে।

কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি যে যে বিধান খাটিবে তাহার কথা।

৯৮ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে সময়ে সময়ে যেরূপ আদেশ করেন, ৯৫ ধারামতে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ পারিশ্রমিকরূপ সেইরূপ অবধারিত বেতন কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন, সেই টাকার সেইরূপ শতকরা, অথবা অংশতঃ এক প্রকারে ও অংশতঃ অন্য প্রকারে প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব যেরূপ জামিন দিবার আদেশ করেন, উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ যথাবিধি আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহাধিকারীরা সংস্পৃষ্টভাবে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন, তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, এবং সহাধিকারীরা ঐরূপ কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে লভ্য লইয়া (অর্থাৎ আয় হইতে) কার্য্য করিবেন ও তাহা বণ্টন করিয়া দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সহাধিকারীদিগকে

বা তাহাদের কোনজনকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও উহার নকল লইতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ে ও যে পাঠের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠে আপনার হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১০৩ ধারা মতে যে কোন প্রার্থনা করিতে পারিতেন তিনি সেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

নোট।—৪ প্রকরণ—সাধারণ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবার পর যদি কোন্ শরিকের স্বত্বসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাহইলে ঐ বিবাদ উপযুক্ত আদালতে বিচার হইবে এবং ইতিমধ্যে এই ধারার ৪ প্রকরণ অনুসারে ঐ স্বত্বসাব্যস্ত হওয়া কালপর্য্যন্ত বিবাদী অংশের খাজানা অধ্যক্ষের হস্তে রাখিবার হুকুম জেলার জজসাহেবের দিবার অধিকার আছে, ভবানন্দ, 'বনাম' হরেন্দ্র, ১৭ কলি, উ, নো, ৪৪৫।

সহাধিকারীগণকে কার্য্যাধ্যক্ষতার ভার প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

৯৯ ধারা। কোন মহাল বা মধ্যস্বত্ব কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে স্থাপন করা গেলে, কিম্বা ৯৫ ধারামতে তন্নিমিত্ত একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা গেলে, যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হৃদবোধ জন্মে, যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি বিনা, সহাধিকারীদের দ্বারা সংসৃষ্টভাবে কার্য্যাধ্যক্ষতা চলিবে, তবে তিনি যে কোন সময়ে সহাধিকারীদিগকে উক্ত মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতার ভার প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০০ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে পূর্ব্ব কয়েক ধারামত কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

দশম অধ্যায়।

স্বত্বের লিখন ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

প্রথম ভাগ। স্বত্বের লিখন।

অধুনা বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে ক্যাডেষ্ট্রাল জরীপ হইতেছে এই জরীপ সম্পর্কে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক এই আইনের দশম অধ্যায় অত্যন্ত আবশ্যকীয়, এজন্য এই অধ্যায়ের ধারাগুলির প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির লিখিত হইল। ক্যাডেষ্ট্রাল জরীপ সম্পর্কে ইহা নিতান্ত আবশ্যকীয়। ক্যাডেষ্ট্রাল জরীপ সম্পর্কিত অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় পরিশিষ্টে থাকিবে।

রেকর্ড অব্ রাইটস্ অর্থাৎ স্বত্বের লিখন।—সাধারণতঃ রেকর্ড অব্ রাইটস্ সম্পর্কে দুইটী দলিল প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ থেওট্, ইহাতে মালিকের ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর মালিকী স্বত্ব লিখিত হয়; দ্বিতীয়তঃ খতিয়ান্, ইহাতে চাষ আবাদকারী প্রজার স্বত্ব লিখিত হয়। এই দুইটী দলিল একত্রে কালেক্টরীতে থাকে এবং এই দলিল লিখিত এণ্ট্রী (বিষয় সকল) গুলিনই ১০৩ খ ধারা অনুসারে সর্ব্বথা প্রামাণ্য।

উপরি উক্ত দলিল ব্যতীত সেটেলমেণ্ট জরীপকার্য্যে, নক্সা (ম্যাপ), খসড়া তেরিজ (খতিয়ানের (চুম্বক) প্রস্তুত হয়, ইহাতে অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় থাকে, এবং এই সমস্ত বিষয় প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু উহা ১০৩ (খ) ধারা অনুসারে প্রামাণ্য নহে ১৯০৮ সালের বোর্ডের সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েলের তৃতীয় অধ্যায়ের ৮৭১ -৮৭৪ প্যারা দ্রষ্টব্য।

রেকর্ড অব্ রাইট্ প্রস্তুত কালে নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হয়।

(ক) ক্যাডেষ্ট্রাল জরীপ অন্তে, মাঠে খসড়া রেকর্ড লিখিত হয়। ইহাকে খানাপুরি কহে।

(খ) রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক উপরি উক্ত রেকর্ডে পরতাল (য্যাটেষ্টেসন্) হইয়া ১০৩ (ক) ধারা অনুসারে খসড়া প্রকাশিত হয়।

(গ) তৎপরে ১০৩ (ক) ধারা অনুসারে রেকর্ডে উল্লিখিত (এন্ট্রি) অথবা অনুল্লিখিত বিবরণ সম্বন্ধে আপত্তির শুনানী এবং বিচার হইবে।

(ঘ) তৎপরে ১০৩ (ক) ধারার ২ প্রকরণ অনুসারে রেকর্ড চূড়ান্তস্বরূপে প্রকাশিত হইবে।

(ঙ) পরে ১০৫ ধারা অনুসারে জমা ধার্য্য হইয়া ১০৬ ধারা অনুসারে ঐ সংক্রান্ত বিরোধের বিচার হইবে। অর্থাৎ ১০৬ ধারামতে দরখাস্ত, আর্জ্জিস্বরূপ গণ্য হইয়া রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট বিরোধের বিচার হইবে। এবং ১০৩ (ক) ধারামতে চূড়ান্ত প্রকাশের ৩

মাসের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে গোপীনাথ 'বনাম' আদিত্য ২১ কলি ৭৭৮ নজীরের ৭৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

অস্থায়ী বন্দোবস্ত ভুক্ত মহালের ভূমির রেকর্ড অব্ রাইট প্রস্তুতকালে ১০৪ হইতে ১০৪ (জ) ধারা প্রয়োগ হইবে, এবং উপরোক্ত (ঙ) অনুষ্ঠান পালন হইবে না।

রেকর্ড অব্ রাইট্ সম্বন্ধে কার্য্যের অনুষ্ঠান।

(১) চৌহদ্দী নির্দ্ধারণ এবং ভূমির নিশান দিহি,

(২) সরজমিনে জরীপ

(৩) খানাপুরী প্রস্তুত,

(৪) খেওয়াট খতিয়ান এবং পরতাল করিয়া বর্ত্তমান খাজানা এবং স্বত্ব নির্দ্ধারণ করা,

(৫) খসড়া রেকর্ড প্রচার করা,

(৬) আপত্তির বিচার করা,

(৭) যে সমস্ত ভূমি নূতন বন্দোবস্ত হইবে, তাহার উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করা,

(৮) তৎপরে রেকর্ড অব্ রাইটের চূড়ান্ত বিচার করা,

(৯) যে সমস্ত ভূমির খাজানা সম্বন্ধে ১০৬ ধারা অনুসারে বিরোধ চলিতেছে তাহার উপযুক্ত এবং ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করা,

(১০) জমাধার্য্যের জন্য জরীপান্তে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা ব্যতিরিক্ত অন্য স্থলে খরচা হারাহারি বিভাগ এবং স্বার্থ বিশিষ্ট পক্ষগণকে আবেদা নকল দেওয়া ইত্যাদি।

(১১) রাজস্ব বন্দোবস্ত কালে বন্দোবস্ত গ্রহীতার নির্দ্ধারণ এবং বন্দোবস্তের সর্ত্তের নিরূপণ ইত্যাদি।

বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কার্য্যে এবং এই দশম অধ্যায় সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে রাজস্ব কর্ম্মচারীগণ বোর্ডের অধীন কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। ১৮৭৫ সালের ৫ আইন অর্থাৎ সার্ভে জরীপ সংক্রান্ত বিষয়েও ঐরূপ। বোর্ডের সেটেলমেণ্ট মেনুয়েল প্রথম ভাগ তৃতীয় অধ্যায়, ১৩ প্যারা—৫পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই আইনের দশম অধ্যায়ের যে যে কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে আপীল চলে, উক্ত সমস্ত বিষয়ের বিচারকালে সহকারী সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্মচারীগণ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৮৫ (ক) ধারা অনুসারে ইংরাজীতে জবানবন্দী লিখিয়া লইতে পারিবেন। ১৯০৭ সাল ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের ৪৫৪৪ নোটীফিকেশনের ৪০ ধারা দ্রষ্টব্য।

এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নজীর গুলিন আবশ্যকীয়।

পণ্ডিত সরদার 'বনাম' সিরাজান ২১ কলি ৩৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত নজীরে ইহা ধার্য্য হইয়াছিল যে যদি দুইজন পৃথক প্রজা পরস্পর বিরুদ্ধভাবে একই খোতে নিজ নিজ স্বত্বের লিখন করা ইতে চাহে, তাহা হইলে পুরাতন আইনের" (অর্থাৎ ১৯০৭ সালের পূর্ব্বের) ১০ম অধ্যায়ের বিধান মতে বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারীর উক্ত স্বত্ব সম্বন্ধের বিচার ডিক্রীস্বরূপ গণ্য পরবর্ত্তী

দেওয়ানী মোকদ্দমার দোষরা দোষ অগ্রাহ্য হইত না, কিন্তু নূতন সংশোধনে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত ১০৭ (খ ধারার নোটে) দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত নজীরের অনুকরণে মনমোহন 'বনাম' প্রাণনাথ ৪ কলি, উ, নো, ১২৮ পৃষ্ঠা নামক নজীরে এক পক্ষ অপর প্রজার ভূমির উপর দিয়া যাতায়াতের রাস্তা স্বত্ব দাবী করিতে পারে, ইহা ধার্য্য হইয়াছিল এবং অধুনা ১০২ ধারা (ঝ) প্রকরণ নূতন আইন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সার্‌ভে আইন অনুসারে এবং এই আইনের ১৮৯ ধারার (খ) প্রকরণ অনুসারে এবং এই খাজানা আইন মূলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত নিয়মাবলীর ৮ অধ্যায়ের ১ বিধান মতে কোন জরীপ কর্ম্মচারী মহালের সীমানা সংক্রান্ত প্রশ্নের বিচার এবং নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, ইস্মাদ আলি 'বনাম' কান্তপ্রসাদ ২০ কলি ৯৭৫।

পুরাতন দশম অধ্যায় সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালীতে বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারী লাখেরাজ বাজাপ্ত করা অথবা উপরি কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না, পদ্মানন্দ 'বনাম' বাজু ২০ কলি ৫৭৭। কিন্তু ১০২ ধারার (ঞ) প্রকরণ নূতন বসাইয়া উহা রহিত করা হইয়াছে। এই দশম অধ্যায়ের কার্য্যপ্রণালী অনুসারে যে সমস্ত স্বত্বের কথা লিখিত হয় তাহা হঠাৎ, প্রচুর প্রমাণ ব্যতিরেকে, উল্টাইয়া দেওয়া উচিত নহে, কারণ উহা প্রকাশ্যভাবে এবং বিশেষ কার্য্যপ্রণালী অনুসারে রাজস্ব কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয়, কালী রায় 'বনাম' প্রতাপনারায়ণ ৫ কলি, ল, জ, ৯২।

রেকর্ড অব্ রাইট্ চূড়ান্ত প্রকাশ হইবার পর বাদী রেকর্ড অব্ রাইটে লিখিত হারে বাকী খাজানার মোকদ্দমা করিলে প্রতিবাদী পূর্ব্ব খাজানার ডিক্রী (যাহাতে কম হারে ডিক্রী হইয়াছে) অনুসারে খাজানা প্রাপ্য এই আপত্তি দিলে, উহা অগ্রাহ্য হইবে এবং রেকর্ড অব্ রাইটে লিখিত খাজানার হারেই ডিক্রী হইবে, রাজা পদ্মানন্দ 'বনাম' ঘনশ্যাম ৬ কলি, উ, নো, ৯১৪।

নিকটবর্ত্তী মহালের জমী সম্বন্ধে স্বত্বের তর্ক উঠিলে পূর্ব্ব আইন অনুযায়ী, বন্দোবস্ত কর্ম্মচারীর (সেটেলমেণ্ট অফিসার) উহা নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না ; ১৯ কলি ৬৫১, ৮৪৩। কিন্তু ক্যাডেষ্ট্রাল জরীপ মূলে আরব্ধ বন্দোবস্ত ও স্বত্বের লিখনে ঐ আপত্তি উঠিতে পারে না।

জরীপ করিবার ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১০১ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এবং ঠিক পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক যে কোন স্থান, মহাল

বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের ভূমি সম্বন্ধে জরীপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা যায়।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করিতে পারা যাইতে পারিবে অর্থাৎ ঃ—

"(ক)

(।০) ভূম্যধিকারী বা প্রজারা, কিংবা

(৵০) ভূম্যধিকারীদের মোট সংখ্যার অন্যূন অর্দ্ধেক ভাগ লোক, কিংবা

(৶০) এমন কোন ভূম্যধিকারী অথবা ভূম্যধিকারীদের এমত কোন ভাগ, ঐ স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের অন্তর্গত ভূমিতে যথাক্রমে যাহার স্বার্থ বা যে ভাগের স্বার্থসমষ্টি, উহাতে সমস্ত ভূম্যধিকারীর মোট অংশের অর্দ্ধেকের কম নয়; কিংবা

(।০) প্রজাদের মোট সংখ্যার অন্যূন সিকি ভাগ লোক—

উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত টাকা আমানত করেন, বা তজ্জন্য জামীন দেন, সেই স্থলে," [নূতন]

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিখন প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে;

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস "বা জিলার জজ কর্ত্তৃক ৯৫ ধারার বিধানানুসারে নিযুক্ত কোন কার্য্যাধ্যক্ষ" [নূতন] ঐ স্থান মহাল বা মধ্যস্বত্বের বা উহার অংশের মালিক বা কার্য্যাধ্যক্ষ, সেই স্থলে;

(ঘ) যে স্থলে ঐ স্থান মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশ সম্বন্ধে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে সেইস্থলে।

১ম ব্যাখ্যা।—(ঘ) দফার লিখিত "ভূমি রাজস্ব ধার্য্য" বলিতে গবর্ণমেণ্ট যাহার মালিক এরূপ কোন মহাল বা মধ্যস্বত্বের খাজানা ধার্য্য করণও বুঝাইবে।

২য় ব্যাখ্যা। কোন উপরিতন ভূম্যাধিকারীর মহাল বা মহালের কোন অংশ কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীকে কিয়ৎকালের জন্য ইজারা দেওয়া হইলেও ঐ ভূম্যধিকারী এই ধারামত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবে।

(৪) জরীপকরণ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল বিধি প্রণীত করেন তদনুসারে জরীপ করা যাইবে ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা যাইবে।

নোট।—এই ধারার পরিবর্ত্তন সকল বঙ্গের ১৯০৭ সালের ১ আইন এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ১৯০৮ সাল ১ আইন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তাহার কথা।

১০২ ধারা। যে স্থলে ১০১ ধারামতে কোন আজ্ঞা করা যায় সেই স্থলে যে যে বিশেষ কথা লিখিতে হইবে উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইবে, এবং সেই সকল কথার মধ্যে অন্য কথা ব্যতীত হউক বা অন্য কথার অতিরিক্ত কথা স্বরূপই হউক নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি কথা থাকিতে পারিবে অর্থাৎ :—

(ক) প্রত্যেক প্রজার বা দখলিকারের নাম ;

(খ) প্রত্যেক প্রজা যে শ্রেণীর অর্থাৎ তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী কি মোকররী হারে ভূমিভোগকারী রাইয়ত কি স্থিতিবান রাইয়ত কি দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত কি কোর্ফা রাইয়ত ; এবং তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে, তিনি কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী কিনা এবং তাঁহার মধ্যস্বত্ব থাকিতে তাঁহার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে কি না ;

(গ) প্রত্যেক প্রজা বা দখলিকার যে ভূমি ভোগ করেন তাহার অবস্থান এবং পরিমাণ এবং এক বা একাধিক সীমানা ;

(ঘ) প্রত্যেক প্রজার ভূম্যধিকারীর নাম ;

(ঘঘ) ঐ স্থান বা মহালের প্রত্যেক ভূস্বামীর নাম ;

(ঙ) যে সময়ের স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইতেছে সেই সময়ের দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজনা ধার্য্য হইয়াছে তাহা ;

(ছ) খাজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে যে সময় ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা ;

(ছছ) নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রজা ও ভূম্যধিকারীর স্বত্ব ও বাধ্যতা—

(৵০) কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনার্থ প্রজা কর্ত্তৃক জলের ব্যবহার সম্বন্ধে ঐ সকল নদী, ঝীল, পুষ্করিণী বা কূপ হইতেই পাওয়া যাউক কিম্বা অন্য কোন জলাশয় হইতেই পাওয়া যাউক ; এবং

(৵০) প্রত্যেক প্রজার ভোগকৃত ভূমির কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত জল সরবরাহ পাইবার সাজ সরঞ্জাম মেরামত করিয়া রাখিবার সম্বন্ধে, উক্ত সাজসরঞ্জাম ঐ ভূমির সীমানার মধ্যে অবস্থিতি হউক বা না হউক।

(জ) যদি প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম ও অনুষঙ্গ থাকে তাহা ;

(ঝ) যে ভূমির নিমিত্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হইতেছে সেই ভূমিসংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার ;

(ঞ) যদি ভূমি নিষ্কর ভোগ করিবার দাওয়া করা হয় তাহা হইলে খাজনা প্রকৃতই দেওয়া হয় কিনা, এবং দেওয়া না হইলে, দখলীকার খাজনা না দিয়া ঐ ভূমি ভোগ করিবার অধিকারী কি না, এবং ঐরূপ অধিকারী হইলে, কি সূত্রে অধিকারী।

নোট।—উপরের লিখিত পরিবর্ত্তন গুলিন, যথা (ঘ ঘ) এবং (ছছ) বঙ্গের ১৯০৭ সালের ১ আইনের ২০ ধারায় এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ১৯০৮ সালের ১ আইন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (ছছ) প্রকরণটি যদিও এই নূতন আইন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তথাপি ইহা ১৮৯৮ সাল হইতে কার্য্যকরী হইবে ; অর্থাৎ ১৮৯৮ সালের তিন আইন মূলে এই খাজনা আইনের যে সংশোধন হয়, সেই সংশোধনের তারিখ হইতে কার্য্যকরী হইবে।

কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী ভূমিতে এই খাজনার আইন প্রযোজ্য নহে, সে হেতু এই দশম অধ্যায় ঐ সমস্ত ভূমি সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাহা হউক কৃষি জমীর অন্তর্গত ভিটাবাড়ী সম্বন্ধেও এই অধ্যায় খাটিবে ; এই সম্বন্ধে বোর্ডের

১৯০৮ সালের বন্দোবস্ত (সেটেলমেণ্ট) ম্যানুয়েল ২য় ভাগ ৩য় অধ্যায় ৩৪১ নিয়ম, ৯৮ পৃষ্ঠা এবং ১৮২ ধারা দ্রষ্টব্য।

কোর্ফা প্রজা সম্বন্ধে বোর্ডের হুকুম এই যে, যেখানে প্রথামূলে কোর্ফা প্রজার দখলীস্বত্ব জন্মে সেই সমস্ত স্থলে উহা রেকর্ড করিতে হইবে. পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ের ৯৭ পৃষ্ঠার ৩৪১ নিয়ম দ্রষ্টব্য।

পুরাতন আইনের বিধানমতে কোন প্রজার ; অপর প্রজার ভূমির উপর দিয়া চলাচলের রাস্তার দাবী (যেওয়ানী স্বত্বের বিষয় বলিয়া), রেকর্ডে (লিখিত) হইতে পারিত না, ৪ কলি, উ, নো, ১২৭ ; এবং এইরূপে জমীদার এবং প্রজার মধ্যে কোনরূপ স্বত্বের বিবাদ, বন্দোবস্ত কর্মচারী, নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না, ২১ কলি ৩৭৮। কিন্তু নূতন আইনে অনেক পরিবর্ত্তন হইল। এই ধারার (ম) প্রকরণ দ্বারা রাস্তার চলাচলের এবং (রাইট্ অব্ ইজমেণ্ট) অর্থাৎ স্বচ্ছন্দাধিকার ইত্যাদি স্বত্বও লিখিত হইবে।

পুরাতন আইন অনুসারে বন্দোবস্তকারী কর্মচারী লাখেরাজ বাজাপ্ত এবং তৎসংক্রান্ত কোন কার্য্যপ্রণালীর অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না, সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ 'বনাম' নিত্য সিং ২১ কলি ৩৮। কিন্তু সনদমূলে লাখেরাজ দাবী করিলে এবং তাহা দশশালা বন্দোবস্তের পরবর্ত্তী হইলে, বন্দোবস্ত কর্মচারী এই অধ্যায়ের বিধানমতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিতেন, গোকুল 'বনাম' মহনলাল ১৭ কলি, ৭২১। কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর করীম খাঁ 'বনাম' ব্রজনাথ ২৯ কলি ২৪৪ পৃষ্ঠায় সাব্যস্ত হইয়াছে যে সনদ মূলক লাখেরাজ সম্বন্ধেও বন্দোবস্ত কারী কর্মচারীর বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। যাহা হউক নূতন সংশোধিত আইনের ১০২ ধারার (ঞ) প্রকরণ প্রবর্ত্তন করায় ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ নজীর রহিত হইয়াছে। এক্ষণে বন্দোবস্তকারী কর্মচারী ঐ সমস্ত বিবাদেরও বিচার করিতে পারিবেন।

এই দশম অধ্যায়ের বিধান মতে কার্য্যপ্রণালীর অনুষ্ঠান কালে কোন ভূমি লাখেরাজ বাজাপ্ত যোগ্য ইত্যাদি কি না, ইহা লিখন কালে কার্য্যপ্রণালী একরূপ সরাসরি ভাবে হইয়া থাকে, এ অবস্থায় প্রমাণের ভার উপযুক্ত পক্ষের উপর দেওয়া উচিত। যদি কোন লাখেরাজ দার প্রমাণ করিতে পারেন যে সে বহুকাল ধরিয়া অন্যের অবিরোধে কোন ভূমি লাখেরাজ স্বরূপে দখল করিয়া আসিতেছে তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে কোনরূপ লাখেরাজ সম্বন্ধীয় সনদাদি-প্রমাণ করিতে না পারিলেও ভূম্যধিকারীকে ১০৩ (ক) এবং ১০৬ ধারা অনুসারে প্রমাণ করিতে হইবে যে ঐ ভূমি লাখেরাজ নহে। অপর পক্ষে, যদি লাখেরাজ কেবল যোগ্য বাজাপ্তী হয় তাহা হইলে বন্দোবস্তকারী কর্মচারী "কাবিল লগান" (খাজানা দিবার যোগ্য) বা তৎ-তুল্য (খাজানা আদায় যোগ্য জমী ইত্যাদি), লিখন, লিখিবেন এবং তাহা হইলে জমীদার ১০৫ (২) ধারামতে উপযুক্ত খাজানার নির্দ্ধারণের প্রার্থনা করিতে পারেন, ১৯০৮ সালের বোর্ডের সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েলের ২ ভাগ, ৩ অধ্যায়ের ৯৭ পৃষ্ঠার ৩৪২ নং বিধান দ্রষ্টব্য।

জল সম্বন্ধে জরীপ করিবার ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা। [নূতন]

"১০২ (ক) ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট—

ভূম্যধিকারীগণ, প্রজাগণ, ভূস্বামীগণ কিংবা এই সকল শ্রেণীর কোন ব্যক্তিদের মধ্যে জল ব্যবহার বা জল যাইবার পথ লইয়া যে বিবাদ আছে বা হইবার সম্ভাবনা তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণকল্পে—

এরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের প্রত্যেক প্রজা ও ভূম্যধিকারীর নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে স্বত্ব ও বাধ্যতা নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করণার্থে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীদ্বারা জরীপ করা ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা যায়—

(ক) কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনার্থ প্রজা কর্ত্তৃক জলের ব্যবহার সম্বন্ধে ঐ জল নদী, বাঁধ, পুষ্করিণী, বা কূপ হইতেই পাওয়া যাউক, কিম্বা অন্যের কোন জলাশয় হইতেই পাওয়া যাউক; এবং

(খ) প্রত্যেক প্রজার ভোগকৃত ভূমির কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত জল সরবরাহ পাইবার সাজসরঞ্জাম মেরামত করিয়া রাখিবার সম্বন্ধ, উক্ত সাজসরঞ্জাম ঐ ভূমির সীমানার মধ্যে অবস্থিত হউক বা না হউক।

নোট।—১০২ (ক) ধারা।—নূতন ধারা।

১০৩ ধারা। কোন মহাল বা মধ্যস্বত্বের ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের এক বা একাধিক ব্যক্তি বা অধিকসংখ্যক রাইয়তেরা প্রার্থনা করিলে ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয়, প্রার্থনাকারী বা প্রার্থনাকারীর তাহা আমানত করিলে বা তজ্জন্য জামিন দিলে, এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে ১০২ ধারার নির্দ্দিষ্ট সমুদয় বা কোন বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

ভূস্বামীর বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর বা অধিক সংখ্যক রাইয়তের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

নোট।—ব্যক্তি বিশেষের দরখাস্ত মূলে এই ধারা অনুসারে রেকর্ড অব্ রাইট্ কার্য্য

আবদ্ধ হইতে পারে, এবং তাহাতে ১০৪ ধারা এবং দশম অধ্যায় সংক্রান্ত কার্য্য প্রণালী প্রযোজ্য হইবে, মরণীকান্ত 'বনাম' গহর আলী, ৩০ কলি ৩৩৯; ৭ কলি, উ, নো, ৩৩। যখন ১০৩ ধারার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই তখন উপরি উক্ত নজীর সকল এখনও প্রবল আছে বুঝিতে হইবে।

১০৩ ধারার মর্ম্মানুযায়ী করিলে বোর্ডের চূড়ান্ত অনুমত্যানুসারে কার্য্যারম্ভ হইবে। ১৯০৮ সালের সার্ভে ম্যানুয়েল, ১ ভাগ, ৭ অধ্যায় ১৭ (খ ১) বিধান দ্রষ্টব্য।

স্বত্বের লিখন প্রথম প্রকাশ-করণ ও সংশোধনকরণ ও চূড়ান্ত প্রকাশ করণের কথা।

১০৩ ক ধারা। (১) স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও নির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া ঐ পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিবেন, এবং উক্ত কাল মধ্যে ঐ লিখনের কোন লেখা সম্বন্ধে কিম্বা ঐ লিখন হইতে কোন কথা ছাড় হইয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায় তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল বিধি নির্দ্দেশ করেন তদনুসারে ঐ আপত্তিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তাহার নিষ্পত্তি হইলে এবং ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা যাইতেছে বা শীঘ্রই হইবে যদি এরূপ হয় তবে বন্দোবস্তি জমাবন্দি ১০৪চ ধারার (৩) প্রকরণানুসারে লিখনের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে পর রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত লিখন চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উহা চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করাইবেন এবং উক্ত লিখন যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে, ঐরূপ প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশের নিমিত্ত (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণমতে পৃথক্ পৃথক্ লিখনের পাণ্ডুলেখ্য বা চূড়ান্ত লিখন প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

নোট।—এই ধারা পুরাতন আইনের ১০৫ ধারার সমতুল্য এবং তন্মতে স্বত্বের লিখনের খসড়া প্রচার কালে কোন ব্যক্তিবিশেষ তদ্বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারিবেন এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী সরাসরি মতে তাহার বিচার করিবেন। এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে কোন আপীল কি খাস আপীল চলিতে পারে না, কিন্তু এই হুকুম পরবর্ত্তী মোকদ্দমায় দোবরা দোষ জন্মাইবে না, কোরবান আলী 'বনাম' মোফরাজী ২৮ কলি ৭১৫।

কর ধার্য্য না হইয়া যদি কেবল স্বত্বের খসড়া লিখন প্রস্তুত হয় তৎকালের বিরোধ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত নহে ২ কলি, ল, জ, ২২ (নোটস্)।

এই ধারামতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত কালে রাজস্ব কর্মচারিগণ দখল অনুযায়ী মালিকের স্বত্ব লিখিবেন, প্রমানাথ 'বনাম' নন্দরাণী ১২ কলি, উ, নো, ৮।

বিনা আপত্তিমূলে, স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর জমীদার খাজানা নির্দ্ধারণের দরখাস্ত করিলে তৎকালে প্রজা যদি দখলীস্বত্ব এবং অংশ বিশেষে স্থায়ী (সেটেল্ড) প্রজা বলিয়া আপত্তি করে তাহা গ্রাহ্য হইবে না, কারণ, বন্দোবস্তকারী কর্মচারীর এ অবস্থায় উহার বিচার করিবার অধিকার নাই, শম্ভু, 'বনাম' পূর্ণ ৩২ কলি ১৭৬। এই সমস্ত বিরোধ ১০৬ ধারা মূলে উপযুক্ত কোর্ট ফী দিয়া আপত্তি দাখিল করিলে বিচার হইবে, ১২ কলি, উ, নো, ১২১।

এই ধারামতে বিচারকালে, রাজস্ব কর্মচারী দেওয়ানী কার্য্যবিধির উল্লিখিত বিধি ক্রমে যদি বিচার না করেন কিম্বা তাহার কার্য্যপ্রণালী যদি বেদাড়া হয়, তাহা হইলেও তদ্বিরুদ্ধে আপীল কিম্বা খাস আপীল চলিবে না, মতরুদ্দী 'বনাম' আমীরুদ্দি, ৩ কলি, ল, জ, ১৩৩।

আপত্তি এবং বিচার সম্বন্ধে ১০৬ ধারা দ্রষ্টব্য।

এই ধারামতে আপত্তির দরখাস্তে কোর্টফী ষ্টাম্প লাগিবে না, কিন্তু ঐ সমস্ত আপত্তি (১) প্রকরণমতে খসড়া স্বত্বের লিখন ছাপা হওয়ার পূর্ব্বে করা আবশ্যক, ইণ্ডিয়া গেজেট প্রথমভাগ ৩১ পৃষ্ঠা ১৮৯৯ সালের ২১শে জানুয়ারি তারিখ দ্রষ্টব্য। এবং স্বত্বের লিখনের নকল লওয়ারও খরচ লাগিবে না ১৯০৫ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখের ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ৪৩৩৪ নং নোটিফিকেসন দ্রষ্টব্য।

স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওনের এবং উহার শুদ্ধতার সম্বন্ধে অনুমানের কথা।

বঙ্গ।

১০৩খ ধারা। (১) কোন মোকদ্দমায় বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে এই অধ্যায়মতে প্রস্তুত ও প্রকাশিত কোন স্বত্বের লিখন কিম্বা যথারীতি সার্টিফিকেটযুক্ত উহার নকল কিম্বা উহার কোন উদ্ধৃতাংশ উপস্থিত করা হইলে, ঐ স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত

পূর্ববঙ্গ।

১০৩খ ধারা। ১০৩ (ক) ধারা অনুযায়ী কোন স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী,* বোর্ড অব্ রেভিনিউ সাধারণ বা বিশেষ কোন হুকুমদ্বারা যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দেন, সেই সময় মধ্যে উহা, চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে এবং তারিখ

বঙ্গ ।

করা হইয়াছে ইহা স্পষ্টাক্ষরে অস্বীকার করা না গেলে, উহা তদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইবে, এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী কিম্বা যে স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের সহিত ঐ স্বত্বের লিখনের সম্পর্ক তাহা যে জিলায় সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অবস্থিত সেই জিলার কালেক্টর, কোন স্বত্বের লিখন এই অধ্যায়মতে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে ইহার নির্দ্দেশ করিয়া আপনার স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট দিলে, তাহা উক্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে ।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধে এরূপ ব্যক্ত করিতে পারিবেন যে, ঐ স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামের নিমিত্ত স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন উক্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে ।

(৩) তদ্রূপে প্রকাশিত কোন

পূর্ব্ববঙ্গ ।

উল্লেখে তাহার নির্দ্দেশ করিয়া সার্টিফিকেট্ দিবেন এবং সেই সার্টিফিকেটে নিজের নাম ও পদের উল্লেখ করিয়া তারিখ যুক্তে নাম দস্তখৎ করিবেন ।

(২) চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করার সার্টিফিকেট্ কিম্বা তদভাবে যে স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের সহিত ঐ স্বত্বের লিখনের সম্পর্কে, তাহা যে জিলায় সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অবস্থিত সেই জিলার কালেক্টার কোন স্বত্বের লিখন কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে ইহার নির্দ্দেশ করিয়া আপনার স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট দিলে, তাহা উক্তরূপে সেই তারিখে প্রকাশিত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবে ।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধে এরূপ ব্যক্ত করিতে পারিবেন যে, ঐ স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামের নিমিত্ত স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন উক্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে ।

(৪) কোন মোকদ্দমায় বা

আছে, তৎসত্ত্বেও সেই ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন ; এবং

(গ) একটী বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্তুত করিবেন।

নোট।—পুরাতন দশম অধ্যায়ের ১০৪ ধারামতে বিচার্য্য পদ্মানন্দ 'বনাম' বাজ, ২০ কলি, ৫৭৭ উল্লিখিত নজীরে ইহা ধার্য্য হইয়াছিল যে বন্দোবস্ত কর্ম্মচারী এই ধারামূলে প্রজার জোত বহির্ভূত অতিরিক্ত ভূমির কর ধার্য্য করিতে পারেন ; কিন্তু যদি প্রজার জোত বহির্ভূত অন্য জমির সহিত ঐ অতিরিক্ত ভূমি সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে এই ধারা খাটিবে না।

পুরাতন ১০ম অধ্যায়ের ১০৪ ধারার ২ প্রকরণ এই আইনের ৫২ ধারা কর্তৃক পরিচালিত। ইহা গৌরীপাত্র 'বনাম' রাইলি ২০ কলি, ৫১৯ পৃষ্ঠার নজীরে ধার্য্য হইয়াছিল।

বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারী খাথেরাজ সিদ্ধ কি অসিদ্ধ তাহা বিচার করিয়া এই ধারামতে জমা ধার্য্য করিতে পারিবেন না, রাধাকিশোর 'বনাম' দুর্গানাথ ৩২ কলি, ১৩২।

১৮৯৮ সালের পূর্ব্বে এই ধারামতে জমা ধার্য্যের হুকুম ১০৭ ধারামতে ডিক্রীর তুল্য কিন্তু পরে আনীত খাজানার মকদ্দমায় উহা দোবরা দোষ জন্মাইবে না, মহিম 'বনাম' কালীতারা ১১ কলি, উ, নো, ১০২৮।

এইক্ষণ এই ১০৪ ধারার ২ প্রকরণ অনুসারে জমা ধার্য্য হইলে তাহা ১০৭ ধারা মূলে দেওয়ানী আদালতে ডিক্রীস্বরূপ গণ্য হইবে এবং পরবর্তী খাজানার মকদ্দমায় দোবরাদোষ জন্মাইবে, ব্রহ্মানন্দ 'বনাম' অর্জ্জুন রাউৎ ১ কলি, ল, জ, ৩১০ ; কিন্তু স্পেশাল জজের নিকট আপীল করিয়া উহার প্রতিকার করা যাইতে পারে, দুর্গাচরণ 'বনাম' হাতেম ২৯ কলি, ২৫২।

এই ভাগানুসারে খাজনা ধার্য্য করিবার ও বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

১০৪ক ধারা। (১) এই ভাগানুসারে খাজনা ধার্য্য করিবার ও বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনার্থ, রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত প্রণালীগুলির কোন এক বা একাধিক প্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবেন, অথবা অংশতঃ উহার একটী প্রণালী ও অংশতঃ অপর একটি প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিবেন অর্থাৎ—

(ক) যতটাকা খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপে দেয়, যদি কোন স্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজা তৎসম্বন্ধে পরস্পর সম্মত হন তাহা হইলে যে খাজনা সম্বন্ধে ঐরূপে সম্মত হওয়া হইল তাহা যে উপযুক্ত ও ন্যায্য রাজস্ব কর্ম্মচারী ইহা বুঝিয়া দেখিবেন, এবং তিনি এরূপ বুঝিলে ঐ

খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বলিয়া ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে কিন্তু না বুঝিলে পারা যাইবে না।।

(খ) রাজস্ব কর্ম্মচারী যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বলিয়া বিবেচনা করেন স্বয়ং তাহার প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং যত টাকা ঐরূপে প্রস্তাব করা যায় তাহা প্রজাকর্ত্তৃক মুখের কথায় বা লিখিয়া গ্রাহ্য করা হইলে এবং যদি ভূম্যধিকারী উপস্থিত হইবার নোটীস পাইবার পর আপত্তি না করেন, তবে তদ্রূপে প্রস্তাবিত ঐ খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বলিয়া ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

(গ) যদি ভাবগতিক দেখিয়া রাজস্ব কর্ম্মচারী এরূপ বিবেচনা করেন যে কোন স্থানে, মহাল মধ্যস্বত্ব বা গ্রামের বা তাহার অংশের নিমিত্ত কিম্বা কোন স্থান, মহাল মধ্যস্বত্ব বা গ্রামের বা তাহার অংশের প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারী ও রাইয়তদের ও কোর্ফা রাইয়তদের কর্ত্তৃক খাজানার যে হার বা যে হার উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপে দেয়, তাহা দেখাইয়া একটী হারের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহা হইলে তিনি একটী হারের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং পশ্চাল্লিখিত প্রকারে ঐ সকল হার ধরিয়া সকল বা কোন খাজানা ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(ঘ) ১০৩ক ধারার (১) প্রকরণানুসারে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে যে সকল বর্ত্তমান খাজানা লিপিবদ্ধ করা আছে, রাজস্ব কর্ম্মচারী ত বহাল রাখিয়া অথবা ঐ সকল খাজানা বর্দ্ধিত করিয়া বা হ্রাস ব সকল বা কোন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন খাজ ঐরূপে ধার্য্য করিবার সময়ে ৬ হইতে ৯ পর্য্যন্ত ধারার, ২৭ হইতে পর্য্যন্ত ধারার, ৩৮, ৩৯ ও ৪৩ ধারার, ৫০ হইতে ৫২ পর্য্যন্ত ধারার, ও ১৯১ ধারার নির্দ্দিষ্ট মুল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর নাম যাহাদের খাজানা ধ হইয়াছে এরূপ প্রত্যেক প্রজার নাম এবং ঐরূপ প্রত্যেক প্রজ পার্শ্বে যে পরিমাণে ভূমি লিখিত হয় তন্নিমিত্ত তাহার দেয় খাজান বস্তি জমাবন্দিতে প্রদর্শিত হইবে।

হারের তালিকায় যাহা থাকিবে তাহার কথা।

১০৪খ ধারা। (১) যদি হারের তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে তাহাতে নিম্ন-লিখিত বিষয় নির্দ্দিস্ট হইবে ;—

(ক) রাজস্ব কর্ম্মচারী জমীর রকম, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও ঐরূপ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে শ্রেণী বা যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত খাজানার একটী হার বা ভিন্ন ভিন্ন হার ধার্য্য করা আবশ্যক বা সাধ্য বিবেচনা করেন তাহা ; এবং

(খ) এরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমিভোগকারী যে প্রজাদের খাজানার পরিবর্ত্তন হইতে পারে খাজানার যে হার বা যে যে হার তাহাদের কর্ত্তৃক উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দেয় তাহা।

তালিকা সেই স্থানে প্রকাশ করিবার কথা।

(২) রাজস্ব কর্ম্মচারী হারের তালিকা প্রস্তুত করিলে পর ঐ তালিকা যে স্থান, যে মহাল, মধ্যস্বত্ব বা গ্রাম সম্বন্ধে করা হয় তিনি তথায় উহা জিলার প্রচলিত দেশীয় ভাষায় ও নির্দ্দিস্ট প্রকারে প্রকাশ করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর আপত্তির নিষ্পত্তি করিবার কথা।

(৩) কোন ব্যক্তি হারের তালিকার কোন লেখা সম্বন্ধে আপত্তি করিলে ঐ তালিকার ঐরূপ প্রকাশ করণের পর এক মাস কালের মধ্যে রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন, এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐরূপ কোন আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ও ঐ তালিকা পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত করিতে পারিবেন।

তালিকা উপরিতন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করিবার কথা।

(৪) যদি উক্ত একমাস কালের মধ্যে কোন আপত্তি করা না হয় তাহা হইলে, কিম্বা যে স্থলে আপত্তি করা হয় সে স্থলে, তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজস্ব কর্ম্মচারী স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে প্রণীত বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষ এই ভাগানুসারে প্রস্তুত করা তালিকা ও জমাবন্দী দৃঢ় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন (এই আইনের পরে ইহাকে দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ বলা হইলে) তাঁহার নিকট আপনার প্রস্তাব সকলের হেতুর সম্পূর্ণ বিব-

রণ সমেত আপন কার্য্য বিবরণ অর্পণ করিবেন এবং কোন আপত্তির দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহা পইয়া দিবেন।

দৃঢ়কারী *কর্ত্তৃপক্ষের, কার্য্যের কথা।

(৫) দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ (৪) প্রকরণানুসারে অর্পিত কোন তালিকা মঞ্জুর করিতে পারিবেন, অথবা উহা নামঞ্জুর করিতে পারিবেন অথবা যে প্রকারে উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই প্রকারে উহা সংশোধিত করিতে পারিবেন এবং ঐ তালিকার সহিত প্রেরিত কিম্বা তাহার পরে উপস্থিত করা কোন আপত্তি সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন অথবা বিষয়টী অধিকতর তদন্তের জন্য ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

তালিকার ফলের কথা।

(৬) হারের তালিকা দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক দৃঢ়ীকৃত হইলে ঐ তালিকা প্রস্তুত করণার্থ কার্য্য যে এই আইনানুসারে যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছে তালিকা দৃঢ়ীকরণসূচক আজ্ঞাই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে এবং এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারিবে যে প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর প্রজার যে হার তালিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা যে স্থান সম্বন্ধে ঐ তালিকা করা হইয়াছে, সেই স্থানের অন্তর্গত সেই শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত দেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

হারের তালিকা খাটাইবার কথা।

১০৪ গ ধারা। ১০৪ খ ধারার (৫) প্রকরণানুসারে হারের তালিকা দৃঢ় করা হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী প্রত্যেক মধ্যস্বত্বের পরিমাণের বা কোন রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তের প্রত্যেক যোতের পরিমাণের উপর ঐ তালিকায় লিখিত হার ধরিয়া সকল বা কোন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন এবং বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

*কিন্তু রাজস্ব কর্ম্মচারী যে বিশেষ স্থলে উক্ত হার খাটান অনুপযুক্ত বা অন্যায্য বিবেচনা করেন সে স্থলে উহা খাটাইতে বাধ্য হইবেন না।

১০৪ ঘ ধারা। ১০৪ খ ধারানুসারে হারের তালিকা প্রস্তুত করিবার ও ১০৪ গ ধারানুসারে খাজানা ধার্য্য করিবার সময় রাজস্ব কর্ম্মচারী স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎপক্ষে যে সকল বিধি প্রণীত করেন তাহা মানিয়া চলিবেন এবং যতদূর হইতে পারে ও উক্ত ১০৪ গ ধারার নিয়মবিধি মানিয়া এই আইনের যে সকল সাধারণ নিয়মে খাজানা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

হারের তালিকা প্রস্তুত ও তদনুসারে খাজানা ধার্য্য করিবার সময়ে যে সকল বিধি ও নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে তাহার কথা।

১০৪ ঙ ধারা। (১) কোন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা গ্রামের বা তাহার কোন অংশের নিমিত্ত বন্দোবস্তি জমা-বন্দী প্রস্তুত করা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট প্রকারে এক নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত উহার একখানি পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করাইবেন এবং প্রকাশ করণের কালের মধ্যে ঐ পাণ্ডুলেখ্যের কোন লেখা সম্বন্ধে বা কোন কথা ছাড় হওয়া সম্বন্ধে কোন আপত্তি করা হইলে তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল বিধি নির্দ্দেশ করেন তদনুসারে ঐ সকল আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন।

বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রথম প্রকাশ করিবার ও সংশোধন করিবার কথা।

(২) বন্দোবস্তি জমাবন্দী ১০৪ চ ধারানুসারে দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করিবার পূর্ব্বে রাজস্ব কর্ম্মচারী যে কোন সময়ে আপন প্রবৃত্তিমতে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত কোন পক্ষের প্রার্থনামতে তল্লিখিত কোন খাজানার পুনরালোচনা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যাবৎ সম্পর্কযুক্ত পক্ষদিগকে উপস্থিত হইবার ও ঐরূপ কোন লেখা পুনরালোচনা করিবার বিষয়ে তাঁহাদের বক্তব্য শুনা যাইবার যুক্তিযুক্ত নোটীস দেওয়া না হয়, তাবৎ ঐরূপ কোন লেখার পুনরালোচনা করা যাইবে না।

বন্দোবস্তি জমাবন্দির চূড়ান্তরূপ পুনরালোচনা ও তাহা স্বত্বের লিখনের অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা।

১০৪ চ ধারা। (১) ১০৪ ঙ ধারামতে সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আপনার প্রস্তাব সকলের হেতুর সম্পূর্ণ বিবরণ এবং কোন আপত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে যে সকল আপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমেত ঐ বন্দোবস্তি জমাবন্দী অর্পণ করিবেন।

(২) দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ সংশোধন সহিত বা সংশোধন ব্যতীত ঐ বন্দোবস্তি জমাবন্দী মঞ্জুর করিতে পারিবেন কিম্বা পুনরালোচনার নিমিত্ত উহা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু যাবৎ সম্পর্কযুক্ত পক্ষদিগকে উপস্থিত হইবার জন্য ও কোন লেখা সংশোধিত করিবার বা ছাড় কথা পূরণ করিবার বিষয়ে তাঁহাদের বক্তব্য শুনা যাইবার জন্য যুক্তিযুক্ত নোটীস দেওয়া না হয়, তাবৎ ঐরূপ কোন লেখা সংশোধিত করা বা ছাড় কথা পূরণ করা যাইবে না।

(৩) দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বন্দোবস্তি জমাবন্দী মঞ্জুর করা হইলে পর, রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহা চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন, এবং তাহা ১০৩ ক ধারানুসারে স্বত্বের লিখনের যে পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশিত হয় তাহার অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

নোট।—এই ধারামতে অবধারিত জমা, চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব্বে, ঐ জমা সংক্রান্ত কোন বিষয়ের জন্য দরখাস্ত করিতে হইলে, কোন কোর্ট ফী লাগিবে না। কোর্ট ফী আইনের ১৯ ধারা ৯ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

উপরিতন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আপীল ও তৎকর্ত্তৃক পুনরালোচনার কথা।

১০৪ ছ ধারা। (১) স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রাজস্ব কর্ম্মচারী ১০৪ খ ধারার (৩) প্রকরণ বা ১০৪ঙ ধারামতে কৃত কোন আপত্তি সম্বন্ধে] যে সকল আজ্ঞা করেন তাহার প্রত্যেকের বিরুদ্ধে, ঐ আজ্ঞার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে আপীল রুজু করা হইলে আপীল হইতে পারিবে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, বিধিক্রমে যে উপরিতন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ করেন, ঐ আপীল সেই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইবে।

(২) রেবিনিউ বোর্ড এই ভাগানুযায়িক কোন মোকদ্দমায় আপন প্রবৃত্তিগতে বা উহার নিকট প্রার্থনা করা হইলে যে কোন স্বত্বের লিখন বা উহার কোন অংশ চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে উহার পুনরালোচনার আদেশ করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই আদেশক্রমে যেন কোন দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ১০৪জ ধারামতে কৃত কোন আজ্ঞার ব্যাঘাত না হয়।

কিন্তু যাবৎ সম্পর্কযুক্ত পক্ষদিগকে উপস্থিত হইবার ও ঐরূপ কোন আদেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য শুনা যাইবার যুক্তিযুক্ত নোটীস দেওয়া না হয়, তাবৎ ঐরূপ কোন আদেশ করা যাইবে না।

নোট।—এই ধারার ১ প্রকরণ মতে আপীলে ॥৹ আট আনার কোর্ট ফী লাগিবে, এবং ২ প্রকরণ মতে আপীলে ১৲ টাকার কোর্ট ফী লাগিবে। কোর্ট ফী আইনের দ্বিতীয় তফশীলে ১ (খ) ও ১ (গ) প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

খাজানা সম্বন্ধীয় বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকারের কথা।

১০৪জ ধারা। (১) ১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারানুসারে প্রস্তুত করা এবং ১০৩ক ধারামতে যে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অন্তর্ভুক্ত কোন বন্দোবস্তি জমাবন্দির ধার্য্য কোন খাজানা সম্বন্ধীয় কোন লেখা দ্বারা, কিম্বা ঐরূপ কোন বন্দোবস্তি জমাবন্দিতে লিখিবার নিমিত্ত কোন খাজানা ধার্য্য করিতে ছাড় হওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে তিনি ঐ লেখা যে ভুমির সম্বন্ধে, কিম্বা যে ভুমির সম্বন্ধে, ঐ ছাড় হইয়াছে তাহার নিমিত্ত মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার অধিকার যে দেওয়ানী আদালতের থাকে, সেই দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে এরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে কিম্বা কোন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ১০৪ছ ধারানুসারে আপীল করা হইয়া থাকিলে ঐ আপীল নিষ্পত্তির সময় হইতে ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

(৩) ঐরূপ মোকদ্দমা পশ্চাল্লিখিত কোন হেতুতে উপস্থিত করা

যাইতে পারিবে, অপর কোন হেতুতে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ ;—

(ক) ভূমি খাজনা দিতে দায়ী নয় ;

(খ) ভূমি নিষ্কর ভোগ করা হয় বলিয়া স্বত্বের লিখনে লিখিত হইলেও, খাজনা দিতে দায়ী ;

(গ) ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ নাই ;

(ঘ) ভূমি বিশেষ কোন মহাল বা প্রজাস্বত্বের অংশ বলিয়া অন্যায় করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কিংবা কোন মহাল বা প্রজাস্বত্বের ভূমি হইতে অন্যায় করিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে ;

(ঙ) স্বত্বের লিখনে প্রজা যে শ্রেণীভুক্ত বলিয়া লিখিত হইয়াছেন তিনি তাহা হইতে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ;

(চ) রাজস্ব কর্ম্মচারী ১১০ ধারার (ক) দফার বিধানানুসারে ধার্য্য খাজনা আমলে আসা মুলতুবী রাখেন নাই কিংবা যে তারিখ হইতে ঐ ধার্য্য খাজনা ঐ দফানুসারে আমলে আসিবে তাহা অন্যায় করিয়া ধার্য্য করিয়াছেন।

বঙ্গ।

(ছ) প্রজাস্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুষঙ্গগুলি অথবা প্রজাস্বত্বের বিষয়ীভূত জমিসংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার লিপিবদ্ধ করা হয় নাই অথবা অন্যায় করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

বঙ্গ।

(জ) প্রকরণ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ।

(ছ) প্রজাস্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুষঙ্গগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় নাই অথবা অন্যায় করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ।

(জ) প্রজাস্বত্বের বিষয়ীভূত জমী সংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার লিপিবদ্ধ করা হয় নাই অথবা অন্যায় করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত লেখাটি যে ভূমি সম্বন্ধীয় কিংবা যে ভূমি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথা ছাড় হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সেই ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা না

হইলে, ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠীত শ্রীযুক্ত ষ্টেট্ সেক্রেটারী সাহেবকে প্রতিবাদী করা যাইবে না।

(৪) আদালত যদি দেখেন যে ধার্য্য খাজনা সম্বন্ধীয় লেখা অশুদ্ধ তাহা হইলে তিনি (৩) প্রকরণের লিখিত (ক) স্থলে বা (গ) স্থলে কোন খাজানা দেয় নয় বলিয়া ব্যক্ত করিবেন এবং অপর কোন স্থলে উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করিবেন।

এবং উক্ত (৩) প্রকরণের (চ) বা (ছ) দফার লিখিত কোন স্থলে যে তারিখ হইতে ধার্য্য খাজনা আমলে আসিবে আদালত তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ লেখা সম্বন্ধে যেরূপ আজ্ঞা করা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা করিতে পারিবেন।

(৫) আদালত কোন খাজনা দেয় নয় বলিয়া (৪) প্রকরণমতে ব্যক্ত করিলে, স্বত্বের লিখনে বিপরীত ভাবের যে লেখা থাকে তাহা রহিত হইল বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

(৬) ৪ প্রকরণমতে উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করিবার সময়ে আদালত ঐ একই বন্দোবস্তি জমাবন্দীর অন্তর্গত সেই শ্রেণীর অপর মধ্যস্বত্ব বা যোতের যে সকল খাজানা ১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারামতে ধার্য্য করা হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন।

(৭) আদালত (৪) প্রকরণমতে যে খাজানা ধার্য্য করেন তাহা বন্দোবস্তি জমাবন্দীর লিখিত খাজানার পরিবর্ত্তে যথাবিধি ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

(৮) এই ধারার বিধানানুসারে ভিন্ন, ১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারানুসারে কোন খাজানা ধার্য্যকরণ সম্বন্ধে বা কোন খাজানা ধার্য্য করিতে ছাড় হওয়া সম্বন্ধে কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(৯) কোন দেওয়ানী আদালত এই ধারামতে চূড়ান্ত আজ্ঞা বা ডিক্রী দিলে উহা জিলার কালেক্টরকে বিজ্ঞাপিত করিবেন।

নোট।—এই ধারার সংশোধন বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে পৃথক ভাবে হইয়াছে তাহা উপরে দেখান গেল।

স্বত্বের লিখনের কথা (এণ্ট্রী) সংশোধন করিতে হইলে এই ধারা মতে করিতে হইবে। বাদীর প্রতিকার প্রার্থনা যদিও ১১১ (ক) ধারার মধ্যে আসে তথাপি ৬ মাস পরে এই ধারার ২ প্রকরণ মতে উহা বারিত হইবে, পলোয়ান 'বনাম' সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ১২ কলি, উ, নো, ১০৭ (নোটস্)।

এই ধারার ৩ প্রকরণের (ক) হইতে (ছ) উপপ্রকরণ গুলিন গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব রক্ষা করিবার জন্য এবং ধার্য্য জমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এই প্রকরণ গুলিন, লিখিত প্রজার বিরুদ্ধে খাজানার মোকদ্দমা করিতে বাধা জন্মাইবে না, নছরউল্লা 'বনাম' আমির উদ্দি ৩ কলি, ল, জ, ১৩৩।

১০৪ (ক) হইতে ১০৪ (চ) ধারা অনুযায়ী রেকর্ড রাইটে খাজানা ধার্য্যের এণ্ট্রি যদি ১০৪ ধারামতে মোকদ্দমা দ্বারা রদ করা না হয়, তবে ঐ এণ্ট্রি চূড়ান্ত হইবে। এবং বন্দোবস্ত কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সম্পাদিত কবুলিয়তে যদি এরূপ সর্ত্ত থাকে যে জমীর পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খাজানা বৃদ্ধি হইবে তথাপি পুনরায় বৃদ্ধির মোকদ্দমা অচল হইবে, প্রসন্ন 'বনাম' রচিমুদ্দীন, ১৭ কলি, উ, নো, ১৫৩।

১০৪ ঝ ধারা। যে সমস্ত খাজানা ১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারামতে ধার্য্য হইয়া ১০৩ক ধারানুসারে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত কোন স্বত্বের লিখনে লিখিত হয়, কিম্বা ১০৪ছ (ধারামতে ধার্য্য করা হয় তাহা) ১০৪জ ধারার বিধান মান্য করিয়া শুদ্ধরূপে ধার্য্য করা হইয়াছে ও এই আইনের অর্থানুসারে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

১০৪ক হইতে ১০৪ছ পর্য্যন্ত ধারানুসারে ধার্য্য খাজানা সম্বন্ধে অনুমানের কথা।

নোট।—এই ১০ম অধ্যায়ের ২য় ভাগ অনুসারে জমা ধার্য্য হইয়া চূড়ান্ত হইলে, এই ধারা মূলে উহা অকাট্য প্রমাণীভূত হইবে, এবং তদ্বিরুদ্ধে কোন প্রকার সাক্ষী সাবুদ করা চলিবে না, অম্বিকা 'বনাম' জয়চন্দ্র ১৩ কলি, উ, নো, ২১০।

তৃতীয় ভাগ।—যে সকল স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না, কিম্বা শীঘ্রই হইবে না, সেই সকল স্থলে খাজানা ধার্য্যকরণ ও বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার কথা।

১০৫ ধারা। (১) যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না, কিম্বা শীঘ্রই হইবে না, সেই স্থলে ভূম্যধিকারী বা প্রজা ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে খাজনা ধার্য্য হইবার প্রার্থনা করিলে,

যে সকল স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না কিম্বা শীঘ্রই হইবে না সেই সকল স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক খাজানা ধার্য্য হইবার কথা।

প্রজা যে ভূমি ভোগ করে রাজস্ব কর্ম্মচারী সেই ভূমির সম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবেন।

ব্যাখ্যা।—কোন উপরিতন ভূম্যধিকারীর মহাল বা মধ্য-স্বত্ব বা তাহার অংশ কিয়ৎকালের জন্য ইজারা দেওয়া হইয়া থাকিলেও তিনি খাজানা ধার্য্য হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে না, কিম্বা শীঘ্রই হইবে না, সেই স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী যদি ১০২ ধারার ঞ দফানুসারে এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন যে, যে ভূমি নিষ্কর ভোগ করিবার দাওয়া করা হয় তাহার দখলীকার খাজনা না দিয়া তাহা ভোগ করিবার স্বত্ববান নহেন এবং ভূম্যধিকারী বা দখলীকার ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে খাজনা ধার্য্য হইবার প্রার্থনা করেন তাহা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(৩) আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনে যাহা কিছু আছে, তৎসত্ত্বেও (১) প্রকরণ বা ২ প্রকরণানুযায়িক প্রত্যেক প্রার্থনা-পত্রে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যেরূপ নির্দ্দেশ করেন তদ্রূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(৪) এই ধারামতে খাজানা ধার্য্য করিতে হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় তাবৎ রাজস্ব কর্ম্মচারী বর্ত্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন এবং খাজানা বাড়াইবার বা স্থলভেদে কমাইবার বিষয়ে এই আইনে দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) এই ধারানুযায়িক কোন স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া বিবেচনা করেন পক্ষদিগের নিকটে তাহার প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং যে খাজানার ঐরূপে প্রস্তাব করা যায়, তাহা পক্ষেরা মুখের কথায় বা লিখিয়া গ্রাহ্য করিলে উপযুক্ত খাজানা বলিয়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে ও তাহা এই আইনানুসারে যথারীতি ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) যত টাকা খাজানা উপযুক্ত, কোন স্থলে পক্ষেরা তৎসম্বন্ধে রফা করিয়া বা অন্য রকমে পরস্পর সম্মত হইলে, যে খাজনা সম্বন্ধে ঐরূপে সম্মত হওয়া হইল তাহা যে উপযুক্ত ও ন্যায্য রাজস্ব কর্ম্মচারী ইহা বুঝিয়া দেখিবেন, এবং তিনি ঐরূপ বুঝিলে যে খাজানা সম্বন্ধে ঐরূপে সম্মত হওয়া হইল তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন, কিন্তু না বুঝিলে, করিবেন না। তিনি ঐরূপ না বুঝিলে (৪) ও (৫) প্রকরণের বিধানানুসারে স্বয়ং উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

বঙ্গ।

(৭) প্রকরণ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ।

(৭) প্রজাস্বত্বের অন্তর্গত ভূমি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হইলে তৎ-স্থান সম্বন্ধে যদি পৃথক্ স্বত্বের লিখন প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে (১) প্রকরণ উল্লিখিত তামাদি কাল এই প্রজাস্বত্বের কথা (এণ্ট্রী) যে শেষ স্বত্বের লিখনে থাকে তাহার চূড়ান্ত প্রকাশ সূচক সার্টিফিকেট্ বাহির হইবার তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে।

নোট।—এই ধারামতে জমা ধার্য্য হইয়া লিখন প্রস্তুত হইলে তাহা ডিক্রী তুল্য গণ্য হইবে, আবদুল রসীদ 'বনাম' যোগেশচন্দ্র ১১ কলি, উ, নো, ১৫৩। এই দশম অধ্যায় মতে কার্য্য-প্রণালীক্রমে বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারী যদি ধার্য্য করেন যে প্রজার দাবীভুক্ত জমী লাখেরাজ নহে এবং তজ্জন্যে জমা ধার্য্য হয়, তাহাহইলে দেওয়ানী আদালতে আনীত মোকদ্দমা চলিতে পারিবে না। ১৮৯৮ সালের ৩ আইনের (অর্থাৎ এই খাজানা সংশোধন বিষয়ক আইন) ৯ ধারা মতে ঐরূপ মোকদ্দমা বারিত হইবে, নবীন 'বনাম' রাধাকিশোর ১১ কলি, উ, নো, ৮৫৯।

১০৫ ধারামতে দরখাস্তে যদি স্বত্বের লিখনের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আপত্তি থাকে তাহা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ১০৬ ধারা মতে দরখাস্ত করার জন্য আর্জ্জি ফেরত দিবেন, ১৯০৯ সালের সেট্ল্, ম্যানু, ৯ম অধ্যায় ২য় ভাগ, পাতা ১২০, নিয়ম ৪৯০ দ্রষ্টব্য। যদি একটি মৌজা একাধিক গ্রামের মধ্যে স্থিত হয়, এবং দ্বিতীয় গ্রামের জরীপ হইয়া স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইতে

বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে বাদী এক গ্রামের অংশের মোত সম্বন্ধে আর্জি দিবেন, দ্বিতীয় গ্রাম জরীপ হইলে পুনরায় ঐ গ্রাম সম্বন্ধে আর্জি দিবেন; কিন্তু সমস্ত মোতের মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; এবং এক যোগে উভয় মোকদ্দমার বিচার হইবে। ঐ ম্যানুয়েলের ১২৯ পৃষ্ঠা ৪৮৬ নিয়ম দ্রষ্টব্য।

এই ধারা এবং ১০৬ ধারা মতে মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী, পক্ষের দরখাস্ত মূলে স্বয়ংই ডিক্রীজারীক্রমে মোকদ্দমার খরচা আদায় করিয়া দিবেন, ১৯০৩ সালের মার্চ্চ এবং সেটেলমেণ্ট্ ম্যানুয়েলের তৃতীয় ভাগ ৯ম অধ্যায়ের ৮ ধারা, ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ডিক্রী পাস্ হইবার পর রাজস্ব কর্ম্মচারী স্থানান্তরিত হইলে, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নবাগত রাজস্বকর্ম্মচারী ঐ ডিক্রী জারী করিতে পারিবেন, ১৯০৮ সালের সেট ম্যান, ১০ম অধ্যায়, ২য় ভাগ, নিয়ম ৫১৯, ৫২০, পৃষ্ঠা ১৩৬, ১৩৭ দ্রষ্টব্য।

এই দশম অধ্যায় মতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইলে পর এই ১০৫ ধারা মতে জমা ধার্য্যের দরখাস্তে প্রত্যেক মোতের জন্য ॥০ হিসাবে কোর্ট ফী দিতে হইবে; প্রজাদিগের মধ্যে এক বা ততোধিক সরিক থাকিলেও ঐ নিয়ম। সেটেলমেণ্ট্ ম্যানুয়েল ১ ভাগ, ৭ অধ্যায়, পৃঃ ৫৩, ১৭৩ নিয়ম দ্রষ্টব্য, এবং ১০৫ ধারার মতে দরখাস্তের খরচা ভূম্যধিকারী প্রজার নিকট পাইতে অধিকারী, শ্রীনিবাস 'বনাম' রামচন্দ্র, ১৪ কলি, ও, নো ১৮৬।

আনন্দ নামে জমীদার কতকগুলি ব্যক্তিকে তাহার জমীদারীভুক্ত ভূমিতে বন্দোবস্ত দিল। পরে আদালতের বিচারে ঐ সমস্ত ভূমি বিপিনের জমীদারের মধ্যে বলিয়া সাব্যস্ত হইলে পর, বিপিন এই ধারানুসারে খাজানা নিরূপণের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। কারণ এদেশে যে কেবল চুক্তিক্রমে প্রজা মনিব সম্বন্ধ সৃষ্টি হয় তাহা নহে, স্বামির ভূমি দখল করিলেও হয়, কালীপ্রসন্ন 'বনাম' ভবতারণ ১৭ কলি, উ, নো, ৭৪৮।

১০৫ ধারা অনুসারে যে দরখাস্ত করা যায় তাহাকে মোকদ্দমা (suit) বলা যায় না। এজন্য ঐ দরখাস্ত উঠাইয়া লওয়ার সময় পুনরায় নূতনভাবে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি আদালত হইতে না লইলেও, খাদ্য শস্যের দর বৃদ্ধি হেতু পরবর্ত্তী খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমার অন্তরায় হইবে না। ১০৫ ধারার দরখাস্ত উঠাইয়া লইবার আদেশ একটি হুকুম মাত্র; ঐ হুকুম ১০৭ ধারার বিধান মতে ডিক্রী নহে, এ, বি চিন্নিডিক্স 'বনাম' ফুলশী সিং ১৭ কলি, উ, নো, ৪৩৭)

এই ধারার কার্য্যপ্রণালীও বিচার কালে, ১০৩ ধারা সম্পর্কীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া বিচার হইলে হাইকোর্টে দ্বারা আপীল চলিতে পারে। লক্ষ্মীনারায়ণ 'বনাম' শ্রীরামচন্দ্র ১৫ কলি, উ, নো, ৯২১। নচেৎ কেবল ১০৫ ধারার হুকুমের বিরুদ্ধে স্পেশাল জজের নিকট আপীলের বিচারই চূড়ান্ত, ১০৯ ক ধারা দ্রষ্টব্য।

১০৫ ধারা মতে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার পর আপীল আদালত পর্য্যন্ত উহা বহাল থাকে, তৎপর জমির পরিমাণ সম্বন্ধে ভুল প্রকাশ পাওয়ায় মালিক পক্ষে দরখাস্ত মতে এক বৎসর পর উহা সংশোধিত হয়। এবং জমির পরিমাণ

বৃদ্ধি হেতু জমার পরিমাণ বৃদ্ধি হারে সেটেলমেন্ট কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ধার্য্য হইয়া রেকর্ড অফ্ রাইটের এন্ট্রি সংশোধিত হয়। যদিও ১০৮ক ধারা মতে সেটেলমেন্ট কর্ম্মচারীর একবৎসর পর ঐরূপ সংশোধনের ক্ষমতা নাই, তথাপি ১০৩ক ও ১০৫ ধারা এবং সেটেলমেন্ট আদালতের স্বাভাবিক (Inherent) ক্ষমতা মূলে ঐরূপ সংশোধন হইতে পারে; রাজমোহন 'বনাম' আলম গাজি। ১৭ কলি, উ নো, ৬২৫।

এক ভাগানুসারে খাজানার বন্দোবস্ত চলিবার কালের মধ্যে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার মীমাংসার কথা।

১০৫ক ধারা। যে স্থলে এই ভাগানুসারে খাজানার বন্দোবস্তের নিমিত্ত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে নিম্নলিখিত কোন ইস্থ উত্থিত হয়, অর্থাৎ ;—

(ক) ঐ ভূমি খাজানা দিতে দায়ী কি না ;

(খ) ঐ ভূমি স্বত্বের লিখনে নিষ্কর ভোগ করা হইতেছে বলিয়া লিখিত হইলেও খাজানা দিতে দায়ী কিনা ;

(গ) ভূম্যধিকারী-প্রজা সম্পর্ক আছে কিনা ;

(ঘ) ঐ ভূমি ভুল ক্রমে কোন বিশেষ মহাল বা প্রজার দখলী ভূমির অংশ বলিয়া লিখিত হইয়াছে কিনা অথবা কোন মহালের বা প্রজার দখলী ভূমি হইতে ভুলক্রমে বাদ দেওয়া হইয়াছে কিনা,

(ঙ) যে শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া প্রজাকে স্বত্বের লিখনে দেখান হইয়াছে প্রজা তাহা হইতে ভিন্ন কোন শ্রেণীর অন্তর্গত কিনা ;

(চ) প্রজাস্বত্বের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ অথবা ঐ ভূমি সংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, অথবা ভুল করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এরূপ কিনা ;

সেই স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ ইস্থ সম্বন্ধে বিচার করিয়া তাহার মীমাংসা করিবেন এবং তদনুসারে ১০৫ ধারানুসারে খাজানা নির্দ্ধারিত করিবেন।

কিন্তু যে ইস্থ একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা যে সকল পক্ষের অধীনে তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ দাবী করেন, সেই সকল পক্ষগণের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে ও মূলতঃ ইস্থ থাকিয়াছে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে আছে এবং তৎসম্বন্ধে কোন রাজস্বকর্ম্মচারীর সম্মুখে ১০৬ ধারানুসারে উপস্থিত করা

মোকদ্দমায় রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বিচার হইয়া মীমাংসা করা হইয়াছে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে বিচার হইতেছে, রাজস্ব কর্ম্মচারী এই ধারানুসারে সেই ইস্যুর বিচার করিবেন না।

নোট।—এই ধারামতে বিচার্য্য বিষয় পক্ষগণের মধ্যে দেওয়ানী মকদ্দমার স্বরূপ বিচারিত হইবে, এবং বিচারকালে রাজস্ব কর্ম্মচারী, দেওয়ানী আদালতের সমস্তক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন। স্যাম্যুয়েলের ২ ভাগ ৯ অধ্যায় ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১০৫ ধারার মোকদ্দমায় উত্থিত প্রশ্নগুলি যদি এরূপ হয় যে তাহারা যথার্থই ১০৬ ধারার বিচারের বিষয়ীভূত, তাহা হইলে ঐ বিচারের হাইকোর্টে খাস আপীল আছে, লক্ষীনারায়ণ 'বনাম' শ্রীরাম, ১৫ কলি, উ, নো, ৯২১।

কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

১০৬ ধারা। কোন রাজস্বকর্ম্মচারী কোন স্বত্বের লিখনে যে কোন কথা লিখিয়াছেন কিম্বা উক্ত কর্ম্মচারী ঐ লিখন হইতে যে কোন কথা বাদ দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন বিবাদ উত্থিত হইলে, ঐ বিবাদ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যেই হউক, কিম্বা একই মহালের বা পরস্পর নিকটবর্ত্তী মহালগুলির ভূম্যধিকারীদের মধ্যেই হউক কিম্বা প্রজা ও প্রজার মধ্যেই হউক, কিম্বা ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ আছে কি না এই বিষয় লইয়াই হউক, কিম্বা কোন ভূমি খাজানা না দিয়া ভোগ করা হইলে তাহা তদ্রূপে ভোগ করা উচিত কি না এই বিষয় লইয়াই হউক, কিম্বা অন্য কোন বিষয় লইয়া হউক, ঐ বিবাদের নিষ্পত্তির নিমিত্তে এই ভাগানুযায়িক সমস্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ঐ স্বত্বের লিখন এই আইনের ১০৩ (ক) ধারার (২) প্রকরণানুসারে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে আবেদনপত্র দাখিল করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ বিবাদ শ্রবণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎকার্য্য পক্ষে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হয় রাজস্ব কর্ম্মচারী তদধীনে বিশেষ কোন মোকদ্দমা বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমা কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে বিচারার্থে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

এবং যে ইস্থ এই ভাগানুসারে খাজানার বন্দোবস্তের নিমিত্ত কার্য্যানুষ্ঠানে একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা যে সকল পক্ষের অধীনে তাঁহারা বা তাহাদের মধ্যে কেহ দাবী করেন সেই সকল পক্ষের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে ও মূলতঃ ইস্থ থাকিয়াছে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে আছে যে স্থলে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ১০৫ (ক) ধারানুসারে সেই ইস্থর বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে বিচার চলিতেছে সেই স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী এই ধারানুযায়িক কোন মোকদ্দমায় তাহার বিচার করিবেন না।

বঙ্গ।

(২) প্রকরণ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ।

(২) বিরোধীয় ভূমি যে স্থানে অবস্থিত তৎস্থান সম্বন্ধে পৃথক্‌স্বত্বের লিখন প্রস্তুত থাকিলে, (১) প্রকরণ উল্লিখিত তমাদি কাল এই ভূমিসম্বন্ধের কথা (এণ্ট্রী) যে শেষ স্বত্বের লিখনে থাকে তাহার চূড়ান্ত প্রকাশ সূচক সার্টিফিকেট্ বাহির হইবার তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে।

নোট।—১৮৯৬ সালে রেকর্ড অব্ রাইট প্রস্তুত হইবার পরে ভূম্যধিকারী ১৮৯৭ সালে তৎকালের পুরাতন ১০৬ ধারানুসারে লিখন সংশোধন জন্য দরখাস্ত করিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৯৮ সালে সংশোধিত ৩ আইন পাস হওয়ায়, দরখাস্ত বিচারের জন্য সংশোধিত ১০৬ ধারার "পরন্তু" বিধানমতো দেওয়ানী আদালতে পাঠান হইলে সাব্যস্ত হইল যে, সংশোধিত আইন পাস হইবার পূর্ব্বে কার্য্যপ্রণালী আরম্ভ হওয়া স্বত্বেও দেওয়ানী আদালতের উহা বিচারের ক্ষমতা আছে, রহিমদ্দিন 'বনাম' জগৎকিশোর ১২ কলি, উ, নো ৯৮৭।

১৮৯৮ সালের সংশোধিত ৩ আইন পাস হইবার পূর্ব্বে পুরাতন ১০৬ ধারার বিধান মতে প্রতিদ্বন্দ্বী যোত খরিদ্দারের মধ্যে স্বত্বের প্রশ্নের বিচার হইতে পারিত না, পণ্ডিত সর্দ্দার 'বনাম' মিয়াজান ২১ কলি ৩৭৮ এবং ২৭ কলি ৬৬৪ দেখ। এবং যদি রাজস্ব কর্ম্মচারী পুরাতন আইন মতে ঐরূপ স্বত্বের বিচার করিতেন তাহা হইলেও ঐ প্রশ্ন পুনরায় দেওয়ানী আদালতে বিচার হইতে পারিত, সোনাই দাস 'বনাম' কেশব ৮ কলি, উ, নো, ৭৪১। কিন্তু ১৮৯৮ সালের সংশোধিত ৩ আইনের ৯ ধারার বিধান মতে সংশোধিত ১০৬ ধারার বিচার্য্য বিষয় গুলি রাজস্ব কর্ম্মচারী বিচার করিলে ঐ সমস্ত বিচার চূড়ান্ত হইবে, তদ্ভিন্ন নহে, ৮ কলি, উ, নো, ৭৪১।

মাপ নলের দৈর্ঘ্যতা বিষয়ক বিবাদ, রেকর্ড অব্ রাইটের শুদ্ধতা বিষয়ক লিখনের বিষয়ীভূত বিবাদ নহে, এবং উহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না, নবকৃষ্ণ 'বনাম' হরিচরণ ২৬ কলি ৫৫৬; ২২ কলি ৪৪৭। চৌহদ্দি লইয়া বিবাদ হইলেও তদ্রূপ, ইরসাদ আলি 'বনাম' কাঙ্গালদাস ২১ কলি, ৯৩৮।

সংশোধিত আইন মতে "আপত্তি" এবং "বিবাদ" শব্দের অর্থ পৃথক। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে "আপত্তি" গুলি সরাসরি ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং "বিবাদ" গুলি রীতিমত মোকদ্দমার মত নিষ্পত্তি করিতে হইবে, ত্রৈলোক্য 'বনাম' মাফুলিসড্ ২৮ কলি ৩৪। কিন্তু পুরাতন আইনে উহার অর্থ একই ছিল ২৭ কলি ২৫৭। পুরাতন আইন অনুসারে স্পেশ্যাল জজের স্থানীয় নির্দ্ধারিত মাপের সম্বন্ধে বিচারের বিরুদ্ধে ১০৮ ধারামতে খাস আপীল চলিত, মথুরা 'বনাম' উমাসুন্দরী ২৫ কলি, ৩৪। এবং ২১ কলি, ৯৭৫ দেখ।

পুরাতন আইন অনুসারে রেকর্ড অব্ রাইট্ চূড়ান্ত প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেও লিখন বিষয়ক বিবাদের বিচার রাজস্ব কর্ম্মচারী করিলে উহার বিরুদ্ধে আপীল এবং খাস আপীল চলিত, ডেঙ্গুকাজী 'বনাম' নবীনকিশোরী ১ কলি, উ, নো, ২৯৪ (ফুলবেঞ্চ)।

এই ১০৬ ধারার মতে বিচার কালে রাজস্ব কর্ম্মচারী কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভূম্যধিকারীর মধ্যে দখলের প্রশ্ন বিচার করিবেন, স্বত্বের বিষয় বিচার করিতে পারিবেন না, মোহন্ত পদ্মনাভ 'বনাম' লক্ষ্মীরাণী, ১২ কলি, উ, নো, ৮; কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর ১২ কলি, উ, নো, ১০৩২, সেখানে সাব্যস্ত হইয়াছে যে প্রতিদ্বন্দ্বী ভূম্যধিকারীর মধ্যে "লিখন" বিষয়ে শুদ্ধতা বিষয়ক বিবাদ হইলে ১০৬ ধারামতে নালিশ করিতে হইবে, সাধারণতঃ দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিবে না।

রেকর্ড অব্ রাইট্ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইলে পক্ষগণ ১০৬ ধারামতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট আপত্তি করিতে পারেন, এবং এই ধারামতে বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে ষ্ট্যাম্প সমেত আর্জি দাখিল করিতে হইবে, শম্ভুচন্দ্র 'বনাম' পূর্ণচন্দ্র ৩৫ কলি, ১৭৬।

কোর্টফি আইনের ২য় তফশীল আর্টিকেল ১৭ প্রকরণ (৩) অনুসারে ১০৲ টাকার কোর্টফি দিতে হইবে, সতীশ 'বনাম' গোপাল, ১৫ কলি, উ, নো, ১১০; ১২ কলি, ল, জ, ৬৩৮।

রেকর্ড অফ্ রাইটের এণ্ট্রি অর্থাৎ লিখন সংশোধন সংক্রান্ত ১০৬ ধারার মোকদ্দমায় স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক দখলের প্রার্থনা থাকিলে উহা ঐ ধারা মতে বিচার্য্য হইবে না। ঐ মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে বিচার্য্য; কালীসুন্দরী 'বনাম' গিরিজাশঙ্কর ১৫ কলি, উ, নো, ৯৭৪।

১০৬ ধারা মতে এণ্ট্রি সংশোধনের মোকদ্দমা না করিলে কোন ব্যক্তির বিরোধীয় ভূমিতে স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা অচল হইবে না; মুক্তিনাথ 'বনাম' মহারাজা দ্বারভাঙ্গা, ১৫ কলি, উ, নো ৫৭।

এই ধারামতে সেটেলমেণ্ট অফিসার (রাজস্বকর্ম্মচারী) বিচার পূর্ব্বক দখল দেওয়ার হুকুম দিতে পারেন না, কেবল ১০৬ ধারার উল্লিখিত বিষয়গুলিনের বিচার করিতে পারেন।

এবং যদিও এই ধারার ১ম প্রকরণমতে ঐ ১০৬ ধারার বিচার্য্য বিষয় দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ্দ হয় তথাপি ঐ দেওয়ানী আদালতেও ঐরূপ দখল দেওয়ার হুকুম দিতে পারেন না, নীলমণি 'বনাম' কেদার নাথ ১৭ কলি, উ, নো, ৭৫০।

১৪ ভালম্ কলিকাতা উইকলি নোটসের ৮৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গোলাব মিশ্র 'বনাম' কুমার কামাখ্যা নামক নজীরে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি স্বত্বের লিখনে তাহার বিরুদ্ধ কোন এণ্ট্রীর প্রতিকূলে ১০৬ ধারামতে কোন মোকদ্দমা না করিলেও, পরে উহা রহিতের জন্য স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা চালাইতে পারেন। স্বত্বের লিখনে বাদী অস্থিরতা জমার যোতদার স্বরূপ লিখিত হওয়ায় ঐ লিখনের বিরুদ্ধে, স্থায়ী জমার দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজাস্বরূপ নির্দ্ধারিত হওয়ার জন্য বাদী উপরি উক্ত স্বত্বসাব্যস্তের মোকদ্দমা রুজু করেন। হাইকোর্ট আপীলে মাননীয় শ্রীযুক্ত জষ্টিস্ ব্রেট ও জষ্টিস্ সরফদ্দিন সাহেব এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে স্বত্বের লিখন, বিরুদ্ধ প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত চূড়ান্তরূপে প্রামাণ্য বটে; কিন্তু যদি বাদী প্রাচীন দলিলদ্বারা ঐ প্রমাণ রহিত করিতে পারেন তাহা হইলে মোকদ্দমা চলিবে। ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে ৩৫ কলি ১০১৩=১২ কলি, উ, নো, ১০৩২ পৃষ্ঠার নজীর রহিত হইল। ১০৫ ধারামতে বিচার হইয়া গেলেও ঐরূপ। পাণ্ডব দাস 'বনাম আনন্দকিষণ ১৪ কলি, উ, নো, ৮৯৭। ১০৯ এবং ১১১ (ক) ধারা এই সম্বন্ধে দেখ, এবং মুক্তিনাথ 'বনাম' মাননীয় মহারাজা রামেশ্বর সিং ১৫ কলি উ, নো, ৫৭ দেখ। রেকর্ড রাইটের লিখন শোধন এবং প্রজাকে উচ্ছেদ করিয়া দখল উদ্ধার (যেখানে চূড়ান্ত লিখন প্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই ভূমিতে দখল করিতেছে) এই দুই বিষয়ই ১০৬ ধারার মোকদ্দমায় চলিতে পারে না, দেওয়ানী মোকদ্দমায় হইতে পারে। নৈকট্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভূম্যধিকারীর মধ্যে ১০৬ ধারার মোকদ্দমায় কেবলমাত্র চূড়ান্ত লিখন প্রকাশের দিন কাহার দখল ছিল তাহার বিচার হইতে পারে, কালীসুন্দরী 'বনাম' গিরিজা, ১৫ কলি, উ, নো, ৯৭৪।

১০৬ ধারামতে, রাইয়ত নির্দ্ধারিত হারের রাইয়ত কি না তাহার বিচার হইতে পারে, ডবলিউ গ্রাণ্ট 'বনাম' রামরেখা ১০ কলি, ল, জ ১১০।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার কথা।

১০৭ ধারা। (১) ১০৫ (ক) ধারা এবং ১০৬ ধারা অনুযায়িক সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রাজস্ব কর্ম্মচারী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে মোকদ্দমা বিচার করিবার যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে এই আইন মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধি মানিয়া সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিষ্পত্তি পক্ষদিগের মধ্যে কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর তুল্য

বলবৎ ও ফলবৎ হইবে এবং ১০৮ ও ১০৯ (ক) ধারার বিধানাধীনে চূড়ান্ত হইবে।

(২) বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারী অথবা সহকারী বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারী নামে যে রাজস্ব কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন তৎকর্ত্তৃক ১০৫ ধারানুসারে বন্দোবস্ত করা সমস্ত খাজনার এবং ১০৫ (ক) বা ১০৬ ধারানুসারে নিষ্পত্তি করা সমস্ত ইস্থ বা বিবাদের এবং ৪০ ধারানুসারে নগদান্ খাজানার পরিবর্ত্তিত করা সমস্ত খাজনার লিপি ১০৩ (ক) ধারার (২) প্রকরণানুসারে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে লিখিতে হইবে এবং ঐ লিপি ঐ লিখনের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

নোট।—১০৭ ধারায় এরূপ কিছু বিধান নাই যে ১০৬ ধারা মতে সমস্ত বিচারই ডিক্রীর ন্যায় কার্য্যকরী হইয়া দোবরা দোষ জন্মাইবে, গরীকান্ত 'বনাম' গওহর আলি ৭ কলি, উ, নো, ৩৩। কিন্তু উহা ডিক্রীর মত কার্য্যকরী হইবে, দুর্গাচরণ 'বনাম' হাকেম ২৯ কলি, ২৫২। ৬ কলি, উ, নো, ২৩৮ দেখ।

পুরাতন আইনের ১০৪ (২) ধারার বিধান মতে খাজানা বিষয়ক বন্দোবস্তের কার্য্যপ্রণালীতে এক ভূম্যধিকারীর অধীনে বহুতর প্রজাদিগকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীর বিচারের বিরুদ্ধে ১০৮ ধারামতে স্পেশ্যাল জজের নিকট আপীল করিলে প্রত্যেক প্রজা বিবাদীকে ১০্ টাকা করিয়া কোর্ট ফী দিতে হইবে। উপাধ্যায় ঠাকুর 'বনাম' পরমীদ সিং ২৩ কলি ৭২৩ (ফুলবেঞ্চ)।

রাজস্ব কর্ম্মচারী ১০৭ ধারামতে খাজনা বিষয়ক বিচার করিলে উহার বিরুদ্ধে আপীল অথবা অন্যান্য কার্য্যপ্রণালী অবলম্বনে রদ না করাইলে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া উহা রদ করান যাইতে পারিবে না, ২৭ কলি ১৬৭, ২ কলি, উ, নো, ৪৯৯; ১৭ কলি, ৭২১ দেখ।

রাইয়তের অনুপস্থিতিতে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর নির্ণয় করিলে, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীন ওয়ার্ড সার্টিফিকেট লইয়া ঐ নির্ণীত কর আদায় করিতে চাহিলে, রাইয়ত সার্টিফিকেট রদ করা এবং জমা ধার্য্যের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা করিলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীর বিচার দোবরা দোষ জন্মাইবে না, আশুতোষ 'বনাম' আবদুল ২৮ কলি ৬৭৬।

যদি বন্দোবস্ত কর্ম্মচারীর সমক্ষে আপত্তি উত্থাপিত না হয় তাহা হইলে উহা ১০৭ ধারার বিষয়ীভূত হইবে না, পঞ্চানন্দ 'বনাম' ঘনশ্যাম, ৩২ কলি ৩৩৬।

১০৫ ধারামতে কোন আপত্তি না করিলে এবং ১০৬ ধারামতে কোন আপত্তি, উত্থাপিত না হইলে ১০৪ ধারার কার্য্যপ্রণালী মতে বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারী খাজনার নির্ণয় করিলে, "বাৎসরিক কত খাজনাদেয়" এ সম্বন্ধে ১০৭ ধারা মতে ঐ বিচার দোবরা দোষ জন্মাইবে অক্ষয়ানন্দ 'বনাম' অর্জ্জুন ১ কলি, ল, জ, ৩১০।

কখন কখন যদিও ঐরূপ দোবরা দোষ জন্মায় না তথাপি উক্ত প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে, মহিমচন্দ্র 'বনাম' কালীতারা ১১ কলি, উ, নো, ১০২৮।

রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক পুনরালোচনার কথা।

১০৮ ধারা। ১০৫ ধারা, ১০৫ (ক) ধারা, ১০৬ ধারা বা ১০৭ ধারানুসারে যে সময়ে কোন আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি করা যায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে বিশেষ মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি নিজ কৃতই হউক কিম্বা অপর কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কৃতই হউক, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইলে অথবা আপন প্রবৃত্তি মতে সেই সময় হইতে বার মাসের মধ্যে তাহার পুনরালোচনা করিতে পারিবেন কিন্তু সেই পুনরালোচনা দ্বারা যেন ১০৯ (ক) ধারা-মতে কৃত কোন আজ্ঞা বা ডিক্রীর ব্যাঘাত না হয়।

কিন্তু ঐরূপ আজ্ঞা বা নিষ্পত্তির উপর যদি ১০৯ ধারা মতে কোন আপীল দায়ের থাকে তাহা হইলে কিম্বা যাবৎ সম্পর্ক যুক্ত পক্ষদিগকে উপস্থিত হইবার ও ঐরূপ পুনরালোচনা করিবার বিষয়ে তাঁহাদের মন্তব্য শুনা যাইবার যুক্তিযুক্ত নোটীশ দেওয়া না হয় তাবৎ ঐরূপ কোন আজ্ঞা বা নিষ্পত্তির তদ্রূপে পুনরালোচনা করা যাইবে না।

নোট। মাল জমী সম্বন্ধে রাজস্বকর্ম্মচারী রেকর্ড অব রাইটে একবার বিচার করিয়া লিখন শেষ করিলে, পুনরায় এই ধারা অনুসারে ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বিচার করিতে পারেন না, শম্ভুচন্দ্র 'বনাম' পূর্ণচন্দ্র ১২ কলি, উ, নো, ১২২। কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর যোগেন্দ্র নাথ 'বনাম' কৃষ্ণ প্রমদা ১২ কলি, উ, নো, ১০৩২।

ডিভিসনের কমিশনারের নিম্নপদস্থ রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট ১০৮ এবং ১০৬ (ক) ধারামতে দরখাস্তে ।০ আনার কোর্ট ফী দিতে হইবে এবং কমিশনরের অথবা তদূর্দ্ধ পদস্থ রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্তে ১৲ টাকার কোর্ট ফী দিতে হইবে, ১৯০৮ সালের সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েল ১ম ভাগ, ৭ম অধ্যায় নিয়ম ১৭৫, পৃষ্ঠা ৫৪ দ্রষ্টব্য।

স্বত্বের লিখনে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ভ্রম সংশোধন করিবার কথা।

১০৮ (ক) ধারা। স্বত্বের লিখনের যে লেখা সরল বিশ্বাসজনিত ভুলক্রমে লেখা হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎপক্ষে বিশেষ ভাবে ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতীতি হয় তিনি দরখাস্ত পাইয়া বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া

১০৩ (ক) ধারার ২ প্রকরণানুসারে স্বত্বের লিখনের চূড়ান্ত প্রকাশ করণের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ১২ মাসের মধ্যে সেই লেখা সংশোধন করিতে পারিবেন।

কিন্তু ঐ লিখন সম্বন্ধীয় কোন আপীল যদি ১০৯ক ধারানুসারে দায়ের থাকে তাহা হইলে অথবা যে পর্য্যন্ত সম্পৃক্ত পক্ষগণকে উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে আপন বক্তব্য বলিবার নিমিত্ত যুক্তিসঙ্গত নোটীস না দেওয়া হয় সে পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন সংশোধন করা হইবে না।

নোট।—এক বৎসর পরে ও সেটেলমেণ্ট আদালত, কোন সহজ প্রতীয়মান ভ্রম আদালতের স্বাভাবিক (inherent) ক্ষমতানুসারে সংশোধন করিতে পারিবেন, রাজমোহন 'বনাম' আলমগাজী ১৭ কলি, উ, নো, ৬২৫।

দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার বারিত হইবার কথা।

১০৯ ধারা। যে বিষয় লইয়া ১০৫ হইতে ১০৮ পর্য্যন্ত ধারামতে কোন প্রার্থনাপত্রে মোকদ্দমা বা কর্ম্মানুষ্ঠান উপস্থিত করা হয় কিম্বা ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে ১০৯ ক ধারার বিধান মান্য করিয়া কোন দেওয়ানী আদালত সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রার্থনা বা মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

নোট।—১০৩ ধারার কার্য্যপ্রণালীতে ১০৪ (২) ধারামতে রাইয়তের খাজানার হার সম্বন্ধে নিষ্পত্তি হইলে উহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিবে না, কিন্তু এই ধারামতে স্পেশাল জজের নিকট আপীল চলিবে, ২৯ কলি ২৫২। বন্দোবস্তকারী কর্মচারীর খাজনার হার বিষয়ক বিচার যদি স্পেশ্যাল জজ বহাল রাখেন তাহা হইলে ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে ১০৭, ১০৯, ১০৯ (ক) ধারার বিধান মতে দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিবে না, ঐ হুকুম দোবরা দেখা যা-ইবে, মহিমচন্দ্র 'বনাম' কালীতারা ১১ কলি, উ, নো, ৯৩৯।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা।

১০৯ ক ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারীদের ১০৫ হইতে ১০৮ পর্য্যন্ত ধারানুযায়িক নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ জজ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) রাজস্ব কর্ম্মচারীর ১০৫ হইতে ১০৮ক পর্য্যন্ত ধারানুযায়িক নিষ্পত্তির উপর, বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে, এবং আপীল

সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে তাহা ঐরূপ সকল আপীল সম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার * অর্থমতে বিশেষ জজ, হাইকোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে এই ধারামত কোন মোকদ্দমায়, যদ্দ্বারা খাজনা ধার্য্য করা হয় তদ্ভিন্ন, তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাইকোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

কিন্তু দ্বিতীয় আপীলে যদি হাইকোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার বেলা, একই লিখনের মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য মধ্যস্বত্বের বা যোতের যে খাজানা ১০২ ধারামতে নির্ণীত হইয়া থাকে, কিম্বা ১০৫ বা ১০৮ ধারামতে ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

নোট।—এই খাজনার আইন মূলে স্পেশ্যাল জজ পুনর্ব্বিচারের জন্য কোন মোকদ্দমা ওয়াপোছ পাঠাইলে তদ্বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলিবে না, মথুর 'বনাম' তারাশঙ্কর ৭ কলি, উ, নো, ৪৪০।

এই ধারার "জমা ধার্য্যের নিষ্পত্তি" অর্থে প্রকৃত প্রস্তাবে কি খাজনা হওয়া উচিত, ইহাও বুঝাইবে। এই শব্দ গুলিন বিশেষ অর্থে এই ধারায় প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে উপস্থিত খাজনা কি তাহার নির্দ্ধারণ বুঝাইবে না, রমণীপ্রসাদ 'বনাম' মহন্ত গোস্বামী, ৩১ কলি, ৩৮০। বিরুদ্ধ নজীর সম্বন্ধে ৪ কলি, ল, জ, ১৩৮ দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান খাজনা স্থিরতর থাকিবে ইহাও "জমাধার্য্যের নিষ্পত্তির" অন্তর্গত, এই বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলিবে না, ডবলিউ গ্রান্ট 'বনাম' রামরেখা ১৪ কলি, ল, জ, ১১০।

যদি স্পেশ্যাল জজ উপযুক্ত এবং ন্যায্য খাজনা ধার্য্য না করিয়া, কেবল জমী বৃদ্ধি না থাকায় জমা ধার্য্য হইতে পারিবে না, এরূপ বিচার করেন, তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলিবে, ৫ কলি, ল, জ, ৫৩৮।

বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারীর জমা ধার্য্যের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে খাস আপীল চলিবে না, রামবিষ্ণু 'বনাম' রামতারণ, ৩২ কলি, ৮৩২।

---

* ১৯০৮ সালের ৫ আইনের ১০০ ধারা।

বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারী ১০৫ ধারা অনুযায়ী জমা ধার্য্যের কার্য্যানুষ্ঠানের সময় প্রজার দরখাস্ত মূলে, মাল জমীকে লাখেরাজ ধার্য্য করিয়া স্বত্বের লিখন পরিবর্ত্তন করিলে, সেই হুকুমের বিরুদ্ধে খাস আপীল চলিবে, শম্ভুচন্দ্র 'বনাম' পূর্ণচন্দ্র ৩৫ কলি, ১১৬ এবং রাজকুমার 'বনাম' রামলাল ৫ কলি, ল জ, ৫৩৮ দ্রষ্টব্য।

যদিও ১০৫ ধারানুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে খাস আপীল চলে না তথাপি যদি ১০৫ ও ১০৬ সম্পর্কীত বিষয়গুলিন পৃথকভাবে রাখা না হয় তাহা হইলে তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল চলিবে; কালীকিশোর 'বনাম' গোপীমোহন ৫ কলি, ল, জ, ৩৪ নোটস।

এই ধারার ৩ প্রকরণ অনুযায়ী জজের ছানী বিচার করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে ২ কলি, উ, নো, ১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত সফল করণার্থে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতার কথা।

বঙ্গ।

১০৯খ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী ও প্রজা আইনসঙ্গত কোন নিয়মপত্রে বা রফা বন্দোবস্ত করিয়া থাকিলে রাজস্ব কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার ও বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া তদনুসারে লিখন প্রস্তুত ও বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন।

কিন্তু যে নিয়মপত্র ও রফা বন্দোবস্তের সর্ত্ত একটী চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত করা হইলে এই আইনানুসারে প্রবল করা যাইতে পারে না, তিনি সেই নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত করিবেন না।

(২) দেয় খাজানা সম্বন্ধে বিবাদের নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে কোন নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত করা

পূর্ব্ববঙ্গ।

১০৯খ ধারা। এই অধ্যায় সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে, রাজস্ব কর্ম্মচারী, ভূম্যধিকারী ও প্রজা কোন নিয়মপত্রে বা রফা বন্দোবস্ত করিয়া থাকিলে, তাহা আইনসঙ্গত, ইহা অনুমান করিতে পারিবেন। কিন্তু যেস্থলে কোন নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্তের সর্ত্ত এরূপ হয় যে তাহাতে কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্বের অযথা বা অন্যায় হানি হইতে পারে, সেস্থলে, উক্ত তৃতীয় পক্ষকে উপযুক্ত নোটীস দিয়া উপস্থিতকরণ এবং এই সম্বন্ধে তাহাদের আপত্তি শ্রবণ ব্যতীত এবং উক্ত নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত সম্পর্কীত পক্ষগণ যে কথা বলিতেছেন তাহা যে সত্য, তিনি (রাজস্ব কর্ম্মচারী) এরূপ প্রতীতি না হইলে এবং না হওয়া

বঙ্গ।

গিয়া থাকিলে, চুক্তিপত্র সম্বন্ধে ২৯ ধারানুসারে যে প্রকারের বা পরিমাণের অনুমতি নাই, ঐ নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্তের ফলে, খাজানা সেই প্রকারে বা সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে রাজস্ব কর্ম্মচারী, যে কাল সম্বন্ধে ঐ বিবাদ উত্থিত হয়, সেই কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে খাজানা আইনানুসারে দেয় ছিল তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) যে স্থলে কোন নিয়ম পত্রে বা রফা বন্দোবস্তের সর্ত্ত এরূপ হয় যে তাহাতে কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্বের অযথা বা অন্যায় হানি হইতে পারে, সে স্থলে উহার পক্ষগণ যে কথা বলিতেছেন তাহা যে সত্য, সাক্ষ্য লইয়া রাজস্ব কর্ম্মচারীর এরূপ প্রতীতি না হইলে এবং না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ঐ নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত করিবেন না।

উদাহরণ।

ক একজন ভূস্বামী। তিনি এই নিয়মপত্র করিলেন যে, খ নামক তাঁহার প্রজা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত বলিয়া লিখিত হইবে। ইহাতে পর প্রজাদের স্বত্বের হানি

পূর্ব্ববঙ্গ।

পর্য্যন্ত তিনি ঐ নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত করিবেন না।

২ এবং ৩ প্রকরণ নাই।

বঙ্গ।

হইবে, রাজস্ব কর্ম্মচারীর (৩) প্রকরণানুসারে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে খ, ৫ ধারার অর্থ নির্দ্দেশানুযায়িক মধ্যস্বত্বাধিকারী, না রাইয়ত। সাক্ষ্য লইয়া তিনি যদি দেখেন যে, খ রাইয়ত তাহা হইলে তিনি ঐ নিয়মপত্র কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি যদি দেখেন যে খ মধ্যস্বত্বাধিকারী তাহা হইলে উক্ত কার্য্যে পরিণত করিবেন না।

পূর্ব্ববঙ্গ।

২ এবং ৩ প্রকরণ নাই।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিয়মপত্রক্রমে খাজানার বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

বঙ্গ।

১০৯গ ধারা। (১) ১০৯খ ধারায় যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও, মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত যে খাজানা দেয় বলিয়া লিপিবদ্ধ হইবে, কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার সময়ে ভূম্যধিকারী ও প্রজা তাহা নিয়মপত্র ক্রমে স্থির করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতদর্থে বিশেষ ভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর যদি এরূপ প্রতীতি হয় যে, নিয়মপত্র মতে নির্দ্দিষ্ট খাজানা যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য তাহা হইলে তিনি ঐ নিয়মপত্রের সর্ত্ত যদি এরূপও হয় যে কোন চুক্তিপত্রে নিবদ্ধ হইলে তাহা এই আইনানুসারে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যাইত না, তাহা হইলেও ঐ খাজানা ন্যায্য ও যুক্তি-

পূর্ব্ববঙ্গ।

১০৯গ ধারা। ১০৮ ধারা, এবং ১০৯(ক) ধারানুসারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ক্রমে না আপীল সূত্রে যে সকল খাজানার বন্দোবস্ত বা বিবাদের নিষ্পত্তি হয় তাহার কথা ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ঐ লিপি ঐ লিখনের অংশস্বরূপ গণ্য হইবে।

বঙ্গ।

সঙ্গত খাজানা বলিয়া ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার ঐরূপ প্রতীতি না হইলে পারিবেন না, এবং ঐরূপে ধার্য্য খাজানা সম্বন্ধে ১১৩ ধারার বিধান খাটিবে।

(২) কোন ভূম্যধিকারী বা প্রজা ১০১ (ক) ধারানুসারে নিযুক্ত বিশেষ বিচারপতির নিকটে এই হেতুতে আপীল করিতে পারিবেন যে, রাজস্ব কর্ম্মচারী ১ প্রকরণানুসারে যে খাজানা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত খাজানা বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন তাহাতে ঐ ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বীকৃত হন নাই, অপর কোন হেতুতে আপীল করিতে পারিবেন না।

(৩) রেবিনিউ বোর্ড দরখাস্ত পাইয়া বা অনুষ্ঠিত কার্য্যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত খাজানা বলিয়া খাজানা ধার্য্যকরণসূচক (১) প্রকরণানুযায়িক আদেশের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে ঐরূপে ধার্য্য খাজানার সংশোধনের আদেশ দিতে পারিবেন।

কিন্তু ঐ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য থাকে উপস্থিত হইয়া তাহা বলিবার নিমিত্ত সংসৃক্ত পক্ষগণকে

পূর্ব্ববঙ্গ।

২ এবং ৩ প্রকরণ নাই।

বঙ্গ।	পূর্ব্ববঙ্গ।
যুক্তিসঙ্গত নোটিস না দেওয়া পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন আদেশ করা যাইবে না।	২ এবং ৩ প্রকরণ নাই।

লিখনে নিষ্পত্তির কথা লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

বঙ্গ।	পূর্ব্ববঙ্গ।
১০৯ঘ ধারা। ১০৮ ধারা, ১০৯ (ক) ধারা, অথবা ১০৯গ ধারার (২) বা (৩) প্রকরণানুসারে পুনর্দৃষ্টক্রমে বা আপীলসূত্রে যে সকল খাজানার বন্দোবস্ত বা বিবাদের নিষ্পত্তি হয় তাহার কথা ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ঐ লিপি ঐ লিখনের অংশস্বরূপ গণ্য হইবে।	১০৯ঘ ধারা নাই।

চতুর্থ ভাগ।—পরিশিষ্ট বিধান।

ধার্য্য খাজানা যে তারিখ হইতে আমলে আসিবে তাহার কথা।

১১০ ধারা। কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক এই অধ্যায়মত কোন খাজানা ধার্য্য করা গেলে, খাজানা ধার্য্যকারী নিষ্পত্তির তারিখ কিম্বা যদি ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্র হইবে এরূপ হয়, তাহা হইলে বন্দোবস্তি জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখের ঠিক পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি উহা আমলে আসিবে।

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত বিধানগুলি মানিতে হইবে—

(ক) যদি ভূমি এমন কোন স্থান, মহাল বা মধ্য-স্বত্বের অন্তর্গত হয়, যাহার সম্বন্ধে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে বা শীঘ্র হইবে, তাহা হইলে যে খাজানা ধার্য্য হয় তাহা ১৯১ ও ১৯২ ধারার বিধান মানিয়া চলিত বন্দো-

বস্তের মিয়াদের অবসান হইতে, কিম্বা ঐ মিয়াদ অতীত হইবার পর অপর যে কোন তারিখ রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্তৃক ধার্য্য করা হয়, সেই তারিখ হইতে আমলে আসিবে।

(খ) যদি ভূমি পূর্ব্বোক্তমতে কোন স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত না হয় এবং যদি বর্ত্তমান খাজানা এমন কোন চুক্তিক্রমে ধার্য্য করা হইয়া থাকে যাহাতে পক্ষগণ অনতীত মিয়াদে আবদ্ধ আছেন, তাহা হইলে যে খাজানা ধার্য্য হয় তাহা ঐ মিয়াদের অবসান হইতে, কিম্বা ঐ মিয়াদ অতীত হইবার পর অপর যে কোন তারিখ, রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্তৃক ধার্য্য করা হয়, সেই তারিখ হইতে আমলে আসিবে।

স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইতে থাকাকালে দেওয়ানী আদালতের অনুষ্ঠিত কার্য্য বন্ধ থাকিবার কথা।

১১১ ধারা। ১০১ ধারামতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করণসূচক কোন আজ্ঞা করা গেলে পর, ১০৪জ ধারার বিধান মান্য করিয়া কোন দেওয়ানী আদালত—

(ক) যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা যাইতেছে, কিম্বা শীঘ্রই করা যাইবে, সেই স্থলে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পর না হইলে; এবং

(খ) যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না, কিম্বা শীঘ্রই হইবে না, সেই স্থলে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পর তিন মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত—

১৫৮ ধারানুযায়িক কোন দরখাস্ত অথবা ঐ স্বত্বের লিখন যে স্থান সম্বন্ধে হয় সেই স্থানের অন্তর্গত কোন প্রজার খাজানা পরিবর্ত্তন বা অবস্থা নিরূপণ নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা বা প্রার্থনা গ্রহণ করিবেন না।

নোট।—কোন ভূমি সম্বন্ধে ১৮৯৮ সালের সংশোধন যুক্ত এই দশম অধ্যায় অনুসারে জরীপ হইয়া, স্বত্বের লিখনের হুকুম অন্তে যদি ঐ ভূমিতে বিবাদী প্রজার স্বত্ব লিখিত হয়, এবং বাদী জমীদারের আপত্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে জমীদার, এই ধারার বিধান সত্বেও প্রজা-বিবাদীর বিরুদ্ধে স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক উচ্ছেদ অন্তে খাস দখলের নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিতে পারিবেন; এই ধারা দেওয়ানী আদালতে আনিত উক্ত মোকদ্দমার প্রতিবন্ধক হইবে না, কারণ ইহাতে প্রজার (ষ্টেটাস্) অর্থাৎ অবস্থা সম্বন্ধে কোন তর্ক নাই; ত্রৈলক্য 'বনাম' ম্যাকলিয়ড্, ২৮ কলি, ২৮; ৩ কলি. ল. জ, ৬৩ নোটস্।

এই ধারার খাজনার পরিবর্ত্তন" যে উল্লিখিত হইয়াছে উহাতে ১০৪ ধারানুসারে যখন যে জমা ধার্য্য হয় তাহার পরিবর্ত্তনই বুঝাইবে। কাজেই এই দফার আদেশ অনুসারে হুকুমের পূর্ব্বে চুক্তি মূলে পূর্ব্ব বৎসরের বৃদ্ধি খাজনা পাওয়ার মোকদ্দমা এই ধারানুসারে বারিত হইবে না। একই সময়ে দুইটি পৃথক আদালতে, একই বিষয়ের তর্ক লইয়া যাহাতে বিচার না হয়, তজ্জন্য এই ধারা লেখিত হইয়াছে; ২০ কলি, ৯০৩ এই সম্বন্ধে ২৮ কলি ৬৭৬ দ্রষ্টব্য।

এই সমস্ত মোকদ্দমায় জমাদি ধার্য্যের প্রথম তফশীলের ১৪ আর্টিকেল মেয়াদ মতে ১১ কলি, উ, নো, ৪৮; ২৮ কলি ৬৭৮। রাজস্ব কর্মচারী কর্ত্তৃক জমা নির্দ্ধারিত হইলে ১৮৯৮ সালের ৩ আইনের ৯ ধারা মতে (অর্থাৎ এই আইন সংশোধন করণার্থ ৩ আইনের ৯ ধারা) দেওয়ানী আদালতের এলাকা থাকিবে না, নবীনচন্দ্র 'বনাম' রাধাকিশোর, ১১ কলি, উ, নো, ৮৫৯; এবং ৯৩৯।

এই ধারার প্রথম অংশদ্বারা অনাবশ্যকীয় বলে আপত্তি মূলে আনীত মোকদ্দমা বারিত করা হইয়াছে, ৩ কলি, ল, জ, ১৩৩।

১১১ক ধারা। এই অধ্যায়মতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আদেশ সূচক কোন আজ্ঞা সম্বন্ধে, কিম্বা ঐরূপ কোন লিখন বা উহার কোন অংশের প্রস্তুতকরণ প্রকাশকরণ, স্বাক্ষরকরণ বা শুদ্ধিকরণ সম্বন্ধে কিম্বা ১০৪জ ধারার বিধানানুসারে ভিন্ন, অন্য কোন প্রকারে ঐরূপ কোন লিখনের ১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারানুসারে ধার্য্য কোন খাজানা সম্বন্ধীয় কোন লেখার পরিবর্ত্তনের জন্য কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

স্বত্বের লিখন সম্বন্ধে খাজানা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার সীমাবদ্ধ করিবার কথা।

কিন্তু কোন ব্যক্তির অধিকারগত কোন স্বত্বের সহিত সম্পর্ক আছে, ১০১ ধারার (২) প্রকরণের (খ) দফা মতে কৃত কোন আজ্ঞানুসারে প্রস্তুত করা কোন লিখনের এমন কোন লেখাতে, বা উক্তরূপে প্রস্তুত করা কোন স্বত্বের লিখন হইতে এমন কোন কথা বাদ দেওয়াতে, ঐ ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি বিশেষ উপকার বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের (স্পেসিফিক্ রিলিফ) ৬ অধ্যায়ানুসারে তাঁহার স্বত্ব ব্যক্ত করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

নোট।—এই ধারার শেষোক্ত "পরন্তু" দ্বারা প্রজার নিকট হইতে বাকী খাজানা আদায় বারিত হইল এমত বুঝাইবে না, মহেশচন্দ্র 'বনাম' আমিরুদ্দি, ৩ কলি ল, জ, ১৩৩।

এই ধারামতে কোন স্বত্বের লিখন পরিবর্ত্তনের ডিক্লারেটারী মোকদ্দমা (অর্থাৎ ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ধারামতে আনীত মোকদ্দমায়) ৬ বৎসর তমাদিকাল গণ্য হইবে, ১১ কলি, উ, নো, ৪৮, তমাদি আইনের প্রথম তফশীলের ১৪ আর্টিকেল খাটিবে না।

প্রজা, রেকর্ড অব্ রাইটেস লিখনে, জমা ধার্য্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত না করিয়া, যদি কেবল তাহার স্বত্ব (অর্থাৎ মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা, কিম্বা দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা) সংশোধনের জন্য দরখাস্ত করে এবং যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাইস্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক উহা স্বত্বের লিখনে সংশোধনের প্রার্থনা করে তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত ১০৪জ ধারামতে বারিত হইবে না। উহা ১১১ক ধারা মতে বিচার্য্য বিষয়। ১৫ কলি, উ, নো, ৮৯৬। স্বত্বের লিখনে ভ্রমক্রমে কোন প্রজাকে মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া বর্ণন করিলে এই ধারার পরস্তু মতে ৬ বৎসরের মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা বলিয়া স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা আনা যায়, এই মোকদ্দমা ১০৪জ ধারা মতে নহে, রাজা প্রমদা নাথ 'বনাম' অসিরুদ্দীন, ১৫ কলি উ, নো, ৮৯৬

১১১খ ধারা। (১) যে স্থানে ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হইতেছে না, বা শীঘ্রই করা হইবে না, এমন কোন স্থানে, ঐ ভূমি সম্বন্ধে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিয়া চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়া থাকিলে, ঐ স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করিবার সার্টি-ফিকেটের তারিখ হইতে তিনমাসের মধ্যে নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ ভূমি সম্বন্ধে বা উহার কোন প্রজা সম্বন্ধে কোন দরখাস্ত বা মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে করা বা উপস্থিত করা যাইবে না, অর্থাৎ ;—

যে সকল মোকদ্দমায় কোন কোন বিষয় উত্থিত হয় তাহা স্থগিত রাখিবার কথা।

(ক) ঐ ভূমি খাজানা দিতে দায়ী কি না ;

(খ) ভূম্যধিকারী-প্রজা সম্পর্ক আছে কি না ;

(গ) ঐ ভূমি কোন বিশেষ মহাল বা প্রজার দখলী ভূমির অংশ কি না ;

(ঘ) প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম বা অনুষঙ্গ আছে কি না এবং ঐ ভূমিসংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার আছে কি না।

বঙ্গ।

(২) ঐ স্থানে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে (১) প্রকরণের লিখিত ইস্থগুলির মধ্যে কোন ইস্থ বিচার সাপেক্ষ কোন মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে রাজস্ব কর্ম্মচারী সেই ইস্থর বিচার সাপেক্ষ কোন মোকদ্দমা ১০৬ ধারানুসারে গ্রহণ করিবেন না

পূর্ব্ববঙ্গ।

(২) ঐ স্থানে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে (১) প্রকরণের লিখিত ইস্থগুলির মধ্যে কোন ইস্থর বিচার সাপেক্ষ কোন মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে রাজস্ব কর্ম্মচারী, ঐ দেওয়ানী আদালতে প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই ইস্থর বিচার এবং নিষ্পত্তি সাপেক্ষ, ১০৬ ধারানুযায়ী কোন মোকদ্দমায় অথবা ১০৫ (ক) ধারা অনুযায়ী কোন কার্য্যপ্রণালীতে সেই ইস্থর বিচার করিবেন না।

(৩) ১০৫ ধারানুসারে ন্যায্য খাজানার বন্দোবস্ত করিবার সময় যে স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী দেখেন যে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে (১) প্রকরণের উল্লিখিত ইস্থ গুলির মধ্যে কোন ইস্থর বিচার সাপেক্ষ কোন মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা যাওয়াতে অথবা ১০৬ ধারানুসারে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর সম্মুখে উপস্থিত করা যাওয়াতে তিনি ঐ ইস্থর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ন্যায্য খাজানার বন্দোবস্ত করিতে অপারক সে স্থলে তিনি ঐ ইস্থর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ন্যায্য খাজানার বন্দোবস্তের কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত রাখিবেন।

এবং ঐ ইস্থ সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পর তিনি এই ভাবে ন্যায্য খাজানার বন্দোবস্ত করিবেন যেন ঐ নিষ্পত্তি অনুসারেই স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(৪) ১ প্রকরণের কার্য্যবশতঃ যে স্থলে দরখাস্ত করিতে কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে বিলম্ব ঘটে সে স্থলে ঐরূপ মোকদ্দমা বা

দরখাস্তের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের কাল গণনা করিবার সময় উহার লিখিত তিনমাস কাল বাদ দিতে হইবে।

বিশেষ স্থলে বিশেষ বন্দোবস্তের অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

বঙ্গ।

১১২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি বুঝিতে পারেন যে পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা সাধারণ শৃঙ্খলা বা স্থানীয় মঙ্গলার্থে আবশ্যক অথবা এই অধ্যায়ানুসারে প্রস্তুত করা কোন স্বত্বের লিখনে যে খাজানা দেয় বলিয়া লিখিত কোন ভূম্যধিকারী তাহার উপর বে-আইনীমতে বাড়ান খাজানার দাবী করিতেছেন, তাহা হইলে অগ্রে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সমুদয় বা কোন ক্ষমতা কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে দিতে পারিবেন যথা—

পূর্ব্ববঙ্গ।

১১২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি বুঝিতে পারেন যে পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতানুসারে ধার্য্য করা সাধারণ শৃঙ্খলা বা স্থানীয় মঙ্গলার্থে আবশ্যক, অথবা এই অধ্যায়ানুসারে প্রস্তুত করা কোন স্বত্বের লিখনে যে খাজানা দেয় বলিয়া লিখিত কিম্বা উক্ত স্বত্বের লিখনের চূড়ান্ত প্রকাশের পর যে খাজানা আইন সঙ্গত উপায়ে বর্দ্ধিত হারে দেয় বলিয়া গণ্য, কোন ভূম্যধিকারী তাহার অতিরিক্ত খাজানা অন্যায় পূর্ব্বক দাবী কিম্বা আদায় করিতেছেন, তাহা হইলে অগ্রে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সমুদয় বা কোন ক্ষমতা কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে দিতে পারিবেন যথা—

(ক) সমুদয় খাজানা ধার্য্য করিবার ক্ষমতা;

(খ) উক্ত কর্ম্মচারীর বিবেচনায় যদি বর্ত্তমান খাজানা রাখা, এই আইনে নির্দ্দিষ্ট থাকুক বা না থাকুক এরূপ কোন কারণে অনুপযুক্ত বা অন্যায্য বোধ হয় তবে খাজানা ধার্য্য করিবার সময়ে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা।

(২) এই ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে সাধারণতঃ বা বিশেষ

বিশেষ মোকদ্দমা বা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন বিশেষ স্থানের মধ্যে কার্য্য করা যাইবে এরূপ আদেশ করা যাইতে পারিবে।

(২ক) এই ধারানুসারে যে খাজানার বন্দোবস্ত হয় তাহা ১০৪ হইতে ১০৪এ পর্য্যন্ত ধারার বিহিত প্রকারে করিতে হইবে।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারামতে কার্য্য করিলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা বন্দোবস্তি লিখন যে পর্য্যন্ত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব চূড়ান্তরূপে দৃঢ় না করেন সে পর্য্যন্ত আমলে আসিবে না, এবং রেবিনিউ বোর্ডের ১০৪ছ ধারার ২ প্রকরণানুযায়িক আদেশানুসারে এই ধারামতে প্রস্তুত করা কোন স্বত্বের লিখনের অথবা স্বত্বের লিখনের কোন অংশের যে সংশোধন করা হয় তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক তদ্রূপ দৃঢ়ীকরণের অধীন হইবে।

ধার্য্য করা খাজানা যত-কাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে তাহার কথা।

১১৩ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজানা ধার্য্য করা গেলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা পরে মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হেতুক না হইলে, মধ্যস্বত্বের বা দখলীস্বত্ব-প্রাপ্ত যোতের বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোর্ফা রাইয়তের যোতের বেলা পনের বৎসর, দখলীস্বত্বশূন্য যোতের বা দখলীস্বত্বশূন্য কোর্ফা রাইয়তের যোতের বেলা পাঁচ বৎসর উক্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না, এবং যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হেতুতে না হইলে কিম্বা ৩৮ ধারার (ক) দফায় নির্দ্দিষ্ট হেতুতে না হইলে, পূর্ব্বোক্ত কালের মধ্যে ঐরূপ কোন খাজানা কম করা যাইবে না।

(২) ধার্য্য খাজানা এই অধ্যায়মতে যে তারিখে আমলে আইসে উক্ত পনের ও পাঁচ বৎসর কাল সেই তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে।

এই অধ্যায় মতে কার্য্যের যে খরচ পড়ে তাহার কথা।

১১৪ ধারা। (১) এই অধ্যায় মতে কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওয়া গেলে কিম্বা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেলে, যে স্থলে ভূমি-রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে কিম্বা শীঘ্রই হইবে সেই স্থল ভিন্ন অপর সকল স্থলে (এই অধ্যায়ের কার্য্য করণার্থ যে সকল

সীমানার চিহ্ন ও জরীপের অপর চিহ্ন নির্ম্মিত হয় তাহা স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক যে কোন সময়ে রক্ষা, মেরামত বা পুনঃ স্থাপন করিতে যে সকল খরচ লাগে তৎসমেত) এই অধ্যায়ের বিধানানুসারে কোন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তাহার কোন অংশে কার্য্য করিতে যে সমুদয় খরচ পড়ে সেই সমুদয় খরচ কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত খরচের যে অংশ দিবার আদেশ করেন সেই অংশ ঐ স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্বের বা অংশের ভূম্যধিকারী ও প্রজারা ও ভূমির দখিলকারেরা, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ভাব গতিক বিবেচনায় যেরূপ হারহারী ও কিস্তী থাকিলে কিস্তী স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারী মতে ও কিস্তী মতে দিবেন।

(২) সীমানার চিহ্নগুলি পনর বৎসরের অনধিক কালের জন্য রক্ষা, মেরামত বা পুনঃ স্থাপন করণার্থে আনুমানিক যত টাকা খরচ লাগিবার সম্ভাবনা কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ খরচের যে অংশের আদেশ করেন তাহা যেমন ইতিপূর্ব্বেই লাগিয়াছে এই ভাবে অগ্রিম আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) পূর্ব্বোক্ত খরচের যে অংশ কোন ব্যক্তি দিতে দায়ী তাহা গবর্ণমেণ্ট উক্ত স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে দেয় ভূমি রাজস্বের বাকীর ন্যায় আদায় করিতে পারিবেন।

(৪) ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের মধ্যে বিতরণের নিমিত্ত এই অধ্যায় মতে জরীপের মানচিত্রে ও স্বত্বের লিখনের নকল প্রস্তুত করিবার ব্যয়, এই অধ্যায়ের বিধান কার্য্যে পরিণত করণার্থে যে খরচ লাগে তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার মধ্যস্বত্ব শব্দে কোন স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত সমস্ত লাখেরাজ ও নিষ্কর মধ্যস্বত্ব এবং যোতও বুঝাইবে।

স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, মোকররী খাজানা সম্বন্ধীয় অনুমান না খাটিবার কথা।

১১৫ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১০২ ধারার (খ) দফার লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায় মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে পর, ৫০ ধারামত অনুমান ঐ প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে খাটিবে না।

নোট।—এই অধ্যায় মতে কোন দখলি-স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের স্বত্বের লিখন লিখিত

হওয়ার পর যদি ভূম্যধিকারী খাজনা বৃদ্ধির নালিশ করেন তাহা হইলে প্রজা, এই স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে, ২০ বিশ বৎসরকাল একহারে খাজানা দিয়া আসিয়াছে ইহা প্রমাণ করিয়া উপরোক্ত মোকদ্দমায় আপত্তি করিতে পারিবে এবং ঐ আইনের ৫০ ধারা অনুসারে প্রজার সপক্ষে অনুমানও চলিবে, রাধাকিশোর 'বনাম' উডোয়ার্ড, ১২ কলি, উ, নো, ৯০৪। এবং এই নজীর সমর্থন করিয়া ৩১ কলি ৩০ (ফুলবেঞ্চ) পৃথ্বীচাঁদ 'বনাম' বসরত আলী নামক নজীরে ধার্য্য হইয়াছে যে ১৯০৩ সালের ১ আইন ও ১৮৯৮ সালের ৩ আইন কর্ত্তৃক সংশোধিত এই খাজানার আইনের ১০৫ ধারা মতে বৃদ্ধি জমা ধার্য্য হইলেও, প্রজা এই ধারার বিরুদ্ধ বিধান সত্ত্বেও, ৫০ ধারা অনুযায়ী মোকররী জমার অনুমানের ফল পাইতে পারিবে।

গ্রামের সীমা চিহ্নিত করিবার কথা।

বঙ্গ।

১১৫ক ধারা। এই অধ্যায়ানুসারে জরীপ করিবার এবং স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের সীমা চিহ্নিত করিবার সময় কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী যতদূর সম্ভব হয় ততদূর এবং বঙ্গদেশের জরীপ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের বিধান মান্য করিয়া গ্রামের রাজস্বের জরীপের মানচিত্রে থাকিলে সেই মানচিত্রের লিখিত বহিঃসীমার অন্তর্গত স্থান জরীপ ও লিখনের ইউনিট্ অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম সমগ্র অংশস্বরূপ বজায় রাখিবেন।

এবং যে স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজস্বের জরীপে প্রস্তুত করা গ্রামের মানচিত্রে থাকে সেস্থলে রেবিনিউ বোর্ডের

পূর্ববঙ্গ।

১১৫ক ধারা। এই অধ্যায়ানুসারে জরীপ করিবার এবং স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের সীমা চিহ্নিত করিবার সময় কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী যতদূর সম্ভব হয় ততদূর বঙ্গদেশের জরীপ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের বিধান মান্য করিয়া গ্রামের রাজস্বের জরীপের অথবা এই আইনের ৩ ধারার ১০ (খ) প্রকরণে উল্লিখিত গ্রামের লক্ষণ সম্বন্ধীয় অন্য কোন জরীপের মানচিত্রে থাকিলে সেই মানচিত্রের লিখিত বহিঃসীমার অন্তর্গত স্থান জরীপ ও লিখনের ইউনিট্ অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম সমগ্র অংশ স্বরূপ বজায় রাখিবেন; এবং যে স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী

বঙ্গ।	পূর্ব্ববঙ্গ।
মঞ্জুরি না লইয়া তিনি অপর কোন স্থান ঐরূপ ইউনিটস্বরূপ গ্রহণ করিবেন না।	রাজস্বের জরীপে কিংবা অন্য কোন জরীপে প্রস্তুত করা গ্রামের মানচিত্র থাকে সে স্থলে রেবিনিউ বোর্ডের মঞ্জুরী না লইয়া তিনি অপর কোন স্থান ঐরূপ ইউনিট্ স্বরূপ গ্রহণ করিবেন না।

নোট। —১৮৯৮ সালের সংশোধনপ্রচারের পূর্ব্বে এই দশম অধ্যায় উল্লিখিত কার্য্য প্রণালী ক্রমে যদি কোন বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারী নির্দ্দেশ করেন যে কোন প্রজার দাবীকৃত ভূমি লাখেরাজ নহে এবং এই সিদ্ধান্ত মূলে যদি ঐ ভূমির কর ধার্য্য হয় তাহা হইলে ১৮৯৮ সালের সংশোধন মূলক ৩ আইনের ৯ ধারা অনুসারে ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিবে না, নবীনচন্দ্র 'বনাম' রাধাকিশোর, ১১ কলি, উ, নো, ৮৫৯।

একাদশ অধ্যায়।

"দখলীস্বত্ব ও অদখলীস্বত্ব উদ্ভব না হইবার এবং" [নূতন] ভূস্বামীর নিজ নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

খামার জমী সংরক্ষণের কথা।

১১৬ ধারা। "গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৯৪ সালের ১ আইন মতে যে ভূমি গৃহীত হয়, কিম্বা কোন কাণ্টনমেণ্টের অন্তর্গত যে ভূমি গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি সেই ভূমি যতকাল গবর্ণমেণ্টের বা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের বা রেলওয়ে কোম্পানির সম্পত্তি থাকে ততকাল" [নূতন] ৫ অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না এবং ৬ অধ্যায়ের কোন কথাই তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বঙ্গদেশে খামার, নিজ বা নিজ যোত নামে, এবং বেহারে জেরাত, নিজ, সের বা কামাত নামে যে ভূমি খ্যাত, কয়েক সনের মিয়াদী পাট্টাক্রমে

কিম্বা সনবসন পাট্টাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, ৫ অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলিস্বত্ব জন্মিবে না এবং ৬ অধ্যায়ের কোন কথাই তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

নোট।—এই অধ্যায়, মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিজ ভূমির প্রতি বর্ত্তিবে না, অথচ ভূস্বামীর নিজ ভূমির প্রতি বর্ত্তিবে। কিন্তু যদি পক্ষগণের স্বত্ব ১৮৬৯ সালের ৮ আইন দ্বারা অবধারিত হয় তাহা হইলে যে ভূমি কামাত ভূমি ছিল তাহার মোকররী বন্দোবস্ত হইলেও কামাত ভূমিই থাকিবে, সৈএদ খলিলর 'বনাম' বদন সাহা ৩০ ১৩ কলি, উ, নো, ৪৩৬।

১৮৬৯ সালের ৮ আইন মতে উড়িষ্যায় সরবরাকরের নিজ যোত ভূমিতে দখলীস্বত্ব উদ্ভব হইত না, অভয় 'বনাম' কানাই, ১ কলি, ল, রি, ৩৯৭।

উড়িষ্যার কটক, পুরী এবং বালেশ্বর জেলায় এই ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ১৯০৬ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখের বিজ্ঞাপন, কলিকাতা গেজেট দেখ। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারা এবং ৭ ধারার পরন্তু উড়িষ্যায় অধুনা প্রচলিত নহে। এই ১১৬ ধারা প্রচলিত হইবে ব্রহ্মানন্দ 'বনাম' অর্জ্জুন, ১ কলি, ল, জ, ৩১০।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিধান গুলি ভূস্বামীর সর্ব্বপ্রকার নিজ ভূমির যোতে প্রযুক্ত হইবে না, উহা কেবল কয়েক সনের মিয়াদী পাট্টাক্রমে অথবা সনবসন পাট্টাক্রমে যে ভূমি ভোগ করা যাইবে তাহাতেই বর্ত্তিবে, দেওনন্দন 'বনাম' মেধু সহা ৩০ ৫ কলি, ল, জ, ১৮১।

ভূস্বামীর নিজাত ভূমি কয়েক সনের নিমিত্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীকে বন্দোবস্ত করিলে, কোন রাইয়ত ঐ মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধীনে দখল করিলে, ঐ রাইয়তের যোত স্বত্ব হইতে পারিবে না এবং দখলীস্বত্ব বিষয়ক ৫ম অধ্যায়ের বিধান এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের বিধান ঐ ভূমিতে বর্ত্তিবে না; শিবনন্দন 'বনাম' অযোধ্যা রায় ২৬ কলি, ৫৪৬। এইরূপে রাজাশ্রু চৌকীদারী চাকরাণ ভূমিতে সনাতনভাবে অনধিকার প্রবেশকারীর অধীনে বন্দোবস্ত লইয়া দখল করিলেও রাইয়তের দখলীস্বত্ব অথবা না-দখলীস্বত্ব জন্মিবে না, জনাব আলি 'বনাম' রাকুবদি ১ কলি, ল, জ, ৩০৩।

এই ধারামতে ভূস্বামীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে ভূমি যোত সৃষ্টি হইবার প্রথম সময় (সুরু) হইতেই কয়েক সনের অথবা সনবসনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল এবং উহা প্রমাণ হইলে ভূস্বামীর নিজ ভূমিতে দখলীস্বত্ব অথবা না-দখলীস্বত্ব উদ্ভব হইবে না; কিন্তু যদি সুরু হইতে ঐরূপ বন্দোবস্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যোত দখল অবস্থায় কয়েক সনের জন্য কবুলিয়ত সম্পাদন করিলেও ৫ম এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের বিধানমতে যোত স্বত্ব উদ্ভব হইবার বাধা হইবে না, মধুসূদন 'বনাম' গঙ্গারনাথ, ১ কলি, ল, জ, ৪৬৯।

ভূস্বামীর নিজ ভূমি, রাইয়ত বহুকাল-যাবৎ ভোগ দখল করিলেও, রাইয়তের সাপক্ষে যোত স্বত্ব উদ্ভব হইবার অনুমান করা যাইবে না, ২৫ উ, রি, ১৮১।

ভূস্বামী, নিজ জিরাত ভূমি প্রমাণ করিতে না পারিলেও, যদি রাইয়ত তাহার দখল মূলে দখলীস্বত্বো উদ্ভব প্রমাণ করিতে না পারে, তাহাহইলে ভূস্বামী ডিক্রী পাইবেন, প্রতিবাদী রাইয়তকে তাহার স্বত্ব প্রমাণ করিতে হইবে, ১১ কলি, ল, রি, ৪৭৬ ; রাজা সাহিবপ্রহ্লাদ 'বনাম' দুর্গাপ্রসাদ ১২ মু, ই, আ, ২৮৬ ; ২০ উ, রি, ৩৭৪ ; ঐ ৪২১ ; ২৩ উ, রি, ২৯১ ; ঐ ২৩৮ দেখ।

ভূস্বামী দখল পাইবার মোকদ্দমায় স্বত্ব প্রমাণ করিলে, যদি রাইয়ত এরূপ স্বত্বের প্রমাণ দিতে না পারেন যাহাতে তাহার দখল পাইবার অধিকার আছে, তাহা হইলে ভূস্বামী দখলের ডিক্রী পাইবেন, নরসিং 'বনাম' ধরম ঠাকুর ৯ কলি, উ, নো, ১৪৪। জমীদারী নীলাম বিক্রয় হইলে নিজ যোত ভূমি নীলাম খরিদ্দারে বর্ত্তাইবে, ৭ উ, রি, ৪০।

জিরাত ভূমি হইতে ভূস্বামী বেদখল হইলে তিনি উৎপন্ন ফসলের উপর ওয়াশীলাত পাইবেন, খোপা খাজানার উপর নহে, ১২ কলি, উ, নো, ৬৫০।

ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১১৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এইরূপ আদেশ সূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন নির্দ্ধারিত স্থানে ইহার পূর্ব্ব ধারার মর্ম্মানুযায়ী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী থাকে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহা জরীপ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন।

ভূস্বামী বা প্রজার প্রার্থনা মতে নিজ জমির কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতার কথা।

১১৮ ধারা। ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া কোন জমি কথিত হইলে, উক্ত জমী ভূস্বামীর বা কোন প্রজার প্রার্থনামতে ও খরচের যত টাকা আবশ্যক হয় তিনি সেই টাকা আমানত করিলে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী, এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি করেন, সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, ইহা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৯ ধারা। কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, ১০৩ক, ১০৩খ, ১০৬, ১০৭, ১০৮ ১০৯ ও ১০৯ক ধারাগুলির বিধান বর্ত্তিবে।

নোট —১১৯ ধারার দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ১১৭ অথবা ১১৮ ধারার অনুষ্ঠিত কার্য্যে কার্য্যপ্রণালী একইরূপ হইবে, ধরণীকান্ত 'বনাম' গাবরালী, ৩০ কলি, ২৩৯।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর হুকুমের বিরুদ্ধে ১০৯ক ধারামতে আপীল চলিবে।

২২

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১২০ ধারা। (১) রাজস্ব-কর্ম্মচারী নিম্ন-লিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপি-বদ্ধ করিবেন—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ-যোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাস করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ-যোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয় সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চমাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি এবং "অন্য যে কোন প্রমাণ" [নূতন] উপস্থিত করা যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(২ক) "কোন নিয়মপত্রে, বা রফা বন্দোবস্তে, অথবা যোগসাজোস বা প্রতারণাক্রমে প্রাপ্ত বলিয়া কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর হুকুমমতে প্রমাণীকৃত কোন ডিক্রীতে যাহা কিছু থাকে, তাহা সত্ত্বেও ঐ কর্ম্মচারী কোন জমী (১) ও (২) প্রকরণের বর্ণিত প্রকারে সন্তোষজনক সাক্ষ্য-দ্বারা ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণীকৃত না হইলে, ঐ জমী ঐরূপ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন না।" [নূতন]

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এ বিষয়ে দেওয়ানী আদা-লতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শ-নার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

নোট।—এই ধারার (২) প্রকরণের "অন্য যে কোন প্রমাণ" কথার অর্থসম্বন্ধে নীলমণ 'বনাম' বৈকুণ্ঠ ১৭ কলি, ৪৬৭ দেখ।

যদি এই ধারামতে ১৮৮৩ সালের ২রা মার্চ্চের পূর্ব্বে বন্দোবস্ত না হইয়া থাকে তাহাহইলে প্রতিবাদী শুদ্ধ জিরাত ভূমি বন্দোবস্ত লইয়াছেন বলিলে, উহা দ্বারা কোনরূপ প্রমাণের সহায়তা করিবে না, সের বাহাদুর 'বনাম' ম্যাকেঞ্জী ৭ কলি, উ, নো, ৪০০।

যদি সাক্ষ্য আইনমতে অন্যপ্রকার প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে এই ধারার ৩ প্রকরণমতে উহা অগ্রাহ্য হইবে না; যথা,—যদি কবুলিয়তে ভূমির প্রকৃতির অর্থাৎ জিরাত বলিয়া উল্লেখ থাকে তাহা হইলে উহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, ভাজু 'বনাম' রঘুনাথ ১৩ কলি, উ, নো, ১৩৫।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

যে যে স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১২১ ধারা। কোন রাইয়তের বা কোর্ফা রাইয়তের ভূম্যধিকারীর বাকী খাজানা পাওনা হইলে, ও এক বৎসরের অধিক কাল পাওনা হইয়া না থাকিলে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী কোন জামীন না লইয়া থাকিলে, উক্ত ভূম্যধিকারী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন তদতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, উক্ত আদালত ঐ কৃষকের দখলে যাহা আছে,—

(ক) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন, ঐ যোতে কাটা বা তোলা না হইয়া থাকে; ও

(খ) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন উক্ত যোতে জন্মিয়াছে, এবং কাটা বা তোলা গিয়া ঐ যোতে কিম্বা, (ক্ষেত্রেই হউক বা বাটীতেই হউক) খামার বা শস্য মাড়াই প্রভৃতি করিবার স্থানে রাখা হইয়াছে, তাহা ক্রোক করিয়া উক্ত বাকী খাজানা আদায় করেন। কিন্তু—

(১) ভূমি রেজিষ্টারীকরণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমত অর্থ করণানুযায়ী ভূম্যধিকারীর বা কার্য্যাধ্যক্ষের কিম্বা ঐ ভূম্যধিকারীর বা কার্য্যাধ্যক্ষের, বন্ধকগ্রহীতার নাম ও যে ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা

হয় সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিষ্টারী করা না হইয়া থাকে, তবে তৎকর্ত্তৃক ; কিম্বা

(২) পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা দিতে হয় এবং যাহা লিখিত চুক্তিমতে কিম্বা এই আইন-মত বা এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত কার্য্যানুষ্ঠানক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত, কিম্বা ;

(৩) যোতের যে কোন অংশ প্রজা ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি লইয়া কোর্ফা বিলি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে, এই ধারমতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

নোট।—ভূমি রেজিষ্টারী আইন মতে ভূস্বামীর নাম রেজিষ্টারী থাকিলে তিনি ক্রোক করিতে পারেন, এবং রাইয়ত, নাম রেজিষ্টারী করা নাই এরূপ তৃতীয় ব্যক্তিকে খাজানা দিয়াছে বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবে না, ১ কলি, উ, নো, ৩১৮।

খোমারতের জন্য ভূস্বামী এই ধারামতে ক্রোকের দরখাস্ত করিতে পারিবেন না, ২৮ কলি ৩৬৪ ; এবং এক দরখাস্তে একের অধিক যোতের খাজানার দরুণ ক্রোক দিতে পারিবেন না, (ঐ)। যে ব্যক্তির দখল নাই অথবা যে ব্যক্তি ফসল উৎপন্ন করে নাই এরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাকী খাজানার জন্য ক্রোক দিবার ভূস্বামীর অধিকার নাই, মোহিনী 'বনাম' রামকুমার, উ, নি, (১৮৬৪) ১০ আইন, ৭৬।

অন্যায় মতে ক্রোক করিলে খেসারতের মোকদ্দমা এক বৎসরের ভিতর রুজু করিতে হইবে, তমাদি আইনের ১ম তফসীলের ২৮, ২৯ আর্টিকেল দেখ, জগৎজীবন 'বনাম' শরৎচন্দ্র, ৭ কলি, উ, নো, ৭২৮।

যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১২২ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত প্রত্যেক দরখাস্তে এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার সীমা অথবা যাহাতে তাহা চেনা যায় এরূপ অন্যান্য বৃত্তান্ত ;

(খ) প্রজার নাম ;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা ;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা, এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে সেই সুদ, এবং পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক টাকা দাওয়া করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থলবিশেষে আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে ঐ টাকা দেয় হয়, তাহা ;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য ;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যে যে বৃত্তান্ত প্রচুর হয় তাহা ; এবং

(ছ) উহা জমীতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট-মতে আবেদনপত্রে যেরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্য পাঠ লিখিতে হয়, ঐ দরখাস্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবে।

দরখাস্ত পাইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১২৩ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্ব্ব কয়েক ধারামত দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে দরখাস্তের কার্য্য নিমিত্ত সাক্ষ্যস্বরূপ কোন দলীল আবশ্যক বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন, ও যতদূর সাধ্য কম বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবেন, কিম্বা তাহার পোষণার্থ অধিকতর সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে কোন দরখাস্ত অবিলম্বে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার, কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষায়, ঐ শস্য স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা তাহার অনেক কাল পূর্ব্বে এই ধারামতে ঐ শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আদালত যতকাল উচিত বোধ করেন, ততকাল ঐ আজ্ঞা জারীকরণ স্থগিত রাখিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় ঐ শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া, আর এক আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।

১২৪ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত উল্লিখিত উৎপন্ন শস্যাদি অথবা ঐ শস্যাদির যে অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিবেন; এবং ঐ উৎপন্ন শস্যাদি যেখানে থাকে উক্ত কর্ম্মচারী সেই স্থানে গিয়া, আপনি ঐ শস্যাদি লইয়া অথবা আপনার পক্ষে তাহা অন্য কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখিয়া এবং হাইকোর্ট সেই মর্ম্মের যে বিধি করেন, তদনুসারে ক্রোকের বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ উৎপন্ন শস্যাদি ক্রোক করিবেন।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যাদির ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যায় না, সেই শস্যাদি কাটিবার বা সংগ্রহ করিবার সময়ের পূর্ব্বে বিশ দিনের ন্যূন কোন সময়ে, এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।

১২৫ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওনা বাকী খাজানার ও ক্রোক করিবার খরচের দাবীপত্র লিখিয়া বাকীদারের উপর জারী করিবেন, এবং যে যে হেতুতে ক্রোক করা যায়, তাহা দর্শাইয়া ঐ সঙ্গে এক হিসাব দিবেন।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্ম্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবেন।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব সাধ্য হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, তিনি সচরাচর যে বাটীতে বাস করেন, সেই বাটীর বহির্ভাগে কোন সুপ্রকাশ স্থানে উক্ত কর্ম্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবেন।

শস্যাদির কর্ত্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।

১২৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক হইলে, তাহাতে কোন শস্যাদি কাটিতে বা তুলিতে বা সঞ্চিত করিতে কিম্বা তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষাকরণার্থ অন্য যে কোন কার্য্য করা আবশ্যক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিবার অধিকার থাকে, সেই ব্যক্তির উপযুক্ত সময়ে উক্ত কার্য্য করিবার ত্রুটি হইলে, ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ ফসল বা অসংগৃহীত শস্যাদি থাকিলে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান তদর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা নিকটস্থ অন্য কোন সুবিধামত স্থানে ঐ ফসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, কিম্বা তাহা উপযুক্তমতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উভয় স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্ম্মচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি এতদর্থে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।

১২৭ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচ সমেত দাবির টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন, তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ বৃত্তান্ত এবং যে দাবীর জন্য উহা ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা যাইবে এবং এই সংবাদ দেওয়া যাইবে যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিনদিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয় এরূপ কোন নির্দ্ধারিত দিনে ও স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারিলে কিন্তু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপে ধার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে ঐ দিনের পূর্ব্বে ঐ শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির বাকী খাজানার দাওয়া হয়, সেই ভূমি যে গ্রামে

থাকে সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে ঐ ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নীলাম হইবার স্থানের কথা।

১২৮। ক্রোক করা দ্রব্য যেখানে থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্ম্মচারীর এরূপ মত হয় যে নিকটস্থ সাধারণের গমনাগমনের স্থানে নীলাম হইলে অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

১২৯ ধারা। (১) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিবার বা তুলিবার ও সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা হইবে না।

(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল ফসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজে কিম্বা এতদর্থে তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ ফসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা করিতে স্বত্ববান হইবেন।

যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।

১৩০ ধারা। নীলামকারক কর্ম্মচারী যেরূপ পরামর্শ সিদ্ধ জ্ঞান করেন সেইরূপ এক বা অধিক লাটে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎক্ষণাৎ অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।

১৩১ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে যদি নীলামকারক কর্ম্মচারীর বিবেচনায় তাহার উপযুক্ত মূল্য ডাক না হয়, এবং ঐ সম্পত্তির মালিক অথবা তাঁহার পক্ষে কার্য্যকরিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, পর দিন পর্য্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থান হাটে হইয়া থাকিলে, পরবর্ত্তী হাটের দিন পর্য্যন্ত, নীলাম

স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করেন, তবে সেইদিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখা যাইবে ও সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য দিবার প্রস্তাব হউক না কেন, বিক্রয় কার্য্য সম্পূর্ণ করা যাইবে।

ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।

১৩২ ধারা। প্রত্যেক লাটের মূল্য, নীলামের সময়ে কিম্বা নীলাম-কারক কর্ম্মচারী তৎপরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে, এবং ঐরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্ব্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেটে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৩৩ ধারা। সমস্ত ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে, নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রেতাকে এক সার্টিফিকেট দিবেন, ক্রেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে, মূল্য দিলেন, ঐ সার্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

নীলামের উৎপন্ন টাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।

১৩৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রোকের ও নীলামের যে খরচ পড়ে তাহা দিবেন। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে বিধি প্রণয়ন করিবেন, সেই বিধির নির্দ্দিষ্ট খরচের হারানুসারে উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

(২) যে বাকী খাজানার জন্য ক্রোক হয়, নীলামের দিনপর্য্যন্ত তাহার সুদ সমেত সেই বাকী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয় সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

কোন কোন ব্যক্তিদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

১৩৫ ধারা। এই আইন মত সম্পত্তি নীলামকারক কর্ম্মচারীদিগকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা উক্ত কর্ম্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

নীলামের পূর্ব্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১৩৬ ধারা। (১) এই অধ্যায় মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তি নীলাম হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি বাকীদার, কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক, বাকীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্ম্মচারীর হস্তে ১২৫ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দ্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর, যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আমানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থলবিশেষে উক্ত কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঐরূপ আমানত পাইলে উহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাকীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এইরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী খাজানার জন্য বাকীদারী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করিয়া এবং তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আমানত করিবার তারিখ অবধি একমাস গত হইলে পর, আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আমানতী টাকা হইতে তাঁহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আমানত করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে, তিনি তাঁহার প্রজার যোত বা তাহার কোন অংশ সেটাও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

সেটাও প্রজা আপন পাট্টা-দাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৩৭ ধারা। (১) উর্দ্ধতন প্রজার ত্রুটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায় মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্ব্ব ধারা মতে কোন টাকা দিলে, তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজনা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী বাকীদার না

হইলে, তিনি তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পৌঁছে, তাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বাকীদারের স্থানে তাহা আদায় করণার্থ তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার যে স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

উর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।

১৩৮ ধারা। ভূমির পেটাও বিলি করা গেলে, যদি একই সম্পত্তি ক্রোককারী উর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায় মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

১৩৯ ধারা। এই অধ্যায় মতে দত্ত ক্রোকের আজ্ঞা এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের দত্ত আজ্ঞা, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, উক্ত ক্রোকের আজ্ঞা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দেন, সেই আদালতের অনুমতি বিনা ১৩৪ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

অন্যায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৪০ ধারা। এই অধ্যায় মতে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যে স্থলে ১২১ ধারা মতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি নাই, সেই স্থলে ঐ ধারা মতে দরখাস্ত হওয়াতে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতি পূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

নোট।—১২১ ধারার বিধান বিরুদ্ধে ক্রোক করিলে খেসারতের মোকদ্দমা চলিবে, ২২মান

'বনাম, গোবিন্দ, ১ কলি, উ, নো, ৩১৮। প্রত্যেকে ক্ষতির পরিমাণ প্রমাণ করিতে হইবে, ৮ উ, নি, ২২০ ; এবং ২৮ কলি, ৩৬৪ দেখ। খোদাবক্স দাবীতে নালিশ করিলে কি পরিমাণ বাৎসরিক খাজানা দিতেন তাহা বাদী প্রমাণ করিবেন, চন্দ্রকান্ত 'বনাম' রামনাথ ১ কলি, উ, নো ৪৬৩।

জমীদারের কর্মচারী অন্যায় ক্রোক করিলে, জমীদার দায়ী হইবেন, ঈশানচন্দ্র 'বনাম' সতীশচন্দ্র ৭ কলি, উ, নো, ১০৬।

ফসল অন্যায় ক্রোক হেতু খেসারতের নালিশ ছোট আদালতে করিতে হইবে, ১৮৮৭ সালের ৯ আইনের ২য় তফসীলের ৩৫ (ক) আর্টিকেল দেখ, ২৫ কলি, ২৮৫; খেসারতের মোকদ্দমায় ক্ষতিগ্রস্ত সমুদয় ব্যক্তিকে পক্ষ হইতে হবে না, যে কোন এক বা ততোধিক ব্যক্তি পক্ষ ভুক্ত হইয়া, মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

তমাদির কাল একবৎসর, তমাদি আইন, প্রথম তপশীলের ২৮, ২৯ আর্টিকেল দেখ ৭ কলি, উ, নো, ১২৮। অন্যায় ক্রোক যে দিন হইবে সেই দিন হইতে মোকদ্দমার কারণ উত্থিত হইবে, ২৫ মান্দ্রাজ ৫৪০।

১৪১ ধারা। (১) স্থান বিশেষে কি কোন শ্রেণীর মোকদ্দমায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ ভাব কিম্বা কৃষকদিগের বিশেষ অভ্যাসবশতঃ ভূম্যধিকারীর পক্ষে এই অধ্যায় মতে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়া খাজানা আদায় করা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতে দুঃসাধ্য বোধ হইলে, ঐ গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে আদেশ প্রচার করিয়া ভূম্যধিকারী যে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রোক করণার্থে এই অধ্যায় মতে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিবার অধিকারী হইতেন, তাহা স্বয়ং কি তদীয় কার্য্যকারক দ্বারা ক্রোক করিবার জন্য তাঁহাকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

কয়েক স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্রোক করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

কিন্তু তদ্রূপ ক্ষমতা ক্রমে যে প্রত্যেক ব্যক্তি উৎপন্ন দ্রব্য ক্রোক করেন তিনি ১২৪ ধারায় নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন এবং হাই-কোর্ট, বিধি প্রণয়ন করিয়া যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে দেওয়ানী আদালতের ঐ উৎপন্ন দ্রব্য ক্রোক করণার্থ দরখাস্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে, সেই দেওয়ানী আদালতে অবিলম্বে নোটিস দিবেন। ঐ আদালত সাধ্যমতে বিলম্ব না করিয়া ক্রোক করা ঐ উৎপন্ন দ্রব্য জিম্মায় লইবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিবেন।

(২) আদালতের কোন কর্ম্মচারী এই ধারা মতে ক্রোক করা কোন উৎপন্ন দ্রব্য আপন জিম্মায় লইলে তাহার পরবর্ত্তী কার্য্য তিনি, ১২৪ ধারা মতে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রোক করিলে যেরূপে হইত, সর্ব্বতোভাবে সেইরূপেই অনুসৃত হইবে।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারা মতে কোন আজ্ঞা করিয়া থাকিলে যে কোন সময়ে উহা রহিত করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪২ ধারা। হাইকোর্ট, এই অধ্যায় মত সকল মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত করণার্থ, সময়ে সময়ে এই আইন সম্মত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমায় বর্ত্তাইতে হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৩ ধারা। (১) হাইকোর্ট সময়ে সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনক্রমে, এই আইন সম্মত বিধি প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতি কিম্বা ঐরূপ বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা ঐ বিধির নির্দ্ধারিত পরিবর্ত্তন সহকারে বর্ত্তিবে।

(২) ঐরূপ প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন ঐরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

নোট। এই ধারা অনুসারে হাইকোর্ট এপর্যন্ত কোন বিধি প্রণয়ন করেন নাই। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন্ কোন্ ধারা খাজানার মোকদ্দমায় খাটিবে, এসম্বন্ধে ১৪৮ ধারা দেখ। উচ্ছেদের মোকদ্দমায় সাক্ষীর জবানবন্দী আদালতের ভাষায় না লিখিয়া ইংরাজীতে লিখিলে উহা একেবারে নষ্ট হয় না, উহা মাত্র বেয়াড়া হইবে, রঙ্গলাল 'বনাম' মঙ্গলী ৩৪ কলি, ৩৯৬। খাজানার ডিক্রী কীস্তিবন্দী করিয়া দেওয়া যাইবে না, শিবনারায়ণ 'বনাম' বৈকুণ্ঠনাথ ১ কলি উ, নো, ৮২৭।

আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৪৪ ধারা। (১) যে মধ্যস্বত্ব বা জোত সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কার্য্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইনানুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, যে মধ্যস্বত্ব বা জোত সম্পর্কে প্রার্থনা উপস্থিত করা যায়, সেই মধ্যস্বত্ব বা জোতের দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

নোট।—১০০০৲ টাকার অনধিক খাজানার মোকদ্দমা হইলে, যদি উহা বিচার করিবার মুন্সেফের এলাকা থাকে তাহা হইলে সেই খানেই মোকদ্দমা রুজু করিতে হইবে, যদিও জোতের মূল্য ৪৫০০৲ টাকার জন্য উহার দখলের মোকদ্দমা সবজজের আদালতে করিতে হইত, ৭ কলি, উ, নো, ৪০২।

কৃষিজমির খাজানা এবং জলকরের খাজানার জন্য এক মোকদ্দমা হইতে পারিবে শিবপ্রসাদ 'বনাম' বকাই পাল, ৩৩ কলি, ৬০১। এবং ঐ মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে হইবে। (ঐ)

খাজানার মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারী কেবলমাত্র বেনাম দারকে প্রতিবাদী করিতে বাধ্য নহেন, গিরীশ 'বনাম' নগেন্দ্র, ১৬ কলি, উ, নো, ৬৪।

খাজানার যে অংশ উচ্চতম মালিককে দিবার জন্য বরাৎ দেওয়া হইয়াছে, ঐ অংশ আদায়ের জন্য চুক্তিকাল মধ্যে ভূম্যধিকারী, প্রজার বিরুদ্ধে বাকী খাজানার মোকদ্দমা আনিতে পারেন না, দেবেন্দ্র 'বনাম' পরেশ ৪ কলি, ল, জ, ১১৯।

এক প্রজা বহু যোত দখল করিলে সমস্ত যোত সম্বন্ধে এক মোকদ্দমায় প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইতে পারিবে, কিন্তু ঐ ডিক্রী চতুর্দ্দশ অধ্যায়মতে খাজানার ডিক্রী হইবে না, হৃদয় 'বনাম' কৃষ্ণপ্রসাদ, ৩৪ কলি, ২৯৮; ৭ কলি, ল, জ, ৯৬; ৬ কলি, ল, জ, ১৫০; ১৪ কলি, উ, নো, ৩৩৫।

খাজানার মোকদ্দমার ডিক্রী, এই আইনের তৃতীয় তপশীলের ৬ আর্টিকেলমতে ডিক্রী হইবে, যে হেতু খাজানা মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী ১৪৩, ১৪৪ ও ১৪৮ ধারামতে বিভিন্ন রূপে নির্দ্দেশ হইয়াছে, বৈকুণ্ঠ 'বনাম' অঘোর ২০ কলি, ৩৮৭।

কিস্তাবন্দি মোকদ্দমাও কখন কখন খাজানার মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হইবে, ভেকধারী 'বনাম' বুধ সিং, ২৭ কলি, ৬৬৩।

প্রজা, প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক টাকা দেওয়ায়, তাহা ফেরৎ পাওয়ার, জন্য মালীক বিরুদ্ধে ৭৫ ধারা মতে নালিশ করিলে, উহা প্রজা ভূম্যধিকারীর মধ্যে মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হইবে। বন্ধু রায় 'বনাম' মেডানিক ২৯ কলি, ৮৪২।

ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে, ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া যে সকল মোকদ্দমা হইবে তাহাতেই এই ধারার বিধান বর্ত্তিবে, ১৪ কলি, ৫১২। পুরাতন দশম অধ্যায়ের ১০৩ ধারার বিধানমতে অনুষ্ঠান গুলিও ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে বলিয়া গণ্য হইত, ২৫ কলি, ১৪৬।

হস্তান্তর অযোগ্য যোত, হস্তান্তর করার হেতুবাদে, উচ্ছেদের মোকদ্দমা এই খাজানা আইনের অন্তর্গত মোকদ্দমা নহে, শরৎচন্দ্র 'বনাম' খ্যাগচাঁদ ১০ কলি, উ, নো, ৯৩০।

বাকী বনকরের মোকদ্দমা এই আইনের অন্তর্গত মোকদ্দমা হইবে, আবদুল্লা 'বনাম' আসরফ, ৭ কলি, ল, জ, ১৫২। জলকরের মোকদ্দমাও ঐরূপ, এবং যে আদালতের খাজানার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে, তথায় জলকরের মোকদ্দমা দায়ের হইবে, ৩৩ কলি, ৬০১; ১ কলি, উ, নো, ৮৭, নোটস্। ভিটী বা বাস্তুভূমির খাজনার মোকদ্দমা ক্ষুদ্র আদালতে হইবে না, উমাচরণ 'বনাম' বেজারী বেওয়া ১৫ কলি, ১৭৭ (ফুলবেঞ্চ)

প্রজা ভূম্যধিকারীর মধ্যে মোকদ্দমা হইলেই যে উহা সাধারণ আদালতে বিচারিত হইবে, ছোট আদালতে হইতে পারিবে না, তাহা নহে; মোকদ্দমার অবস্থার উপর আদালতের এলাকা নির্ভর করিবে, ৪ কলি, উ, নো ৯৫।

নায়েব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোক্তার হইবার কথা।

১৪৫ ধারা। কোন ভূম্যধিকারীর যে কোন নায়েব বা গোমস্তা ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার বা প্রার্থনার কার্য্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমত উক্ত ভূম্যধিকারীর

স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবেন। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে বা উপস্থিত থাকে, কিম্বা প্রার্থনা করা যায়, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

নোট। আদালত, কর্মচারী অথবা নায়েবের নিকট আমমোক্তার নামা অনুসন্ধান করিতে পারেন, রামনারায়ণ 'বনাম' রঘুনাথ ১৯ কলি, ৬৭৮ (পি, সি,)। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনমতে একগোমস্তা অথবা আমমোক্তার তাঁহার নিজনামে খাজানার মোকদ্দমা করিতে পারিতেন না, কুঞ্জবিহারী 'বনাম' পূর্ণচন্দ্র, ৯ কলি, ৪৫০।

মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টারের কথা।

১৪৬ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ বৃত্তান্ত উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টরে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিষ্টরে লিখিত হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে সময়ে যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত ঐ বিশেষ রেজিষ্টর রাখিবেন।

নোট।—১৮৮২ সালের ১৪ আইনের (দেওয়ানী কার্য্যবিধির) ৫৮ ধারার পরিবর্ত্তে ১৯০৮ সালের ৫ আইনের ৭ আজ্ঞা ৯ বিধি এবং ৪ আজ্ঞা ২ বিধি দ্রষ্টব্য।

খাজানার ক্রমিক মোকদ্দমার কথা।

১৪৭ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী কোন রাইয়তের বিরুদ্ধে তাহার যোতের কোন খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধান মানিয়া পূর্ব্ব মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি তিনমাস গত না হইলে পর তাহার বিরুদ্ধে ঐ যোতের কোন খাজানা আদায় করিবার জন্য অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

নোট।—দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৩৭৩ ধারার স্থলে ১৯০৮ সালের ৫ আইনের ২৩ আজ্ঞা ১ বিধি দ্রষ্টব্য।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমার রফা বন্দোবস্তের কথা।

বঙ্গ।

১৪৭ক ধারা। (১) ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাস্বরূপ কোন মোকদ্দমা সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৫ ধারার বিধান খাটিবে না।

(২) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে, ভূম্যধিকারী ও প্রজাস্বরূপ কোন মোকদ্দমা আইনসঙ্গত নিয়মপত্রে বা রফা বন্দোবস্তক্রমে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে মিটাইয়া ফেলা হয়, সেই স্থলে কিম্বা যদি প্রতিবাদী, যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হইয়াছে, সম্পূর্ণ সেই বিষয় বা তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে বাদীর দাওয়া পরিশোধ করেন তাহা হইলে, আদালত মোকদ্দমার সহিত ঐ নিয়মপত্রে, রফা বন্দোবস্ত বা পরিশোধ কার্য্যের যতদুর সম্পর্ক থাকে, ততদুর ঐ নিয়মপত্রে, রফা বন্দোবস্ত বা পরিশোধ কার্য্যানুসারে ডিক্রী দিবেন।

কিন্তু কোন নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্তের সর্ত্তগুলি কোন চুক্তি-

পূর্ব্ববঙ্গ।

১৪৭ক ধারা। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানসত্বেও যে স্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাস্বরূপ কোন মোকদ্দমা, নিয়মপত্রে বা রফা বন্দোবস্তক্রমে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবে মিটাইয়া ফেলা হয় সেই স্থলে, ঐ নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্তের সর্ত্তগুলিন কোন চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত হইলে এই আইন অনুসারে তাহা প্রবল করা যাইতে পারে, লিখিত কারণমূলে আদালতের এরূপ প্রতীতি যতক্ষণ না জন্মাইবে সে পর্য্যন্ত আদালত ঐ নিয়মপত্রে বা রফা বন্দোবস্তসূত্রে কোন ডিক্রী দিবেন না

কিন্তু ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা আনিলে, যদি কোনরূপ বৃদ্ধি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, জমা বৃদ্ধির মোকদ্দমায় এই আইন উল্লিখিত যে সমস্ত নিয়মাবলী দ্বারা আদালত পরিচালিত হন, এই বৃদ্ধির হার সেইরূপ নিয়মক্রমে ন্যায্য ও বিধি সঙ্গত, লিখিত কারণ-

বঙ্গ।

পত্রের অঙ্গীভূত হইলে যদি এই আইনানুসারে প্রবল করা না যাইত, তাহা হইলে সেই নিয়মপত্র বা বন্দোবস্ত অনুসারে কোন ডিক্রী দেওয়া যাইবে না।

(৩) যে স্থলে দেয় খাজানা সম্বন্ধে বিবাদের নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, সে স্থলে চুক্তিপত্রের স্থলে ২৯ ধারায় যাহার অনুমতি নাই, ঐ নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্তের ফলে খাজানা সেই প্রকারে বা পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইবে কি না ইহা নির্ণয়করণার্থ আদালত, যে কাল সম্বন্ধে ঐ বিবাদ উত্থিত হয়, সেই কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে খাজানা আইনমতে দেয় ছিল, তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) কোন নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্তের সর্ত্ত যদি এরূপ হয় যে, তাহাতে কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্বের অযথা বা অন্যায় হানি হইতে পারে, তাহা হইলে ঐ নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্তের পক্ষগণ যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, সাক্ষ্য লইয়া এরূপ প্রতীতি না হইলে এবং না হওয়া পর্য্যন্ত আদালত ঐ নিয়মপত্র বা

পূর্ব্ববঙ্গ।

যুক্তে আদালতের এরূপ প্রতীতি হইলে আদালত তাহার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

বঙ্গ।	পূর্ব্ববঙ্গ।
রফা বন্দোবস্তানুযায়িক ডিক্রী দিবেন না।	এই প্রকরণ নাই।

উদাহরণ।

ক একজন ভূস্বামী। তিনি নিয়মপত্র করিলেন যে, খ'নামক তাঁহার প্রজা দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা বলিয়া লিপিবদ্ধ হইবেন। ইহাতে খ'র প্রজাগণের স্বত্বের হানি হইবে। ৫ ধারার অর্থ নির্দ্দেশমতে খ মধ্যস্বত্বাধিকারী, না রাইয়ত, আদালতের (৫) প্রকরণানুসারে এই বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আদালত যদি দেখেন যে, খ' রাইয়ত তাহা হইলে আদালত নিয়মপত্র অনুযায়িক ডিক্রী দিতে পারিবেন। কিন্তু আদালত যদি দেখেন যে খ মধ্যস্বত্বাধিকারী তাহা হইলে ঐরূপ ডিক্রী দিবেন না।

(৫) কোন আইনসঙ্গত নিয়মপত্রে, রফা বন্দোবস্ত বা পরিশোধ কার্য্য অনুসারে কোন ডিক্রী দেওয়া হইলে, ঐ নিয়মপত্রে, রফা বন্দোবস্ত বা পরিশোধ কার্য্য দ্বারা মোকদ্দমার বিষয়ের যে পরিমাণের বিধান হয়, সেই পরিমাণের সহিত ঐ ডিক্রীর যতদূর সম্পর্ক উহা ততদূর চূড়ান্ত হইবে।

নোট।—এই ধারার বিধান অমান্য করিয়া, অর্থাৎ বিবাদের পূর্ব্বে কি হারে খাজানা দেওয়া হইত তাহার প্রমাণ নথিতে না লিখিয়া যদি সোলেনামা সূত্রে খাজানার ডিক্রি হয়, তবে উহা বে আইনী এবং বাতিল হইবে এবং রাইয়ত ঐরূপ ডিক্রি রদ করাইতে বাধ্য নহে, শরযুগশরণ 'বনাম' ভুখিত মাহাতু, ১৭ কলি, উ, নো, ৪৯৬।

স্বত্বের লিখনের লেখার প্রতি দেওয়ানী আদালতের দৃষ্টি রাখিবার কথা।

১৪৭খ ধারা। "যে সকল স্থানে ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণমতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে, তথায় দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা-স্বরূপ সমস্ত মোকদ্দমায় বিবাদের বিষয় সম্বন্ধে ঐ স্বত্বের লিখনের যে সকল লেখা আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহা সাক্ষ্য দ্বারা অশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়া না থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; এবং কোন দেওয়ানী আদালত যখন ঐ সকল লেখার সহিত যাহার মিল নাই এমন ডিক্রী দেন, তখন ঐরূপ ডিক্রী দিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন"। [নূতন]

খাজানার মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪৮ ধারা। খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্য্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৬ পর্য্যন্ত ধারা ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় খাটিবে না;

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত জমির অবস্থান ও নাম ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্ত্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

বঙ্গ।	পূর্ব্ববঙ্গ।
(খ ১) "যে স্থানের নিমিত্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে, মোকদ্দমা সেই স্থানের অন্তর্গত ভূমির খাজানার নিমিত্ত হইলে, ঐ স্বত্বের লিখনানুসারে প্রজার দখলী জমীর মধ্যে যে যে গর্ভে প্লট আছে, তাহার	(খ ১) "যে স্থলের নিমিত্ত স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে, কোন মোকদ্দমা সেই স্থানের অন্তর্গত ভূমির খাজানার নিমিত্ত হইলে, ঐ স্বত্বের লিখনে প্রজার দখলী জমির যে ক্রমিক নম্বর বা নম্বর সকল লিখিত

বঙ্গ।

তালিকা এবং প্রজার দখলী জমীর খাজানা কত, আর্জ্জিতে ইহার নির্দ্দেশও থাকিবে, কিন্তু বাদী কোন উপযুক্ত কারণে উক্তরূপ তালিকা দিতে বা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মিলে ঐরূপ তালিকা বা নির্দ্দেশ থাকিবে না। কিন্তু আদালতকে ঐরূপ হৃদ্বোধের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।" [নূতন]

পূর্ব্ববঙ্গ।

আছে, তাহার এবং প্রজার দখলী জমীর ঐ লিখন অনুসারে পরিমাণ ও খাজানা কত আর্জ্জিতে ইহার নির্দ্দেশ থাকিবে, কিন্তু বাদী কোন উপযুক্ত কারণে উক্তরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মিলে ঐরূপ নির্দ্দেশ থাকিবে না। কিন্তু আদালতকে ঐরূপ হৃদ্বোধের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।" [নূতন]

"কিন্তু যে সকল স্থলে আদালত ঐরূপ নির্দ্দেশ বিহীন আর্জ্জি গ্রহণ করেন সেই স্থলে আদালত ফী না লইয়া ঐ প্রজার দখলী জমী সংক্রান্ত স্বত্বের লিখনের প্রমাণীকৃত বা সার্টিফিকেটযুক্ত নকল বা উদ্ধৃতাংশ দিবার নিমিত্ত কালেক্টরের প্রতি আদেশ করিবেন। এবং অপর যেস্থলে আদালত উপযুক্ত দেখেন, সেই স্থলেও ঐরূপ আদেশ করিতে পারিবেন"। [নূতন]

বঙ্গ।

এইরূপ পরন্তু নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ।

"বিপরন্তু, ঐরূপ নির্দ্দেশ যখন আর্জ্জিতে থাকিবে তখন বুঝিতে হইবে যে উহা (খ) প্রকরণ মতে ভূমি চিনিবার পক্ষে উপযুক্ত বর্ণনা হইয়াছে"। [নূতন]

(খ ২) "যে স্থলে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত ও চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পর প্রজার জমীর পরিমাণের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, সেস্থলে আর্জ্জিতে মোকদ্দমায় যত টাকা খাজানার দাবী করা হইয়াছে, তাহা যে প্রকারে হিসাব করা হইয়াছে তাহার বিবরণসহ স্বত্বের লিখনানুযায়িক প্রজার মূল জমীর খাজানার বিবরণও থাকিবে।" [নূতন]

(গ) কেবল ইস্যু ধার্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে ;

(ঘ) সমন জারি করিতে হইলে যদি হাইকোর্ট বিধিক্রমে সাধারণতঃ কিম্বা কোন স্থানের নিমিত্ত বিশেষ করিয়া আদেশ করেন, তবে অন্য কোন প্রকারে জারি করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্ত্তে প্রতিবাদীর নামে শিরোনামা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইনের তৃতীয় খণ্ডমতে রেজিস্টরী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারি করা যাইতে পারিবে ;

ঐরূপে পত্রদ্বারা সমন পাঠান গেলে, ও ঐ পত্র নিয়মিতরূপে রেজিষ্টরী করিয়া ডাকে দেওয়া গিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে, উক্ত সমন যথাবিধি জারী হইয়াছে বলিয়া আদালত অনুমান করিতে পারিবেন ;

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না ;

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে ;

বঙ্গ।

(চচ) "ভূম্যধিকারী" কর্ত্তৃক আদালতে কোন হিসাবের বহি, হস্তবুদ, আদায় বা মাপ সম্বন্ধীয় কাগজপত্র বা মানচিত্র উপস্থিত করা গেলে. এবং আদালতের দায়ের থাকা কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্যস্বরূপ গৃহীত হইলে ঐ সকল দলীল দস্তাবেজের যে নকল বা উদ্ধৃতাংশ, ঐ আদালতের যথারীতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে

পূর্ব্ববঙ্গ।

(চচ) "ভূম্যধিকারী" কর্ত্তৃক আদালতে কোন হিসাবের বহি, হস্তবুদ, আদায় বা মাপ সম্বন্ধীয় কাগজপত্র, মানচিত্র বা স্বত্বের লিখন হইতে চুম্বক উপস্থিত করা গেলে, এবং আদালতে দায়ের থাকা কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্যস্বরূপ গৃহীত হইলে ঐ সকল দলীল দস্তাবেজের যে নকল বা উদ্ধৃতাংশ, ঐ আদালতে যথাবিধি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীর নিকট

বঙ্গ।	পূর্ব্ববঙ্গ।
প্রকৃত নকল বা উদ্ধৃতাংশ বলিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়, আদালতের অনুমতি লইয়া সেই নকল বা উদ্ধৃতাংশ মূল দলীলের পরিবর্ত্তে নথীভুক্ত করিয়া মূল দলীল ভূম্যধিকারীকে ফিরাইয়া দিতে পারা যাইবে।" [নূতন]	হইতে প্রকৃত নকল বা উদ্ধৃতাংশ বলিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়, আদালতের অনুমতি লইয়া সেই নকল বা উদ্ধৃতাংশ মূল দলীলের পরিবর্ত্তে নথীভুক্ত করিয়া মূল দলীল ভূম্যধিকারীকে ফিরাইয়া দিতে পারা যাইবে।" [নূতন]

"এবং তাহার পর যে আদালতে ঐরূপ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নকল বা উদ্ধৃতাংশ উপস্থিত করা যায়, সেই আদালত মূল দলীল উপস্থিত করণার্থ আদেশ করা উপযুক্ত বোধ না করিলে, ঐরূপ সার্টিফিকেটযুক্ত নকল বা উদ্ধৃতাংশ ঐ আদালতে বা অপর কোন আদালতে উপস্থিত করা অন্য কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্যস্বরূপ গৃহীত হইতে পারিবে।" [নূতন]

(ছ) বাকী খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রী-জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ;

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যাঁহাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি ভূম্যধিকারীর ভূমিগত স্বার্থ না বর্ত্তিয়া থাকিলে, তিনি ঐ ডিক্রী জারী করিবার দরখাস্ত করিবেন না।

নোট।—কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিজ্ঞ বিচার পতি মাননীয় শ্রীযুক্ত জষ্টিস্ মুখার্জ্জী মহাশয়, মুলুকচাঁদ 'বনাম' সতীশচন্দ্র; ১৪ কলি, উ, নো, ৩৩০ এবং জহন্দর 'বনাম' রামলাল, ১৪ কলি, উ, নো, ৪৭০ নামক নজীর দ্বয়ের ৩৩৭ ও ৪৭৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রমথনাথ 'বনাম' রমণীকান্ত ৩৫ কলি, ৩৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত বিলাত আপীলের নজীরে ইহা ধার্য্য হইয়াছে যে খাজানার মোকদ্দমা, এই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের অন্তর্গত নহে, যদিও প্রথমে ইহা অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে খাজনার মোদ্দমায় প্রতিকার পাইবার স্বত্ব এই প্রজাস্বত্ব আইনের বলে উদ্ভব হয় নাই। ১৪ কলি, উ, নো, ১২৬ নোটস্।

পুরাতন দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন।		নূতন দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন।
ধারা ১২১	...	আজ্ঞা, ১১, বিধি, ১
" ১২২	...	আজ্ঞা, ৪৮, বিধি, ২
" ১২৩	...	আজ্ঞা, ১১, বিধি, ৩
" ১২৪	...	আজ্ঞা, ১১, বিধি, ৫
" ১২৫	...	আজ্ঞা, ১১; বিধি, ৬
" ১২৬	...	আজ্ঞা, ১১, বিধি, ৮
" ১২৭	...	আজ্ঞা, ১১, বিধি, ১১
" ৫০	...	আজ্ঞা, ৭, বিধি, ১, ২, ৪, ৫, ৬
" ১৮৯	...	আজ্ঞা, ১৮, বিধি, ১৩
" ২৩২	...	আজ্ঞা, ২১, বিধি, ১৬
" ৩০৫	...	আজ্ঞা, ২১, বিধি, ৮৩
" ৩২০	...	ধারা ৬৮, ৭০ ও ৭১
" ৩২১—৩২৫	(গ)	তৃতীয় তফশীল
" ৩২৬	...	ধারা ৭২
" ৩৭৩	...	আজ্ঞা, ২৩ বিধি, ১
" ৩৭৫	...	" " বিধি, ৩

খ প্রকরণ।—এই ধারার (খ) প্রকরণমতে আর্জির লিখিত নির্দেশ মত ভূমি নির্ণয় করার ইস্থ ধার্য্য হইবে, ১ কলি, উ, নো, ১৫২। প্রত্যেক খাজানার মোকদ্দমায় যে ভূমির পরিমাণ দিতে হইবে তাহা মধ্যে, ৫ কলি, উ, নো, ১২১ এবং দুর্গাচরণ লাহা 'বনাম' কাশীচাঁদ ৭ কলি, উ, নো, ৬১৫ দেখ।

জ প্রকরণ।—(জ) প্রকরণের ব্যাখ্যা কথামত করিতে হইবে, মহেন্দ্র 'বনাম' ভুবন, ৬ কলি, উ, নো, ৯১। সরিক ভূম্যধিকারী এই প্রকরণের সাহায্য লইতে পারেন না, ১ কলি, ল, জ, ৫১০। হস্তান্তর গ্রহীতা অথবা স্বত্ব বিহীন ভূম্যধিকারীর পক্ষে এই ধারা খাটিবে না, ৬ কলি, উ, নো, ৯১। ৪ কলি, উ, নো, ৬০৫ দেখ। কিন্তু যদি নালিশ রুজু এবং ডিক্রী হইবার তারিখে ভূমিতে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব থাকে তাহা হইলে ঐ নালিশ এবং ডিক্রী এই খাজানা আইন মতে হইবে, ক্ষেত্রপাল 'বনাম' কৃতার্থময়ী ১০ কলি, উ, নো, ৫৪৭ (ফুলবেঞ্চ); ২ কলি, উ, নো, ৬০৪ রদ হইল। ইজারা শেষ হইবার পর ইজারাদার পূর্ব্বপ্রাপ্ত খাজানার ডিক্রী উচ্চতম ভূম্যধিকারীকে হস্তান্তর করিলে, হস্তান্তর গ্রহীতা ডিক্রী জারীর জন্য এই আইন মতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন না, এই ধারার (জ) প্রকরণ বাধা দিবে, ১ কলি, উ, নো, ৬৯৪; ২৬ কলি, ১১৬; ১০ কলি, উ, নো, ৪৪ দেখ।

এই ধারার (জ) প্রকরণের "ভূম্যধিকারীর স্বার্থ" অর্থে বুঝিতে হইবে যে, জারীর দরখাস্তের তারিখে যে ব্যক্তির খাজানা আদায় করিবার অধিকার আছে সেই ব্যক্তির স্বার্থ।

অতএব ঠিকাদারী থাকা কালে কোন ঠিকাদার খাজানার ডিক্রি পাইয়া উহা ভূম্যধিকারীর বরাবর হস্তান্তর করিল। কিন্তু ঠিকাদারী শেষ হইবার পর ভূম্যধিকারী পূর্ব্বোক্ত ডিক্রি জারীর জন্য দরখাস্ত করিলেও ঐ দরখাস্ত চলিবে, শম্ভুনাথ 'বনাম' শিবপ্রসাদ, ১৭ কলি, উ, নো, ২৭৬। (ফুল বেঞ্চ)। দ্বারিকানাথ 'বনাম' পিয়ারিমোহন ১ কলি, উ, নো, ৬৯৪ পৃষ্ঠার নজীর রদ হইল।

পূর্ব্ব খাজানা-আইনের মতে খাজানার ডিক্রী পাইলে, এই খাজানা আইন পাস হইবার পরে হস্তান্তর-গ্রহীতা ডিক্রী জারীর দরখাস্ত করিলে এই ধারার (জ) প্রকরণ বাধা দিবে, শশীভূষণ 'বনাম' গগণচন্দ্র ২২ কলি, ৩৬৪; ১৬ কলি, ২৬৭; ১৪ কলি, ৩৮০ দেখ। ট্রষ্টী এই ধারামতে দরখাস্ত করিতে পারেন, ছত্রপতি সিং 'বনাম' গোপীচাঁদ, ২৬ কলি, ৭৫০। আইন বলে হস্তান্তর হইলে দরখাস্ত চলিবে; যথা মৃত ব্যক্তির অছি খাজানার ডিক্রী পাইবার পর, মৃত ব্যক্তির পুত্র প্রবেট রদ করাইয়া ডিক্রী জারীর দরখাস্ত করিতে পারিবে, উমাসুন্দরী 'বনাম' ব্রজনাথ ১৯ কলি ৩৪৭। খাজানার ডিক্রী হস্তান্তর করিলে উহা সাধারণ মনিডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে, দিননাথ 'বনাম' গোলাপমোহিনী ১ কলি, উ, নো, ১১৩।

উচ্ছেদের মোকদ্দমায় সম্পূর্ণ জবানবন্দী আদালতের ভাষায় লিখিতে হইবে, খাজানার মোকদ্দমার ন্যায় সরাসরি ভাবে লিখিলে চলিবে না। কিন্তু ঐ দোষ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৫৭৮ ধারামতে সংশোধিত হইতে পারিবে। রতনলাল 'বনাম' ফরাসী ১১ কলি, উ, নো, ৮২৬।

ঘ প্রকরণ—যোগেন্দ্র 'বনাম' দ্বারকানাথ নাগীক, ১৫ কলি, ৬৮১ পৃষ্ঠার লিখিত নজীর অনুসারে বলান হইয়াছে, ঐ নজীরে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছিল যে সমন রেজিষ্টারী চিঠিযোগে পাঠাইলে, উহা ফেরৎ দিলে সমনজারী হয় নাই এই কথা বলা যাইবে না।

এই ধারামতে ডিক্রিতে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২০ আজ্ঞা ১১ বিধি প্রযোজ্য নহে। এজন্য খাজানার ডিক্রীর টাকা কিস্তীবন্দী হইতে পারে না, শিবনারায়ণ 'বনাম' বৈকুণ্ঠ ১১ কলি, উ, নো, ৮৫৭।

সরিক ভূম্যধিকারিগণ কর্ত্তৃক উপস্থিত করা বাকী খাজানার মোকদ্দমার কথা।

বঙ্গ।

১৪৮ক ধারা। যিনি কোন সমগ্র মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে আপন সরিক ভূম্যধিকারীগণের প্রাপ্য খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া অবশিষ্ট

পূর্ব্ববঙ্গ।

১৪৮ক ধারা। যিনি কোন সমগ্র মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে আপন সরিক ভূম্যধিকারীগণের প্রাপ্য খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া অবশিষ্ট

বঙ্গ।

সমস্ত সরিককে ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদী করিয়াছেন, এমন কোন সরিক ভূম্যধিকারী যে স্থলে সমস্ত মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার পরিমাণ কত, অথবা অপর সরিক ভূম্যধিকারীগণকে দেয় খাজানা দেওয়া হইয়াছে কি না, এই দুই বিষয় সম্বন্ধে প্রজা অথবা মোকদ্দমার প্রতিবাদী সরিক ভূম্যধিকারীগণের, তাঁহাকে ঠিক সন্ধান দিতে অস্বীকার বা ক্রটিকরণ প্রযুক্ত ঐ খাজানা কত বা ঐ দেয় খাজানা দেওয়া হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করিতে অপারগ হন,

পূর্ব্ববঙ্গ।

সমস্ত সরিককে ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদী করিয়াছেন, নিজের অংশের খাজানা পৃথকভাবে নালীশ করিয়া আদায় করিতে পারেন, এরূপ কোন সরিক ভূম্যধিকারী যে স্থলে সমস্ত মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার পরিমাণ কত অথবা অপর সরীক ভূম্যধিকারীগণকে দেয় খাজানা দেওয়া হইয়াছে কি না, এই দুই বিষয় সম্বন্ধে, প্রজা অথবা মোকদ্দমার প্রতিবাদী সরিক ভূম্যধিকারীগণের, তাঁহাকে ঠিক সন্ধান দিতে অস্বীকার বা ক্রটীকরণ প্রযুক্ত ঐ খাজানা কত বা ঐ দেয় খাজানা দেওয়া হইয়াছে কি না, ইহা নির্ণয় করিতে অপারগ হন,

যে স্থলে ঐ বাদী সরিক ভূম্যধিকারী কেবলমাত্র আপনার প্রাপ্য খাজানার অংশের নিমিত্ত মোকদ্দমা চালাইতে স্বত্ববান হইবেন এবং ঐরূপে প্রস্তুত করা মোকদ্দমায় তিনি যে ডিক্রী পান তাহা, উহা প্রবলকরণসংক্রান্ত উপায় সম্বন্ধে একমাত্র ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক অথবা সমস্ত সরিকগণের খাজানার নিমিত্ত উপস্থিত করা মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর কোন সমগ্র দল কর্ত্তৃক প্রাপ্ত ডিক্রীর ন্যায় কার্য্যকর হইবে। [নূতন]

নোট।—একজন সরিক ভূম্যধিকারী সমস্ত খাজানার জন্য নালিশ করিতে পারেন, প্রমদানাথ 'বনাম' রমণীকান্ত ৩২কলি, ৩৩১ (পি সি,) এবং শশীকুমার 'বনাম' সীতানাথ ৩৫ কলি, ১৪৪ ও ৮ কলি, ল, জ, ১৯০ দেখ। পূর্ব্বে আংশিক মালিকের খাজানার ডিক্রী মনিডিক্রী স্বরূপ গণ্য হইত, এক্ষণে এই নূতন ধারামতে উহাও খাজানার ডিক্রীর তুল্য হইবে। এবং কতকগুলি সরিক ভূম্যধিকারী অবশিষ্ট সরিক ভূম্যধিকারীগণের পাওনা

খাজানা নিরাকরণ করিতে অপারগ বিধায় ঐ অবশিষ্ট সরিকগণকে পক্ষভুক্ত করিয়া মাত্র তাঁহাদের প্রাপ্য খাজানার জন্য নালিশ করিতে পারেন এবং এই মোকদ্দমার ডিক্রী ১৭০ ধারার বিধান মতে সমস্ত প্রাপ্য খাজানার ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ১৫৮ খ (২) ধারার মতে নোটীস্ দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কারণ নোটীস বিক্রয়ের পূর্ব্বে দিলেও চলিবে, নন্দলাল 'বনাম' কালাচাঁদ ১৫ কলি, উ, নো, ৮২০

বাদী ভূম্যধিকারী, যে কোন কতকগুলি যুক্ত (জয়েন্ট) প্রজার বিরুদ্ধে খাজানার মোকদ্দমা আনিতে পারেন, তার নাগেশ্বর 'বনাম' জয়দেব ১২ কলি, ল, জ, ৫৯১। যুক্ত (জয়েন্ট) প্রজাগণ একযোগে অথবা পৃথকভাবে দায়ী ইহা স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে সমস্ত প্রজাগণ একযোগে কোন চুক্তি করিয়াছে অথবা তাহারা প্রত্যেকে সেই চুক্তি পৃথকরূপে করিয়াছে, কাশীশ্বর 'বনাম' সত্যেন্দ্র ১২ কলি, ল, জ, ৬৪২। নচেৎ যৌথ ডিক্রীর জন্য সমস্ত প্রজাই পৃথক ২ ভাবে দায়ী, যোগেন্দ্র 'বনাম' নগেন্দ্র ১১ কলি, উ, নো, ১০২৬।

কোন কোন অবস্থায় একজন ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর সেরেস্তায় অন্যান্য স্বশ্রেণীর প্রজার প্রতিনিধি হইতে পারে, গগণ 'বনাম' আবেজান ১৪ কলি, ল, জ, ১৮০, রূপরাম 'বনাম' ঈশ্বর ৬ কলি, উ, নো, ৩০২; আফরাজ 'বনাম' কুলসুম, ১০ কলি, উ, নো, ১৭৬। যুগল তারা 'বনাম' দৌলতী ১৩ কলি, উ, নো, ১১১০।

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।

১৪৯ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে বাদির নিকট নহে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ঐ খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন।

(২) ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস অবিলম্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিস প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থ আজ্ঞা না পাইলে, বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণ মতে, যে টাকা দেওয়া যায় তাঁহার

স্থানে তাহা আদায় করিয়া লইবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

নোট।—তৃতীয় ব্যক্তির বিবাদের জন্য প্রজা যাহাতে কোনরূপ উত্যক্ত না হয় এই উদ্দেশ্যে এই ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে; এবং প্রজাকে পাওনা টাকার দিবার জন্য স্বত্ব অথবা দখল সম্বন্ধে বিবাদ হইলেও তাহা এই ধারামতে বিচার যোগ্য, রবিউন্নেসা 'বনাম' খুলজান ১৭ কলি ৮২৯।

স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমার মত আর্জিতে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না, জগদম্বা 'বনাম' প্রতাপ ১৪ কলি, ৫৩৭।

এই ধারা মতে প্রজা মনিব সম্বন্ধ স্থির হইবে না, হেমানন্দ 'বনাম' অনন্ত ৯ কলি, উ, নো, ৪৯২। দখলের প্রমাণ প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, ৮ কলি, উ, নো, ২৪৮। এই ধারার ৩ প্রকরণ মতে মোকদ্দমা গুলি বাদ প্রতিবাদার্থিক মোকদ্দমার মত; যে টাকা আদালতে জমা আছে এবং যাহা লইয়া বিবাদ হইতেছে তাহাই এই ধারার প্রধান বিচার্য্য বিষয়। এই বিচার করিতে যাইয়া অনুষঙ্গ ক্রমে দখল এবং স্বত্বের বিচার হইতে পারে, গুরুদাস 'বনাম' কুমুদবন্ধু ৭ কলি, ল, জ, ৪০ (নোটস্)।

এই ধারার মোকদ্দমায় বাদী স্বত্বের প্রমাণ দিলে প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপর পড়িয়া যায়, এবং বাদী যদিও খাজানা আদায় প্রমাণ করিতে অক্ষম তথাপি তিনি ডিক্রী পাইবেন, ত্রৈলোক্য মোহিনী 'বনাম' কালীপ্রসন্ন ১১ কলি, উ, নো, ৩৮০।

আর্জিতে স্বত্ব সাব্যস্তের বিচারের প্রার্থনা না থাকিলে আদালত, এই ধারামতে স্বত্বের বিচার করিতে পারেন না। দাখিলি টাকায় কোন ব্যক্তির স্বত্ব আছে আদালত কেবলমাত্র তাহাই বিচার করিবেন, ১৪৯ (৩) ধারার বিচার ডিক্রিতে পরিণত হয় না, উহা হুকুমবিশেষে পরিণত হয়, অর্থাৎ ঐ টাকা প্রদান নিষেধার্থ আজ্ঞা হয় তীর্থবাসী 'বনাম' পূর্ণচন্দ্র, ১৬ কলি, উ, নো ৫৫৮।

১৫০ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয় তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন।

ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।

নোট।—স্বীকারোক্তি কিরূপে হইবে, আলি আহম্মদ 'বনাম' বিপিনবিহারী ২০ কলি, ৫৯৫।

কিরূপ স্বীকারোক্তিতে এই ধারা খাটিবে, বারাণসী 'বনাম' মাধব ৩০ কলি ৯৪৭। কিন্তু খাজানার হারের তর্ক থাকিলে এই ধারা খাটিবে না, (ঐ)।

টাকার কিয়দংশ দিবার বিধানের কথা।

১৫১ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে দায়ী হইলে; যদি আদালত বিবেচনা করেন যে পশ্চাল্লিখিতরূপ আজ্ঞা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত ঐ টাকার যুক্তিসিদ্ধ যে অংশ দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উত্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

আদালতের রসীদ দিবার কথা।

১৫২ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে, কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে রসীদ দিবেন, এবং বাদী বা স্থলবিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজানার নিমিত্ত নিষ্কৃতি হইত ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতে ও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

খাজানার মোকদ্দমার আপীলের কথা।

১৫৩ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায়, বিরুদ্ধ-দাওয়াবিশিষ্ট পক্ষদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বার্থ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রজার খাজানাবৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা প্রজার বৎসর বৎসর দেয় খাজানার পরিমাণ বিষয়ক প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিতে না হইলে—

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশ্যনাল জজ কিম্বা সবর্ডিনেট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা এক শত টাকার অধিক না হয়; কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে, বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার-সম্পর্কীয় কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়—

সেই স্থলে বাকী খাজানা পাইবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে, উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকের আইনমতে যে ক্ষমতা নাই তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন কিম্বা তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া বে-আইনামতে বা গুরুতর অনিয়ম সহকারে কার্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারক তদ্রূপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা—"বাকী খাজানার নিমিত্ত কোন ডিক্রীজারীক্রমে যে নীলাম হয় তাহা প্রচারকরণসূত্রে বা তাহার কার্য্য চালাইবার সূত্রে কার্য্যানুষ্ঠান নিয়মানুযায়িক হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ক প্রশ্ন কোন ভূমিতে যে সকল পক্ষের বিরোধী স্বত্ব থাকে, তাঁহাদের মধ্যে ভূমিগত স্বত্ববিষয়ক কিম্বা ভূমিগত কোন স্বার্থবিষয়ক প্রশ্ন হইবে না।" [নূতন]

নোট।—যদি মুন্সেফের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে তিনি চৌকী হইতে স্থানান্তরিত হইলেও তাঁহার ঐ ক্ষমতা নষ্ট হইবে না, ৩৫ কলি ৫৭৭।

আপীল দায়ের কালে কোন এক রেস্পণ্ডেণ্ট বাদীর মৃত্যু হইলে উহার উত্তরাধিকারীকে কায়েম মোকাম না করিলে আপীল ডিসমিস্ হইবে, ১০ কলি, উ, নো, ৯৮১; ৮ কলি; উ, নো, ১৯৬।

ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মচারীর দ্বারা খাজানার ডিক্রী হইলে পরে জারীর আদেশ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী দিলেও উহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে। শিও পরসন্ 'বনাম' বিষণ্ ১২ কলি, উ, নো, ১৬০;

"দাওয়ার টাকার" অর্থে খাজানা, সুদ ইত্যাদি যাহা মোকদ্দমায় দাওয়া করা হয়, বেহারী 'বনাম' ভূতনাথ ৩ কলি, উ, নো, ২১৪। সুদ ইত্যাদি স্পষ্টতঃ নির্দ্দিষ্টভাবে দাবী না করিয়া "অপর যাহা কিছু প্রতিকার বাদী পাইতে পারে তাহার দাবী" ও দাওয়ার টাকা বলিয়া গণ্য হইবে, শিবু 'বনাম' নিত্যচরণ ১৫ কলি, ল, জ, ১১৪।

চৌকীদারী ট্যাক্স পত্তনী পাট্টায় ভূম্যধিকারীর খাজানার সহিত দেয় টাকার মধ্যে গণ্য

হইলে খাজানা হইবে ২ কলি, ৬৮০। ডাক সেস্ খাজনার সহিত দেয় টাকার অংশ হইলে খাজানার মধ্যে গণ্য ২১ কলি, ১৩২।

ফলকর খাজানা বিষয়ে ১৫৩ ধারা প্রয়োগ হইবে, কানাই 'বনাম' মধু ৬ কলি, ল, জ, ৬৬৯। পুষ্করিণীর খাজানা হইলেও এই ধারা খাটিবে, ২ কলি, উ, নো, ৫১ (নোটস্)।

১০০৲ টাকার কম দাবীতে নালিশ করিলে প্রতিবাদী জবাব দিল যে তিনি বাদীর প্রজা নহেন এবং বাদী হার অপেক্ষা ন্যূন হারে অপর তৃতীয় ব্যক্তির অধীনে তিনি প্রজা আছেন। এমত অবস্থায় খাজানার হারের বিষয় কোন ইস্যু ধার্য্য না করিয়া নিম্ন আদালত ঐ সম্বন্ধে কোন বিচার না করিয়া প্রতিবাদীকে বাদীর প্রজা সাব্যস্ত করিয়া মোকদ্দমা ডিক্রী দিলেন। উহার বিরুদ্ধে খাস আপীল চলিবে না। যে হেতু হারের বিষয়ে কোন ইস্যু উত্থাপিত অথবা বিচার হয় নাই, বৈদ্যনাথ 'বনাম' মনকৃষ্ণ ৫ কলি, উ, নো, ৫১৬। কিন্তু ১৮০ আনার জমা অস্বীকার করিয়া বাদীর অধীনে ১৲ টাকার অপর জমার প্রজা স্বীকার করিলে, নিম্ন আদালত প্রতিবাদীর উক্তি অবিশ্বাস করিয়া ডিক্রী দিলে, ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে খাস আপীল চলিবে; যেহেতু বাৎসরিক কত টাকা খাজানা দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিবার প্রশ্ন আছে, ১৮৯১ সালের ৮১৫নং অপ্রকাশিত খাস আপীল, বাবু সেথ 'বনাম' যোগেন্দ্রনাথ দেখ। শুদ্ধ সুদের বিষয় লইয়া তর্ক থাকিলে খাস আপীল চলিবে না, ৫ কলি, ল, জ, ৭৮ (নোটস্)

বাৎসরিক দেয় টাকার পরিমাণের তর্ক থাকিলে হাইকোর্টে খাস আপীল হইবে, ২১ কলি, ১৩২। ৪ কলি, ল, জ, ১১৯; ২০ কলি, ২৫৪ দেখ।

নগদান অথবা ফসলে দেয় খাজানার কথা হইলে, উহা বাৎসরিক দেয় খাজানার পরিমাণ বিষয়ে বিবাদ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, এবং যেহেতু খাস আপীল চলিবে, অপূর্ব্ব 'বনাম' আশুতোষ ৯ কলি, উ, নো, ১২২।

কয় কিস্তিতে খাজানা দিতে হইবে এই প্রশ্ন "বাৎসরিক দেয় খাজানার পরিমাণের প্রশ্নের" ভিতর আসে না, রাইচরণ 'বনাম' কুমুদমোহন ২৫ কলি, ৫৭৬। সরিক ভূম্যধিকারীকে খাজানা দেয় হইলেও এই ধারা বর্ত্তিবে, নারায়ণ 'বনাম' মনোফি ১৭ কলি ৪৮৯ (ফুলবেঞ্চ)।

এই ধারায় "আজ্ঞা" শব্দে যে কেবল চূড়ান্ত আজ্ঞা বুঝায় তাহা নহে আনুষঙ্গিক (ইণ্টারলোকুটারী) আজ্ঞাও বুঝায়, যেমন রিমাণ্ডের অর্থাৎ ওয়াপোসের আজ্ঞা, ৪ কলি, উ, নো, ৪৪।

এই ধারায় "মোকদ্দমা" শব্দে জারীর কার্য্যপ্রণালীও বুঝাইবে এবং যেহেতু ঐ কার্য্য-প্রণালীর দাবী ১০০৲ টাকার ন্যূন হইলে এই ধারার কথিত প্রশ্ন উহার মধ্যে নিহিত না থাকিলে খাস আপীল চলিবে না, শ্যামাচরণ 'বনাম' দেবেন্দ্রনাথ ২৭ কলি, ৪৮৪; এক তরফা ডিক্রীর বিরুদ্ধেও ঐরূপ, ২৮ কলি, ১১৬।

ডিক্রীদার খাজানার ডিক্রীতে নীলাম খরিদ করিলে, ঐ নীলাম রদ করিবার অথবা বজায় রাখিবার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে, কালী মণ্ডল 'বনাম' রামসর্ব্বেশ্বর ৩২ কলি, ৯৫৭ (ফুলবেঞ্চ) (২৮ কলি, ১১৬ রদ হইল)।

এই ধারার ব্যাখ্যা অংশের দ্বারা কালীমণ্ডল 'বনাম' রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামীয় ৩২ কলি, ৯৫৭ পাতার নজীর সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয় নাই। এজন্য খাজানার ডিক্রীতে নীলাম বিক্রয় রদ করিবার দরখাস্ত ১৭৪ ধারামতে করিলে মুন্সেফ তাহা ডিপজিট কম থাকা বিধায় অগ্রাহ্য করিবেন। এবং দাবী ৫০৲ টাকার ন্যূন থাকায় মুন্সেফের রায় চূড়ান্ত হইল। কিন্তু উহার বিরুদ্ধে আপীল আছে, বেণীমাধব 'বনাম' বিশ্বেশ্বর, ১৭ কলি, উ, নো, ৮৪।

নূতন আইনে "ব্যাখ্যা" অংশটুকু বসান হেতু নীলাম ইস্তাহার জারীর-বেদাড়া অথবা নীলামের বেদাড়া হেতু, নীলাম রদ বিষয় রহিত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রবঞ্চনা অথবা অপরাপর হেতুবাদে নীলাম রদ হইতে পারিবে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভূমির পরিমাণ বিষয় লইয়া তর্ক হইলে উহাকে ভূমির স্বত্ব ঘটিত বিবাদ বলে না, ২০ উ, নি, ১৫।

যদি প্রজা, চুক্তিমতে ভিন্ন ভিন্ন সরিক জমীদারগণকে তাঁহাদের অংশমত খাজানা দেয় এবং উহা আলাহিদা আদায় হইলে, সরিক ভূম্যধিকারীগণ পৃথক্ পৃথক্ ভূম্যধিকারী স্বরূপ গণ্য হইবেন এবং এমতাবস্থায় কোন সরিক ভূম্যধিকারী খাজানার মোকদ্দমা করিলে এই ১৫৩ ধারা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে, ভবতারিণী 'বনাম' একব্বর ৫ কলি, ল, জ, ২৩৫ (ফুলবেঞ্চ); ৫ কলি, উ, নো, ১৬৩। কিন্তু সরিক ভূস্বামী খাজানার ডিক্রী করিলে বাঙ্গালা খাজানা আইন মতে ঐ ডিক্রী খাজানার ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে না এবং ১৭০ ধারা উহাতে প্রয়োগ হইবে না, বেণীমাধব 'বনাম' খোয়াজ আলি ১৭ কলি ৩৯০; ৪ কলি, উ, নো, ৮০১। কিন্তু নূতন ১৪৮ (ক) ধারায় এই নজীরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কারণ ঐ ধারামতে আংশিক মালিকের ডিক্রী ও খাজানার ডিক্রীর তুল্য।

সরিক ভূস্বামীর মোকদ্দমায় ১৫৩ ধারা প্রয়োগ হইবে না, যোগেন্দ্র 'বনাম' পবন ৮ কলি, উ, নো, ৪৭২; ৩১৭৩ নজীরে ৫ কলি, উ, নো, ৭৬৩ একরূপে অনুমোদন হইল না।

নিম্ন আদালত এই ধারার বিরুদ্ধ কোন হুকুম পাস করিলে অথবা অন্য কোনরূপ বে-আইনী হুকুম দিলে উহার প্রতীকার পাইবার জন্য ১৯০৮ সালের ৫ আইন, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১১৫ ধারামতে হাইকোর্টে দরখাস্ত করিলে বে-আইনী হুকুম রদ হইতে পারে; অতএব ঐ দেওয়ানী আইনের ১১৫ ধারা দ্রষ্টব্য, এবং নিম্নলিখিত নজীর গুলিও দ্রষ্টব্য। আমীর হোসেন 'বনাম' শিও বক্স ১১ কলি ৬ (পি, সি,)। শরৎচন্দ্র 'বনাম' রাম নিধি ২ কলি, ল, জ, ৬৯ (নোটস্)। মোহন্ত ভগবান 'বনাম' ক্ষেত্রমণি ১ কলি, উ, নো, ৬১৭। কিন্তু কেবলমাত্র আইনের ভ্রম হইলে, হাইকোর্টের তাহা অন্যথা করণের ক্ষমতা নাই, রঘুনাথ 'বনাম' রায় ছত্রপত ১ কলি, উ, নো, ৬৩৩। আরও নজীর, ২ কলি, উ, নো, ৪৭৪; ১৪ কলি, ৩২১; ১৫ কলি, ৪৭; ২০ কলি, ৮; ২২ কলি, ৭৬৭ দেখ।

১৫৩ ক ধারা। ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাস্বরূপ কোন মোকদ্দমায় কোন এক তরফা প্রদত্ত ডিক্রী রহিত করণার্থ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ১০৮ ধারানুযায়িক আদেশের নিমিত্ত, অথবা উক্ত আইনের ৬২৩

একতরফা ডিক্রী রহিত করণার্থ দরখাস্ত করিলে টাকা আমানত করিবার কথা।

ধারানুযায়িক বিচারের পুনর্দৃষ্টির নিমিত্ত দরখাস্তে ঐ ডিক্রী বা বিচারের দরুণ দরখাস্তকারীর যে ক্ষতি হয় তাহার বিবরণ থাকিবে ; এবং

(ক) দরখাস্তকারী, দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবার সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে যে আদালতে দরখাস্ত দেওয়া হয়, সেই আদালতে কোন টাকা তিনি ডিক্রীদারের নিকট তাঁহার দেয় বলিয়া স্বীকার করিলে, সেই টাকা অথবা কোন হেতুতে (আদালতের ঐ হেতু লিপিবদ্ধ করিতে হইবে) আদালত যে টাকা দিবার আদেশ করেন, সে টাকা আমানত না করিয়া থাকিলে ; অথবা,

(খ) ঐ ক্ষতির বিবরণ বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর আদালতের যে হেতু লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, সেই হেতুতে আদালতের যদি এরূপ প্রতীতি না হয় যে ঐরূপ আমানতের প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে ঐরূপ কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করা হইবে না । [নূতন]

নোট ।—এই ধারা নূতন । দেওয়ানী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা স্থলে নূতন ১৯০৮ সালের ৫ আইনের ৯ আজ্ঞা ১৩ বিধি ; এবং ৬২৩ ধারা স্থলে ১১৪ ধারা এবং ৪৭ আজ্ঞা ১ বিধি দ্রষ্টব্য । কি ভাবে আমানতী টাকার প্রয়োগ হইবে তাহার বিধান নাই, তবে ডিক্রীদার আমানতী টাকা হইতে তাঁহার প্রাপ্য টাকা আদায় দিয়া বাকীর জন্য ডিক্রীজারী করিতে পারেন, শিওপ্রসন্ন 'বনাম' বিষণ্‌ ১৫ কলি, উ, নো, ৭৬০ ।

১৯৩ ধারার বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জলকরের মোকদ্দমায় এই ধারা বর্ত্তিবে, অন্নদা 'বনাম' নগেন্দ্র, ১৫ কলি, দ, জ, ৫২ ।

১৫৪ ধারা । কৃষি বৎসরের প্রথম আট মাস মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমায় এই আইন মতে খাজানা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা ফলবৎ হইবে ; এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্ত্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি ফলবৎ হইবে । কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী ফলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরবর্ত্তী করিয়া, সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না ।

খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী যে তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে তাহার কথা ।

নোট।—জমীদার আংশিক ভূমির দখল না দিলে প্রজাগণ খাজানা আদায় বন্ধ করিতে পারেন, এবং খাজানা বাকী রাখিলে উহার বিরুদ্ধে কোন নিষেধ নাই, [illegible] 'বনাম' [illegible] ২৯ কলি, ২৪৭।

সম্পত্তি নষ্ট হইবার প্রতিকারের কথা।

১৫৫ ধারা। (১) (ক) কোন প্রজা এরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন, যাহাতে তাহা প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয়।

(খ) কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, যাহা ভঙ্গ হইলে ভূম্যধিকারীর সহিত তাঁহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির সর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে।

এই হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে বিশেষ অপব্যবহার বা নিয়ম ভঙ্গের আপত্তি হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া যদি ভূম্যধিকারী প্রজার উপর নির্দ্দিষ্ট প্রকারে নোটীস জারী করিয়া থাকেন এবং যে অপব্যবহার বা নিয়ম ভঙ্গ ঘটে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূম্যধিকারী ঐ প্রতিকার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকেন, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর অনুকূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায় তাহাতে অপব্যবহার বা নিয়ম ভঙ্গ জন্য যুক্তিসিদ্ধ মতে বাদীকে যে ক্ষতিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনায় উক্ত অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন ও উক্ত অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকার যোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ে সময়ে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা (স্থল-বিশেষ) বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত ক্ষতিপূরণের টাকা দেন, এবং অপব্যবহার বা নিয়ম ভঙ্গ প্রতিকার যোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের হৃদ্বোধ মতে সেই অপব্যবহার বা নিয়ম ভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রীজারী করা যাইবে না।*

নোট।—"কোন স্থলে উক্ত অপব্যবহার বা নিয়ম ভঙ্গের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ" এখানে "কোন স্থলে" অর্থে "প্রত্যেক স্থলে" গোপাল সিং 'বনাম' রামপ্রতাপ ২২ কলি, ১১।

উচ্ছেদের মোকদ্দমায় যোতের সমস্ত ভূমি হইতে উচ্ছেদ করিবার প্রার্থনা করিতে হইবে, আংশিক ভূমি হইতে হইবে না, কমলেশ্বরী 'বনাম' হরবল্লভ, ২ কলি, ল, জ, ৩৬৯। উচ্ছেদের মোকদ্দমায় অকৃতকার্য্য হইলে ইন্‌জংসনের নিষেধ বিষয়ক (অনুজ্ঞা) প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে, ২৭ কলি, ১১।

ভূমি অপব্যবহার হেতু উচ্ছেদের মোকদ্দমায় অনুকল্পে খেসারত দাবী করিলে, মোকদ্দমা দূষণীয় হইবে না, বৈদ্যনাথ 'বনাম' মিশ্র মণ্ডল ৩০ কলি, ১৬৩।

এক ভূমি হইতে উচ্ছেদ করিবার নোটিসে অপর ভূমির উল্লেখ থাকিলে নোটিস দুষ্ট হইবে না, শ্যামাচরণ 'বনাম' উমাচরণ ২ কলি, উ, নো, ১০৬। ভূস্বামীর স্বত্ব অস্বীকার করিলে উচ্ছেদের মোকদ্দমায় পূর্ব্বে নোটিস দিবার প্রয়োজন নাই, আনন্দময়ী 'বনাম' লক্ষ্মী ৩৩ কলি, ৩৩৯। এবং চাকরাণ যোতদার চাকরী করিতে অস্বীকার করিলে উহাকে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত নোটিস দিতে হইবে না, ২ কলি, ল, জ, ৪০৩।

ভূমির অপব্যবহার জন্য উচ্ছেদের মোকদ্দমার তমাদিকাল ২ বৎসর; তমাদি আইনের ২য় তফশীল (এক্ষণে নূতন আইনের ১ম তফশীল, ৩২ আর্টিকেল প্রয়োগ হইবে, স্বরূপদাস 'বনাম' মহেশ্বর ৩ কলি, উ, নো, ৪৬৪ (ফুলবেঞ্চ)।

পতিত ভূমির রাইয়তকেও উচ্ছেদ করিতে হইলে এই ধারার বিধান মতে নোটিশ দিতে হইবে, ১৭৮ ধারা দ্বারা এই ধারা বারিত নহে, চম্পকলতিকা 'বনাম' নফরচন্দ্র, ১৫ কলি, উ, নো, ৫৩৬।

যে রাইয়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায় শস্য ও বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।

১৫৬ ধারা। যে প্রত্যেক রাইয়তকে কোন যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে;—

(ক) উক্ত রাইয়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে শস্য বপন বা রোপন করিয়া থাকিলে, তিনি

ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থ ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীকারী আদালতের আন্দাজমত ঐ শস্যের মূল্য ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রাইয়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপন না করিয়া থাকিলে উচ্ছেদের ডিক্রী জারীকারী আদালতের আন্দাজ মতে উক্ত ভূমি তদ্রূপে প্রস্তুত করিতে তাঁহার যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ সুদ তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রাইয়তের উচ্ছেদ নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রাইয়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে এই ধারা মতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তজ্জন্য টাকা পাইতে স্বত্ববান্ হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রাইয়তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান ততকাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখল করণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রী জারীকারী আদালত যে খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রাইয়ত ঐ ভূম্যধিকারীকে সেই খাজানা দিবেন।

১৫৭ ধারা। বাদী কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন। যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

নোট।—প্রজা গনিশ সম্বন্ধ না থাকা হেতু পূর্ব্ব খাজানার মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইলে ভূস্বামী পুনরায় উচ্ছেদের মোকদ্দমা আনিলে, উচ্ছেদের প্রার্থনা তুলিয়া লইয়া, খাজানা

প্রার্থনা করিলে এই ধারামতে খাজানার ডিক্রী হইতে পারিবে, পূর্ব্বকার খাজানার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হেতু কোন বাধা হইবে না, দ্বারকানাথ 'বনাম' রামচাঁদ ২৬ কলি, ৪২৮ (ফুলবেঞ্চ)। ভূম্যধিকারীর স্বত্ব কি প্রকারে অস্বীকার করিলে প্রজা উচ্ছেদ যোগ্য তৎসম্বন্ধে ১২ কলি, উ, নো, ৫২৫ দ্রষ্টব্য।

১৫৮ ধারা। (১) কোন ভূমির দখল পাইবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত "১১১ ধারার বিধান মান্য করিয়া" [নূতন] সেই ভূমির ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন; যথা—

প্রজাস্বত্বের অনুসঙ্গ নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

(ক) ভূমির অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তাহার প্রজা থাকিলে, ঐ প্রজার নাম ও বর্ণনা;

(গ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা অর্থাৎ, তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী, কি মোকররীহারে ভূমি ভোগকারী রাইয়ত, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত, কি দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত, কি কোর্ফা রাইয়ত, এবং মধ্যস্বত্বাধিকারী রাইয়ত হইলে, তিনি কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী কি না ও তাঁহার মধ্যস্বত্ব থাকিতে তাঁহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(ঘ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় ইহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৯২ ধারামতে প্রণীত বিধিক্রমে যে রাজস্বকর্ম্মচারীকে তদর্থে ক্ষমতা দেন, তিনি উক্ত আইনের ২৫ অধ্যায়-মতে স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামত কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য ফলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

নোট।—দরখাস্তের তারিখ অথবা তাহার পূর্ব্বে পক্ষদিগের মধ্যে কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল তাহা আদালত স্থির করিবেন, কিন্তু তাই বলিয়া উহাদিগের মধ্যে অন্য কোন চুক্তি অনুমান করিতে পারিবেন না, দেবেন্দ্র 'বনাম' ভুপেন্দ্র ১১ কলি, ১৮৯। আদালত প্রজার স্বত্বের বিষয় দেখিবেন এবং তাহা সিদ্ধ কি না প্রকাশ করিবেন, ভুপেন্দ্র 'বনাম' নিত্যইচাঁদ ১৫ কলি, ৬২১। যোত স্বীকার করিলে এই ধারা বলিলে নতুবা প্রজা মনিব সম্বন্ধ আছে কি না এ বিবাদ স্থির করিতে এই ধারা খাটিবে না, পিয়ারী 'বনাম' আলি দেওয়ান, ২০ কলি ২৪৯।

এই ধারা দ্বারা বর্ত্তমান খাজানার বিষয় নির্ণয় হইবে কিন্তু অতিরিক্ত ভুমির দরুণ অতিরিক্ত খাজানা নির্দ্ধারণ হইবে না, শ্রীনারায়ণ 'বনাম' জগদীশ্বর ৩ কলি, উ, নো, ৫৩২। ৩ কলি, উ, নো, ১৫। এই ধারা মতে খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী হইবে না, ২১ কলি, ৮০৭। যোত হস্তান্তর যোগ্য কি না তাহা এই ধারায় নির্ণীত হইবে না, পূর্ণ 'বনাম' বংশীধর ৩, ৩ কলি, উ, নো, ১৫।

একই প্রজা বহু যোত দখল করিলে তাহার বিরুদ্ধে এই ধারামতে এক দরখাস্ত চলিবে, দ্বিজেন্দ্র 'বনাম' শৈলেন্দ্র ২৪ কলি, ১৯৭। কিন্তু বহুপ্রজা বহুযোত দখল করিলে এক দরখাস্ত চলিবে না, গোলাপ 'বনাম' আশুতোষ ১১ কলি, ৬০২।

কোন পক্ষ একেবারে প্রজা মনিব সম্বন্ধ অস্বীকার করিলেও রাজস্ব কর্ম্মচারী ১০৩ ধারা মতে ঐ প্রশ্ন বিচার করিতে পারেন; এবং যদিও বিচার ডিক্রীস্বরূপ গণ্য হইবে তথাপি ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী আনীত উচ্ছেদের মোকদ্দমায় ঐ ডিক্রী দোবরা দোষ অর্শাইবে না, ধরণীকান্ত 'বনাম' গাবর আলি ৩০ কলি, ৩৩৯।

ত্রয়োদশ ক অধ্যায়। [নূতন] *

রাজকীয় প্রাপ্য আদায়বিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনানুসারে খাজানা আদায় করণার্থ সরাসরী কার্য্যপ্রণালীর কথা।

সার্টিফিকেট কার্য্যপ্রণালীর প্রয়োগদ্বারা কোন কোন স্থানে বাকী আদায় করিবার কথা।

১৫৮ক ধারা। (১) যেস্থানে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত ও চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে এবং যথায় ঐ লিখন রক্ষিত হয়, যে কোন ভূম্যধিকারীর ভূমি সেই স্থানে অবস্থিত, তিনি ঐ স্থানের অন্তর্গত ভূমির নিমিত্ত যে বাকী খাজানা তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া বা প্রাপ্য হইতে পারে বলিয়া কহেন তাহার আদায় সম্বন্ধে রাজকীয় প্রাপ্য আদায়বিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীর

---

* বঙ্গের ১৯০৭ সালের ১ আইন ও পূর্ববঙ্গের ১৯০৮ সালের ১ আইনদ্বারা এই অধ্যায় প্রবর্ত্তিত হইল।

প্রয়োগ হইবার নিমিত্তে, তাঁহার ভূমি যে জিলায় অবস্থিত, সেই জিলার কালেক্টরের হাত দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন স্থলেই, স্বীয় কার্য্যের কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন, কিম্বা যেরূপ সর্ত্ত ও নিয়ম ধার্য্য করা উপযুক্ত বোধ করেন তদধীনে উহা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, এবং যে কোন সময়ে ঐ সকল সর্ত্ত ও নিয়মে বিষয় যোগ করিতে কিম্বা ঐ সকল সর্ত্ত ও নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য করণসূচক আপন অনুমতির প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৩) ঐরূপ কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, এই ধারার প্রয়োজনার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্বকর্ম্মচারীকে রাজকীয় প্রাপ্য আদায়-বিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনানুসারে সার্টিফিকেট কর্ম্মচারীর কার্য্যকরণার্থ নিযুক্ত করেন ভূম্যধিকারী সেই কর্ম্মচারীর নিকটে তিনি কোন প্রজার নিকট হইতে তাঁহার যে খাজনা প্রাপ্য আছে বলেন সেই খাজানার আদায়ের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ফারমে লিখিয়া অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৪) ঐরূপ প্রত্যেক অনুরোধপত্রে যে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উহা প্রেরিত হয় সেই ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক আর্জ্জিতে সত্যপাঠ লিখন সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫১ ও ৫২ ধারার বিধানানুসারে স্বাক্ষরিত সত্যপাঠযুক্ত হইবে; এবং উপস্থিত সময়ে প্রচলিত আদালতের রসুম বিষয়ক আইনানুসারে ঐরূপ কোন অনুরোধ-পত্রে লিখিত টাকার সমান টাকার আদায় করণার্থ আর্জ্জি সম্বন্ধে যত টাকার আদালতের রসুম দেয় হয়, ঐরূপ অনুরোধ পত্র সম্বন্ধেও তত টাকার আদালতের রসুম দেয় হইবে।

(৫) ঐরূপ কোন অনুরোধপত্র পাইলে রাজস্বকর্ম্মচারী স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎকার্য্যোপলক্ষে যে সকল বিধির নির্দ্দেশ করেন তদনুসারে, যে সকল বাকী প্রাপ্য আছে বলিয়া কথিত হয় তাহার আদায়ের জন্য তদর্থে নির্দ্দিষ্ট ফারমে সার্টিফিকেট বাহির করিয়া দিতে পারিবেন,

এবং ঐরূপ কোন সার্টিফিকেট উহা প্রবল করণার্থ উপায় সম্বন্ধেও কেবল তৎসম্বন্ধেই খাজানা আদায়ের মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে। এবং ঐরূপ সার্টিফিকেট জারীর কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে যতদুর সাধ্য ১৪শ অধ্যায়ের বিধানগুলি খাটিবে। কিন্তু—

(ক) যে বাকী খাজানার আদায় করিবার প্রার্থনা করা হয় তাহা (৩) প্রকরণানুসারে কৃত অনুরোধ পত্রে যে কালের মধ্যে বাকী পড়িয়াছে বলিয়া কথিত হয়, সেইকাল সম্বন্ধে প্রজার দেয় খাজানার পরিবর্ত্তনার্থ অথবা প্রজার প্রজাস্বরূপ অবস্থা নির্ণয়ার্থ প্রজার দখলি কোন ভূমি সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে সেই ভূমির বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত সার্টিফিকেট বাহির করা যাইবে না। এবং

(খ) কোন সার্টিফিকেট বাহির হইবার পর যদি দেখা যায় ঐ সার্টিফিকেট বাহির হইবার পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতে ঐরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা হইলে ঐ সার্টিফিকেট রহিত করা যাইবে।

(৬) রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনের নিম্ন লিখিত বিধানগুলি যতদুর খাটিতে পারে, খাজানা আদায় করণার্থে (৫) প্রকরণমতে প্রদত্ত সমস্ত সার্টিফিকেট জারীর কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে খাটিবে, অর্থাৎ ;—

৭ ধারার (১) প্রকরণের নিয়মবিধি, এবং ১০ হইতে ১৭ পর্য্যন্ত ধারাগুলি, এবং ২২ হইতে ৩৩ পর্য্যন্ত ধারাগুলি।

(৭) কোন ভূম্যধিকারী যে বাকী খাজানার সম্বন্ধে (৩) প্রকরণ মতে প্রার্থনা করিয়াছেন তাঁহার আদায়ের জন্য এই ধারানুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠান দায়ের থাকিবার সময়ে, কোন দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না ;

এবং, রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনের ১৫ ধারার বিধান মানিয়া, কোন প্রজা, তাঁহার বিরুদ্ধে (৩) প্রকরণানুসারে কোন সার্টিফিকেট বাহির হওয়ার পর, যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ঐ

সার্টিফিকেট বাহির করা হইয়াছে, যে কালের মধ্যে সেই বাকী পড়িয়াছে সেই কাল সম্পর্কে আপনার দেয় খাজানা পরিবর্ত্তিত করণার্থ কিম্বা প্রজাস্বরূপ স্বীয় অবস্থা নির্দ্ধারিত করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না, কিম্বা কোন প্রার্থনা করিবেন না।

(৮) এই ধারায় "ভূম্যধিকারী" শব্দে ভূম্যধিকারীর একটী সমগ্র দলও বুঝাইবে এবং এক বা একাধিক যে সরিক ভূম্যধিকারী আপনার বা আপনাদের খাজানার অংশ পৃথক্‌ভাবে আদায় করেন, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকেও বুঝাইবে এবং যেস্থলে রাজস্বকর্ম্মচারী ঐরূপ এক বা একাধিক সরিক ভূম্যধিকারীর অনুরোধ ক্রমে সার্টিফিকেট বাহির করেন, সেই স্থলে তিনি সেই সঙ্গে বাকী সরিক ভূম্যধিকারীদের প্রত্যেকের নিকটে ঐ সার্টিফিকেটের একখানি নকল পাঠাইবেন।

নোট।—কটক, পুরী, এবং বালেশ্বর জেলায় ইহা প্রচলিত হইয়াছে।

ডিক্রীর জারী ক্রমে বিক্রীত মধ্যস্বত্ব বা যোত স্বত্বের প্রাপ্ত বর্ত্তিবার কথা।

১৫৮খ ধারা। (১) কোন মধ্য-স্বত্ব বা যোতের সম্বন্ধে প্রাপ্য বাকী খাজানার নিমিত্ত কোন ডিক্রীজারী ক্রমে কিম্বা ১৮৬ক ধারামতে খেসারতের কোন ডিক্রীজারী ক্রমে ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করা হইলে, উহা ২২ ধারার বিধানাধীনে ক্রেতাকে বর্ত্তিবে, কিন্তু এই স্থলে ইহা প্রয়োজন যে, যে ডিক্রীর জারীক্রমে উহা বিক্রীত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত কোন না কোন ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন—

(ক) একমাত্র ভূম্যধিকারী; বা

(খ) সমগ্র ভূম্যধিকারীদল; বা

(গ) এক বা একাধিক সরিক ভূম্যধিকারী যিনি বা যাঁহারা সম্পূর্ণ মধ্যস্বত্ব বা যোতের সম্বন্ধে সমস্ত সরিকের প্রাপ্য খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিয়া অবশিষ্ট সরিকগণকে ঐ মোকদ্দমার প্রতিবাদী পক্ষ করিয়াছেন।

(২) যে এক বা একাধিক সরিক ভূম্যধিকারী (১) প্রকরণ অনুসারে বা ১৪৮ক ধারানুসারে প্রস্তুত করা মোকদ্দমায় ডিক্রী পাইয়াছেন তিনি বা তাঁহারা ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করিয়া ডিক্রীজারী হইবার

প্রার্থনা করিলে, আদালত ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অন্যান্য সরিককে ঐ ডিক্রীজারীর দরখাস্তের নোটিস দিবেন।

নোট।—এই ধারা কটক, পুরী, এবং বালেশ্বর জেলায় প্রচলিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।

১৫৯ ধারা। কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত তাহার বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রয় করা গেলে, "সংরক্ষিত স্বার্থ" বলিয়া এই অধ্যায়ের যে যে স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল সেই সেই স্বার্থ মানিয়া, কিন্তু "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ের যে যে স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, ক্রেতা ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত গ্রহণ করিবেন। কিন্তু—

(ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল, সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থগত রেজিস্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না।

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশ মতে কার্য্য করিতে হইবে।

নোট—"কাহাকে খাজানার ডিক্রী বলে"।—খাজানা পাওনা হইলে এক ব্যক্তিকে বরাৎ করিয়া দেওয়া গেলে, ঐ ব্যক্তি বাকী খাজানার মোকদ্দমা আনিলে, খাজানার ডিক্রী হইবে এবং এই মোকদ্দমা ক্ষুদ্র (ছোট) আদালতে বিচার হইবে না, শ্রীশচন্দ্র 'বনাম' নাজীম কাজী ২৭ কলি, ৮২৭ (ফুলবেঞ্চ); ৪ কলি, উ, নো, ১০ দেখ। কিন্তু খাজানার ডিক্রী বরাৎ করিয়া হস্তান্তর করিলে উহা মনিডিক্রী হইবে, ১৪৮ ধারা (জ) প্রকরণ দ্রষ্টব্য। বরাৎকারী পক্ষে, এই খাজানা আইনের তফসীল লিখিত তমাদির বিধান খাটিবে না, মহেন্দ্র 'বনাম' কৈলাস ৪ কলি, উ, নো, ৬০৫। খাজানার কতক অংশ ভূম্যধিকারীর পক্ষে অপর তৃতীয় ব্যক্তিকে, চুক্তিমতে প্রজার দেয় হইলেও যদি উহাকে না দেয়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী উহার জন্য নালিশ করিলে প্রাপ্য ডিক্রী খাজানার ডিক্রী হইবে, বসন্তকুমারী 'বনাম'

আশুতোষ ২৭ কলি ৬৭ (ফুলবেঞ্চ)। ২ কলি, উ, নো, ৪৫৫। কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর হেমেন্দ্র 'বনাম' কুমারনাথ ৯ কলি, উ, নো, ৯৬ দেখ। একজন সরিক অপর সরিকদিগকে পক্ষভুক্ত করিয়া ডিক্রী করিলে উহা খাজানার ডিক্রী হইবে, চন্দ্রশেখর 'বনাম' রাণী ৩ কলি, উ, নো, ৩৮৬। ১৪৮ক ধারা দেখ।

বহু প্রজার মধ্যে একজন অন্যান্যের সম্মতি ক্রমে কবুলিয়ত লিখিয়া দিলে, ভূম্যধিকারী একজনেরই নামে নালিশ করিয়া খাজানার ডিক্রীজারীতে সমুদয় যোত ক্রোক দিতে পারেন, কেবল ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোনরূপ তঞ্চকতা বা যোগসাজসী প্রমাণ না থাকিলেই হইবে, রজনীকান্ত 'বনাম' উজীর বিবি, ৭ কলি, উ, নো, ১৭০। কিন্তু সম্মতি না থাকিলে খাজানার ডিক্রী হইবে না, ৬ কলি, উ, নো, ১১১। খাজানার ডিক্রীর সহিত অন্যান্য রাজস্বের ডিক্রী হইলেও এই অধ্যায়মতে নীলাম বিক্রয় চলিবে, জ্ঞানদাসুন্দরী 'বনাম' অতুলচন্দ্র ৩২ কলি, ৯৭২। মোকদ্দমা সুরু কালীন এবং ডিক্রীকালে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ থাকিলেই খাজানার ডিক্রী বলিয়া জারীর কার্য্য চলিবে, ক্ষেত্রপাল 'বনাম' কৃতার্থময়ী ৩৩ কলি ৫৬৬ (ফুলবেঞ্চ) এবং ঠিকাদার সম্বন্ধে ৮ কলি, উ, নো, ৫৩১ দেখ।

"কি কি খাজানার ডিক্রী নহে"।—সরিক ভূম্যধিকারী তাঁহার নিজ অংশের জন্য ডিক্রী পাইলে উহা খাজানার ডিক্রী নহে, সেখ নৈমুদ্দীন 'বনাম' শ্রীমন্ত ঘোষ ৬ কলি, উ, নো, ১২৪। কিন্তু ১৪৮ক ধারামতে আনীত সরিক ভূম্যধিকারীর ডিক্রী ও খাজানার ডিক্রীতুল্য। পত্তনীদার ভূস্বামীর পক্ষে কালেক্টরীতে রাজস্ব দিলে ঐ দেয় রাজস্ব খাজানা নহে, যতীন্দ্রমোহন 'বনাম' অন্নদাকুমারী ১৩ কলি, উ, নো, ২০১ (পি, সি,)। বাকী খাজানার বাবদ কিস্তিবন্দী তমঃসুক লিখিয়া দিলে, তন্মূলে মোকদ্দমা খাজানার মোকদ্দমা নহে, রাইজুদ্দি 'বনাম' কৃতার্থনাথ ৪ কলি, ল, জ, ৫১৯। খাজানার ডিক্রী পাইয়া ভূম্যধিকারীর ভূমিতে স্বত্ব ধ্বংস হইলে, তিনি যোত নীলাম বিক্রয় করিতে পারেন না, হেমচন্দ্র 'বনাম' মনমোহিনী ৩ কলি, উ, নো, ৬০৪। ঠিকাদার তাহার বন্দোবস্ত শেষ হইবার পর ডিক্রী পাইলে, ভূম্যধিকারী ভূমি দখল পাইয়া খাজানার ডিক্রী পাইলেন, এমতাবস্থায় ভূম্যধিকারীর ডিক্রীর দরুণ যোত বিক্রয় হইতে পারিবে, কিন্তু ঠিকাদারের ডিক্রী মনিডিক্রী হইবে, শ্রীমন্ত 'বনাম' মহাদেব, ৩১ কলি, ৫৫০। কিন্তু ৩৫ কলি ৭৩৭ দেখ।

সরিক ভূম্যধিকারী, তাঁহার অংশের খাজানার ডিক্রীতে হস্তান্তর অযোগ্য যোত বিক্রয় করিতে পারেন না, সদাগর 'বনাম' কৃষ্ণচন্দ্র ২৬ কলি ৯৩৭ এবং ৩ কলি, উ, নো, ৭৪৭। ২৬ কলি, ৯২৭; ১৪ কলি, ২০১; ১৫ কলি, ৪৭; ১৭ কলি ৩৯০ (ফুলবেঞ্চ); ৪ কলি, উ, নো, ৫৭১; ৫ কলি, উ, নো, ৭৬৩ এবং ১০ কলি, উ, নো, ১৭৬ দেখ। কিন্তু নূতন ১৪৮ (ক) ধারায় ইহা রহিত হইল।

বাকী খাজানার নীলামে যোতের কিয়দংশ বিক্রয় হইলে খরিদ্দার 'দায়' মুক্ত করিতে পারিবেন না। রামকিশোর 'বনাম' অখিল ১১ কলি, উ, নো, ৩৫০।

খাজানার ডিক্রীতে যোত বিক্রয় হইলে যদি প্রকাশ থাকে যে বিক্রয় তারিখের পূর্ব্বকার-

খাজানা বাকী আছে, তাহা হইলে নীলাম খরিদ্দার ঐ বাকী খাজানাও দিবেন, হারাধন 'বনাম' কার্ত্তিক ৬ কলি, উ, নো, ৮৭৭।

চুক্তিমতে প্রজা উচ্চতর ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা না দিলে, মধ্যস্বত্বাধিকারীর যোত যদি বিক্রয় হয় তাহা হইলে মধ্যস্বত্বাধিকারী, প্রজার বিরুদ্ধে যোতের মূল্যের ডিক্রী পাইবেন না, কিন্তু দেয় টাকার ডিক্রী পাইবেন, গিরীশ 'বনাম' কুঞ্জ ১২ কলি, উ, নো, ৮২৮।

এই খাজানা আইন মতে ডিক্রীজারীর কার্য্যপ্রণালীতে ভ্রমক্রমে সমুদয় যোতের উল্লেখ না করিয়া, যোতেতে প্রজার যে স্বত্ব, স্বামিত্ব অথবা স্বার্থ আছে তাহার উল্লেখ করিলেও, নীলামে সমুদয় যোত বিক্রয় হইবে, অক্ষয় 'বনাম' বিজয় ২৯ কলি, ৮১৩ ; ৭ কলি ৩৫৭ এবং জিওলাল 'বনাম' গঙ্গাপ্রসাদ ১০ কলি ৯৯৬ দেখ। ভূম্যধিকারী, তাঁহার সেরেস্তায় লিখিত প্রজার নামে খাজানার মোকদ্দমা ডিক্রী করিল, ঐ প্রজার সহিত যোতে অন্যান্য দখলিকার থাকিলেও, ঐ ডিক্রীর নীলামে সমস্ত যোত যাইবে, কেবল প্রজার স্বত্বস্বামিত্ব যাইবে না, নিতাই 'বনাম' হরগোবিন্দ ২৮ কলি ৬৭৭, ১০ কলি, উ, নো, ১৭৬। কিন্তু খাজনার ডিক্রীর হস্তান্তর গ্রহীতার (এসাইনী) নীলামে অন্য প্রজার স্বত্ব যাইবে না, মান্নু 'বনাম' হরি ১ কলি, উ, নো, ৫০০। এই বিষয়ে প্রমাণের ভার ভূম্যধিকারীর উপর, ১১ কলি, উ, নো, ৬৭৬। প্রজারা ভূম্যধিকারীর সেরেস্তায় নাম-জারী করিতে বাধ্য নহে, এজন্য সেরেস্তায় লিখিত প্রজার নামে ডিক্রী করিয়া নীলাম করিলে যোতের দখলিকার অন্য প্রজার স্বত্ব যাইবে না, অশোক 'বনাম' করীম ৯ কলি, উ, নো, ৮০৩, ইহাতে ২৬ কলি, ৬৭৭ পৃষ্ঠার নজীর প্রভেদ করা হইল। যদি ডিক্রীতে যোত বিক্রয় হইলে কেবল মাত্র প্রজার স্বত্বস্বামিত্ব এবং স্বার্থ বিক্রয় হয়, দুর্গাধর 'বনাম' হরমোহিনী ১৩ কলি, উ, নো, ২৭০।

সরীক ভূম্যধিকারীগণ অংশানুযায়ী পৃথক্‌ভাবে খাজনা আদায় করিলেও যোত বিভক্ত হইবে না, ৩ কলি, ল, জ, ৬২৭। কিন্তু যোতের ভূমির আংশিক পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া পৃথক্ কবুলিয়ত দিলে যোত বিভক্ত হইবে, ১৯ কলি, ৬১০। জমীদারীর বাটোয়ারা হইলে যোত বিভক্ত হইবে, হেমচন্দ্র 'বনাম কালিপ্রসন্ন, ২৬ কলি, ৮৩২।

মধ্যস্বত্ব দায়সংযুক্ত থাকাকালে তাহার কোন অংশে অনধিকার প্রবেশকারীর বিরুদ্ধ দখলজনিত আইনমত অর্জ্জিত বিরুদ্ধ স্বত্বও এই ধারা এবং ১৬১ ধারায় 'দায়' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, গোকুল 'বনাম' দেবেন্দ্র, ১৪ কলি, ল, জ, ১৩৬।

যোত বন্ধক গ্রহণ করিয়া ভূম্যধিকারী খাজানার ডিক্রীতে যোত বিক্রয় করাইলেন ; এবং অপর এক বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী ডিক্রীতে যোত খরিদ করিলেন ; এমত অবস্থায় বন্ধকী ডিক্রীতে খরিদের বিরুদ্ধে, খাজানার ডিক্রীতে ভূম্যধিকারীর খরিদ, ট্রান্সফার অব্ প্রপার্টি আইনমতে অসিদ্ধ হইবে, বসীরদ্দী 'বনাম' কৈলাস ৩৩ কলি ১১৩।

বন্ধকী যোত খাজানার ডিক্রীতে নীলাম হইলে, বক্রী নীলামের টাকার উপর ট্রান্সফার অব্ প্রপার্টি আইনের ৭৩ ধারা মতে বন্ধক গ্রহীতার স্বত্ব (চার্জ্জ) থাকিবে, গোবিন্দ 'বনাম' শিবদত্ত, ৩৩ কলি ৮৭৮।

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।

১৬০ ধারা। নিম্নলিখিত স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে ;—

(ক) যে কোন অধীন মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা ;

(খ) যে কোন অধীন মধ্যস্বত্ব কোন চলিত, কিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্য্যন্ত অবধারিত খাজানা দায়ী মধ্যস্বত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ;

(গ) যে ভুমির উপর বাসগৃহ, কারখানা কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, ভজনালয়, শ্মশান বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভুমির পাট্টাই স্বত্ব ;

(ঘ) যে কোন দখলীস্বত্ব ;

(ঙ) আদালত ৬ অধ্যায়মতে কিম্বা কোন রাজস্ব কৰ্ম্মচারী ১০ অধ্যায় মতে যে খাজানা ধাৰ্য্য করেন সেই খাজানা দিয়া দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়তের পাঁচ বৎসর কাল ভোগ করিবার স্বত্ব।

(চ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রাইয়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব ; এবং

(ছ) যে ভুম্যধিকারীর প্রার্থনামতে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় হয়, সেই ভুম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বত্বগত ভুম্যধিকারী যাহা সৃষ্টি করিতে প্রজাকে স্পষ্টবাক্যে লিখিয়া অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

নোট।—"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে" ইহা প্রমাণের ভার প্রথমতঃ প্রতিবাদীর উপর ; কিন্তু যদি প্রতিবাদী প্রমাণ করিতে পারেন যে বহুকাল অবধি, অর্থাৎ ১৭৯৮ ৯৯ সাল হইতে তাহার দখলে আছে, তাহা হইলে প্রমাণের ভার বাদীর উপর যাইবে. নিত্যানন্দ 'বনাম' বংশী, ৩ কলি, উ, নো, ৩৪১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অর্থে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুঝায়, নগেন্দ্র 'বনাম' নাজীর ১০ কলি, উ, নো, ৫০৩ ; ২৪ কলি, ৮৮৭ ও ২৬ উ, রি ৪১৬ দেখ। ১৮২৪ সাল হইতেও দখল প্রমাণ করিলে মধ্যস্বত্বের স্থিতি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে ইহা অনুমান হইবে, আনন্দ 'বনাম' কুঞ্জবিহারী ৮ কলি, ল, জ, ১৭৭ ।

এই ধারার সহিত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের (রাজস্ব নীলাম আইন) ৩৭ ধারার সামঞ্জস্য আছে, অতএব এই সম্পর্কে উহা দ্রষ্টব্য ।

যদিও ভূমি, বাগান প্রস্তুতের জন্য পত্তন করা না হয়, উহাতে পরে বাগান প্রস্তুত করিলে, ঐ বাগান ভূমি এই ধারামতে সংরক্ষিত, গোবিন্দ 'বনাম' জগচন্দ্র ১২ কলি ৩২৭, ৩ কলি ২৯৩। বাকী রাজস্ব নীলাম সংক্রান্ত আইনের ৩৭ ধারার ৪ প্রকরণে উল্লিখিত "পত্তন বন্দোবস্ত" যে কেবল জমীদার কর্ত্তৃক "পত্তন বন্দোবস্ত" বুঝাইবে, তাহা নহে, কিরণ 'বনাম' নৈমুদ্দিন ৩০ কলি ৪৯৮। ঐ প্রকরণমতে পুষ্করিণীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিবিহীন কেবল পুষ্করিণী, ঐ ধারা মতে সংরক্ষিত নহে, আছনত 'বনাম' হাছমত ২ কলি, উ, নো, ৪১৯। এই ধারার ৩ প্রকরণের বিষয় (অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে পত্তন) প্রমাণ করিতে না পারিলেও—ঐ ধারার ৪ প্রকরণের উপকার পাওয়া যাইবে, নাজীমুদ্দিন 'বনাম' সৈয়দ হোসেন ৯ কলি, উ, নো, ৮৫২ ।

একটী বন্দোবস্ত মূলে প্রাপ্ত দুই খণ্ড ভূমি থাকিলে তন্মধ্যে মাত্র ১ খণ্ড ভূমিতে বাগান, পুষ্করিণী ইত্যাদি থাকিলেও উভয় খণ্ডই এই ধারা মতে সংরক্ষিত, কিরণ 'বনাম' নৈমুদ্দি ৩০ কলি ৪৯৮ ; এক পাট্টামূলে সৃষ্ট যোতের কোন অংশের স্বত্ব লোপ করা যাইতে পারে না, মোহনলাল 'বনাম' দুর্গাচরণ ৫ কলি, ল, জ, ২৬৪ ।

কোন ভূম্যধিকারি নিজে, তাঁহার জমিদারীর কোন অংশে বাগান ইত্যাদি প্রস্তুত করিলে উহা সংরক্ষিত হইবে না, বুধচাঁদ 'বনাম' বাপু, ২৩ উ, রি ৩৮৭ ।

জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ধান্য চাষের জন্য ভূমি খণ্ড লইলে তাহা এই ধারা মতে ক্ষেত্র (প্লানটেষণ বলিয়া) সংরক্ষিত হইবে না, ভোলানাথ 'বনাম' উমাচরণ ১৪ কলি ৪৪০, ৪৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য ।

বসবাসের জন্য "স্থায়ী বাসগৃহ" শব্দে কুড়ে ঘর বুঝাইবে না, সাহর আলী 'বনাম' শ্যামাচরণ, ৩ কলি, উ, নো, ২১২ । টীনের ঘরও ঐরূপ ৩০ কলি, ৪৯৮ ।

নীলাম খরিদ্দার খাস-দখলের নালিশ করিলে, বিবাদীকে দাইমতীস্বত্ব প্রমাণ করিতে হইবে, অম্বিকা 'বনাম' দাদাগাজী ১০ কলি, উ, নো, ৪৯৭ ।

পত্তনী আইনের (১৮১৯ সালের ৮ আইন) ৩,৪ ধারা মতে, দরপত্তনিদারের মর্গেজ করিবার ক্ষমতা, এই ধারার (চ) প্রকরণ মতে ভূম্যধিকারীর যে ক্ষমতা তাহা নহে, অক্ষয় কুমার 'বনাম' মহারাজা বিজয়চাঁদ ২৯ কলি ৮১৩। এজন্য দরপত্তনীদার মর্গেজ দিলে তাহা এই ধারার (ছ) প্রকরণ মতে প্রকারান্তরেও সংরক্ষিত নহে, ৯ কলি, উ, নো, ৮০৩, ৩২ কলি ৯১১ ।

"দায়" ও "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ ।

১৬১ ধারা । এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে—

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে "দায়" শব্দ ব্যবহৃত হইলে প্রজা আপন মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর কিম্বা তাহাতে আপন স্বার্থ সঙ্কোচ করিয়া যে কোন দাওয়া, পেটাও প্রজাস্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে।

(খ) দেনা (দেয়) বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে যে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় হইয়াছে না হইতে পারে, সেই মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে "রেজিষ্টরী-করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" এই কথা ব্যবহৃত হইলে, যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে, এবং যাহার নকল বাকী খাজানা পাওনা হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, , সেই নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

(গ) ["বাকী" এবং "বাকী খাজানা" বলিতে ৬৭ ধারানুসারে যে সুদের ডিক্রী দেওয়া হয় সেই সুদও অথবা ৬৮ ধারার (১) প্রকরণানুসারে সুদের পরিবর্ত্তে যে খেসারতের আদেশ করা হয়, সেই খেসারতও বুঝাইবে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে]। [নূতন]

নোট।—এই ধারার "দায়" শব্দে প্রজা কর্ত্তৃক সৃষ্ট দায় বুঝাইবে এবং ১৭১ ধারার বিধান মতে বন্ধক হইলে "দায়" হইবে না, পশুপতি 'বনাম' নারায়ণ ২৪ কলি ৫৩৭।

বিরুদ্ধ-দখলজনিত স্বত্ব এই ধারামতে "দায়" ২২ কলি, ২৪৪, ১৯ কলি, ৭৮৭।

ভূমি বদল করিলে এই ধারা মতে উহা "দায়" বলিয়া বুঝিতে হইবে, চন্দ্র সাহি 'বনাম' কালীপ্রসন্ন, ২৩ কলি ৩৫৪।

নীলাম হইলেই যে "দায়" নষ্ট হয় তাহা নহে; এই ধারা মতে উহা নষ্ট করিবার জন্য নোটিস (বিজ্ঞাপন) দিতে হইবে, বেণী 'বনাম' রেবতী, ২৫ কলি ৭৪৬।

পত্তনিক রাইয়তের যোত অনধিকার পূর্ব্বক ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল দখল করিলে ঐরূপ দখল ১৬১ ধারা মতে "দায়" বলিয়া গণ্য হইবে, মুনসব আলি 'বনাম' আরসাদউল্লা, ১৬ কলি, উ, নো, ৮৩১।

১৬২ ধারা। কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৫ ধারা মতে ডিক্রীজারীক্রমে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, তিনি উক্ত মধ্যস্বত্বের বা

মধ্যস্বত্বের বা যোতের নীলাম হইবার প্রার্থনা-পত্রের কথা।

যোতের অন্তর্গত ভূমি যে পরগণায়, মহালে ও গ্রামে অবস্থিত ও উহার নিমিত্ত যে বার্ষিক খাজানা দিতে হয় ও ঐ জারীক্রমে মোট যত টাকা আদায় করিতে হইবে, তৎপ্রদর্শক বর্ণনাপত্র দাখিল করিবেন।

নোট—পুরাতন দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২৩৫ ধারা স্থলে, নূতন ১৯০৮ সালের ৫ আইনের ২১ আজ্ঞা ১১ (২) বিধি দ্রষ্টব্য।

১৭০ ধারায় "ডিক্রী" শব্দে, যদি আপীল আদালতে ডিক্রী পরিবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে ঐ আপীল আদালতের ডিক্রীই বুঝাইবে, ভিখ সিং 'বনাম' ভাগ, ৩ কলি, উ, নো, ২৩১।

ক্রোকের আদেশ ও নীলামের ঘোষণাপত্র একই সময়ে বাহির করিতে পারিবার কথা।

১৬৩ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, ডিক্রীদার ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত প্রার্থনা করিলে, আদালত যদি উক্ত আইনের ২৪৫ ধারামতে ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া প্রার্থিতমতে ডিক্রীজারী হইবার আজ্ঞা করেন তবে ক্রোকের আদেশও ঐ আইনের ২৮৭ ধারার আদেশমত ঘোষণাপত্র একই সময়ে বাহির করিবেন।

(২) ঐ ঘোষণাপত্রে উক্ত আইনের ২৮৭ ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দ্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে—

(ক) মধ্যস্বত্ব বা মোকররীহারে ভোগকারী প্রজার যোত হইলে যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায় তবে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত প্রথমে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন্ দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম করা যাইবে, ঐ দিনে নোটীস যথাবিধি দিতে হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(৩) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ ঘোষণা করা যাইবে ও যে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রীত হইবার আজ্ঞা হয়, তদন্তর্গত ভূমির কোন সুপ্রকাশ স্থানে উহার নকল লটকাইয়া দিয়া উহা প্রকাশ করা

যাইবে, তদ্ভিন্ন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারেও উক্ত ঘোষণাপত্রে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) উক্ত আইনের ২৯০ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও ডিক্রীমত খাতকের লিখিত সম্মতি বিনা ন্যূনকল্পে ত্রিশ দিন গত না হইলে উক্ত বিক্রয় হইবে না। যে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় হইবার আজ্ঞা হয় তদন্তর্গত ভূমির উপর ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লটকাইয়া দিবার তারিখ অবধি ঐ সময় গণনা করিতে হইবে।

নোট।—এই ধারা অনুসারে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে সমস্ত যোত বিক্রয় হইবে, কেবল মাত্র স্বত্ব, স্বামিত্ব ও স্বার্থ নহে, অক্ষয়কুমার 'বনাম' বিজয়চাঁদ ২৯ কলি ৮১৩।

রেজেষ্টরী-করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।

১৬৪ ধারা। (১) কোন মধ্যস্বত্ব বা মোকররীহারে ভোগকৃত যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন পূর্ব্ব ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলাম চড়ান যাইবে এবং নীলামের খরচাসমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাহাতে কুলায় তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত ঐরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলাম খরিদ্দার উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

নোট।—নীলামের ডাক ডিক্রীর টাকা পর্য্যন্ত না উঠিলে ও পুনরায় বিজ্ঞাপন না দিয়া যদি নীলাম হয়, তবে উহা প্রজাস্বত্ব আইনমত নীলাম হইবে না। উহাতে মাত্র স্বত্ব, স্বামিত্ব যাইবে, খাজানার ডিক্রীমত নীলাম হইবে না, রাজা বনবিহারী 'বনাম' ক্ষেত্রপাল, ১৬ কলি, উ, নো, ২৫৯।

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৬৫ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামতে যে কোন মধ্যস্বত্ব বা মোকররী হারে ভোগকৃত যোত নীলামে চড়ান যায়, তন্নিমিত্ত যত টাকা পর্য্যন্ত ডাক হয় তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করিতে

চাহেন, তবে নীলামকারী কাছারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে যে, নীলাম স্থগিত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম না হয়, বা ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, ঐ ঘোষণাপত্রে নির্দ্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন্ দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে, সেই দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলাম খরিদদার, উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৬৬ ধারা। (১) ১৬৩ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলাম খরিদদার ইহার পরবর্ত্তী ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

পূর্ব্ব কয়েক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১৬৭ ধারা। কোন খরিদ্দার পূর্ব্ব কয়েক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া ঐ দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে বিক্রয়ের তারিখ, অথবা তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ, এই দুই তারিখের মধ্যে যেতারিখ শেষে হয়, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন যে, উক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্ম্মের নোটীস দায়ধারির উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেভিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য্য করেন, উক্ত নোটীস জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটীস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট করা গেলে, তিনি তদনুসারে নোটীস জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে ঐ নোটীস জারী হয় সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৪) কোন মধ্যস্বত্ব কি যোত সম্পর্কে প্রাপ্য বাকী টাকার নিমিত্ত উহা ডিক্রীজারী ক্রমে বিক্রয় করা গেলেও ঐ মধ্যস্বত্বে বা যোতে ১৬০ ধারার (গ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কোন সংরক্ষিত স্বার্থ থাকিলে, খরিদ্দার যদি এই অধ্যায়মতে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তবে তিনি ঐ সংরক্ষিত স্বার্থের বিষয়ীভূত ভূমির খাজানা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। ভূমি যে খাজানায় ভোগ করা হইত, তাহা যে সময়ে পাট্টা দেওয়া যায় সেই সময়ে উপযুক্ত খাজানা ছিল না, ইহার প্রমাণ হইলে আদালত যত টাকা উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন ঐ খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তত টাকা করিতে পারিবেন।

উত্তম কৃষিযোগ্য ভূমির খাজানার সহিত সমান অবধারিত খাজানায় যে ভূমির বার বৎসরের অধিক কাল ভোগ হইয়া আসিতেছে, সেই ভূমির প্রতি এই প্রকরণ বর্ত্তিবে না।

নোট।—কোন সম্পূর্ণ যোতের অংশ যদি ভূম্যধিকারী এবং রাইয়ত উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ অংশ একটী বিভিন্ন যোত বলিয়া পরিগণিত হইবে, এবং ঐ রূপ যোত খাজানার দায়ে বিক্রয় হইলে খরিদদার উহা ১৫৯ ধারামতে একটী বিভিন্ন সম্পূর্ণ যোতের স্বত্বাধিকারী হইবেন। কিন্তু ঐরূপ যোত যে দায়সংযুক্ত নহে তাহা প্রমাণের ভার খরিদ্দারের উপর। গমিন জমা 'বনাম' মহাভারত, ১৬ কলি, উ, নো, ৭৭৭, ভবিমণি 'বনাম' রাজ মোহ, ১৭ কলি, উ, নো, ৭৭৯।

"বিক্রয়ের তারিখ" অর্থে যে তারিখে বিক্রয় হয় বুঝিতে হইবে। যে তারিখে বিক্রয় দৃঢ়ীকরণ হয় ঐ তারিখ নহে, হস্তুফগাজী 'বনাম' আসমৎ মোল্লা, ১৭ কলি, উ, নো, ৪৪০।

খরিদ্দার পরে হস্তান্তর গ্রহীতাগ বুঝাইবে, ওহাদেদ 'বনাম' রহক ১২ কলি, উ, নো, ১০২৯, ৫ কা।, ন, স, ২৭৮। নালাম খরিদ্দারের নিকট হইতে, দায় রদ করাইতে পারেন, আমান 'বনাম' কৃষ্ণ ৮ কলি, স, অ, ১১৭, ১১ কলি, উ, নো, ৪৮।

দায় অসিদ্ধ করাইতে হইলে বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে উহা ১৬১ ধারার বিধান মতে 'দায়' নর্মদা 'বনাম' তারিফ ৯ কলি, ল, জ, ৪৯০।

বহু যোতের বিরুদ্ধে এক ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রীর জারীতে নীলাম হইলে 'দায়' অসিদ্ধ করা যাইবে না, জগন্নাথ 'বনাম' কৃষ্ণপ্রসাদ ৩৪ কলি ২১৮ ; ৭ কলি, ল, জ, ৯৬, ১১ কলি, উ, নো, ৬৭৬ ; ১৪ কলি, উ, নো, ৩৩৫ ;

যোতের কোন অংশের জন্য ডিক্রী হইলে উহার নিলাম খরিদার "দায়" অসিদ্ধ করাইতে পারিবেন না, রামকিঙ্কর 'বনাম' অখিলচন্দ্র ১১ কলি. উ, নো, ৩৫০, কিন্তু আংশিক মালীক ষোল আনার ডিক্রী পাইলে উহা খাজনার ডিক্রীর তুল্য, এমনে দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, ১৪ কলি, উ, নো, ৩৫২।

এই (১৬৭) ধারামতে নোটিস জারী হইলে দায় অসিদ্ধ হইবে, পিয়ারীলাল 'বনাম' মহেশ্বরী ২৫ কলি ৫৫১। কিন্তু এই ধারামতে নোটিস জারী করিয়া রেহান অসিদ্ধ করিলে রেহান গ্রহীতা যোতের নীলাম রদ করিবার দরখাস্ত করিতে পারেন, ব্রজকুমার 'বনাম' ধনুকধারী ১০ কলি, উ, নো, ৯৭৬। এবং নোটীস জারী করিবার সময় যোত তৃতীয় ব্যক্তির দখলে থাকিলেও "দায়" অসিদ্ধ করা যাইবে, ২৫ কলি ৫৫১।

নোটীসে ভুমির অথবা খাজানার বিবরণ বিশেষরূপে না থাকিলেও নোটীস দূষণীয় হইবে না, জগবন্ধু 'বনাম' রামমঙ্গল ৫ কলি উ, নো, ২১২ ; বহুলোককে এক নোটীস দিলেও ঐরূপ (ঐ)।

এই আদায় অনুসারে নীলাম হইলেই যে "দায়" একেবারে অসিদ্ধ হইবে তাহা নহে, ২৪ কলি, ১৪৬।

যোত রেহান আছে জানিয়াও খাজানার ডিক্রীতে যোত নীলাম খরিদ করিলে, খরিদার রেহান অসিদ্ধ করাইতে পারিবেন, সুরেন্দ্র 'বনাম বংশীধর ১২ কলি উ, নো, ১১৯।

নিম্নস্থ প্রজার পাট্টা ৮৫ ধারামতে রেজিষ্টারীযুক্ত না হইলে খাজানার ডিক্রীতে নীলাম বিক্রয় হইলে ভুম্যধিকারী খরিদার যোতের খাস দখল পাইবেন ; ১৬১ ধারা মতে নিম্নস্থ প্রজাকে নোটিস দিতে হইবে না, পিয়ারী 'বনাম' বাদলচন্দ্র ২৮ কলি, ২০৫। কিন্তু অপর তৃতীয় ব্যক্তি খরিদ করিলে ১৬৭ ধারার কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে (ঐ) যে স্থলে "দায়" গ্রহীতা এবং খরিদার একই ব্যক্তি হন, সেস্থলে দায় অসিদ্ধ করিবার নোটীস দিবার আবশ্যক নাই, ২৮ কলি, ১২ ; ৮ কলি, উ, নো, ৩৩২।

খাজানার ডিক্রীতে যোত নীলাম হইলে, খাজনা শোধ হওয়া বক্রী টাকার উপর রেহান গ্রহীতার "দায়" বর্ত্তিবে, নিমচাঁদ 'বনাম' আশুতোষ ৯ কলি, উ, নো, ১১৭ এবং ৩৩ কলি, ৮৭৮ ; ৮ কলি, উ, নো, ৩৩২ দেখ।

কোন কালেক্টর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই ধারামতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত না হইলে তাঁহার কৃতকার্য্য অসিদ্ধ হইবে' মহেশ 'বনাম' উমাতুল ২৮ কলি, ৬৬। দায় অসিদ্ধ করিবার দরখাস্ত সংশোধন করিবার আজ্ঞা কালেক্টর দিতে পারেন না, নৃপ 'বনাম' গোলাম

২৮ কলি, ১৮০। কালেক্টর বদলে ডেপুটী কালেক্টর দরখাস্তে স্বাক্ষর করিলে উহা অসিদ্ধ হইবে না, ৩২ কলি, ৯১১ ; এবং ১৬ কলি, উ, নো, ৬৪। কিন্তু ২ কলি, ল, জ, ৯৯ দেখ। এই সম্পর্কে ২৯ কলি, ৮১৩ এবং ৮ কলি, উ, নো, ৬৬৯ দেখ।

এই ধারার কার্য্যপ্রণালীতে তমাদি আইনের ৭ ধারা বর্ত্তিবে না, ২৯ কলি, ৮১৩।

একত্র স্বার্থযুক্ত সকল ব্যক্তিকেই নোটীস দিতে হইবে, নতুবা মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইবে, ৩২ কলি, ৭১০।

একের অধিক খরিদ্দার হইলে সকলকে একত্রে এই ধারার কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, যাত্রামোহন 'বনাম' অখিলচন্দ্র ২৪ কলি, ৩৩৪।

বহু মধ্যস্বত্বাধিকারীদের মধ্যে একজন খাজানা না দেওয়া হেতু ১৮৬৯ সালের ৮ আইনমতে যোত বিক্রয় হইলে এবং নীলামে তিনি উহা খরিদ করিলে "দায়" অসিদ্ধ করাইতে পারিবেন না, সৈয়দ নবাব আলি 'বনাম' হেমন্তকুমারী ৮ কলি উ, নো, ১১৫ ; ৩১ কলি, ৩৯৩।

প্রজার কৃতকার্য্য জন্য যে "দায়" উদ্ভব হয় তাহাই রহিত করিতে হইবে, কোন আইন মূলে "দায়" সৃষ্ট হইলে (যথা এই আইনের ১৭১ ধারামতে) উহা রহিত করার আবশ্যক করে না, ১ কলি, উ, নো, ৫১৯। 'মরগেজ দায়' রহিত জন্য, এই ধারামতে নোটীস করিলে মরগেজীর নীলাম রহিতের ক্ষমতা রহিত হয় না, ব্রিজকুমার 'বনাম' ধেনুকধারী ১০ কলি, উ, নো, ৯৭৬।

কোর্ফা রাইয়তের স্বত্ব খরিদ্দার ১৬৭ ধারামতে দায় রহিত করিবার অধিকারী নহে ; কারণ বাকী খাজানার দরুণ ১৪শ অধ্যায় মতে কোর্ফা রাইয়তের স্বত্ব বিক্রয় যোগ্য নহে ; মুনসব আলি 'বনাম' অবসাদ উল্লা, ১৬ কলি, উ, নো, ৮৩১।

দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত পূর্ব্ব কয়েক ধারামতে মধ্যস্বত্ব বলিয়া গণ্য হয়, এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

১৬৮ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন স্থানের অন্তর্গত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত যোতের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত যোতের দেনা "বাকী" [নূতন] খাজানার জন্য ডিক্রীজারী ক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত নীলামে চড়াইবার পূর্ব্বে, রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে ঐ স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত যোত কিম্বা স্থলবিশেষে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত যোত এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কয়েক ধারামত নীলামের কার্য্যপক্ষে সর্ব্বতোভাবে মধ্যস্বত্বের ন্যায় গণ্য হইবে।

১৬৯ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিধি খাটান করিতে হইবে, অর্থাৎ—

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

(ক) ঐ মধ্যস্বত্ব বা জোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয় সেই ডিক্রী ক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলাম "দৃঢ়ীকৃত" [illegible] হইবার তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোত সম্বন্ধে যে খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, ঐ উদ্বৃত্ত টাকা হইতে তাহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু, যেস্থলে কোন এক বা একাধিক সরিক ভূম্যধিকারী ১৪৮ক ধারা বা ১৫৮খ ধারার (২) প্রকরণানুসারে প্রস্তুত করা মোকদ্দমায় যে ডিক্রী প্রাপ্ত হন সেই ডিক্রী জারীক্রমে কোন মধ্যস্বত্ব বা জোত বিক্রয় করা হইয়াছে সেই স্থলে—

(/০) ঐ ডিক্রী অনুসারে যত টাকা প্রাপ্য হয় তাহা (খ) দফায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও ডিক্রীদারকে ও অন্যান্য সরিক ভূম্যধিকারীকে তাঁহাদের প্রত্যেকের যত টাকা প্রাপ্য দেখা যায় তদনুসারে দেওয়া যাইবে, এবং

(৵) কোন উদ্বৃত্ত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলাম দৃঢ়ীকৃত হইবার তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোতসম্বন্ধে যে কোন খাজানা পাওনা হইয়া থাকে তাহা, (গ) দফায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কিন্তু উক্ত ডিক্রীদারের ও অন্যান্য সরিক ভূম্যধিকারীর ঐ খাজানা পাইবার স্ব স্ব স্বত্ব সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকিলে (২) প্রকরণের লিখিত প্রকারে ও ফলাফলসহ ঐ বিবাদের মীমাংসা হওয়ার

নিয়মানুসারে, উক্ত ডিক্রীদারকে ও অন্যান্য সরিক ভূম্যধিকারীকে ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতে তাহাদের স্ব স্ব অংশের অনুপাতে দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা নীলাম দৃঢ়ীকরণাবধি দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীগত খাতকের প্রার্থনামতে তাহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীগত খাতক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উত্থাপন করিলে, আদালত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন এবং নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

নোট।—ভূম্যধিকারীর সেরেস্তায় লিখিত প্রজার বিরুদ্ধে খাজানার ডিক্রীতে যোত বিক্রয় হইলে, উদ্বৃত্ত টাকার জন্য সেরেস্তায় অলিখিত প্রজা মোকদ্দমা করিতে পারেন, মাতঙ্গিনী 'বনাম' শ্রীনাথ ৭ কলি, উ, নো, ৫৫২। উদ্বৃত্ত টাকা হইতে, মোকদ্দমা রুজু করিবার পরে প্রাপ্য খাজানা এবং তাহার সুদ বাবদ দরখাস্ত করিয়া ভূম্যধিকারী আদায় করিতে পারিবেন, বিজয়চাঁদ 'বনাম' এম্ সি মুখার্জ্জী ১১ কলি, উ, নো, ১১০৬। কিন্তু ১২ কলি, উ, ১৪৪ (নোটস্) দেখ। উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ভূম্যধিকারী ডিক্রীদার মোকদ্দমা রুজু করিবার পর তারিখ হইতে নীলাম দৃঢ়ী করণের তারিখ পর্য্যন্ত প্রাপ্য খাজানা পাইতে পারেন, কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহার প্রাপ্য রেহানী টাকা ঐ উদ্বৃত্ত টাকা হইতে পাইতে পারিবেন না ৩৪ কলি, ৭২৪।

খরচ সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই মধ্যস্বত্ব বা যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।

বঙ্গ।

১৭০ ধারা। (১) কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের দেনা বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত ক্রোক করা গেলে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা "ও ৩১০ ক" [নূতন] ধারা খাটিবে না।

পূর্ব্ববঙ্গ।

১৭০ ধারা। (১) কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের দেনা বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত ক্রোক করা গেলে, তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

(২) ঐরূপ কোন ডিক্রীজারী ক্রমে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলামখরিদ্দারের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার ডিক্রীর খরচা সমেত টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিম্বা আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ করা হইয়াছে এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত মুক্ত হইবে না।

(৩) ডিক্রীমত খাতক কিম্বা যে ব্যক্তির ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতে এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তিনি এই ধারামতে আদালতে টাকা দিতে পারিবেন।

বঙ্গ।

(৪) প্রকরণ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ।

(৪) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১০ (ক) ধারা অনুসারে দাখিলা টাকা, ভূম্যধিকারী-ডিক্রীদার তুলিয়া লইলে উহা দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে ডিক্রীজারী ক্রমে বিক্রীত মধ্যস্বত্ব অথবা যোতে হস্তান্তর যোগ্যত্ব স্বীকার করা হইল।

নোট।—বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে এই ধারার (১) প্রকরণে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তদ্দ্বারা বঙ্গে ৩১০ (ক) ধারামতে টাকা জমা দেওয়া চলিবে না, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে চলিবে।

পুরাতন দেওয়ানি কার্য্যবিধির ২৭৮—২৮৩ ধারার পরিবর্ত্তে নূতন ১৯০৮ সালের ৫ আইনের ২১ আজ্ঞার ৫৮ বিধি হইতে ৬৩ বিধি হইয়াছে, এবং ৩১০ (ক) ধারার পরিবর্ত্তে ২১ আজ্ঞার ৮৯ বিধি হইয়াছে।

এই ১৭০ ধারা, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৭৮ ধারা (২১ আজ্ঞা ৫৮ বিধি) মতে, দাবীদারী দিতে বাধা দিবে, অমৃতলাল 'বনাম' নিমাইচরণ ২৮ কলি, ৩৮২ (ফুলবেঞ্চ)

যদি নালীশ রুজু এবং ডিক্রীর তারিখে বাদী ভূম্যধিকারী থাকেন, তাহা হইলে সেই খাজানার ডিক্রীজারীতে কোনরূপ যোতে দাবীদারী চলিতে পারিবে না, কারণ এইরূপ ডিক্রী খাজানার ডিক্রীস্বরূপে জারী হইতে পারে, ক্ষেত্রপাল 'বনাম' কৃতার্থময়ী ৩৩ কলি, ৫৬৬ (

খাজানার মোকদ্দমার শুনানী কালে, তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক এই ধারামতে খাজানার টাকা জমা দেওয়া চলিবে না, কারণ এই ধারা ডিক্রীজারী কালে খাটে, পূর্ব্বে নহে ১৪ কলি, উ, নো, ১৮৩,(নোটস্)।

প্রজা বলিয়া সাব্যস্ত না হইলে কিম্বা মোকদ্দমার পক্ষভুক্ত না হইলে তাহার নিকট খাজানা লইতে বাদী বাধ্য নহে, কারণ বাকী খাজানার ডিক্রীজারী কার্য্যে এই ধারা এবং ১৭১ ধারা প্রযোজ্য, সরোজ 'বনাম' সন্ন্যাসী, ১২ কলি, ল, জ, ৫৫১।

যোত খরিদ্দারকে ভূম্যধিকারী রাইয়ত বলিয়া স্বীকার না করিলেও যোতে তাহার এমন একটি স্বার্থ আছে যাহা সেরেস্তায় লিখিত রাইয়তের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর নিলামে রদযোগ্য। ভূম্যধিকারীর জ্ঞাতসারে দ্বাদশ বৎসরের অতিরিক্ত কাল কোন ব্যক্তি রাইয়ত বলিয়া দাবী করিলে এই ধারার (৩) প্রকরণ মতে তাহার একটি স্বার্থ জন্মিয়া থাকে। এবং ঐ ব্যক্তি (১) প্রকরণের অর্থমতে "ডিক্রীমত খাতক" হইবে না। ভূম্যধিকারী যোত খরিদ্দারকে রাইয়ত বলিয়া স্বীকার করিলে, ঐ রাইয়ত এই ধারামতে ডিপজিট করিতে পারে না, তারক দাস 'বনাম' হরিশ্চন্দ্র, ১৭ কলি, উ, নো, ১৬৩।

যোতের আংশিক খরিদ্দারের এই ধারামতে টাকা আমানত করিবার দরখাস্তে ভূম্যধিকারী আপত্তি করিলে আদালত বিচার করিলেন যে খরিদ্দারের যোতে স্বার্থ আছে, তৎপরে ভূম্যধিকারী আমানতী টাকা উঠাইয়া লইলেন। পুনরায় ভূম্যধিকারী খাজানার দায়ে যোত নীলাম করিতে চাহিলে ঐ খরিদ্দার টাকা আমানত করিতে পারিবে এবং ভূম্যধিকারীর আপত্তি খাটিবে না, যুগলমোহিনী 'বনাম' শ্রীনাথ, ১২ কলি, ল, জ, ৬০৯; এবং টমাস্ বারক্লে 'বনাম' সৈয়দ হোসেন, ৬ কলি, ল, জ, ৬০১ দেখ।

বহুকালের কায়েমী মধ্যস্বত্বের খরিদ্দার খাজানার ডিক্রীতে যোত বিক্রয় রক্ষা করিবার জন্য ১৭০ (৩) ধারা অনুসারে ডিক্রীর টাকা আমানত করিতে পারে না, রাণী বৃন্দারাণী 'বনাম' অন্নদা, ১৬ কলি, উ, নো, ৯৪ এবং ১০ কলি, উ, নো, ৪৩৮ দেখ।

হস্তান্তর অযোগ্য দখলীস্বত্ব যোতের হস্তান্তর গ্রহীতা ১৭০ (৩) ধারা মতে আদালতে টাকা জমা দিতে পারেন না, কারণ তাঁহার যোতে কোন স্বার্থ নাই, নলিনীবিহারী 'বনাম' ফুলমণি ১৬ কলি, উ, ৪২১।

এই নজীর গুলিন কেবল পূর্ব্ববঙ্গে প্রযোজ্য রহিল।

সাধারণ অথবা কট্ কোবালার বন্ধকী গ্রহীতা ৩১০ক ধারামতে নীলাম বিক্রয় রদের দরখাস্ত করিতে পারে। পরেশনাথ 'বনাম' নবগোপাল ৫ কলি, উ, নো, ৮২১ (ফুলবেঞ্চ)।

ডিক্রীমতে খাতকের দায়িক হইবার পূর্ব্বেই যোতের স্বত্ব কোন ব্যক্তি খরিদ করিলে ঐ ব্যক্তি ৩১০ (ক) ধারামতে নীলাম রদের দরখাস্ত করিতে পারে, বংশীধর 'বনাম' কেদারনাথ ১ কলি উ, নো, ১১৩।

বেনামদার ও ঐ ধারামতে দরখাস্ত করিতে পারিবে, বাশী পোদ্দার 'বনাম' নামকৃষ্ণ ১ কলি উ, নো, ১৩৫ ; ২০ কলি ৪১৮ এবং ১৫ কলি, ৪৮৮।

দখলীস্বত্বের যোতের আংশিক খরিদ্দারও ঐ ধারামতে দরখাস্ত করিবে, বিনোদিনী 'বনাম' প্যারিমোহন ৮ কলি, উ, নো, ৫৫ ; ৭ কলি ২৮২।

দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতার নাম জমীদার সেরেস্তায় জারী না থাকিলেও, যোত বিক্রয় হইলে নীলাম রদ করিবার জন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১১ ধারামতে, হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা দরখাস্ত করিতে পারিবে, আজগর আলি 'বনাম' আসাবুদ্দিন ৯ কলি, উ, নো ১৩৪।

নীলাম বিক্রয়ের পর ডিক্রীমত খাতকের নিকট হইতে খরিদ্দার ঐ ৩১০ ক ধারামতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন না, হাজারী 'বনাম' বজী ১ কলি, উ, নো ২১৯। বিরুদ্ধ নজীর ৩০ মান্দ্রাজ ২১৪।

অধীনস্থ কোর্ফা রাইয়ত ৩১০ক ধারামতে নিলাম রদের দরখাস্ত করিতে পারেন, চন্দ্র 'বনাম' কামিনী ১১ কলি, উ, নো, ৭৪২। বিরুদ্ধ নজীর ২৯ কলি ৪৫৯, ৫ কলি, উ, নো ৮২১। অন্য ক্রোককারী পাওনাদার ৩১০ক ধারামতে দরখাস্ত করিতে পারে না, কেদারনাথ 'বনাম' উমাচরণ ৬ কলি, উ, নো, ৫৭।

হাওলাদার (অধীনস্থ) প্রজা ৩১০ক ধারা মতে দরখাস্ত করিতে পারে না, ৫ কলি, উ, নো, ১৩২ (নোটস্)।

অপরাপর সরিকগণের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীতে সম্পত্তি বিক্রয় হইলে, মহম্মদিয় আইন হকসফা অনুসারে কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির অংশের দাবী করিয়া ঐ বিক্রয় রদ করিবার জন্য ৩১০ (ক) ধারামতে টাকা আমানত করিতে পারেন না, আবদুল 'বনাম' মতিয়ার ৩০ এলি, ৪২৫।

৩১০ (ক) ধারার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে, কি ৬২২ ধারা (নূতন দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১১৫ ধারা) মতে হাইকোর্টে মোশন করিতে হইবে, তাহা অবস্থা ভেদে নির্ভর করিবে। যদি ডিক্রীদারই খরিদ্দার হন এবং পক্ষদিগের মধ্যে কোন প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহা হইলে তদনুযায়ী হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে, কারণ ঐরূপ হুকুম দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৪৪ ধারার (নূতন আইনের ৪৭ ধারা) অন্তর্গত। কেদার 'বনাম' উমাচরণ ৬ কলি, উ, নো, ৫৭ ; ২৬ কলি, ৪৪৯ (ফুলবেঞ্চ) ; ১ কলি, উ, নো, ১০৩ ; ১৩ কলি, উ, নো, ৫৯১ ; ৭ কলি, ল, জ, ২৮২ ; ৯ কলি, উ, নো, ১৩৪ দেখ। কিন্তু নীলাম খরিদ্দার তৃতীয় ব্যক্তি হইলে এবং ডিক্রীমত খাতক ৩১০ (ক) ধারা মতে নীলাম রদের দরখাস্ত করিলে যদি উহাতে ডিক্রীদার কোনরূপ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে ঐ দরখাস্তের উপর হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না ; কারণ ঐ হুকুম ২৪৪ ধারার অন্তর্গত নহে। আমির আলি 'বনাম' বলদেও, ৫ কলি, ল, জ, ২০৪। ঐরূপ অবস্থায় ডিক্রীমত খাতকের ৩১০ (ক) ধারামতে ডিপজিটের প্রার্থনা নামঞ্জুর হইলেও তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না, ১৯

এন্, ১৪০। যে স্থলে ৩১০ (ক) ধারা প্রযোজ্য নহে এরূপ অবস্থায় নিম্ন আদালত ৩১০ (ক) ধারামতে নীলাম বিক্রয় রহিতের হুকুম দিলে তদ্বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ৬২২ ধারা মতে (নূতন ১১৫ ধারা) মোশন করিতে হইবে; ৬ কলি উ, নো, ৫৭। অনুপস্থিতি হেতু ৩১০ (ক) ধারার দরখাস্ত নামঞ্জুর হইলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না, ৩১ কলি, ২০৭।

১৭১ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই মধ্যস্বত্ব বা যোতে যদি কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে, যাহা ঐরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে—

নীলাম নিবারণার্থে আদালতে টাকা দেওয়া গেলে তাহা কোন কোন স্থলে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।

(ক) ঐরূপে তিনি যে টাকা দেন তাহা শত করা ২৲ সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় ছাড়া উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদ সমেত শোধ করা না হয় তাবৎ তিনি প্রজার বন্ধক গ্রহীতাস্বরূপ উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের দখল লইতে ও উহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান্ হইবেন;

(২) ঐরূপে কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব থাকে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

নোট।—এই ধারার বিধানমতে রেহান সৃষ্টি হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমতে উহাকে "দায়" বলা যাইবে না, এবং সে হেতু খাজানার ডিক্রীতে নীলাম খরিদ্দার উহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন না, পশুপতি 'বনাম' নারায়ণ ২৪ কলি ৫৩৭।

'রেহান গ্রহীতা খাজানার ডিক্রীতে যোত বিক্রয় রহিত করিবার জন্য টাকা দিলে ঐ টাকা যোতের উপর পুনরপি দায় সংযুক্ত হইবে, ৩১ কলি, ৯৭৫। কিন্তু মরগেজ ডিক্রী চূড়ান্ত হইবার পূর্ব্বের বাকী খাজানা দিলে তাহা যোতের উপর "দায়" সংযুক্ত হইবে না, মহারাণী দাসী 'বনাম' হরেন্দ্রলাল ১ কলি, উ, নো ৩৪৮; দ্বিতীয় মরগেজী টাকা দিলে, ঐরূপ ১১ কলি, উ, নো ৪০৩

সরিক প্রজা খাজানার ডিক্রীর টাকা জমা দিয়া অপর সরিকের অংশের উপর এই ধারা মতে ঐ অংশে দায়সংযুক্ত স্বার্থ পাইবেন না, আশুতোষ 'বনাম' অবিনাশ, ১৫ কলি, উ, নো, ৭৮২।

খাজানার ডিক্রীজারীতে বিক্রয় স্থলে ১৭১ ধারা প্রযোগ হয়। ঐ ডিক্রী প্রথমতঃ খাজানার ডিক্রী হইলেই হইবে। উহাতে খাজানা ব্যতিরিক্ত অপরাপর বিষয়ের ডিক্রী হইলেও হইবে। জ্ঞানদা 'বনাম' অতুলচন্দ্র ৩২ কলিকাতা ৯৭২। যোতের পূর্ব্ব খরিদ্দার এই ধারা অনুসারে টাকা জমা দিতে পারে না, কারণ তাহার স্বার্থ, বিক্রয় কালে রহিত যোগ্য স্বার্থ নহে। যতীন্দ্র 'বনাম' দুর্গা ১০ কলি, উ, নো, ৪৩৮।

এই ধারামতে টাকা দাখিলকারী ব্যক্তি জারীর আদালতে দরখাস্ত করিয়া দখল লইতে পারেন, ঐ জন্য মোকদ্দমা করিবার প্রয়োজন নাই, উমাতুল 'বনাম' নিমাই ৬ কলি, ল, জ, ৫৯২। কিন্তু এইরূপ দখল লইতে যাইলে যদি অপর তৃতীয় ব্যক্তি আপত্তি করে এবং দখল না দেয় তাহা হইলে দখল পাইবার জন্য রীতিমত মোকদ্দমা করিতে হইবে। রামনারায়ণ 'বনাম' লালদাস ৭ কলি, ল, জ, ৫৯৫।

পত্তনিদার দরপত্তনিদারের বিরুদ্ধে খাজানার ডিক্রী করিলে সে-পত্তনিদার ডিক্রীর টাকা শোধ করিলে সমস্ত দরপত্তনি যোতের উপর এই ধারামতে "দায়" থাকিবে, ঐ দায় কোনরূপে বিভক্ত হইবে না, বেণী 'বনাম' পূর্ণ ১৪ কলি, ল, জ, ১৩৪।

অধীনস্থ মধ্যস্বত্বাধিকারী উর্দ্ধতন স্বত্বের খাজানার ডিক্রীতে নীলাম বন্ধ করিবার জন্য টাকা আমানত করিলে, ঐ টাকা উদ্ধারের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে পারে, হেমন্ত 'বনাম' রাজেন্দ্র, ১৩ কলি, ল, জ, ৪৫৪।

১৭২ ধারা। বাকীদার-উর্দ্ধতন-প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী ক্রমে এই অধ্যায় মতে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং নীলাম হইলে যে অধস্তন প্রজার স্বত্ব রহিত যোগ্য হইবে, সেই প্রজা নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দিলে, তাঁহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতিকারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি ঐরূপে প্রদত্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনিও ঐরূপে নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপ কর্ত্তিত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন। এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পৌঁছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

নোট।—যোত খরিদ্দার আদালতে খাজানা আমানত করিলে যদি জমিদার ঐ ব্যক্তির আমানত করিবার স্বত্ব প্রশ্ন না করিয়া আমানতী টাকা আদালত হইতে গ্রহণ করেন তাহা হইলে পশ্চাৎ উহার (খরিদ্দারের) স্বত্বে বিষয় আপত্তি করিতে পারিবেন না। টমাস্ বার্কলে 'বনাম' সৈয়দ হোসেন ৬ কলি, ল, জ, ৬০১।

১৭১ ধারার বিধানমতে নিম্নস্থ রাইয়তের দখলে যোত থাকা অবস্থায় যদি উর্দ্ধতন রাইয়ত যোত ইস্তফা দেয় তাহা হইলে, যতদিন পর্য্যন্ত নিম্নস্থ রাইয়তের ১৭১ ধারার বিধানমতে রেহানী প্রাপ্য আদায় না হয়, ততদিন ভূম্যধিকারী ঐ ইস্তফা বলে খাস দখল পাইবেন না, নবদ্বীপ 'বনাম' ভৈরব ১৩ কলি, উ, নো, ৯৭।

নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।

১৭৩ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, যে ডিক্রীজারী ক্রমে এই অধ্যায় মতে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি বিনা ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত ডাকিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপে যে মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

(৩) ঐরূপে যে মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত কোন খাতক স্বয়ং বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহা ক্রয় করিলে, আদালত উচিত বোধ করিলে ডিক্রীদারের কি ঐ নীলামে স্বার্থযুক্ত অন্য ব্যক্তির প্রার্থনা মতে আদেশ করিয়া ঐ নীলাম অন্যথা করিতে পারিবেন; এবং ঐ প্রার্থনা ও আদেশের খরচ ও পুনর্ব্বার নীলাম কালে মূল্য যত টাকা কম হয় তত টাকা ও ঐ নীলামের সমস্ত খরচা ডিক্রীমত খাতক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে।

নোট।—জারীর আদালত ব্যতীত অপর আদালত নীলাম রদ করিতে পারিবেন না। গোপাল চন্দ্র 'বনাম' রামলাল ২১ কলি ৫৫৪।

এই ধারামতে দরখাস্ত করিতে হইলে নূতন তমাদী আইনের ১৭৬ আর্টিকেল প্রযোজ্য হইবে, তমাদীকাল ৯০ দিন। চাঁদমণি 'বনাম' শান্তমণি ২৪ কলিকাতা ৭০৭।

পূর্ব্বতন যোতদার খাজানা না দিলে ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের বিধানমতে যোত নীলাম হইলে যদিও ঐ যোতদার খাজানার ডিক্রীর নীলামে ঐ যোত খরিদ করেন তথাপি যোতের

উপর দাবাদি রদ করিতে পারিবেন না। ফকির 'বনাম' রামকুমার ৩১ কলি ৯০১। সইয়দ নবাব আলি 'বনাম' হেমন্তকুমারী ৮ কলি, উ, নো, ১৭৭।

দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজার স্বত্বের হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতার নাম জমীদার সেরেস্তায় জারী না থাকিলেও তিনি এই ধারামতে নীলাম রদের দরখাস্ত করিতে পারেন, আসগর 'বনাম' আসাবুদ্দিন, ৯ কলি, উ, নো, ১৩৪।

মোকদ্দমার পক্ষগণের মধ্যে কোন প্রশ্ন উত্থিত না হইলে নীলাম রদের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। রঘু সিং 'বনাম' মিশ্রি সিং ২১ কলি ৮২৫।

কিন্তু ডিক্রীমত খাতক আপিলাণ্ট হইলে আপীল চলিবে, শ্রীনাথ 'বনাম' গুরুদাস ৩ কলি, উ, নো, ১০৪ (নোটস্)। মোকদ্দমার পক্ষগণের মধ্যে প্রশ্ন উত্থিত হইলে সদর এবং খাস আপীল দুই চলিবে, চান্দমণি 'বনাম' শান্তমণি ২৪ কলি, ৭০৭। নীলাম খরিদ্দার, ১৭৩ ধারার বিধানমতে নীলাম রদের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবে না, হরবন্ধু 'বনাম' হরিশ্চন্দ্র ৩ কলি, উ, নো, ১৮৪। ৩ কলি, উ, নো, ১৪ (নোটস্)। ডিক্রীমত খাতক ব্যতীত অপর তৃতীয় ব্যক্তি ও ঐরূপে আপীল করিতে পারিবে না। ৩ কলি উ, নো, ১০৪ (নোটস্)।

১৭৩ ধারার আদেশ যে কোন অবস্থাতেই আপীলের যোগ্য নহে, ইহা বিধান করা যাইতে পারে না। আপীল চলিবে কি না স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে ঐ আদেশ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪৭ ধারার বিধানমত হয় কি না। অর্থাৎ প্রশ্নটি ডিক্রীজারীর বিষয়ক কি না, এবং আদিম মোকদ্দমায় পক্ষবিষয়ক বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তদিগের সম্বন্ধে কি না, শ্রীমতি জয় তারা 'বনাম' প্রাণকৃষ্ণ, ১৫ কলি, উ, নো, ৫১২।

১৭৪ ধারা। (১) কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত উহার দেনা (দেয়) বাকী খাজানার নিমিত্ত বিক্রয় করা গেলে, বিক্রয়ের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে যে কোন সময়ে ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীদারকে দিবার জন্য খরচা সুদ্ধ ডিক্রীক্রমে প্রাপ্য সমুদয় টাকা ও খরিদ্দারকে দিবার জন্য খরিদের টাকার শত করা পাঁচ টাকা হিসাবে টাকা আদালতে গচ্ছিত করিয়া দিলে ঐ বিক্রয় অন্যথা হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত খাতক কর্ত্তৃক নীলাম অন্যথা করণার্থ প্রার্থনার কথা।

(২) ঐ ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত টাকা গচ্ছিত করা গেলে, আদালত ঐ বিক্রয় অন্যথাকরণসূচক আজ্ঞা করিবেন এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৫ * ধারার বিধান তদ্রূপে অন্যথাকৃত বিক্রয়ের প্রতি বর্ত্তিবে।

কিন্তু যদি ডিক্রীমত খাতক দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী

* ১৯০৮ সালের ৫ আইনের ২১ আজ্ঞা, ৯৩ বিধি দ্রষ্টব্য।

বিষয়ক আইনের ৩১১ ধারামতে আপন মধ্যস্বত্ব বা যোতের বিক্রয় অন্যথাকরণার্থে প্রার্থনা করেন,তবে তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিবার অধিকারী হইবেন না।

"এবং যদি তিনি এই ধারামতে প্রর্থনা করেন, তবে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১১ † ধারামতে প্রার্থনা করিবার অধিকারী হইবেন না।" [নূতন]

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ‡ ধারা এই অধ্যায়মত কোন নীলামের প্রতি বর্ত্তিবে না।

নোট।—এই ধারা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১০ (ক) (ধারার নূতন আইনের ২১ আজ্ঞা, ৮৯ বিধি) তুল্য, কিন্তু ৩১০ (ক) ধারার প্রয়োগ স্থল ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত। বঙ্গে আর ৩১০ (ক) ধারা প্রযোজ্য নহে; ১৭০ ধারা দ্রষ্টব্য।

"ডিক্রীমত খাতক" অর্থে কেবল ডিক্রীমত খাতককেই বুঝাইবে। উহার নিকট হইতে কোনরূপ হস্তান্তরকারী ব্যক্তিকে বুঝাইবে না, রাজেন্দ্র 'বনাম' ফাদী মণ্ডল ১৫ কলি ৪৮২। অর্থাৎ যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে তাহাকেই বুঝাইবে, আবদুল 'বনাম' সোনাব, ১৫ কলি, ল, জ, ১৭০। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১০ (ক) ধারা (নূতন দেওয়ানী আইনের ২১ আজ্ঞা ৮৯ বিধি) খাজানার ডিক্রীতে যোতের নীলাম বিষয়ে খাটিবে, বংশীধর 'বনাম' কেদারনাথ ১ কলি, উ, নো, ১১৪; জনার্দ্দন 'বনাম' কালীকৃষ্ণ ২৩ কলিকাতা ৩৯৩। কিন্তু নূতন ১৭০ ধারার বিধানে বঙ্গে ইহা খাটিবে না।

সেসের জন্য ডিক্রী হইলেও উহাকে খাজানার ডিক্রী বলা যায় এবং ঐ ডিক্রীতে ১৭৪ ধারা বর্ত্তিবে, কিশোরী 'বনাম' সারদা ১ কলি, উ, নো, ৩৫।

বঙ্গের ১৯০৭ সালের ১ আইন কর্ত্তৃক ৩১০ (ক) ধারার প্রয়োগ রহিত হইবার পূর্ব্বে যোত নীলাম হইলেও ঐ ১ আইনের প্রবর্ত্তনের পর ঐ নীলামের জন্য ৩১০ (ক) ধারামতে ডিপজিট চলিবে না। আমিরদী 'বনাম' মোক্ষদা, ১২ কলি, উ, নো, ৪৩৪।

প্রকাশ্য মালীকের সম্পত্তি বলিয়া যোত নীলাম হইলে, প্রকৃত মালীক (বেনিফিসিয়ারি), ৩১১ ধারা মতে নীলাম রদের দরখাস্ত করিতে পারেন, আমাদ 'বনাম' আসরফ ১৫ কলি, ৪৮৮ (ফুলবেঞ্চ)।

নীলাম রদ করিবার পূর্ব্বে নীলাম খরিদারকে নোটীস দেওয়া আবশ্যক, বংশীধর 'বনাম' কেদার ১ কলি, উ, নো, ১১৪। কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর, ভৈরব 'বনাম' প্রেমচাঁদ ১ কলি, উ, নো, ১৬১ (নোটস্)।

† ১৯০৮ সালের ৫ আইনের ২১ আজ্ঞা, ৯০ বিধি দ্রষ্টব্য।

‡ ১৯০৮ সালের ৫ আইনের ২১ আজ্ঞা, ৯১ বিধি দ্রষ্টব্য।

১৭৪ ধারা মতে টাকা আমানত করিলেই নীলাম রদ হইবে, ডিক্রীমত খাতককে পুনরায় দরখাস্ত করিতে হইবে না, অপ্রকাশিত নজীর সিভিল রূল ১৯০১ সালের ২৩৪২ নং, মদু রায় 'বনাম' দরবারী সিং, ৭ই আগষ্ট ১৯০২ সালে বিচার হইয়াছে। টাকা আমানতের চালানই দরখাস্ত স্বরূপ গণ্য হইবে, আবদুল 'বনাম' যাদব ২৫ কলি, ২১৬।

আদালতের কর্ম্মচারীর আমানতী টাকার নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, যদি ঐরূপ কর্ম্মচারী টাকা নির্দ্ধারণ কালে ভুলক্রমে টাকার পরিমাণ কম করিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে ডিক্রীমত খাতক, ঐরূপ নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করিয়া নিয়মিত সময়ের মধ্যে টাকা আমানত করিলে উহাতে ফল পাইবেন না, চণ্ডীচরণ 'বনাম' বঙ্কবিহারী ২৬ কলি, ৪৪৯ (ফুলবেঞ্চ)। কিন্তু যদি উপযুক্ত কর্ম্মচারীর ভুলক্রমে আমানতী টাকার পরিমাণ কম নির্দ্দেশ হয় তাহা হইলে ডিক্রীমত খাতক ঐ কম টাকা আমানত করিলেও এই ধারার বিধান মতে প্রতিকার পাইবেন, সেখ ফকির 'বনাম' বিরাজমোহিনী ১১ কলি, উ, নো, ১১৬। যে দিন নীলাম বিক্রয় হয় সেই দিনকেই বিক্রয়ের দিন ধরিতে হইবে, কিন্তু যেদিন বিক্রয় দৃঢ়ীকরণ করা হয় সেই দিন নহে, ২৯ কলি ৬২৬। বিক্রয়ের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। ডিক্রীমতে পাওনাদার খরিদ্দার হইলেও শতকরা ৫৲ টাকা আমানত করিতে হইবে, চণ্ডী 'বনাম' বঙ্কু, ১৬ কলি, ৪৪৯ (ফুলবেঞ্চ)। রঘুবর 'বনাম' যদুনন্দন, ১৫ কলি, ল, জ, ৮৯।

এই আমানতী টাকা কোম্পানীর কাগজে দিলে চলিবে না, রহিম 'বনাম' নন্দ ১৪ কলি ৩২১।

বেঙ্গল রেণ্টরিকভারি আইন (১৮৬৫ সালের ৮ আইন) এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১০৫ ধারামতে উড়িষ্যাখণ্ডে স্থিত যোত নীলাম বিক্রয় হইলেও ডিক্রীমত খাতক এই খাজানা আইনের ১৭০ ধারামতে নীলাম রদ করিতে পারিবে, বিকলপরিদা 'বনাম' যোগেন্দ্র ১৪ কলি, ল, জ, ১৬৮।

টাকা আদালতে আমানত করিতে হইবে অন্য কোথাও আমানত করিলে চলিবে না, ১৮ কলি, ৪৮১।

"ডিক্রীমত খাতক দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১১ ধারামতে প্রার্থনা করিলে" অর্থে প্রার্থনা করা এবং তদনুসারে উহার রীতিমত তদ্বির করা বুঝায়। একারণ ডিক্রীমত খাতক ৩১১ ধারামত প্রার্থনা করিয়া যদি তদ্বির না করে তাহা হইলে ঐ প্রার্থনা উঠাইয়া লইয়া ১৭৪ ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারেন, ১৩ কলি, উ, নো, ৫৯১।

খাজানা আইনের এই ১৭৪ ধারার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলে না, ৩ কলি, উ, নো, ৩৪৪; ১ কলি উ, নো, ৩০। কিন্তু নীলাম খরিদ্দার তৃতীয় ব্যক্তি হইলেও দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৬২২ ধারা মতে হাইকোর্টে ঐ হুকুম অন্যথাকরণ জন্য দরখাস্ত চলিবে; কেদার 'বনাম' উমাচরণ ৬ কলি, উ, নো, ৫৭। ২২ কলি, ১৬৭ দেখ। অনুপস্থিতি হেতু ৩১১ ধারার দরখাস্ত না মঞ্জুর হইলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল নাই, ৮ কলি, উ, নো, ১৬০।

নীলাম রদ হইলে নীলাম খরিদ্দার দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১৫ ধারা মতে ডিক্রীদারের নিকট হইতে জারীর কার্য্যের দ্বারা আমানতী টাকা আদায় করিতে পারিবেন। বীরস্বামী 'বনাম, নীলাধর ৮ মান্দ্রাজ ল, রি, ১১০। আদালত ১৭৪ ধারা মতে নীলাম রদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে উহার বিরুদ্ধে নূতন করিয়া মোকদ্দমা চলে না, ১৮ কলি, ৪৮২।

সরিক প্রজা ১৭০ ধারা মতে আবশ্যকীয় টাকা আমানত করিয়া নীলাম রদ করাইলে ঐ প্রজা অপর সরিক প্রজাদিগের বিরুদ্ধে ভর্ত্তৃবোর মোকদ্দমা করিতে পারে, কিন্তু যোতের উপর দায় স্থাপন করিতে পারে না, গোপীনাথ 'বনাম' ঈশ্বরচন্দ্র ২২ কলি, ৮০০। ১৪ কলি, ৮০৯ দেখ।

ডিক্রীমত খাতকের জন্য, অপর তৃতীয় ব্যক্তি নীলাম রদ করিবার জন্য আদালতে টাকা আমানত করিলে নীলাম রদ হইলে পর যদি আপীল আদালত ঐ নীলাম রদ নামঞ্জুর করেন তাহা হইলে ডিক্রীদার আমানতী টাকা ক্রোক দিতে পারে না, কারণ ঐ টাকা ডিক্রীমত খাতকের নহে; উহার পক্ষে অপর ব্যক্তি আমানত করিয়াছিল, শোভারাম 'বনাম" মহেশ্বর ১৩ কলি, উ, নো, ১০০।

"খ" এর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীতে "ক" এর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে ৩১০ (ক) ধারামতে টাকা জমা দিয়া "ক" নীলাম রদ্ করাইলে পরে আমানতী টাকা উদ্ধারের জন্য ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে "ক" মোকদ্দমা করিতে পারিবে না। কারণ ৩১০ (ক) ধারামতে "ক" এর টাকা আমানত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কুঞ্জবিহারী 'বনাম' ভূপেন্দ্র, ১০ কলি, উ, নো, ১৫১।

আপীল—প্রথম আদালত কর্ত্তৃক এই ধারামতে দায়িকের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করার হুকুম দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪৭ ধারার বিধানের মধ্যে গণ্য হইবে এবং উহা ডিক্রীর তুল্য। সে হেতু ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল এবং দ্বিতীয় আপীল চলিবে, রঘুনন্দন 'বনাম' যদু ১৫ কলি, ল, জ, ৮৯।

দায়সৃষ্টিকারীকে কোন কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৭৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ ভাগে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের উপর যাহাতে দায়সৃষ্টি হয়, এইরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং উক্ত রেজিষ্টরী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট রেজিষ্টরী করণার্থ উপস্থিত করা যায়, তবে তাহা ঐ আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইবে।

ভূম্যধিকারীকে দায়ের নোটীস্ দিবার কথা।

১৭৬ ধারা। কোন মধ্যস্বত্বের কি যোতের প্রজার সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্র ক্রমে ঐ মধ্যস্বত্বের কি যোতের উপর কোন দায় সৃষ্টি হয়, কোন কার্য্যকারক এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিলে উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ দায় সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনামতে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে ফী ধার্য্য করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইলে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটীস্ দিবেন।

দায় সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রসারিত না করিবার কথা।

১৭৭ ধারা। যে ব্যক্তি আইনমতে প্রকারান্তরে দায় সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাঁহার উহা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি

চুক্তিক্রমে আইন অন্যথা করিবার সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

১৭৮ ধারা। (১) এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে ভূম্যধিকারীর ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইলে, তাহার কোন কথাক্রমে—

(ক) ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভকরণ পক্ষে চিরকালের নিমিত্তে কোন বাধা হইবে না; কিম্বা

(খ) ঐ চুক্তির তারিখে যে দখলীস্বত্ব বিদ্যমান থাকে তাহা রহিত হইবে না; কিম্বা

(গ) এই আইনের বিধানানুসারে না হইলে কোন ভূম্যধিকারী কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার অধিকারী হইবেন না; কিম্বা

(ঘ) প্রজার এই আইনের বিধানমতে উৎকর্ষ সাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব রহিত কি সীমাবদ্ধ হইবে না।

(২) ১৮৮০ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখের পর ও এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইয়া থাকিলে, উহার কোন কথাক্রমে কোন রাইয়তের এই আইনানুসারে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার বাধা হইবে না।

(৩) এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইলে উহার কোন কথাক্রমে,—

(ক) রাইয়তের এই আইনানুসারে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার বাধা হইবে না;

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের ২৩ ধারার বিধানমতে ভূমি ব্যবহার করিবার স্বত্ব রহিত কি সীমাবদ্ধ হইবে না;

(গ) ৮৬ ধারার বিধানমতে রাইয়তের আপন যোত পরিত্যাগ করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না।

(ঘ) স্থানীয় প্রথানুসারে রাইয়তের আপন যোত হস্তান্তর কিম্বা চরমপত্র বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না।

(ঙ) এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া ও তদনুসারে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের কোর্ফা বিলি করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না;

(চ) ৩৮ ধারামতে কি ৫২ ধারামতে রাইয়তের খাজানা কমাইবার প্রার্থনা করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না;

(ছ) ৪০ ধারামতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার খাজানা নগদান করণের প্রার্থনা করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না; কিম্বা

(জ) বাকী খাজনার টাকার উপর দেয় সুদ সম্বন্ধীয় ৬৭ ধারার বিধানের ব্যতিক্রম হইবে না। কিন্তু এই বিধান হইল যে,—

(১) অকর্ষিত পতিত ভূমি হাসিল করণার্থে সরলাভিপ্রায়ে পাট্টা দেওয়া গেলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ পাট্টার সর্ত্ত কি নিয়মের

ব্যতিক্রম হইবে না। কিন্তু যে স্থলে ঐ পাট্টার স্পষ্ট মিয়াদ শেষ হইলে কি হইবার পর পাট্টাদার ৫ অধ্যায়মতে পাট্টার লিখিত জমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার অধিকারী হয়, সেই স্থলে ঐ পাট্টার কোন কথাক্রমে তাঁহার ঐ স্বত্বলাভ করিবার বাধা হইবে না।

(২) ভূম্যধিকারী আপন চাকর কি বেতনভোগী মজুরদ্বারা অকর্ষিত পতিত ভূমি হাসিল করিয়া পরে ঐ ভূমি কি উহার কিয়দংশ কোন রাইয়তকে জমা করিয়া দিলে যে তারিখে তাহাকে ঐ ভূমি কি উহার কিয়দংশ প্রথম জমা করিয়া দেওয়া হয়, সেই তারিখ অবধি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কোন চুক্তির যে সর্ত্তক্রমে কোন রাইয়তের পক্ষে ঐ ভূমিতে কি উহার কিয়দংশ দখলীস্বত্ব লাভ করিবার বাধা হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সর্ত্তের ব্যাঘাত হইবে না।

(৩) কোন বাগান বা "বাগান জমিতে" [নূতন] কিয়ৎকালের নিমিত্ত কর্ষণসাপেক্ষ ফসলের আবাদ করিবার চুক্তি হইলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ চুক্তির সর্ত্ত কি নিয়মের ব্যাঘাত হইবে না।

ব্যাখ্যা। (৩) নিয়মবিধিতে ব্যবহৃত "বাগান জমি" বলিতে কোন ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্য-স্বত্বাধিকারীর দখলি যে কোন বাগান জমি প্রকৃত পক্ষে ঐ ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর এবং তাহার পরিবারবর্গের নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত ফুল বা শাকশবজির আবাদের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, লাভ বা বিক্রয়ের নিমিত্ত ফুল বা শাকশবজীর আবাদের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় না, সেই বাগান জমী বুঝাইবে।

নোট।—বিশেষ দ্রষ্টব্য।—বর্গাদারকে প্রজা বলা যাইতে পারে এবং তৎপ্রদত্ত শস্যের ভাগ খাজানা স্বরূপ গণ্য হইতে পারে এইরূপ অভিমত নিম্নলিখিত নজীরে প্রকাশিত হয়। গোপাল মেহতা 'বনাম' রজনী ১ কলি, উ, নো, ৫৫ ; তাজউদ্দিন 'বনাম' রামপ্রসাদ, ১ এলা ২১৭ (ফুলবেঞ্চ) ; যমুনাদাস 'বনাম' গুনিসিঞা, ২১ উ, রি, ১২৪। এবং এই নজীরের বলে অধুনা সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ বর্গাদারকে প্রজাস্বরূপ রেকর্ড করিতেছেন ; কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত চিফ্‌জষ্টিস্ ও শ্রীযুক্ত জষ্টিস্ দাস মহোদয়ের সমক্ষে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া, ইহা ধার্য্য হইয়াছে যে পারিশ্রমিক বাবৎ অর্দ্ধ শস্য পাওয়ার চুক্তি মূলে যে বর্গা সৃষ্ট হয় সেইরূপ বর্গাদার প্রজা নহে, এবং মালিকের প্রাপ্য অর্দ্ধেক শস্য খাজানা নহে, এবং তাহার জন্য নালিশ ছোট আদালতে চলিতে

পারে, কাদি মণ্ডল 'বনাম' আহাদালী মোল্লা, ১৪ কলি, উ, নো, ৬২৯। এই সম্পর্কে শ্রীনাথ 'বনাম' মনি চাপি, সাঁওতাল পরগণার ছোট আদালত সংক্রান্ত রেফারেন্স ১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাইয়ত জীবনকাল পর্য্যন্ত যোত চাষ আবাদ করিয়া দখল করিবে কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর ভূম্যধিকারী জমীতে পুনঃ প্রবেশ ও দখল লইবার চুক্তি অবৈধ নহে। এইরূপ চুক্তি এই ধারার (১) (ক) কিম্বা (৩) (ক) বিধানের বিরুদ্ধ নহে, বাউলচন্দ্র 'বনাম' নিস্তারিণী ৩৩ কলি ১৩৬। এই বাঙ্গালা খাজানা আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে মোকদ্দমা রুজু হইলে উহাতে ১৭৮ ধারা প্রয়োগ হইবে না। অর্থাৎ দখলিস্বত্বের রাইয়ত এই ধারার বিধান বিরুদ্ধ চুক্তি করিলেও ঐ চুক্তি প্রবল থাকিবে। কারণ এই আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে ঐরূপ চুক্তি হইয়াছে, মহেশ্বর 'বনাম' শীওচরণ ১৪ কলি, ৬২১।

যদি কবুলিয়তে এইরূপ স্বত্ব থাকে যে অধীনস্থ প্রজা যোত খরিদ করিতে পারিবে না তাহা হইলে ঐরূপ স্বত্ব অবৈধ হইবে না। ওয়াটসন্ 'বনাম' রামচাঁদ ১ কলি, উ, নো, ১৭৪।

কবুলিয়তের মিয়াদ অন্তে প্রজা ভূমি দখল করিতে থাকিলে, উক্ত কবুলিয়তের সর্ত্ত অনুসারেই যত দিন নূতন বন্দোবস্ত না হয় সেই সময় পর্য্যন্ত তাহার দখল ধরিয়া লইতে হইবে; কিশোরী 'বনাম' এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেল, ২ কলি, উ, নো, ৩০৩ কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর আলিমহম্মদ 'বনাম' ভগবতী ২ কলি, উ, নো ৫২৫ ও এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারল 'বনাম' আসরফ আলি ২৮ কলি, ২২৭ পৃষ্ঠা নজীরে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে কবুলিয়তে শত করা ৭৫৲ টাকা, কিস্তিখেলাপী সুদের হার থাকিলে এই আইনজারী হওয়ার পর আনিত মোকদ্দমায় শতকরা ১২৲ টাকার বেশী সুদ পাইতে পারিবে না।

কিস্তী খেলাপ করিলে প্রজা কবুলতী হারে সুদ দিতে বাধ্য। নূতন খরিদ্দারও ঐ সর্ত্তে সুদ দিতে বাধ্য, রাজনারায়ণ 'বনাম' পান্নাচাঁদ ৭ কলি, উ, নো ২০৩; কিন্তু সুদের হার অবৈধ হইলে নূতন খরিদ্দার, ঐ হারে সুদ দিতে বাধ্য নহে, কালীনাথ 'বনাম' ত্রৈলক্য ২৬ কলি, ৩১৫; কিন্তু বিরুদ্ধ নজীর অপ্রকাশিত নজীর খাস আপীল ১৯০১ সালের ২০৮ নং, নিষ্পত্তির তারিখ ১৪ আগষ্ট ১৯০৩ সাল, দ্রষ্টব্য। তিলকচাঁদ 'বনাম' যশোদাকুমার নাসীক ১১ কলি, উ, নো ২১৫ পৃষ্ঠার নজীরে সাব্যস্ত হইয়াছে যে শতকরা ১২৲ টাকার অধিক সুদ কবুলিয়তে লিখিত থাকিলে এই আইনের পর নূতন খরিদ্দার উহার দ্বারা বাধ্য।

এই আইনের ৬৭ ধারা দ্বারা বর্ত্তমান ১৭৯ ধারা চালিত নহে, কাজেই ভূম্যধিকারী ও পত্তনীদার প্রভৃতি মকররী স্বত্ব দারের সহিত শতকরা ১২॥০ টাকা অধিক কিস্তি খেলাপী সুদের হার লেখা থাকিলেও, প্রজা বাধ্য; মাতঙ্গিনী 'বনাম' মকররা ২৯ কলি ৬৭৪।

এই ধারার ৩ (জ) প্রকরণ, এই আইন প্রচার হইবার পরের কবুলিয়তের (যাহাতে এই আইন বর্তিত না) ৬৭ ধারার বিরুদ্ধ সর্ত্ত রহিত করিবে ৩৩ কলি৬৮৩। মাসিক কিস্তিবন্দী হইলেও মোটের উপর শতকরা ১২॥০ টাকার অতিরিক্ত সুদের চুক্তি বে-আইনী, মনোহর 'বনাম' সেক্ত ১৭ কলি, উ, নো, ৮২০।

ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করিলে প্রজা উচ্ছেদিত হইবে এইরূপ চুক্তি অবৈধ, কারণ এই আইনের ১০, ১৮, ২৫, ৪৪, এবং ৪৯ ধারায় এরূপ কোন বিধান নাই যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করিলে প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইবে, নিজামুদ্দি 'বনাম' মোমতাজ ৫ কলি, উ, নো, ২৬৩; ১৭ কলি, ১৯৭। কিন্তু এই সম্বন্ধে বিরুদ্ধ নজীর ২৫ ধারার নিম্নে দেখ।

৯ (গ) এবং ৮৯ ও ১০ ধারার বিধান মতে অবস্থা (অবস্থার বিষয় নজীরে দেখ) ঘটিত প্রজাকে ডিক্রীজারী ভিন্ন অন্য উপায়ে উচ্ছেদ করা যাইবে না, চম্পকলতিকা 'বনাম' নফর ১৫ কলি, উ, নো, ৫৩৬।

এই ধারার (৩)-(ঙ)—প্রকরণে সুদ সম্বন্ধে ৬৭ ধারার নিম্নে নজীর দেখ। ১৭৮ এবং ১৭৯ ধারা প্রয়োগ না হইলেও ৬৫ ধারার বিধান বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী স্বত্বের যোগদার খাজানা দিতে অক্ষম হইলে উচ্ছেদ যোগ্য হইবে, এইরূপ চুক্তি আইনত দূষণীয়, মামস্ত 'বনাম' অনন্ত ৪ কলি, ল, জ, ৫২১।

১৭৯ ধারা। কায়েমী মোকররী পাট্টার কথা। যে স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে কোন ভূস্বামীর বা কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারীর ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কায়েমি মোকররী পাট্টা দিতে ঐ ভূস্বামীর বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর বাধা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

নোট।—মোকররী শব্দে গ্রহীতার জীবন স্বত্বও বুঝায় এবং পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দখলি চিরস্থায়ী স্বত্বও বুঝায়, লীলানন্দ 'বনাম' মনোরঞ্জন ১৩ বি, ল, র, ১২৪; ভুবনীপ্রসাদ 'বনাম' রামনারায়ণ ১২ কলি, ১১৭।

ইস্তামরারী মোকররী শব্দ ব্যবহৃত হইলেই যে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দখলি চিরস্থায়ী স্বত্ব বুঝাইবে তাহা নহে, বেণীপ্রসাদ 'বনাম' দুখনাথ ২৭ কলি ১৫৬ (প্রি, কৌ,)।

মোকররী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ১২ কলি, উ, নো, ১৫৪ ও ১৭৪ পৃঃ দেখ এবং ৭ কলি, উ, নো, ৩১৪ দেখ।

পাট্টায় ব্যবহৃত অপরাপর শব্দের দ্বারা চিরস্থায়ী স্বত্ব অনুমিত হইলে কেবল মাত্র খাজানা দিতে না পারিলে বন্দোবস্ত রহিত হইবে এইরূপ সর্ত্ত থাকিলেও, চিরস্থায়ী স্বত্বের হানি হইবেনা, মেঘলাল 'বনাম' রাজকুমার ১১ কলি, উ, নো, ৫২৭।

৬৭ ধারা দ্বারায় ১৭৯ ধারা চালিত হয় না, এই হেতু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে শতকরা ১২৲ টাকা হারে সুদের অতিরিক্ত হারে সুদের সর্ত্ত থাকিলেও তাহা অবৈধ হইবে না। সাতকড়ি 'বনাম' মোকন্দা ২৯ কলি, ৬৭৫ (ফুলবেঞ্চ)।

৭৩ ধারা থাকায় ১৭৯ ধারা চালিত হয় না, এই হেতু চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকারী মোকররী বন্দোবস্তের সময় আবওয়াব দিবার চুক্তি করিলেও অবৈধ হইবে না, কৃষ্ণচন্দ্র 'বনাম' সুশীলা ২৬ কলি ৬১১।

উঠবন্দী, চর ও দেয়াড়া জমীর কথা।

১৮০ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও কোন রাইয়ত,—

(ক) দেশের যে অংশে উঠবন্দী প্রণালী প্রচলিত আছে তথায় সামান্যতঃ ঐ প্রণালী অনুসারে যে জমী জমা করিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ সময়ে দেওয়া হইয়াছে তাহা ভোগ করিলে, কিম্বা

(খ) যে প্রকারের জমি চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত তাহা ভোগ করিলে,—

(ক) স্থলে সামান্যতঃ উঠবন্দী প্রণালী অনুসারে ভোগকৃত এবং ঐ প্রণালী অনুসারে ভোগকৃত জমিতে ; কিম্বা

(খ) স্থলে চর বা দেয়াড়া জমীতে,—

যাবৎ ক্রমাগত উহা বার বৎসর ভোগ না করে তাবৎ দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ ঐ জমিতে দখলীস্বত্ব লাভ না করে তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) উঠবন্দী প্রণালী অনুসারে যে রাইয়তেরা ভূমি ভোগ করে ঐ প্রণালী অনুসারে তাহাদের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে তাহাদের প্রতি ষষ্ঠ অধ্যায় খাটিবে না।

(৩) ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা দেওয়ানী আদালতের জিজ্ঞাসাক্রমে কালেক্টর সাহেব নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমি এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমি বলিয়া আর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমি সম্বন্ধে খাটিবে।

নোট।—উঠবন্দি প্রজা জমী ছাড়িয়া দিলে ভূম্যধিকারীকে ইস্তাফা নোটীস্ দিতে বাধ্য নহে, অমৃতলাল 'বনাম' গিরীধর, ১১ কলি, উ, নো, ৫৮১।

দেয়াড়া জমিতে ২০ ধারার ৭ প্রকরণের অনুমান বর্ত্তে না, বেণীপ্রসাদ 'বনাম' চতুরি ৩৩ কলি ৪৪৪।

চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

১৮১ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন ঘাটওয়ালী বা অন্য চাকরাণ তালুকের কোন অনুষঙ্গের ব্যাঘাত হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে চাকরাণ তালুক হস্তান্তর করিতে কিম্বা চরমপত্রে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তাহা হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইবে না।

নোট।—ঘাটোয়ালী জমীর ভবিষ্যৎ খাজানা বা মুনাফা ক্রোক হইতে পারে না, উদয়কুমার 'বনাম' হরিরাম ২৮ কলি, ৪৮৩। উচ্চতর ঘাটোয়ালীর অধীনে সিকমি-ঘাটোয়ালী যোত-ঘাটোয়ালী দেনার দায়ে ক্রোক হইবে না, ৯ কলি, ৩৮৮। কিন্তু ঘাটোয়ালের জীবিত কালে তাহার সরঞ্জামি খরচা বাদে মুনফা ডিক্রীর দায়ে ক্রোক হইতে পারিবে, রাজকিশোর 'বনাম' বংশীধর, ২৩ কলি, ৮৭৩।

জমীদার সম্মতি দিলে খড়কপুরের ঘাটোয়ালী যোত হস্তান্তর হইতে পারে, আনন্দ রায় 'বনাম' কালীপ্রসাদ, ১০ কলি ৬৭৭।

পূর্ব্বে মৃত ঘাটোয়ালীর দেনার দায়ে, ঘাটোয়ালী যোতের খাজানা দায়ী নহে, ৬ উ, রি, ১২৯।

ঘাটোয়ালী যোত চিরস্থায়ী বিলি হইতে পারে না, করিলেও তাহার উত্তরাধিকারী উহাতে বাধ্য হইবে না, নারায়ণ মল্লিক 'বনাম' বাদী রায় ৬ কলি, উ, নো, ১৪।

বীরভূমের ঘাটোয়ালী যোত চিরস্থায়ী এবং উত্তরাধিকারী সূত্রে বর্ত্তে, ফজদারী 'বনাম' স্বরস্বতী ২২ কলি, ১৫৬।

স্ত্রীলোক হইলেই যে ঘাটোয়ালী হইতে পারিবে না তাহা নহে, উ, রি ১৮৬৪, ৩৯ পৃঃ। ঘাটোয়ালীর মৃত্যু হইলে জমী সমস্ত পুরুষ উত্তরাধিকারীতে বর্ত্তে, লীলানন্দ 'বনাম' বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ৬ মু, ই, আ, ১০১।

গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালায় দেওয়ানী পাইবার পূর্ব্ব হইতে স্থিত এবং বহুকালাবধি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল বিশিষ্ট ঘাটোয়ালী যোত চিরস্থায়ী স্বত্বযুক্ত হইবে, যোগেন্দ্রনাথ 'বনাম' কালীচরণ, ৯ কলি, উ, নো, ৬৬০।

বহুকালাবধি চায কারকিৎ করিয়া এবং খাজানা দিয়া ঘাটোয়ালী যোত দখল করিলে খাজানা বৃদ্ধি হইবে না, ৬ উ, রি, ১০।

ঘাটোয়ালী যোতে এরূপ কোন বিষয় নাই যে ১৮১ ধারার বিধান হেতু ৫০ ধারার অনুমান বর্ত্তিবে না, গৌরীকান্ত 'বনাম' রামগোপাল ২ কলি, ল, জ, ৩৭৯।

ঘাটোয়াল বরখাস্ত হইলে যোতও বাজাপ্ত হইবে, ৫ কলি, ৭৪০। ঘাটোয়ালী কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে যোত রহিত হইবে ১০ উ, রি, ৪০১।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারামতে চৌকীদারী চাকরাণ জমীতে দখলীস্বত্ব উদ্ভব

হইতে পারে, রামকুমার 'বনাম' রামনেওয়াজ ৩১ কলি ১০২১। এবং রাখালদাস 'বনাম' মাধব, ১৩ কলি, ল, জ, ১০৯। কিন্তু ঘাটোয়ালী জমীতে দখলীস্বত্ব উদ্ভব হইতে পারে না, উপেন্দ্র 'বনাম' রামনাথ ৩৩ কলি, ৬৩০ এবং ১ কলি, ল, জ, ১৩৮ দেখ। স্বত্বহীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রজা বিলি করিলে, বাজাপ্ত চৌকীদারী চাকরাণ জমীতে, দখলীস্বত্ব অথবা না-দখলী-স্বত্ব কিছুই উদ্ভব হয় না, সেখ জনাব আলি 'বনাম' রকীবুদ্দীন ৯ কলি, উ, নো, ৫৭১।

চৌকীদারী চাকরাণ জমী বাজাপ্ত হইলে এবং কালেক্টর কর্ত্তৃক জমীদারের নিকট হস্তান্তরিত হইলে, অপর ব্যক্তির অনুকূলে চৌকীদার কর্ত্তৃক সৃষ্ট যে কোন স্বত্ব, স্বামিত্ব, অথবা স্বার্থ সমস্তই রহিত হয়, কৃষ্ণকিঙ্কর 'বনাম' মোহন্ত ভগবান, ১২ কলি, উ, নো, ১৬১।

ঘাটোয়ালীস্বত্ব জাগীর বলিয়া রেহান দিলে এবং তৎপরে রেহানদাতা উহাতে মোকররী স্বত্ব পাইলে, রেহানের ডিক্রীজারীতে মোকররীস্বত্ব বিক্রয় হইবে, মোক্ষদা 'বনাম' উমেশ ৭ কলি, ল, জ, ৩৮১।

চাকরাণ যোত সকল ৮৯ ধারার বিধানের বহির্ভূত, মকবুল হোসেন 'বনাম' আমীর সেখ, ২৫ কলি, ১৩১। চৌকীদার, গবর্ণমেণ্টের জন্য পুলিসের কার্য্য করিবে এবং জমীদারের জন্য আইনানুসারে অথবা দেশাচারগত বিধেয় কার্য্য সম্পাদন করিবে, বৈদ্যনাথ 'বনাম' কামিনীকান্ত ৬ কলি, ল, জ, ৫৭২।

কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে চৌকীদার উচ্ছেদ যোগ্য হইবে, হরগোবিন্দ 'বনাম' রামরঙ্গ ৪ কলি, ৬৭। বাজাপ্তি এবং জমীদারের নিকট হস্তান্তর হইবার পর গবর্ণ-মেণ্টের দেয় খাজানা না দেওয়া হেতু চৌকীদারী চাকরাণ জমী বিক্রয় হইলে, জমীদার এবং পত্তনীদার উভয়েই উদ্বৃত্ত বিক্রয়লব্ধ টাকা পাইতে অধিকারী, হরিদাস 'বনাম' নিস্তারিণী, ৫ কলি, ল, জ, ৩০। চৌকীদারী চাকরাণ জমীর প্রকৃতি এবং বাজাপ্ত সম্বন্ধে, ৫ কলি, ল, জ, ৩৩ পৃষ্ঠা দেখ। এবং ৩৩ কলি, ৫৯৬ দেখ।

চৌকিদারের মৃত্যু হইলে জমীদার চৌকিদারের অধীনস্থ প্রজাগণকে উচ্ছেদ করিতে অধিকারী, মৃত্যুঞ্জয় 'বনাম' কেনাতুল্লা ১১ কলি, উ, নো, ৪৬।

পত্তনীদার কর্ত্তৃক চৌকিদারী চাকরাণ জমীর দখল পাইবার মোকদ্দমায় তমাদি আইনের ২য় তফশীলের ১১৩ আর্টিকেল খাটিবে, ১৪২ আর্টিকেল নহে, রণজিত 'বনাম' রাধাচরণ ৫ কলি, ল, জ, ৭৭ (নোটস্)।

চাকরাণ যোতদার জমীদারের স্বত্ব অস্বীকার করিয়া অপর তৃতীয় ব্যক্তির অনুকূলে কবুলতি লিখিয়া দিলে জমীদার নোটিস্ না দিয়াই তাহার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মোকদ্দমা আনিতে পারেন, এক্ষেত্রে ট্রান্স্ফার অব্ প্রপার্টি আইন খাটিবে, আনন্দময়ী 'বনাম' লক্ষ্মী ৩৩ কলি, ৩৩৯। চাকরাণ প্রজা তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলেও ঐরূপ, ২ কলি, ল, জ, ৪০৩ এবং ২২ কলি, ৯৩৮ দেখ।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিবার জন্য দত্ত চাকরাণ জমী জমীদার বাজাপ্ত করিতে পারেন না কিন্তু জমীদারের নিজ কার্য্যের জন্য দত্ত চাকরাণ জমী বাজাপ্ত করিতে পারেন, রাধাপ্রসাদ

'বনাম' বুধু দোসাদ ২২ কলি ৯৩৮। পাট্টা কবুলতিতে "দিগওয়ার" শব্দ ব্যবহৃত হইলেই রামগড়ের রাজার নিজ চাকর বুঝাইবে না, এ সম্বন্ধে রামনারায়ণ 'বনাম' তেকাইত গজু ১২ কলি, উ, নো, ১৭৮ দেখ। এবং ৩৪ কলি, ৭৭৩ দেখ।

১৮২ ধারা। কোন রাইয়ত, রাইয়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি ভোগ করিলে, ঐ বাস্তু ভূমির প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গে দেশাচার বা প্রথাদ্বারা নিয়মিত হইবে এবং ঐ দেশাচার বা প্রথা প্রবল মানিয়া কোন রাইয়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই আইনের যে সকল বিধান খাটে তদ্দারা নিয়মিত হইবে।

বাস্তুভূমির কথা।

নোট।—মফস্বলের ছোট আদালতে বাস্তু জমীর বাকী খাজানার নালিশ চলিবে না, উমাচরণ 'বনাম' মিজান বেওয়া, ১৫ কলি, ১৭৪।

কৃষি যোত এবং বাৎসরিক বন্দোবস্তি বাস্তু ভূমি সংক্রান্ত যোত সাধারণতঃ হস্তান্তর অযোগ্য। যদি কোন পক্ষ হস্তান্তর যোগ্যতা আছে বলেন তবে তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে দেশাচার অথবা প্রথা প্রমাণ করিতে হইবে, মধুসূদন 'বনাম' কামিনী ৩১ কলি ১০২৩; ৭ কলি, ল, জ, ১০৭ এবং ২ কলি, উ, নো, ১২২ দেখ।

বাস্তু ভূমি যে কোন রাইয়তের বাস্তুভূমি হইলেই এই খাজানা আইনের বিধান খাটিবে, যদিও যে গ্রামে বাস্তু ভূমি আছে সে, সে গ্রামের রাইয়ত নহে অথবা যে গ্রামে বাস্তুভূমি আছে সে গ্রামে জমীদারের অধীন রাইয়ত সে নহে, কৃপানাথ 'বনাম' সাহেব আলি, ১০ কলি, উ, নো, ৯৪৪; ৯ কলি, উ, নো, ৪১৬ দেখ। ১৪ কলি, ল, জ, ১৭০; ১৬ কলি, উ, নো, ৫৩৬।

কৃষি রাইয়তের যোতের মধ্যে বাস্তুভূমি এবং কৃষিভূমি এই উভয়বিধ ভূমি থাকিলে, যদি রাইয়ত বাস্তুভূমিটুকু বসবাস করিবার জন্য অপর অধীনস্থ প্রজাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেয় তাহা হইলে ঐ অধীনস্থ প্রজা বাঙ্গলা খাজনা আইনমতে কোর্ফা রাইয়ত হইবে; ঐ বাস্তুভূমি সম্বন্ধে ট্রান্সফার অব্ প্রপার্টি আইন খাটিবে না, বাবুরাম 'বনাম' মহেন্দ্রনাথ ৮ কলি, উ, নো, ৫৫৪। ইমারত নির্ম্মাণ জন্য জমী খাজানা করিয়া দিলে আদালত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুমান করিতে পারেন, প্রমদানাথ 'বনাম' শ্রীগোবিন্দ ৯ কলি, উ, নো, ৪৬৩; ৩ কলি, উ, নো, ৫০২ (পি, সি,) এবং ২২ উ, রি, ৩৯৯ দেখ।

যে বাস্তুভূমিতে বাঙ্গালার খাজানা আইন প্রযোজ্য নহে সে বাস্তুভূমির খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে কোনরূপ চুক্তিমতে অথবা খাজানা বৃদ্ধি না দিলে ভূমি ত্যাগ করিতে হইবে এইরূপ নোটিস দ্বারা বৃদ্ধি করিতে হইবে, কৃষ্ণকান্ত 'বনাম' কৃষ্ণচন্দ্র ৯ কলি, উ, নো, ৩০৩।

হস্তান্তর অযোগ্য যোত যদি ভূম্যধিকারী রেহান রাখেন তাহা হইলে উহা যোতের হস্তান্তর যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ নহে। তবে যদি ভূম্যধিকারী ঐ বন্ধক পুনরায় যোতের

অপর খরিদ্দারকে হস্তান্তর করেন তাহা হইলে খরিদ্দারের খরিদাস্বত্ব বাতিল বলিতে তাঁহার মুখবন্ধ হইবে। কিন্তু অপর তৃতীয় ব্যক্তিকে ঐ বন্ধক হস্তান্তর করিলে, বন্ধকটি যে বলবৎ এবং উহা যোতের বিরুদ্ধে বলবৎ হইবে ইহা স্বীকার করা হইবে, মহেশ 'বনাম' মহারাজ বাহাদুর ১৭ কলি, উ, নো ৭০। হস্তান্তর অযোগ্য যোতের হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট, 'পূর্ব্ব রাইয়তের স্থানীয় অথবা এজেন্টভাবে (হস্তান্তর গ্রহীতা ভাবে নহে) খাজানা গ্রহণ করিলে হস্তান্তর বৈধ কি না এ সম্বন্ধে কোনরূপ স্বীকার হইবে না, দিগ্বিজয় 'বনাম' সেখ আতা-রহমন, ১৭ কলি, উ, নো, ১৫৬।

পূর্ব্বগ্রীন নিজ বাঙ্গালা খাজানা আইনের বিধানের বহির্ভূত। এ সম্বন্ধে হস্তান্তরের যোগ্যাযোগ্যতার প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না, চন্দ্রমোহন 'বনাম' রামনারায়ণ, ১৭ কলি, উ, নো, ৮০ (নোট্স্)।

বাকী খাজানার মোকদ্দমায়—প্রজা মনিব সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে যদি ঐ সম্বন্ধ আদালতের বিচারে সাব্যস্ত না হয়, তবে আর্জ্জিতে যদি বিকল্পে দখল ও ব্যবহারের জন্য খেসারতের দাবী না থাকে তাহা হইলে ভূম্যধিকারী—ঐ মোকদ্দমায় খেসারতের ডিক্রী পাইবেন না, মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবে, ভুখী কোয়ার 'বনাম' রাম খেলোয়ান, ১৭ কলি, উ, নো, ৩১১।

১৮৩ ধারা। কোন দেশাচার কিম্বা প্রথা বা দেশাচারানুগত স্বত্ব, এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হইলে অথবা এই আইনের বিধানক্রমে স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত না হইলে এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

উদাহরণ।

(১) ভূম্যধিকারীর অনুমতি বিনা রাইয়ত আপন যোত বিক্রয় করিতে পারে এই প্রথা এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে, এবং এই আইনের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই সুতরাং উক্ত প্রথা কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

(২) কোর্ফা রাইয়ত কোন কোন অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশাচার বা প্রথা এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে এবং এই আইনের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা

রহিত করা যায় নাই, সুতরাং উক্ত দেশাচার বা প্রথা কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

নোট।—দেশাচার অথবা প্রথা প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে উহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এইরূপ বহুকাল চলিয়া আসা স্বীকার করা হইয়াছে এবং উহা যুক্তিযুক্ত এবং উহা চিরস্থায়ী, অনিশ্চিত নহে, রামলক্ষী 'বনাম' শিবনাথ ১৭ উ, রি, ৫৫৩; ১১ এলাহাবাদ ৮৭; ২ এলাহাবাদ ৪১; ২৬ কলি, ৫৫ (পি, সি,)।

দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত দেশাচার মতে হস্তান্তর যোগ্য দেখাইতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে ভূম্যধিকারী ব্যতিরিক্ত অপর লোক ভূম্যধিকারীর জ্ঞাতসারে অথচ উহার সম্মতি না লইয়া কিম্বা তাঁহার কোনরূপ আপত্তি ব্যতিরেকেই যোত বিক্রয় কিম্বা হস্তান্তর করিয়াছেন, ২৪ কলি ৪২৭, ২৬ কলি, ১৮৪ দেখ। অথবা প্রমাণ করিতে হইবে যে এইরূপ দেশাচার ভূম্যধিকারীর জমীদারীর মধ্যে চলিত আছে, অথবা পার্শ্বস্থ জমীদারীর মধ্যে এরূপ ভাবে উহা চলিত হইয়াছে যাহা হইতে অনুমান করা যায় যে ঐ দেশাচার ভূম্যধিকারীর জমীদারীর মধ্যেও চলিত হইয়াছে, পালকধারী 'বনাম' মানাগ, ২৩ কলি ১৭৯।

ডিক্রীজারীর কার্য্যে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৪৪ ধারা (নূতন ৪৭ ধারা) অনুসারে যোত হস্তান্তর যোগ্য কি না এই প্রশ্ন ডিক্রীদার এবং দেনাদারের মধ্যে বিচার হইতে পারিবে, গহর খলিফা 'বনাম' কচিমণী ৪ কলি, উ, নো, ৫৫৭; ২৭ কলি ১০৭ দেখ। নীলাম খরিদদার হস্তান্তর অযোগ্য যোত ৩১৮ ধারা (নূতন ২১ আজ্ঞা ৯৫ বিধি) মতে দখল লইতে যাইলে, প্রজা নীলামের বিষয় জ্ঞাত থাকিলে ঐ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি অবগত না থাকে তাহা হইলে ২৪৪ ধারা মতে আপত্তি করিতে পারিবে, দুর্গাচরণ 'বনাম' কালীপ্রসন্ন ২৬ কলি ৭২৭। দেশাচার আছে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে; কিন্তু জন্মিতেছে এরূপ প্রমাণ করিতে হইবে না, রাজেন্দ্রকুমার 'বনাম' ব্রজনাথ ১২ কলি, উ, নো, ৮৭৮। ১৫ কলি, উ, নো, ৭৫২। ভূম্যধিকারী নজরানা লইয়া হস্তান্তরের সম্মতি দিলে দেশাচার প্রমাণ হইবে না, কৈলাশ চন্দ্র 'বনাম' হরিমোহন ১৩ কলি, উ, নো, ৫৪১। দখলীস্বত্ব প্রজার ব্যক্তিগত স্বার্থ, কোন সম্পত্তিগত স্বার্থ নহে, অতএব ভূম্যধিকারী কোন পক্ষ না থাকিলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরের যোগ্য কি না এবং হস্তান্তরসূত্রে কোন স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে কি না এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে, আসরজান বিবি 'বনাম' পানা উল্লা, ১৪ কলি, উ, নো, ৭৭৯। শ্রীযুক্ত চিফ্‌জষ্টিস মহোদয়ের এই নূতন নজীরে অনেক পুরাতন নজীর (যথা, ১১ কলি, উ, নো, ৭৬; ১৩ কলি, উ, নো, ৬৩০; ১৪ কলি, উ, নো, ৭১) প্রকারান্তরে রহিত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তমাদি বিষয়ক বিধি।

তৃতীয় তফশীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনার মিয়াদের কথা।

১৮৪ ধারা। (১) এই আইনের তৃতীয় তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা, যথাক্রমে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত করা যায় এবং প্রার্থনা করা যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত বারিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা করিবার স্বত্ব পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

নোট।—খাজানার মোকদ্দমার তমাদিকাল এই আইনের তৃতীয় তফশীল দ্বারা অনুশাসিত, যেহেতু পাট্টাকবুলতি রেজিষ্টরী হউক বা না হউক তমাদিকাল একরূপ হইবে, ঈশ্বরীপ্রসাদ 'বনাম' ক্রাউডি ১৭ কলি, ৪৬৯। পাট্টাকবুলতি রেজিষ্টরী হইলেও তমাদি আইনের ১১৬ আর্টিকেল খাটিবে না, ঐ এবং ১৯ কলি ১ দেখ।

প্রজা এবং ভূম্যধিকারীর মধ্যে আনিত মোকদ্দমায় এই আইন প্রযোজ্য, তজ্জন্য বাকী খাজানার হস্তান্তর গ্রহীতা (এসাইনী), ভূম্যধিকারী না হইলে, তাহার আনিত খাজানার মোকদ্দমায় এই আইনের তৃতীয় তফ্সীলের, প্রথম খণ্ডের, ২ আর্টিকেল প্রযোজ্য নহে, মহেন্দ্র 'বনাম' কৈলাস, ৪ কলি, উ, নো ৬০৫। ঐরূপ ডিক্রীর পর ভূম্যধিকারীর স্বত্ব লোপ হইলে, বাকী করের ডিক্রীতে এই আইনের ৬৫ ও ৬৬ ধারা খাটিবে না, হেমচন্দ্র 'বনাম' মনমোহিনী ৩ কলি, উ, নো ৬০৪। এই ধারা, এবং ১৮৫ ধারা বলে, ১৬৭ ধারা মতের দরখাস্তের সময়, তমাদী আইনের ৭ ধারার দ্বারা বর্দ্ধিত হইবে না, অক্ষয় 'বনাম' মহারাজ বিজয়চাঁদ, ৬ কলি, উ, নো ২৪৯ (নোটস্)।

তমাদির বিষয় উত্থাপন না করিলেও আদালত উহা উত্থিত করিয়া মোকদ্দমা ডিস্মিস করিতে বাধ্য, আবদুল্লা 'বনাম' আসরফ ৭ কলি. ল, জ, ১৫২।

সাধারণ তমাদি আইনের সাহায্য লইয়া বিশেষ তমাদি আইনের বিধানমত কাল বর্দ্ধিত করা যাইবে না, কালীচরণ 'বনাম' হরেন্দ্র ৪ কলি, ল, জ, ৫৫৩। ১৯ কলি ১ ফুলবেঞ্চ।

ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়দংশ ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার কথা।

১৮৫ ধারা। (১) ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের * আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা, ইহার পূর্ব্ব ধারার লিখিত মোকদ্দমা বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

(২) এই অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের*আইনের বিধান পূর্ব্ব ধারার লিখিত সমুদয় মোকদ্দমা, আপীল, ও প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে।

নোট—এই ধারার ২ উপধারার বিধানমতে তমাদি আইনের ১৯ ধারা (অর্থাৎ দায়িত্ব স্বীকার বিষয়ক বিধান) খাটিবে, রাখাল 'বনাম' হেমাঙ্গিনী ৩ কলি, ল, জ, ৩৭১; ৮ কলি, ৭১৬ এবং ৯ কলি ৭৩০ দেখ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

ফসলে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।

১৮৬ ধারা। এই আইনানুসারে কিম্বা অন্য যে কোন আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনানুসারে না হইয়া যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন প্রজার যোতের ফসল ক্রোক করে কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে; কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বলপূর্ব্বক বা গোপনে স্থানান্তর করে; কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে, স্থানান্তর করিতে কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য্য করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে—

---

* নূতন তমাদি আইন (১৯০৮ সাল ৯ আইন) দেখ।

তবে সেই ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অর্থমত যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কার্য্য করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

নোট।—এই ধারামতে খেসারত দিবার পূর্ব্বে আদালত কারণ দর্শাইয়া বিবাদীর বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত এবং সম্ভবপর ইহা বৃত্তান্তঘটিতরূপে নির্দ্দেশ করিবেন এবং উহা নির্দ্ধারণ করিতে যদিও বিবাদীর বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত নহে তথাপি প্রথম আদালত উহা গ্রাহ্য করিলে তাহাও বিবেচনা করিবেন, শিবু 'বনাম' নিতাই ১৫ কলি, ল, জ, ১১৪।

ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করিবার নিমিত্ত খেসারতের কথা।

১৮৬ক ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী এবং প্রজাস্বরূপ কোন মোকদ্দমায় প্রজা যুক্তিসঙ্গত অথবা সম্ভবপর হেতু ব্যতীত আপনাতে বা তৃতীয় কোন ব্যক্তিতে স্বত্ব খাড়া করিয়া ঐ ভূম্যধিকারীর প্রজাস্বরূপ আপন অবস্থা অস্বীকার করিলে, আদালত ঐ প্রজা কর্ত্তৃক দেয় বাৎসরিক খাজানার দশগুণের অধিক না হয় এমন যে খেসারতের টাকা ন্যায্য বোধ করেন সেই টাকার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর অনুকূলে ডিক্রী দিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করিবার নিমিত্ত খেসারতের কথা। [নূতন]।

(২) ১ প্রকরণানুসারে যে খেসারতের টাকার নিমিত্ত ডিক্রী দেওয়া হয় সেই টাকা এবং তাহার যে সুদ হয় সেই সুদ ভূম্যধিকারীর খাজানার নিমিত্ত দায়ের অধীনে প্রজার ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোতের উপর প্রথম দায় হইবে; এবং ভূম্যধিকারী হয় টাকার ডিক্রীর ন্যায়, না হয় খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী যে যে প্রকারে জারী করা যাইতে পারে, ১৫৮ (খ) ধারার বিধান মান্য করিয়া তাহার মধ্যে কোন প্রকারে খেসারত ও সুদের নিমিত্ত ঐ ডিক্রীজারী করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীদের কর্ম্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।

ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারক-দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

১৮৭ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কার্য্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে উক্ত আদালত বা কর্ত্তৃপক্ষ প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকও ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, ভূম্যধিকারীর পক্ষে তাহার জারী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারকের উপর তাহা জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেরূপ ফল হইত, এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্ম্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহাকে ক্ষমতা দিবার নিদর্শন পত্র ছাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা তদর্থে ক্ষমতাপত্রপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কোন কর্ম্মকারকদ্বারা স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

নোট।—১৮৮ ধারার বিধানমতে সমুদয় ভূম্যধিকারীগণের পক্ষে কার্য্য করিবার জন্য কর্ম্মচারীর (এজেন্টের) "লিখিত" ক্ষমতা পাইবার প্রয়োজন নাই, গোপীনাথ 'বনাম' উমাকান্ত ২৪ কলি ১৬৯।

১৮৮ ধারার বিধান বিরুদ্ধ বিচার করিলে নিম্ন আদালতের হুকুমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দরখাস্ত (মোশন) চলিবে এবং দেওয়ানী আইনের ৬২২ ধারা (নূতন ১১৫ ধারা) মতে হাইকোর্টে তাহা রদ করিতে পারিবেন, জগবন্ধু 'বনাম' মধু ১৫ কলি ৪১।

কোন আইনতঃ উপযুক্ত কর্ম্মচারীর (নোটারী পাবলিক) সমক্ষে আমমোক্তারনামা সনাক্ত হইলে আমমোক্তারনামা সম্পাদনকারীকে সনাক্তের জন্য পুনরায় হলফ করিতে হইবে না, ১ কলি উ, নো, ৯৮৬।

এজমালী ভূম্যধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্ম্মকারক-দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

১৮৮ ধারা। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এজমালী ভূম্যধিকারী হইলে, যাহা কিছু করিতে এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাহা তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উভয়ের বা সকলের পক্ষে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক করিবেন।

নোট।—কোন সরিক ভূম্যধিকারী, অন্যান্য আংশিক সরিককে পক্ষ করিয়া সমুদয় খাজানার জন্য নালিশ করিতে পারেন, প্রমদানাথ 'বনাম' রমণীকান্ত ১২ কলি, উ, নো, ২৪৯ (পি, সি,)। আংশিক মালিক, যাঁহার পৃথক্ তৌজী আছে, তিনি কেবল তাঁহার অংশের খাজানার নালিশ করিতে পারেন, গিরীন্দ্র 'বনাম' শ্রীনাথ ৭ কলি, ল, জ, ৫১২; কিন্তু উহা মানি ডিক্রী হইবে। সরীক মালীক ১৫ ধারার বিধান মতে কার্য্য না করিলে অপর সরীকের খাজানার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে না, তারিণী 'বনাম' চন্দ্রকুমার ১৪ কলি, উ, নো, ৭৮৮। চুক্তি মূলে অতিরিক্ত ভূমির জন্য জমা বৃদ্ধির নালীশ, সরীক ভূম্যধিকারী একক করিতে পারেন, গোবিন্দচন্দ্র 'বনাম' হামিদ উল্লা ৭ কলি, উ, নো, ৬৭০। কিন্তু ঐ ভূমি যোতের অন্তর্গত হইলে পারিবেন না, ১৭ কলি ৬৯৫।

গোমস্তার কার্য্য দ্বারা ভূম্যধিকারী বাধ্য কি না ইহা প্রত্যেক মোকদ্দমার অবস্থা ও বৃত্তান্ত মতে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং উহা প্রমাণের ভার ভূম্যধিকারির উপর। এ বিধায় যেখানে গোমস্তা যোত হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট খাজানা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভূম্যধিকারী প্রমাণ করিতে পারিলেন না যে গোমস্তা তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে ভূম্যধিকারী যোত হস্তান্তর গ্রহীতাকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মজুমল 'বনাম' বেহারী, ১৫ কলি, উ, নো, ৯৫৩।

সরিক ভূম্যধিকারী একক পুষ্করিণী ভরাট করিবার জন্য প্রজার বিরুদ্ধে নালীশ করিতে পারেন, গোবিন্দ 'বনাম' কামিজদ্দি ৯ কলি, উ, নো, ২৪৬ (নোটস্)।

আংশিক মালিক ৯১ ধারা অনুসারে একক জরীপ প্রার্থনা করিতে পারেন; কিন্তু পৃথক্ কবুলিয়ত মূলে প্রজাবর্গের নিকট হইতে তাঁহার পৃথক্ ভাবে খাজানা পাওয়ার অধিকার থাকা চাই, ৩৫ কলি ৪১৭।

আংশিক মালিক স্বত্বের লিখনে ১০৬ ধারামতে আপত্তি করিতে পারেন, ৭ কলি উ, নো, ৪০০; বৃক্ষ ছেদনের জন্য প্রজার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের নালীশ করিতে পারেন, হৃষীকেশ 'বনাম' সাধুচরণ ২ কলি, উ, নো, ৮০। এবং ফটিক রায় 'বনাম' আতলাস বিবি, ১৫ কলি, ল, জ, ২২৫। আংশিক মালিক একক নিম্নলিখিত কার্য্য সকল করিতে পারেন না, কারণ এই সমস্ত কার্য্য এই ধারামতে একত্রে করিবার জন্য ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে। যথা,—জমা বৃদ্ধির মোকদ্দমা, রায় যতীন্দ্রনাথ 'বনাম' প্রমথকুমার

১৫ কলি, উ, নো, ৭৪ (পি, সি,)। এবং ১৭ কলি ৬৯৫, ১৫৮ ধারা মতে কোন দরখাস্ত, ১৭ কলি ৫৩৮; প্রজা উচ্ছেদ পূর্বক খাস্ দখলের নালীশ, ৪ কলি, উ, নো, ৫০৮; ৩১ কলি ৭৮৬; জমা হ্রাস করা, ১ কলি, উ, নো, ৪১৫। কোন কোন সরিক কর্তৃক উচ্ছেদের নোটিস্ আইনসিদ্ধ নহে, গোপাল 'বনাম' চাকেশ্বর ৩৫ কলি, ৮০৭; সুরেন্দ্র 'বনাম' কৃষ্ণমণী ১৩ কলি, দা, জ, ২২৮। মধ্যপ্রদেশের খাজানা আইন (১৮৯৮ সাল ৯ আইন) মতে ও সমুদয় ভূম্যধিকারী একত্র হইয়া উচ্ছেদের মোকদ্দমা করিবেন, নীলমণি 'বনাম' যোগেন্দ্র ১২ কলি, দা, জ, ১০৪।

চুক্তি মূলে পৃথক ভাবে খাজানা দিবার অঙ্গীকার করিলেও প্রজার বিরুদ্ধে আংশিক মালিক একক ঐ চুক্তি মূলে জমা বৃদ্ধির মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না, কারণ ঐ চুক্তি মূলে যোত পৃথক হয় নাই, বৈদ্যনাথ 'বনাম' সেক খাঁন্ ২৫ কলি ৯১৭।

মূল জমীদারী বাটোয়ারা হইয়া তদন্তর্গত যোতের খাজানা পৃথক্ ভাবে হারাহারী সূত্রে দেয় হইলে, সেই যোতের জমা বৃদ্ধির মোকদ্দমা কোন সরিক বিশেষ দায়ের করিতে পারেন, ১৮৮ ধারা বাধা দিবে না, হেমচন্দ্র চৌধুরী 'বনাম' কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী ২৬ কলি ৮৩২।

খাজানার ডিক্রীর এবং তন্মূলে নীলামের যে সমস্ত বিশেষত্ব আছে তাহা এই ১৮৮ ধারা মতে সমস্ত সরিকান একত্রে কার্য্য করিলে বর্ত্তিবে, নচেৎ নহে, নইমুদ্দিন 'বনাম' শ্রীমন্ত ঘোষ, ২৯ কলি ২১৯।

প্রজার বিরুদ্ধে কবুলিয়তের কোন স্বত্ব ভঙ্গের জন্য উচ্ছেদের মোকদ্দমা কোন আংশিক মালীক দায়ের করিতে পারেন, ১৯ কলি ৫৪১।

কোন আংশিক মালিক কোন হার বিশেষে খাজানার মোকদ্দমা ডিক্রী করিলে, ঐ ডিক্রী অপর সরিক কর্তৃক আনীত খাজানার মোকদ্দমায় হারের প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিবে না, ১০ কলি, উ, নো, ১০৮৪। আংশিক মালিকের দখল, অপর সরিকান পক্ষে বিরুদ্ধ দখল নহে, ৯ কলি, উ, নো, ৩২; কোন সরিক বিশেষ সমস্ত এজমালী সম্পত্তির উপর একক কর্তৃত্ব করিলে তাহাতে বিরুদ্ধ স্বত্ব জন্মায় না, ৩ কলি, উ, নো, ৮৭৪; ২১ মান্দ্রাজ ১৬৬।

এজমালী সম্পত্তির অংশ বিশেষ কোন সরিকের একক দখলে থাকা অবস্থায় প্রজা পত্তন হইলে, অন্য সরিকান ঐ প্রজার বিরুদ্ধে এজমালী দখলের নালিশ করিতে পারিবেন না, বাটোয়ারা মোকদ্দমা করাই তাহাদের পক্ষে প্রতিকার পাওয়ার উপায়, সৈয়দ আলী 'বনাম' নজর আলী ১১ কলি, উ, নো, ১৪৩।

এই আইন মূলে খাজানা পাওয়ার স্বত্ব উদ্ভব না হওয়ায় আংশিক মালিক খাজানার মোকদ্দমা আনিতে এই ধারা কর্তৃক বারিত হইবেন না, ১২ কলি, উ, নো, ২৪৯, (পি সি)। কিন্তু ঐ ডিক্রী খাজানার ডিক্রীর তুল্য হইবে না, এই সম্পর্কে জষ্টিস্ মুখার্জ্জির মন্তব্য ১৪ কলি উ, নো, ৩৩৭ ও ৪৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

একমাত্র ভূম্যধিকারীগণ কর্ত্তৃক উপস্থিত করা মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৮৮ক ধারা। এই আইনে যাহা কিছু আছে তাহা সত্বেও ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী এবং প্রজাস্বরূপ যে সকল মোকদ্দমা—

(ক) কোন একমাত্র ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক,

(খ) ভূম্যধিকারীর সমগ্র দল কর্ত্তৃক, অথবা

(গ) এক বা একাধিক সরিক ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক—

উপস্থিত করা হয় তাহা ১৪৩ হইতে ১৫৩ পর্য্যন্ত ধারাগুলির বিধানের অধীন হইবে।

এবং ১৫৮খ ধারার (১) অথবা (২) প্রকরণানুসারে প্রস্তুত করা মোকদ্দমায় প্রদত্ত প্রত্যেক ডিক্রী সম্বন্ধে ১৪শ অধ্যায়ের বিধান যতদূর খাটিতে পারে ততদূর খাটিবে।

এই আইনমত বিধির কথা।

কার্য্যপ্রণালী ও কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা ও নোটিশ জারীকরণ সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

১৮৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া—

(১) রাজস্ব কর্ম্মচারীদের উপর এই আইনদ্বারা বা এই আইনমতে যে কোন কর্ম্মের ভার অর্পিত হয় সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ তাঁহাদের যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করণার্থ এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐ বিধিদ্বারা ঐরূপ কোন কর্ম্মচারীর প্রতি—

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন এরূপ কোন ক্ষমতা; ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও বঙ্গদেশের জরীপকরণবিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনমত কোন কার্য্যকারক যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা; ও

(গ) জমির শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও ঝাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ; এবং

(২) যেস্থলে এই কিম্বা অন্য কোন আইনদ্বারা ফারম বা প্রণালী নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে সেইস্থলে এই আইনমতে ব্যবহৃত হইবার ফারম ও এই আইনমতে প্রদত্ত নোটিস জারী করিবার প্রণালী নির্দ্দেশ করণার্থ এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ;

(৩) ভূম্যধিকারীর ফী যে প্রকারে ভূম্যধিকারীর নিকটে পাঠাইতে হইবে তন্নির্দ্দেশ করণার্থ এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ; এবং

(৪) ১২, ১৩, ১৫, ১৭ ও ১৮ (ক) ধারানুসারে আমানত করা ফী জব্দ করা হইল বলিয়া যে কর্ত্তৃপক্ষ ব্যক্ত করিতে পারিবেন তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ এবং ঐ সকল ফী তদ্রূপে জব্দ করা হইলে তাহা লইয়া যে প্রণালীতে কার্য্য করা যাইবে তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

বিধিপ্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৯০ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখ্য যে ব্যক্তিদের তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা হাইকোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেণ্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সংবাদ দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকার ঐ বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

কিন্তু ঐরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখ্য রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের সহিত একটী নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্ব্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখ্য এরূপ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, ঐ নোটিসে সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে উক্ত পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, ঐ প্রকাশ করণই উক্ত বিধি যথানিয়মে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৬) যে কর্ত্তৃপক্ষের এই আইনমতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে, সেই কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বিধি প্রণয়নার্থ অনুমোদনের প্রয়োজন থাকিলে অনুমোদন লইয়া সময়ে সময়ে তদ্রূপ প্রণীত বিধি সংশোধন, পরিবর্দ্ধন কি রহিত করিতে পারিবেন।"

যে যে জিলায় কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই সেই জিলায় যে ভূমি ভোগ হয় তৎসম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

১৯১ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কখনও হয় নাই কোন মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমি সেই মহালের মধ্যে থাকিলে এই আইনের কোন কথাক্রমে রাজস্বের কিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের মিয়াদ ফুরাইলে খাজানাবৃদ্ধির বাধা হইবে না কিন্তু কোন রাজস্বকর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের স্থানে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্য্যানুষ্ঠান মধ্যে বন্দোবস্তের মিয়াদি অতীত হইবার পর বিশেষ কোন হারে খাজানা দিয়া ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকিলে স্বতন্ত্র কথা।

নোট।—১৮১১ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেখাইতে পারিলেও এই ১৯১ ধারা খাটিবে না, ভগবা বিবি 'বনাম' আশুতোষ, ৪ কলি, উ, নো, ৫১৬।

রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার কথা।

১৯২ ধারা। যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী ভূমির অন্তর্গত নহে, এরূপ কোন ভূমি বিনা খাজানায় কিম্বা বিশেষ কোন খাজানায় ভোগ করিবার স্বত্ব ঐ ভূমির প্রজাকে দেওয়া গেল বলিয়া ভূম্যধিকারী পাট্টা দিলে কিম্বা অন্য চুক্তি করিলে, এবং পাট্টা বা চুক্তি বলবৎ থাকিতে—

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত ভূমির সম্বন্ধে প্রথম দেয় হইলে; কিম্বা

(খ) তৎসম্বন্ধে ভূমির রাজস্ব পূর্ব্বে দেয় থাকিলেও ভূমির রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করা গেলে,—

উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে প্রকারান্তরের কথা স্বত্বেও কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে "বা আপন প্রবৃত্তিমতে" [নূতন] আজ্ঞাক্রমে এই আইনের বিধানানুসারে উক্ত ভূমির উপযুক্ত ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

গোচারণ প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

গোচারণ ও বনকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

১৯৩ ধারা। বাকী খাজানা আদায় করণার্থ মোকদ্দমায় এই আইনের যে সকল বিধান খাটে, গোচারণ, বনকর, জলকর প্রভৃতি কোন স্বত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, তাহা আদায় করিবার মোকদ্দমায় যতদূর সম্ভব সেই সকল বিধান খাটিবে।

নোট।—কৃষি যোতের বাকী খাজানা এবং ঐ যোত সংলগ্ন জলকরের বাকী খাজানার মোকদ্দমা এক মোকদ্দমাভুক্ত করিয়া আনা যাইতে পারে, শিবপ্রসাদ 'বনাম' বকাই ৩৩ কলি ৬০১।

জমী ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বৃক্ষের লিজ্ দিলেও এই ধারা মতে বনকর স্বত্বের লিজ্ বুঝাইবে, বনকর সম্বন্ধে খাজানার মোকদ্দমায় ৩য় তফশীলের ২ (খ) আর্টিকেল মতে তমাদি-কাল ৩ বৎসর, আবদুল্লা বনাম আসরফ আলি ৭ কলি ল জ ১৫২। এবং এইরূপ খাজানার মোকদ্দমায় এই ধারা খাটিবে। বনকর লিজ্ বিষয়ে ৭ কলি, ল, জ, ১৫২ দেখ।

অর্ণবজান চলাচলের উপযোগী স্রোতস্বতী নদীর জলকর স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের এবং তাহা ব্যক্তি বিশেষকে পত্তন করা যাইতে পারে, হরিদাস 'বনাম' মহম্মদ ১১ কলি ৪৩৪। জলকরস্বত্বকে স্থাবর সম্পত্তি বলা যাইতে পারে, ২০ কলি ৪৪৬। কিন্তু উহা ল্যাণ্ড আকুইজিসন্ আইনের স্থাবর সম্পত্তি হইবে না, ১২ কলি, উ, নো, ৫৮৯। জলকর স্বত্ব মূলে আদঃ

জল নিমজ্জিত ভূমিতে স্বত্ব জন্মে না, জল শুষ্ক হইলে জলকর স্বত্ব লোপ হয়, সদানন্দ 'বনাম' নন্দলাল, ৩১ কলি ৯৩৭। নদীর শাখা বিশেষে জলকর স্বত্ব থাকিলে সে শাখা পরিবর্ত্তন হেতু অপর ভূমির উপর দিয়া ঐ শাখা গমন করিলে জলকর স্বত্বও তথায় বর্ত্তিবে, আমুদ আলি 'বনাম' দয়া বিবি, ১২ কলি, উ, নো, ১০৫। এবং ঐ পুরাতন শাখার সহিত যদি মূল নদীর সমস্ত ঋতুতে যোগাযোগ না থাকে তাহা হইলে ঐ শাখার জলকরে পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির মালিকেরই স্বত্ব বর্ত্তিবে, যোগেন্দ্র নারায়ণ 'বনাম' ক্রফোর্ড, ৩২ কলি ১১৪১; এবং ১২ কলি উ, নো, ৫৫৯ দেখ। কবুলিয়তে যদি জলকর স্বত্বের সহিত অধস্থ ও পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির লিপ্ত থাকে তবে এই ধারা এবং এই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন খাটিবে না, ১৪ কলি, উ, নো, ১৫৯ (নোটস্)।

নদীর পার্শ্ববর্ত্তী মালিকের নদীর জলে ব্যবহার করিবার স্বত্ব আছে এবং কোনও মালিক অন্য মালিকের জলের স্বত্বের হানি করিতে পারিবেন না, ৪ কলি, ল, জ, ৩০০।

খেয়াঘাট সম্বন্ধে বাকী খাজানার মোকদ্দমা খাজানা আইনের অন্তর্গত নহে, রঙ্গিয়া সিং 'বনাম' উপেন্দ্র ২৭ কলি ২২৯।

গোচারণ।—পত্তনী তালুকের অন্তর্গত রাইয়তদিগের গোচারণ ভূমি থাকিলে পত্তনিদার ঐ গোচারণ স্বত্ব নষ্ট করিতে পারিবেন না, ভোলানাথ 'বনাম' মেদিনীপুর জমীদারী কোং ৮ কলি, উ, নো, ৪২৫ (পি সি)।

ভূম্যধিকারীর অবশ্যপালনীয় নিয়ম সংরক্ষণের কথা।

ভূম্যধিকারীর অবশ্য পালনীয় নিয়ম এই আইনক্রমে প্রজার লঙ্ঘন না করিতে পারিবার কথা।

১৯৪ ধারা। কোন ভূস্বামী কিম্বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী নির্দ্ধারিত কোন বিধি কি নিয়ম পালন করিবার নিয়মে আপন মহাল কি মধ্যস্বত্ব ভোগ করিলে, যে ব্যক্তি ঐ মহাল কি মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমি দখল করেন, এই আইনের কোন কথাক্রমে তিনি এরূপ কোন কার্য্য করিবার অধিকারী হইবেন না যাহাতে উক্ত বিধি বা নিয়মের লঙ্ঘন ঘটিতে পারে।

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

১৯৫ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে—

(ক) এই আইনদ্বারা স্পষ্ট করিয়া যে কোন আইন রহিত করা হয় নাই সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত কার্য্যকারকদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের;

(খ) গবর্ণমেণ্টের মহালের কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বা রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষদের অধ্যক্ষতাধীন মহালের খাজানা আদায়ের কার্য্যপ্রণালীর বিধান করণার্থ কোন আইনের;

(গ) গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্ত নীলামদ্বারা প্রজাস্বত্ব দায় অসিদ্ধকরণ সংক্রান্ত কোন আইনের;

(ঘ) মালগুজারী মহালের বাটওয়ারা সংক্রান্ত কোন আইনের;

(ঙ) পত্তনী মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধীয় কোন আইন যতদূর পর্য্যন্ত তদ্রূপ মধ্যস্বত্বের সহিত সম্পর্ক রাখে ততদূর ঐ আইনের কিম্বা;

(চ) এই আইনদ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যকানুসারে যে বিশেষ বা স্থানীয় অন্য আইন রহিত করা না যায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

নোট।—এক দলিলে যোত জমা এবং মহালের অংশ বিশেষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিলে উহাতে পত্তনি স্বত্ব উদ্ভব হইবে না, হায়েস্ 'বনাম' বিদ্যানন্দ ৩ কলি ল জ ৩৭৩।

আইনের অর্থকরণের কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক অতঃপর প্রণীত আইন প্রবল মানিয়া এই আইন পাঠ করিবার কথা।

১৯৬ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণর সাহেব এই আইন প্রচলিত হইবার পর যে প্রত্যেক আইন প্রণয়ন করেন তাহা প্রবল মানিয়া এই আইন পাঠ করিতে হইবে।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ)।

যে যে আইন রহিত হইল।

বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৭৯৩ সালের ৮ আইন।	সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমিদার ও হুজুরি তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদিগের সহিত সরকারের মালগুজারির অর্থে দশসনী বন্দোবস্তের বিষয়ের যে সকল আইন ইংরাজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইংরাজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী ও তাহার পর যে যে তারিখে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার আইন।	৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬৪, ৭৫ ধারা।
১৮০৫ সালের ১২ আইন।	এইক্ষণে মেদিনীপুর জিলাভুক্ত পটাসপুর, কামর্দিচৌর এবং বগড়ি পরগণা সমেৎ সুদ্ধ কটক জিলার বন্দোবস্ত ও সরকারী রাজস্ব আদায় করণার্থ আইন।	৭ ধারা।

বঙ্গ দেশের মন্ত্রিসভার প্রচলিত আইন।

সাল ও নম্বর	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮১২ সালের ৫ আইন।	ভূমির মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এইক্ষণে চলন আছে তাহার কোন কোন দাঁড়া শুধরিবার ও সারিবার নিমিত্ত আইন।	২, ৩, ৪, ২৬ ও ২৭ ধারা।
১৮১২ সালের ১৮ আইন।	ইংরাজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের দুই ধারার মর্ম্ম সুস্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ ও রহিত করিবার ও ঐ সকল ধারার লিখিত দাঁড়া সকলের পরিবর্ত্তে নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত আইন।	হেতুবাদ এবং ২ ও ৩ ধারা।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	চরের কি কোন নদী কি সমুদ্র স্থানত্যাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তি যে যে হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবেক সেই সেই হুকুম প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আইন।	৪ ধারার ১ প্রকরণে "এবং ঐ বৃদ্ধি হওয়া জমি যদি কোন প্রধান দখলীকারের পেটায় কোন দখলীকারের দখলের ভূমিতে সংলগ্ন হয়" এই এই কথা সুদ্ধ প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার প্রণীত আইন ।

সাল ও নম্বর	যে বিষয়ের আইন ।	যতদূর রহিত করা গেল
১৮৬২ সালের ৬ আইন ।	১৮৫৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশোধন করিবার আইন) সংশোধন করণের আইন ।	সম্পূর্ণ আইন ।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন ।	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ব্যাখ্যা ও সংশোধন করিবার এবং কোন কোন বিচার সিদ্ধ করিবার আইন ।	সম্পূর্ণ আইন ।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন ।	ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিবার আইন ।	সম্পূর্ণ আইন ।
১৮৭৯ সালের ৮ আইন ।	বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্তে আইন ।	সম্পূর্ণ আইন ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর-জেনরল সাহেবের প্রণীত আইন ।

সাল ও নম্বর	যে বিষয়ের আইন ।	যতদূর রহিত করা গেল ।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন ।	ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গালাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন ।	সম্পূর্ণ আইন ।

(দ্বিতীয় তফসীল। — দাখিলা ও হিসাবের পাঠ)।

(৫৬ ও ৫৭ ধারা দেখ।)

দাখিলার পাঠ।

বোতের বিশেষ কথা (ভূম্যধিকারীর অংশ)।

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর—

২। মহাল ________ ; গ্রাম ________ ; থানা ________

৩। অমুকের পুত্র ________ প্রজার নাম ________

৪। বোতের বিবরণ ________

নগদান, বিঘা ________ খাজানার টাকা ________

ভাওলী (ফসলী), বিঘা ________ মণ ________ বা টাকা—

জলকর ________ টাকা।
বনকর ________ টাকা।
ফলকর ________ টাকা।

গবর্ণমেণ্টের কর { পথকর ________ টাকা। পূর্ত্তকার্য্যের কর ________ টাকা।

৫। ভূম্যধিকারীর বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর।

দাখিলার পাঠ।

বোতের বিশেষ কথা (প্রজার অংশ)।

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর—

২। মহাল ________ ; গ্রাম ________ ; থানা ________

৩। অমুকের পুত্র ________ প্রজার নাম ________

৪। বোতের বিবরণ ________

নগদান, বিঘা ________ খাজানা টাকা ________

ভাওলী (ফসলী), বিঘা ________ মণ ________ বা টাকা—

জলকর ________ টাকা।
বনকর ________ টাকা।
ফলকর ________ টাকা।

গবর্ণমেণ্টের কর { পথকর ________ টাকা। পূর্ত্তকার্য্যের কর ________ টাকা।

৫। ভূম্যধিকারীর বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইনের ৫৫ ধারার নিম্নলিখিত বিধান আছে—

(১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরের কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইতে হইবে।

(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

(দ্বিতীয় তফসীল।—দাখিলা ও হিসাবের পাঠ।)

টাকা দিবার রকোওয়ারি হিসাব (প্রজার অংশ)।

টাকা দিবার তারিখ ও যে ব্যক্তির মারফত দেওয়া যায় তাহার নাম।						
খাজনা।	অমুক কিস্তির হিসাবে হাল।					
	অমুক বৎসরের অমুক কিস্তির হিসাবে বকেয়া।					
ভাওলী (ফসলী)।	অমুক শস্যের হিসাবে হাল।					
	অমুক বৎসরের অমুক শস্যের হিসাবে বকেয়া।					
জলকর (কিস্তি)।	অমুক কিস্তীর হিসাবে হাল।					
	অমুক বৎসরের অমুক কিস্তীর হিসাবে বকেয়া।					
কর।	অমুক কিস্তীর হিসাবে হাল।					
	অমুক বৎসরের অমুক কিস্তীর হিসাবে বকেয়া।					
ভূম্যধিকারীর কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর।						

টাকা দিবার রকোওয়ারি হিসাব (ভূম্যধিকারীর অংশ)।

টাকা দিবার তারিখ ও যে ব্যক্তির মারফত দেওয়া যায় তাহার নাম।						
খাজনা।	অমুক কিস্তির হিসাবে হাল।					
	অমুক বৎসরের অমুক কিস্তির হিসাবে বকেয়া।					
ভাওলী (ফসলী)।	অমুক শস্যের হিসাবে হাল।					
	অমুক বৎসরের অমুক শস্যের হিসাবে বকেয়া।					
জলকর (কিস্তি)।	অমুক কিস্তির হিসাবে হাল।					
	অমুক বৎসরের অমুক কিস্তির হিসাবে বকেয়া।					
কর।	অমুক কিস্তির হিসাবে হাল।					
	অমুক বৎসরের অমুক কিস্তির হিসাবে বকেয়া।					

দ্বিতীয় তফসীল।—(দাখিলা ও হিসাবের পাঠ)।

হিসাবের পাঠ।

১। সাল
২। প্রজার নাম
৩। যোতের বিবরণ (পরিমাণ খাজানা প্রভৃতি)

	বিঘা	হার	টাকা।
নগদান্			
গবর্ণমেন্টের কর			
	বিঘা	মণ	টাকা।

ভাউলী (ফসলী)

জলকর	...		
বনকর	...		
ফলকর	...	মণ	টাকা।

৪। বৎসরের তলব ...
৫। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বাকী (বকেয়া)

টাকা।

৬। মোট তলব (হাল ও বকেয়া) ... ...
হাল তলব
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল
বকেয়া তলব ...
মণ
৮। শস্য দেওয়া গেল ...

টাকা।

৯। বৎসরের শেষে বাকী
ভূম্যধিকারীর কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর।

হিসাবের পাঠ।

১। সাল
২। প্রজার নাম
৩। যোতের বিবরণ (পরিমাণ খাজানা প্রভৃতি)

	বিঘা	হার	টাকা।
নগদান্			
গবর্ণমেন্টের কর			
	বিঘা	মণ	টাকা।

ভাউলী (ফসলী)

জলকর	...		
বনকর	...		
ফলকর	...	মণ	টাকা।

৪। বৎসরের তলব
৫। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বাকী (বকেয়া)

টাকা।

৬। মোট তলব (হাল ও বকেয়া) ... ...
হাল তলব
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল
বকেয়া তলব
মণ
৮। শস্য দেওয়া গেল

টাকা।

৯। বৎসরের শেষে বাকী
ভূম্যধিকারীর কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর।

তৃতীয় তফসীল।

মিয়াদ বিষয়ক।

(১৮৪ ধারা দেখ।)

প্রথম খণ্ড।—মোকদ্দমার মিয়াদ।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১। যে নিয়ম সম্বন্ধে এরূপ স্পষ্ট বিধানাত্মক চুক্তি আছে যে ঐ নিয়মভঙ্গের দণ্ড স্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়ম ভঙ্গহেতুক মধ্যস্বত্বাধিকারীরা রাইয়তকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর ··	নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
(ক) [দখলীস্বত্বহীন কোন রাইয়তের পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এই হেতুতে তাঁহাকে উচ্ছেদ করণার্থ।] [নূতন]	ছয় মাস ··	মিয়াদের অবসান। [নূতন]
২। [(/০) কোন একমাত্র ভূম্যধিকারী, (৶০) ভূম্যধিকারীর সমগ্র দল, অথবা (৵০) এক বা একাধিক সরিক ভূম্যধি—কারী—] [নূতন] বাকী খাজানা আদায়ের যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন সেই মোকদ্দমা	ছয় মাস···	আদালতের নোটিস জারি হইবার তারিখ অবধি।
(ক) ৬১ ধারামতে ঐ যোতের খাজানার নিমিত্ত আমানৎ করিবার পূর্ব্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে।		
(খ) স্থলান্তরে ···	তিন বৎসর	[কৃষিসংক্রান্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়ে তাহার শেষদিন অবধি।] [নূতন]
৩। বাদী "রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত" [নূতন] স্বরূপ ভূমির দাওয়া করিলে, উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	বে দখল হইবার তারিখ অবধি।

দ্বিতীয় খণ্ড।—আপীলের মিয়াদ।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন…	যে ডিক্রী কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টর সাহেবের কোন আজ্ঞার উপর কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন…	যে আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।

তৃতীয় খণ্ড।—প্রার্থনাপত্রের মিয়াদ।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৬। যে স্থলে ডিক্রীমত খাতক ছলে বা বলে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই (এই স্থলে তমাদির কাল ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের* বিধানক্রমে নিয়মিত হইবে) সেই স্থল ভিন্ন "যে ভূম্যধিকারী এবং প্রজার সম্বন্ধে এই আইনের বিধান খাটে" [নূতন] সেই ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে মোকদ্দমায় ডিক্রী বা আজ্ঞা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিন্তু ঐ ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০৲ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি; কিম্বা (২) আপীল করা গেলে আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি; কিম্বা (৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

* ১৯০৮ সালের ৯ আইন (নূতন তমাদি আইন) দেখ।

তৃতীয় তফসীল।

নোট।—আর্টিকেল ১।—কৃষি ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ হেতু এই খাজানা আইনের ২৫ (ক) এবং ১৫৫ ধারা অনুসারে প্রজার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মোকদ্দমায় সাধারণ তমাদি আইনের ২য় তফশীলের ৩২ আর্টিকেল খাটিবে এবং তমাদির মিয়াদ ২ বৎসর। এইরূপ মোকদ্দমায় ১২০ আর্টিকেল খাটিবে না অথবা খাজানা আইনেও এইরূপ মোকদ্দমায় তমাদি মিয়াদের কোন বিধান নাই, সোমান গোপ্ 'বনাম' রঘুবীর ১ কলি, উ, নো, ২২৩। এই সম্বন্ধে পুরাতন নজীর, গণেশ 'বনাম' শঙ্কর, ৯ কলি, ১৬৭; ও কেদার 'বনাম' স্মৃতি ৬ কলি ৩৪ দেখ।

নিয়ম ভঙ্গের তারিখ অবধি—৫ পাঁচ বৎসরের জন্য লিজ্ বন্দোবস্ত করিলে এবং এরূপ চুক্তি থাকিল যে ঐ ৫ বৎসরের মধ্যে ২০০০ পানগাছ তৈয়ারী করিতে হইবে কিন্তু উহাতে অপারগ হওয়ায় নালিশের কারণ চুক্তির ৫ বৎসরের শেষ হইতেই উদ্ভব হইবে এবং নালিশের কারণ ধারাবাহিক হইবে না, কালীকমল 'বনাম' জুগত আদি ১১ উ, নি, ৪৫২।

নোট।—আর্টিকেল ১ (ক)।—৪৫ ধারা রদ করিয়া এই আর্টিকেল ১ (ক) নূতন বসান হইয়াছে। বঙ্গে ১৯০৭ সালের ১ আইন এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ১৯০৮ সালের ১ আইন দ্রষ্টব্য।

নোট।—আর্টিকেল ২।—একযোগে অথবা পৃথক্‌ভাবে বহু সরিক ভূম্যধিকারীকে খাজানা দেয় হইলে, ৭১ ধারার বিধান মতে খাজানা জমা দেওয়ার নোটিস্ কোন এক সরিক ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিলে ২ (ক) আর্টিকেলের বিধানমতে তমাদির মিয়াদ ৬ মাসে পরিণত হইবে না, রূপচাঁদ 'বনাম' গডার সিং ২৯ কলি ২৮৩।

প্রজা এই ২ (ক) আর্টিকেলের উপর নির্ভর করিলে, ৬১ (২) ধারার বিধান মতে দরখাস্ত করা হইয়াছে এবং খাজানা বাকী পড়িলে ৬১ ধারা মতে উহা জমা দেওয়া হইয়াছে এবং ৬৩ ধারামতে ভূম্যধিকারীর উপর নোটিস্ জারী করা হইয়াছে, ইত্যাদির প্রমাণ প্রজাকে করিতে হইবে, মীরটাপুরা 'বনাম' গোপীনারায়ণ, ৭ কলি, ল, জ, ২৫১।

বাঙ্গালা ড্রেনেজ্ আইনের (১৮৮০ সাল ৬ আইন) ৪২ (খ) ধারার বিধান মতে দেয় টাকাও খাজানার সামিল এবং যে তারিখ হইতে ভূম্যধিকারী ড্রেনেজ খরচা দিতে স্বীকার করেন ঐ তারিখ হইতে তমাদির মিয়াদ চলিবে, (কালেক্টর যে তারিখ হইতে পেজা কর্ত্তৃক দেয় সাব্যস্ত করেন ঐ তারিখ হইতে নহে); এবং এই আর্টিকেল (খ) বিধান মতে তমাদির মিয়াদ ৩ বৎসর, মনমোহিনী 'বনাম' প্রিয়নাথ ৮ কলি, উ, নো, ৬৪০; এবং নগরচন্দ্র 'বনাম' জ্যোতিকুমার, ১১ কলি, উ, নো, ৫৭।

সরিক ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক আনীত খাজানার মোকদ্দমায় আর্টিকেল ২ (খ) খাটিবে, যোগেন্দ্র 'বনাম' নগেন্দ্র ১১ কলি, উ, নো, ১০২৬। কিন্তু ৮ কলি উ, নো ৪৭২; ৫ কলি উ, নো, ৭৬৩ এবং ১৭ কলি ৩৯০ দেখ।

যে স্থানে ফসলী বৎসর প্রচলিত আছে সে স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিনে ৩ বৎসর শেষ হইবে। যদি কোন কিস্তী ভাদ্র মাসের শেষ দিনে দেয় হয় তাহা হইলে তমাদি কাল জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিনে অতিবাহিত হইবে; এ অবস্থায় তিন বৎসরের মধ্যে নালিশ করিতে হইলে ২ বৎসর ৯ মাসের ভিতর নালিশ করিতে হইবে, ঈশ্বর 'বনাম' রামব্রিচ, ৯ কলি, বী,জ, ১০৬।

তিন বৎসর অতিক্রম হওয়ার পর বাকী খাজানার মোকদ্দমা করিলেও উহা, তমাদি দোষে বারিত হইবে না, যদি প্রমাণ হয় যে ঐ সময়ের মধ্যে বাদী খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা আনিয়া বৃদ্ধি হারে খাজানা দাবী করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র 'বনাম' কালীপ্রসন্ন ৮ কলি উ, নো, ১ (পি, সি,)।

অষ্টমের দায়ে পত্তনি তালুক নীলাম হইলে বিক্রয়লব্ধ টাকা দ্বারা সমুদয় বাকী খাজানা পরিশোধ না হওয়ায় বক্রী টাকার উদ্ধারের জন্য নীলামের ৩ বৎসরের মধ্যে (কিন্তু বাঙ্গালা বৎসরের শেষ তারিখ হইতে ৩ বৎসরের অধিক) খাজানার মোকদ্দমা আনিলে উহা তমাদি দোষে বারিত হইবে, স্বর্ণময়ী 'বনাম' বর্ণময়ী ২৩ কলি, ১৯১।

খাজানার মোকদ্দমায় তমাদি আইনের ৬ এবং ৭ ধারা খাটিবে না, খাজানা আইনের ১৮৪ ধারা দেখ এবং গিরিজা 'বনাম' পাটানি, ১৭ কলি, ২৬৩ দেখ। এবং লিজ্ রেজিষ্টারী যুক্ত হইলেও তমাদির মিয়াদ ৩ বৎসর হইবে, ম্যাকেঞ্জী 'বনাম' হাজীসৈয়দ, ১৯ কলি ১ (ফুলবেঞ্চ) এবং ১৭ কলি ৪৬৯ দেখ।

খাজানার মোকদ্দমা যদি তমাদি দোষে বারিত হয় তাহা হইলে যোত বন্ধক আছে এই হেতু বাদে তমাদির মিয়াদ বর্দ্ধিত হইবে না এবং তমাদি আইনের ১৩২ আর্টিকেলের বিধান মতে তমাদির কাল ১২ বৎসরও হইবে না, কালীচরণ 'বনাম' হরেন্দ্রনাথ ৪ কলি, ল, জ, ৫৫৩।

ইমারত অথবা কয়লার খনির সম্বন্ধে লিজ্ হইলে সাধারণ তমাদি আইন খাটিবে এবং রেজিষ্টারীযুক্ত লিজ্ হইলে তমাদি আইনের ১১৬ আর্টিকেল মতে তমাদির মিয়াদ ৬ বৎসর হইবে, রাণীগঞ্জ কোল-সভা 'বনাম' জগন্নাথ ১৯ কলি, ৪৮৯।

রেজিষ্টারী লিজে খেসারতের চুক্তি থাকিলে উহা উদ্ধারের মোকদ্দমায় তমাদি আইনের ১১৬ আর্টিকেলের বিধান মতে তমাদি কাল ৬ বৎসর, গিরীশচন্দ্র 'বনাম' কুঞ্জবিহারী ১২ কলি, উ, নো, ৬২৮; ১৯ মান্দ্রাজ ৫১ এবং ২৫ মান্দ্রাজ ৫০ দেখ।

কেবল খাজানা আদায়ের জন্য লইলেই তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী হইবেন না চাষ আবাদের জন্য বন্দবস্ত লওয়া চাই। ঐরূপ ব্যক্তির আনিত খাজানার মোকদ্দমা সাধারণ তমাদি আইন দ্বারা পরিচালিত, উমরাত বিবি 'বনাম' মহম্মদ ২৭ কলি ২০৫।

বাকী খাজানার হস্তান্তর গ্রহীতা কর্ত্তৃক মোকদ্দমা আনিলে এই ২ আর্টিকেল খাটিবে না কিন্তু তমাদি আইনের ১১০ আর্টিকেল খাটিবে, মহেন্দ্রনাথ 'বনাম' কৈলাস ৪ কলি, উ, নো, ৬০৫।

কিন্তু হস্তান্তর গ্রহীতা ঐরূপ মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে আনিতে পারিবেন, রেভিনিউ আদালতে নহে, শ্রীশচন্দ্র 'বনাম' নাজীমকাজী, ২৭ কলি, ৮২৭ (ফুলবেঞ্চ)। এইরূপে খাজানার কতক অংশ উচ্চতর ভূম্যধিকারীকে দেওয়ার বরাৎ থাকিলে এবং বরাতী টাকা উচ্চতর ভূম্যধিকারীকে না দেওয়া হেতু নিম্নপদস্থ ভূম্যধিকারী ঐ অদেয় টাকা উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমায় এই ২ (খ) আর্টিকেল খাটিবে না, উহা খেসারতের মোকদ্দমার ন্যায়, হেমেন্দ্র 'বনাম' কুমার ৯ কলি, উ, নো, ৯৬; ১১ কলি, ২৩১ দেখ।

জমীদারের বাকী খাজানার দরুণ পত্তনি তালুক নিলাম হইলে বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে জমীদারের বাকী খাজানা শোধ হইলে পর পত্তনিদারের আপত্তি মতে বেদাবা দোষে নিলাম রদ হয়। পত্তনিদার ওয়াশীলাৎ সহ খাসদখল পান। তৎপর জমীদার পূর্ব্বকার বাকী খাজানার জন্য পুনরায় নালিশ করেন। তৎকালে পত্তনিদার তমাদির আপত্তি তুলিলে, প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে সাব্যস্ত হইল যে নিলাম রদের মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন তমাদি স্থগিত ছিল এবং পত্তনি তালুক পুনর্দখল পাইবার সময় হইতে নালিশের কারণ পুনরুত্থিত হওয়ায় নূতন তমাদি কাল সুরু হইবে। অন্নদময়ী 'বনাম' অন্নপূর্ণা ১২ মু, ই, আ, ২৪৪—১২ বে, ল, রি, ১০ (পি, সি)। কিন্তু বাদী খাসদখলের মোকদ্দমায় বিকল্পে খাজানা ধার্য্যের মোকদ্দমা করিলে, খাসদখলের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়া, খাজানা পাইতে অধিকারী ইত্যাকার ডিক্রী হওয়ায়, বাদী পুনরায় বাকী খাজানার মোকদ্দমা আনিল। কিন্তু উহাতে তিন বৎসরের পূর্ব্বকার বাকী খাজানার দাবী থাকায় মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে, কারণ এস্থলে পূর্ব্বোক্ত ডিক্রির তারিখ হইতে নালিশের কারণ উদ্ভব হইবে না, হরকুমার 'বনাম' কালীকৃষ্ণ, ১৭ কলি ২৭১। হরপ্রসাদ 'বনাম' গোপাল দাস, ৯ কলি, ২৫৫; সরিফ 'বনাম' দীননাথ, ১২ কলি ২৫৮। কিন্তু আবার খাসদখলের মোকদ্দমায় অকৃতকার্য্য হইয়া পরে তমাদিকাল অতিক্রম করিয়া বাদী বাকী খাজানার মোকদ্দমা আনিলেও তমাদি হইবে না, ঈশানচন্দ্র 'বনাম' খাজা ঈশানুল্লা, ১৩ উ, রি, ৭৯। বাকী খাজানা তৃতীয় ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়া দিলে যদি হস্তান্তর গ্রহীতা খাজানা আদায় জন্য কোনরূপ নালিশ না করেন তবে জমীদার তমাদিকালের পরও ঐ বাকী খাজানা নালিশ করিয়া আদায় করিতে পারিবেন, মহেশ 'বনাম' গঙ্গামণি ১৮ উ, রি, ৫৯। কিন্তু এই নজীরের শুদ্ধতা বিষয়ে চিফ জষ্টিস্ মার্ক ও জষ্টিস্ ম্যাকডোনেল মহোদয়, চণ্ডীচরণ 'বনাম' গোপাল দাস নামক ৩ কলি ৮১৭ পৃষ্ঠার নজীরে সন্দেহ করিয়াছেন। এবং এই সম্বন্ধে বিরুদ্ধ নজীর বরদাকান্ত 'বনাম' চন্দ্রকুমার ২৩ উ, রি ২৮০; ওয়াটসন্ 'বনাম' মহেন্দ্র ৩ কলি ৬; ব্রজেন্দ্র 'বনাম' রাখাল ২ কলি ৭৫১।

নোট।—আর্টিকেল ৩।—যথার্থ (অ্যাকচুয়াল) বেদখলের তারিখ হইতে তমাদির মিয়াদ চলিবে এবং বেদখলের পর পক্ষদিগের মধ্যে বিবাদ লইয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৬ ধারামতে হুকুম হওয়া জারী হোক হইলেও তমাদির মিয়াদ পূর্ব্বকথিত বেদখলের তারিখ হইতেই চলিবে, ১৪৬ ধারার হুকুম হওয়া হেতু নূতন তমাদির কাল আ-

হইবে না, দেওনারায়ণ 'বনাম' ওয়েব ২৮ কলি ৮৬। বাঙ্গালা খাজানা আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যদিও ১২ বৎসর তমাদির কাল ছিল তথাপি এই আইন প্রচলিত হইবার পর প্রজা, মাত্র ২ বৎসর তমাদির মিয়াদ পাইবে, সরস্বতী 'বনাম' হরিচরণ ১৬ কলি ৭৪১ এবং ১৭ কলি ৯২৬ দেখ।

দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোতের পক্ষে এই আর্টিকেল খাটিবে। কিন্তু যেখানে যোতের উৎপত্তি অজ্ঞাত সেখানে তমাদি আইনের ১৪২ আর্টিকেল মতে ১২ বৎসরের তমাদি প্রযোজ্য হইবে, তারানাথ 'বনাম' ঈশ্বরচন্দ্র, ১৪ কলি, দা, জ, ৫৯৮।

ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা কর্ত্তৃক আনীত দখল পাইবার মোকদ্দমায় এই আর্টিকেল খাটিবে, তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নহে, রামজানি 'বনাম' আ... বেপারী ১৫ কলি ৩১৬, ৪৫১।

সরিক অথবা সমগ্র ভূম্যধিকারীগণ কর্ত্তৃক বেদখল হইলেও এই আর্টিকেল খাটিবে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে ভূম্যধিকারী বেদখল করিলেই হইবে, অন্নদাসুন্দরী 'বনাম' কেবলরাম, ৭ কলি, উ, নো, ৫৪২।

ভূম্যধিকারী স্বয়ং বেদখল না করিয়া যদি অন্য প্রজার দ্বারায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে বেদখল করেন তাহা হইলেও এই আর্টিকেল খাটিবে, কারণ ঐরূপ বেদখল ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে, রক্ষিত মোহন্ত 'বনাম' পদ্ম বাউরী ৯ কলি, উ, নো, ৫। এবং ২৪ কলি ৪০; ও ৪ কলি, উ, নো, ৩২৬ দেখ। কিন্তু যদি বেদখলে ভূম্যধিকারীর সাক্ষাৎ কোনরূপ হস্ত না থাকে তাহা হইলে ১২ বৎসরের তমাদি খাটিবে, সেখ এবাদত 'বনাম' দাহু সেখ ১ কলি, উ, নো, ৫৭৩; এবং ৬ কলি, উ, নো, ৭০২ (ফুলবেঞ্চ) কতকগুলি প্রজার বিরুদ্ধে বাকী খাজানার ডিক্রীজারীতে ভূম্যধিকারী যোত নীলাম করাইলে খরিদদার যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে বেদখল করে তাহা হইলে ভূম্যধিকারীর সহিত যোগসাজস থাকা বিধায় ঐ বেদখল ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং এই আর্টিকেল খাটিবে, আমিরুদ্দিন 'বনাম' উলফতুন্নেসা ১৩ কলি, উ, নো, ১০৮; কিন্তু যোগসাজসী না থাকিলে ১২ বৎসরের তমাদি খাটিবে, ২ কলি, উ, নো, ১৭৫। কোন সরিক ভূম্যধিকারী প্রজাকে বেদখল করিলে যদি অপর সরিক ভূম্যধিকারী ২ বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রজার স্বত্ব স্বীকার করেন তাহা হইলে প্রজার স্বত্ব তমাদি হইবে না, সেখ সরফউদ্দিন 'বনাম' চন্দ্রমণি ৫ কলি, উ, নো, ৫০৫। ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দবস্ত না লইয়া কেবল নাম মাত্র (যোগসাজসী) বন্দবস্ত উল্লেখে বেদখল করিলে ১২ বৎসর তমাদিকাল, লোকনাথ 'বনাম' পীতাম্বর ৩ কলি, উ, নো, ২১৫।

নীলাম খরিদ্দার ডিক্রীগত খাতক ব্যক্তিরিক্ত অপর ব্যক্তিকে যদি বেদখল করেন তাহা হইলে এই আর্টিকেল খাটিবে না, মহম্মদ খলিল 'বনাম' হীরেন্দ্রনাথ ৫ কলি, দা, জ, ৬৫০।

দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার সম্মতিক্রমে কোন ব্যক্তি যোত দখল করিয়া পরে নিজের স্বত্ব দাবী করিলে যদি ভূম্যধিকারী উহাকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির দখল বিরুদ্ধ দখল হইবে এবং ২ বৎসরের তমাদি খাটিবে না, ১০ কলি, দা, জ, ৮৯।

কোর্ট পক্ষ কর্ত্তৃক আনীত মোকদ্দমাতেও এই আর্টিকেল খাটিবে, ভগবান 'বনাম' যজ্ঞেশ্বর ২ কলি, উ, নো, ৩০৮ (নোটিস্)। বাস্তবিক বেদখল হইলে ২ বৎসরের ভিতর মোকদ্দমা করিয়া দখল উদ্ধার না করিলে তাহার যোত স্বত্ব নষ্ট হইবে। যদিও তমাদি আইনের ২৮ ধারার বিধান এই খাজানা আইনে বর্ত্তে না তথাপি আইনের সাধারণ মর্ম্মমতে প্রকারান্তরে ঐ ধারার বিধান মত কার্য্য হইবে এবং রায়তের স্বত্ব ধ্বংস হইবে, নন্দকুমার 'বনাম' অযোধ্যা ১৪ কলি, ল, জ, ২৯২—১৬ কলি, উ, নো, ৩৫১।

নোট।—আর্টিকেল ৪ এবং ৫ নোট নাই।

নোট।—আর্টিকেল ৬। যদি ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীদারের দাবী, লিখিত পত্রের দ্বারায় স্বীকার করে, তাহা হইলে তমাদি আইনের ১৯ ধারার বিধানমতে নূতন ভাবে তমাদি-কাল সুরু হইবে, হরিহর 'বনাম' গুনেন্দ্র ৯ কলি, উ, নো, ১০২৫ এবং ৩ কলি, ল, জ, ৩৪৭ ও ৮ কলি ৭১৬ এবং ৯ কলি ৭৩০। ডিক্রীদার তমাদির শেষ দিন ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করিয়া পরে জানিতে পারিলেন যে ডিক্রীমত খাতকের দরখাস্তের পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। অতঃপর অত্যধিক বিলম্ব না করিয়া উহার উত্তরাধিকারীকে কায়েমোকাম করিয়া ডিক্রীজারী করিলে ঐ ডিক্রী তমাদি দোষে বারিত হইবে না, কুমার কালানন্দ 'বনাম' চন্দ্রকিশোর; ১৪ কলি, উ, নো, ৯৭১।

সম্মতিক্রমে খাজানার ডিক্রীতেও এই আর্টিকেল প্রয়োগ হইবে। এই হেতু যদি সম্মতি-ক্রমে কিস্তিবন্দীর ডিক্রী হয় এবং ঐ ডিক্রী ৩ বৎসরের অতিরিক্তকাল ব্যাপিয়া হয় তাহা হইলেও তমাদিকাল ডিক্রীর তারিখ হইতে নির্ণয় হইবে, কিস্তিবন্দী অনুযায়ী শেষ টাকা দিবার তারিখ হইতে নহে। অতএব ৩ বৎসরের উর্দ্ধকাল ব্যাপিয়া কিস্তিবন্দী ক্রমে দেনদার টাকা আদায় দিতে পারিবে, এরূপ খাজানার ডিক্রীতে সম্মতি দেওয়া বিধেয় নহে, ক্ষেত্র-মোহন 'বনাম' মহিমচন্দ্র, ১৭ কলি, উ, নো, ৫১৮।

কোন সরীক ভূম্যধিকারী ৫০০, শত টাকার অনধিক তাঁহাদের বাকীকরের মোকদ্দমায় ডিক্রী করিলে উহার জারীর তামাদি কাল এই আর্টিকেলের দ্বারার পরিচালিত নহে, উহা সাধারণ তমাদি আইনের দ্বিতীয় তফশীলের ১৭৯ ধারা দ্বারা চালিত, কেদারনাথ 'বনাম' অর্দ্ধচন্দ্র ৫ কলি, উ, নো, ৭৬৩, কারণ এই আইন মূলে লব্ধ ডিক্রিতেই এই আর্টিকেল খাটিতে পারে। কিন্তু এক্ষণ এই নজীর বরাবৎ থাকিবে না কারণ, ১৪৮ (ক) ধারা মূলে সরীক ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক লব্ধ ডিক্রীও এই আইন মূলে লব্ধ ডিক্রীর তুল্য হইয়াছে।

মূল মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকেই "ফাইনাল ডিক্রী বলা যাইবে" দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১০৮ ধারা মতে হুকুমের নিষ্পত্তিকে 'ফাইনাল ডিক্রী বলা যাইবে না; বৈকুণ্ঠ 'বনাম' অঘোর ২১ কলি ৩৮৭।

ডিক্রীর তারিখ হইতে তমাদিকাল গণ্য হইবে, এই ডিক্রী মূলে টাকা দিবার তারিখ হইতে নহে, রামসদয় 'বনাম' দ্বারকানাথ ২২ কলি ৬৪৪; ৯ কলি ৭৫১।

বাকী খাজানার হস্তান্তর গৃহীতা বাকী খাজানার ডিক্রী জারী করিতে এই আর্টিকেল দ্বারা বাধ্য হইবেন, কারণ তিনি ভূম্যধিকারীর স্থলবর্ত্তী স্বরূপ গণ্য।

ক ক্রোড়পত্র।

যে যে বিজ্ঞাপন ক্রমে ১৮৮৫ সালের ৮ আইন (অংশতঃ) ও ১৮৯৮ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন উড়িষ্যাখণ্ডে প্রচলিত করা হইল।

১৮৯১ সাল ১০ই জানুয়ারী। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১ ধারার (৩) দফানুসারে ঐ আইনের নিম্নলিখিত অংশগুলি উড়িষ্যা খণ্ডে প্রচলিত করিলেন ;—

দশম অধ্যায় এবং ৩ হইতে ৫ পর্য্যন্ত ধারা, ১৯ হইতে ২৬ পর্য্যন্ত ধারা, ৪১ হইতে ৪৯ পর্য্যন্ত ধারা, ৫৩ হইতে ৭৫ পর্য্যন্ত ধারা, এবং ১৯১ ধারা।

[১৮৯১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ৮৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।]

২৪৪৮ এল, আর নং।—১৮৯২ সাল ২৭শে জুন।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের মঞ্জুরি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীযুত লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১ ধারার ৩ দফানুসারে এবং ১৮৯১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ৮৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ঐ সালের ঐ মাসের ১০ই তারিখের বিজ্ঞাপনের অনুক্রমে ঐ আইনের ২৭ হইতে ৩৮ পর্য্যন্ত ধারা এবং ৮০ ধারা উড়িষ্যাখণ্ডে প্রচলিত করিলেন।

[১৮৯২ সালের ২৯শে জুন কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ৬৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।]

১১৫ এল, আর নং।—১৮৯৩ সাল ৫ই জানুয়ারী।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর-জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীযুত লেপ্টেনান্ট-গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১ ধারার ৩ দফানুসারে এবং ১৮৯২ সালের ২৯শে জুন তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ৬৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ সালের ঐ মাসের ২৭এ তারিখের ২৪৪৮ এল, আর নং বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনের অনুক্রমে ঐ আইনের ১৮৯ ও ১৯০ ধারা উড়িষ্যাখণ্ডে প্রচলিত করিলেন।

[১৮৯৩ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।]

৯৯ এল, আরনং।—১৮৯৬ সাল ৭ই জানুয়ারি।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর-জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীযুত লেপ্টেনান্ট-গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮২৫ সালের ৮ আইনের ১ ধারা (৩) দফানুসারে এবং ১৮৯৩ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ সালের ঐ মাসের ৫ই জানুয়ারী তারিখের বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ১১৫ এল, আর নং বিজ্ঞাপনের অনুক্রমে ঐ আইনের ৩৯ ধারা উড়িষ্যা খণ্ডে প্রচলিত করিলেন।

[১৮৯৬ সালের ৮ই জানুয়ারী কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।]

৯১১ টি, আর নং। ১৮৯৬ সাল ১৭ই অক্টোবর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর-জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট-গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১ ধারার (৩) দফানুসারে এবং ১৮৯৬ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ সালের ঐ মাসের ৭ই তারিখের বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ৯৯ নং বিজ্ঞাপনের অনুক্রমে ঐ আইনের ৭, ৪০, ৫২ এবং ১৯২ ধারাগুলি উড়িষ্যাখণ্ডে প্রচলিত করিলেন।

[১৮৯৬ সালের ২১শে অক্টোবর কলিকাতা গেজেটের ১০৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।]

৯৫৭ টি, আর নং।—১৮৯৮ সাল ৫ই নবেম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর-জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১ ধারার (৩) দফানুসারে বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের সংশোধন করণার্থ ১৮৯৮ সালের ৩ আইনের বিধানগুলি উড়িষ্যাখণ্ডে প্রচলিত করিলেন।

[১৮৯৮ সালের ৯ই নবেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ১১৫৬এ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।]

খ ক্রোড়পত্র।

যে যে বিজ্ঞাপন ক্রমে (১৮৯৮ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন দ্বারা সংশোধিত) ১৮৮৫ সালের ৮ আইন জলপাইগুড়ি জিলায় প্রচলিত করা হইল।

৯৬৩টি, আর নং।—১৮৯৮ সাল ৫ই নবেম্বর।—তফশীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের ১৪ আইনের ৫ এবং ৫ক ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালন করিয়া এবং মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীযুত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত নিষেধাজ্ঞা ও পরিবর্ত্তনের অধীন করিয়া পশ্চিম দুয়ার ছাড়া সমস্ত জলপাইগুড়ি জিলায় ১৮৯৯ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন প্রচলিত করিলেন, অর্থাৎ :—

(১) উক্ত আইনের ১ ধারার (২) ও (৩) প্রকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং

(২) উক্ত আইনের ২ ধারার (১) প্রকরণের "যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তে" শব্দগুলি এবং ঐ ধারার সমগ্র (২) প্রকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

[১৮৯৮ সালের ৯ই নবেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ১১৫৬ক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।]

৯৬৪টি, আর নং।—১৮৯৮ সাল ৫ই নবেম্বর। তফশীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের ১৪ আইনের ৫ ধারা এবং (রহিত ও সংশোধন করণার্থ আইন দ্বারা সন্নিবেশিত)

৫ক ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালন করিয়া এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের মঞ্জুরি গ্রহণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত নিষেধাজ্ঞা ও পরিবর্তনের অধীন করিয়া জলপাইগুড়ি জিলার যে অংশটি পশ্চিম ডুয়ার নামে পরিচিত সেই অংশটিতে ১৮৮৫ সালের ৮ আইন প্রচলিত করিলেন, অর্থাৎ ;—

১। বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক উক্ত আইনের ১ ধারার (২) এবং (৩) প্রকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

২। উক্ত আইনের ২ ধারার (১) প্রকরণের "যে যে দেশে এই আইন আপনা বলে বর্ত্তে" শব্দগুলি এবং ঐ ধারার সমগ্র (২) প্রকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৩। এই বিজ্ঞাপনের ২ দফা দ্বারা সংশোধিত ২ ধারায় (১) প্রকরণের বিধান ছাড়া বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক উক্ত আইনের কোন বিধান চা চাষ করিবার নিমিত্ত বা কৃষিযোগ্য পতিত জমী বিষয়ক নিয়মমতে ভূমি জারিদার করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীকে লিখিত দলীল দ্বারা ইহার পূর্ব্বে বা পরে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বা ইজারা দেওয়া কোন ভূমি প্রতি বর্ত্তিবে না।

৪। ইহার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত বন্দোবস্তি কার্য্যপ্রণালীতে বর্ণিত কোন যোতদার, চুকানিদার, দরচুকানিদার, আধিয়ার (বর্গাদার) বা কৃষিযোগ্য জমির অন্য প্রজার কোন স্বত্ব বা বাধ্যতার কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহার পূর্ব্বে কোন যোতদার, চুকানিদার, আধিয়ার বা কৃষিযোগ্য জমির অন্য প্রজাকে প্রদত্ত ইজারার সর্ত্তের বিরোধী কোন কথা বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক উক্ত আইনে থাকিলে উক্ত আইনে যাহা থাকে তৎসত্ত্বেও ঐরূপ স্বত্ব, বাধ্যতা বা সর্ত্ত বলবৎ করা যাইতে পারিবে।

[১৮৯৮ সালের ৯ই নবেম্বর কলিকাতা গেজেটের ১ম খণ্ডের ১১৫৩ক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত]

গ ক্রোড়পত্র।

যে বিজ্ঞাপনক্রমে (১৮৯৮ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন দ্বারা সংশোধিত) ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের অংশ (মানভূম জিলা ব্যতীত) ছোটনাগপুর খণ্ডে প্রচলিত হইল।

৭২১ এল, আর নং।—১৯০৩ সাল ৯ই ফেব্রুয়ারি। তফসীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের ৫ ও ৫ক ধারাদ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালন করত এবং অগ্রে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের মঞ্জুরী গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত টেবিলের ২ ঘরে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও পরিবর্ত্তনের অধীনে [বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৮ সালের আইনদ্বারা সংশোধিত] বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইনের যে অংশগুলি ঐ টেবিলের ১ ঘরে লিখিত হইল, মানভূম জিলা ছাড়া ছোট নাগপুর খণ্ডে প্রচলিত করিলেন ;—

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৮ সালের আইনদ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইনের অংশ।	নিয়ম ও পরিবর্তন।
১ অধ্যায়; ১ ধারা, (১) প্রকরণ ...	......
„ ৩ ধারা, (১) দফা ...	'কালেক্টর সাহেব' এই শব্দের পরিবর্তে "ডিপুটী কমিশনর সাহেব" পাঠ করিতে হইবে।
„ ৩ ধারা, (২) দফা ...	......
„ ৩ ধারা, (৩) ও (৪) দফা	......
„ ৩ ধারা, (৭) দফা ...	'বা অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারীর' পরিবর্তে "এবং অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারীরও" পাঠ করিতে হইবে।
„ ৩ ধারা, (১৫) দফা ...	......
„ ৩ ধারা, (১৭) দফা ...	......
২ অধ্যায়; ৫ ধারা, (১) প্রকরণ ...	......
১০ অধ্যায়; ১০১ ধারা, (১) প্রকরণ	"কোন স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর-জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এবং পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া" এই শব্দগুলি ত্যাগ করিতে হইবে।
১০ অধ্যায়; ১০১ ধারা, (৩) ও ৪ প্রকরণ।	
১০ অধ্যায়; ১০২ ধারা ...	"ও অন্যান্য বৃত্তান্ত" এই শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে।
১০ অধ্যায়; ১০৩ক ধারা ...	"(২) প্রকরণে এবং ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে যদি এরূপ হয় তবে বন্দোবস্তী জমাবন্দি ১০৪চ ধারার (৩) প্রকরণানুসারে লিখনের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে" এই শব্দগুলি ত্যাগ করিতে হইবে।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৮ সালের আইনদ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইনের অংশ।	নিয়ম ও পরিবর্ত্তন।
১০ অধ্যায় ১০৩খ ধারা ...	
১০৪চ ধারা (২) প্রকরণ ...	'ভাগানুযায়িক' এই শব্দের পরিবর্ত্তে "অধ্যায়ানুযায়িক" পাঠ করিতে হইবে।
	"কিন্তু সেই আদেশক্রমে যে কোন দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ১০৪জ ধারামতে কৃতী কোন আজ্ঞার ব্যাঘাত না হয়" এই শব্দগুলি ত্যাগ করিতে হইবে।
১০ অধ্যায় ; ১১১ ধারা ...	"১০৪জ ধারার বিধান মান্য করিয়া" এই শব্দগুলি ত্যাগ করিতে হইবে।
১১১ক ধারা ...	"কিম্বা ১০৪ জ ধারার বিধানানুসারে ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে ঐরূপ কোন লিখনের ১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারানুসারে ধার্য্য কোন খাজানা সম্বন্ধীয় কোন লেখার পরিবর্ত্তনের জন্য" এই শব্দগুলি ত্যাগ করিতে হইবে।
	"নিয়ম বিধির, ১০১ ধারার (২) প্রকরণের (খ) দফা মতে কৃত কোন আজ্ঞানুসারে প্রস্তুত করা কোন লিখনের" এই শব্দগুলি ত্যাগ করিতে হইবে।
১১৪ ধারা ...	"যে স্থলে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করা হইয়াছে বা শীঘ্রই হইবে সেই স্থল ভিন্ন অপর সকল স্থলে" এই শব্দগুলি ত্যাগ করিতে হইবে।
১৩ অধ্যায় ; ১৪৮ ধারার গোড়ার শব্দগুলি এবং (খ) দফা।	"দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার" পরিবর্ত্তে "ছোটনাগপুরের জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালী "বিষয়ক আইনের ৪৬ ও ৪৭ ধারার" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে। ......
১৭ অধ্যায় ; ১৮৯ ধারা	"(২) প্রকরণে বা হাইকোর্টের এই শব্দ গুলি' ত্যাগ করিতে হইবে, এবং "অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে" এই শব্দগুলি ত্যাগ করিতে হইবে।
১৯৫ ধারা ...	"(খ), (গ) (ঘ), এবং (ঙ) দফা গুলি ত্যাগ করিতে হইবে।

[১৯০৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ১৭২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।]

পরিশিষ্ট।

প্রথম ভাগ।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০ম অধ্যায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে সারবে ও সেটল্‌মেণ্ট সম্বন্ধে নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়গুলি উল্লিখিত হইয়াছে এবং তৎকালে সারবে ও সেটল্‌মেণ্ট সম্পর্কীয় বিষয়গুলি বিস্তৃত ভাবে পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত থাকিবে, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই জন্য এই পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত করা গেল। সম্প্রতি বিহার প্রদেশ এবং পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে সারবে ও সেটল্‌মেণ্ট আরব্ধ হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত জেলায় উহা আরব্ধ হইবে। অতএব এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য বিশেষভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের দশম অধ্যায়ের বিধানমতে গবর্ণমেণ্ট স্ব ইচ্ছায়, অথবা প্রজা কিম্বা জমীদারের প্রার্থনা অনুসারে, কোন জেলায় সর্ব্বত্র বা অংশ বিশেষে, প্রজার ও জমীদারের পরস্পর স্বত্ব অবধারণ করার জন্য সেটল্‌মেণ্ট ও রেকর্ড অব্‌ রাইটের হুকুম দিতে পারেন। এই সম্বন্ধে ১০ম অধ্যায়ের ১০১—১০৩ ধারা দ্রষ্টব্য।

ঐরূপ হুকুম দেওয়ার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সারবে আইনের (১৮৭৫ সালের ৫ আইন) ৩ ধারা অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থান সারবে অর্থাৎ জরীপ করিবার আজ্ঞা প্রচার করিবেন। ঐ আজ্ঞা (যাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়) অনুসারে সেই স্থানের ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভূমির সহিত সম্পর্কান্বিত সর্ব্ব সাধারণকে (১) সীমানা নির্দ্দেশ করিতে, (২) সীমানায় স্থায়ী অস্থায়ী চিহ্ন স্থাপন বা মেরামত করিতে, (৩) গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে আবশ্যকীয় সাহায্য করিতে এবং (৪) খানাপুরী ইত্যাদি কার্য্যের জন্য আবশ্যকীয় সংবাদ দিতে, আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এবং ঐ নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রজাপক্ষ এবং জমিদার পক্ষের নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি কর্ম্মচারী সেটল্‌মেণ্ট কর্ম্মচারীগণকে সাহায্য করিতে বাধ্য। যদি ঐ ইস্তাহার মূলে প্রজাপক্ষ অথবা জমীদার পক্ষের কর্ম্মচারীগণ উপস্থিত না হন কিম্বা সাহায্য না করেন, তাহা হইলে তাহারা উপরি উক্ত সারবে আইনের ৭ ধারা অনুসারে বিশেষ নোটীস দিয়া ৫১ ধারা অনুসারে দণ্ডবিধান করিতে পারেন।

জরীপ, খানাপুরী ও তস্‌দিক প্রভৃতি কার্য্যের সময় সেটল্‌মেণ্ট কর্ম্মচারীগণ এই বিশেষ নোটিস জারী করিয়া কোন ব্যক্তি বিশেষকে (১) উপস্থিত করান, (২) সীমানা চিহ্নিত করান, (৩) কুলি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করা এবং (৪) কাগজ পত্র ইত্যাদি তলব করিয়া থাকেন। ঐ নোটিস অমান্য করিলে যে জরীমানা হয় তদ্বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে। এসিস্‌টাণ্ট সুপারিণ্টেনডেণ্ট বা ডেপুটী কালেক্টরের হুকুমের বিরুদ্ধে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা

কালেক্টরের নিকট ও তাঁহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এবং কমিশনার সাহেবের হুকুমের বিরুদ্ধে মহামান্য বোর্ড অব্ রেবিনিউতে আপীল করিতে হইবে। আপীলের মিয়াদ ৩০ দিন।

সাধারণতঃ বহু বিস্তৃত এবং জটিল সেটল্‌মেণ্ট হইবার পূর্ব্বে সারবে হইয়া থাকে, ঐ সারবে ডিরেক্টার অব্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ মহাশয়ের অধীনতায় এবং অন্যান্য সেটল্‌মেণ্ট সম্পর্কীয় ব্যাপারে, বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের অধীনতায় সম্পন্ন হইয়া থাকে কিন্তু উভয় পক্ষেই বোর্ড অব্ রেবিনিউ চূড়ান্ত উচ্চ আদালত স্বরূপ গণ্য হইবেন।

এই সারবে সংক্রান্ত কার্য্য ভারতবর্ষীয় সারভে বিভাগের অধীনতায় সম্পন্ন হয়। সারবে পার্টিগণের জরীপ সংক্রান্ত কার্য্যের পরিচালন ও শৃঙ্খলার জন্য এক এক প্রদেশে এক এক জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন এবং তদধীনে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। ইনি বাঙ্গালা সারবে আইন অনুসারে সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সারেব বা ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ইহার অধীনে (১) সাব এসিস্‌টেণ্ট, (২) হেড্ ইন্‌স্পেক্টর, (৩) ইন্‌স্পেক্টর, (৪) আমীন ও টিনডেল থাকেন। টিনডেল বা চেনম্যান লইয়া আমীনগণ জরীপ করিয়া নক্সা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। রেকর্ড অব্ রাইট (স্বত্বের লিখন) ও সেটেলমেণ্ট সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যে উহারা সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীর অধীন। সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব্ সারবে এবং সহকারী সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী সহকারী সারবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ঐ ক্ষমতা বলে কোন সহকারী সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী কোন কার্য্য করিলে বা হুকুম দিলে তদ্বিরুদ্ধে ৩০ দিন মধ্যে সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকট আপীল করিতে হইবে এবং তদ্বিরুদ্ধে ৩০ দিন মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করিতে হইবে এবং ঐ কমিশনারের হুকুমের বিরুদ্ধে ৩০ দিন মধ্যে বোর্ড অব্ রেবিনিউতে আপীল করিতে হইবে।

যে সমস্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী সারবে অন্তে, প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০ম অধ্যায় মূলে স্বত্বের লিখন প্রস্তুতের জন্য নিযুক্ত হন, তাহাদিগকে সেটেল্‌মেণ্ট (বন্দবস্তকারী) কর্ম্মচারী অথবা সহকারী সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী বলা যায়। তাঁহাদের ক্ষমতা দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সাধারণ এবং বিশেষ। তন্মধ্যে সাধারণ ক্ষমতা যাহা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনানুযায়ী কার্য্যাবলীতে রেভিনিউ অফিসারগণকে দেওয়া হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল ;—

(ক) ১৮৮৫ সালের এই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনানুযায়ী জরীপের স্বত্বলিপি প্রস্তুত, খাজনা ধার্য্য এবং জমিদারের নিজ জমি নির্ণয় করণে এবং ঐরূপ অন্যান্য কার্য্যাবলীর জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারগণের নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রদত্ত হইল :—

(১) মোকদ্দমা চালনে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ;

(২) কোন ভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক জরিপ, সীমানা চিহ্নিত এবং নক্সা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা ;

(৩) ১৮৭৫ সালের বঙ্গীয় সার্ভে আইনের লিখিত এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে এবং ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা ;

(৪) ভূমির ফসল উৎপন্ন শক্তি নির্ণয় করণোদ্দেশে কোন ভূমির ফসল কাটিবার, মলিবার এবং তাহাতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ স্থির করিবার ক্ষমতা।

(খ) ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে এবং এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভেগণকে, রেভিনিউ অফিসার বলা যাইবে এবং তাহাদিগকে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক এই আইনের ১৮৯ (১) (ক) ধারার বিধানের লিখিত ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

২। কোন কর্মচারীকে রেভিনিউ অফিসারের সাধারণ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে না, এতৎসম্বন্ধে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট রেভিনিউ অফিসারকে কার্য্য বিশেষের ক্ষমতা দিয়া থাকেন যথা :—১০১ ধারা অনুযায়ী জরিপ ও স্বত্বলিপি প্রস্তুত করিতে হইলে বঙ্গীয় এই আইনের দশম অধ্যায়ে উল্লিখিত রেভিনিউ অফিসারের কার্য্যাবলি পরিচালন করিবার জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট রেভিনিউ অফিসার নিযুক্ত করিতে পারেন।

(গ) বঙ্গদেশের ডেপুটীকালেক্টরগণকে এই আইনের দশম ও একাদশ অধ্যায়ের লিখিত রেভিনিউ অফিসারের ক্ষমতাপ্রদত্ত হইল এবং তাহাদিগকে এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার বলা যাইবে।

কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে অপর পক্ষকে নোটীস দিয়া এবং কোন আপত্তি দাখিল করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া অথবা কোন নোটীশ না দিয়া স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী সেটেলমেণ্ট অফিসার উপরের লিখিত কোন বিষয়ের বিচার তদীয় অধীনস্থ এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারের নিকট হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজে করিতে পারেন, অথবা অন্য কোন এসিষ্টাণ্ট অফিসারকে বিচারের ভার অর্পণ করিতে পারেন।

১০৬ ধারার মোকদ্দমায় কোন পক্ষে দরখাস্ত করিলে অন্য পক্ষকে নোটীশ দিয়া এবং কোন আপত্তি দাখিল হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া অথবা ঐরূপ কোন নোটীশ না দিলে স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী সেটেলমেণ্ট অফিসার ডিষ্ট্রীক্ট জজের মনোনীত কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা বিচারার্থ প্রেরণ করিতে পারেন। যে সকল মোকদ্দমায় স্বত্ব স্বামিত্বের জটিল এবং জরুরি প্রশ্ন সমূহ উত্থাপিত হয়, অথবা যাহাতে দখল পাইবার প্রার্থনা থাকে সাধারণতঃ সেই সকল মোকদ্দমা বিচার জন্য দেওয়ানী আদালতে পাঠান হয়।

সাধারণতঃ ২০ একর বা ৬০/ বিঘার অনতিরিক্ত জমির সীমানার বিবাদ থাকিলে এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারেন। ভূমি ২০ একর বা ৬০/ বিঘার অতিরিক্ত হইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে বা সেটেলমেণ্ট অফিসার সীমানার বিবাদ বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। ডিরেক্টর অভ ল্যাণ্ড রেকর্ডসের অনুমতি ক্রমে এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে ২০ একর বা ৬০/ বিঘার অতিরিক্ত ভূমির সীমানা বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে কোন জরিমানা করিলে, তাহা কালেক্টরকে

বা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ সার্ভেকে জানাইতে হয়, ১০০ টাকার অতিরিক্ত জরিমানা কালেক্টর বা সুপারটেনডেণ্ট অব সারভের আদেশ ব্যতিরেকে আদায় করা যাইতে পারে না।

১০৯ (গ) (১) ধারা অনুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতাও স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট রেভিনিউ আফিসারকে পৃথকভাবে দিতে পারেন।

সেটেলমেণ্ট আফিসার যদি তিনি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ সারভের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে জেলার কালেক্টর সাহেব বঙ্গীয় সারভে আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রকারে ভার অর্পন করিতে পারেন যথা :—

(১) ৭ ধারা অনুযায়ী বিশেষ নোটীশ জারি করিবার ক্ষমতা,

(২) ৯ ধারা মতে বিশেষ নোটীশ জারি করিবার ক্ষমতা ;

(৩) ভূমি ২০ একরের অধিক না হইলে সারভে আইনের পঞ্চমভাগ অনুযায়ী সীমানার বিবাদ নিষ্পত্তি করণের ক্ষমতা,

(৪) সাক্ষিগণকে উপস্থিত করিবার, তাহাদের প্রতি শমন জারি করিবার এবং ৫ম ধারা অনুযায়ী দলিল দাখিল করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিবার ক্ষমতা ;

(৫) ৫১ ধারা অনুযায়ী জরিমানা করিবার ক্ষমতা,

এইক্ষণ উক্ত সেটেল্‌মেণ্ট কর্ম্মচারীগণের বিশেষ ক্ষমতা নিম্নে বর্ণিত হইল ;—

(ক) সাক্ষি ও দলিলাৎ উপস্থিত করাইতে দেওয়ানী আদালতের যে সমস্ত ক্ষমতা আছে তাহা ;

(খ) জরীপ, সীমা নির্দ্দেশ এবং ম্যাপ (নক্সা) প্রস্তুত জন্য যে কোন স্থানে অথবা যে স্থান সম্পর্কে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০১ ধারা মতে কোন হুকুম প্রচার হইয়াছে সেই স্থানে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা ;

(গ) ১০১ ধারার হুকুম সম্পর্কিত ভূমি হইতে শস্য ছেদন ও সংগ্রহ এবং পরিমাপ করার ক্ষমতা।

সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ মূলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলিনের নিষ্পত্তির ভার সহকারী সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীগণের উপর অর্পণ করিতে পারেন ;

(ক) ১০৩ক ধারা অনুসারে আপত্তি শ্রবণ করা ;

(খ) ন্যায্য জমা ধার্য্য করণ এবং হারের টেবিল প্রস্তুত করণ ;

(গ) এই খাজানা আইনের দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগ অনুসারে বলবত্তী খাজানার হারের তালিকা প্রস্তুত করণ ;

(ঘ) ১০৪ (খ) এবং ১০৪ (ঙ) ধারার অন্তর্গত আপত্তি শ্রবণ করা ;

(ঙ) ১০৫ ধারার অন্তর্গত উপযুক্ত জমা ধার্য্যের দরখাস্ত শ্রবণ করা ;

(চ) ১০৬ ধারার অন্তর্গত বিবাদ মূলে উত্থিত মোকদ্দমার বিচার করা ;

(ছ) ৪০ ধারামতে খাজানা পরিবর্ত্তন করার দরখাস্ত।

সেটেলমেণ্ট কর্মচারী উপরি উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন বিষয় নিজে অথবা অন্য কোন কর্মচারী দ্বারা বিচার করার জন্য সহকারী সেটেলমেণ্ট কর্মচারীর ফাইল হইতে উহা উঠাইয়া আনিতে পারেন। [রুল ৪০-৪৫]

বোর্ড অব্ রেবিনিউ, দশম অধ্যায় মূলে সমস্ত কার্য্যের ভার ডিরেক্টর অব্ ল্যাণ্ড রেক-র্ডস্ এর উপর দিলে, তিনি উক্ত দশম অধ্যায় মূলক সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধে রাজস্ব কর্মচারীস্বরূপ গণ্য হইবেন এবং উপরি উক্ত কার্য্য সম্পর্কে সেটেলমেণ্ট কর্মচারীস্বরূপ গণ্য হইবেন। কিন্তু আপীল সম্পর্কে বোর্ড অব্ রেভিনিউ চূড়ান্ত আদালত স্বরূপ গণ্য হইবেন এবং শেষ দৃঢ়কারী কর্ত্তৃপক্ষ বলা যাইবে। কিন্তু বিভাগীয় কমিশনারের উপর ঐ ভার দিলে তিনি ৪৭ রুল উল্লিখিত ডিরেক্টর অব্ ল্যাণ্ড রেকর্ডসের সমস্ত ক্ষমতা পাইবেন। [রুল ৪৭-৪৮]

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রাথমিক বিষয়।

স্বত্বের বিভাগ, জরিপ ও স্বত্বলিপি।

(ক) জমিদারের খারিজা তালুকদারের এবং সিদ্ধ-লাখেরাজদারের নিম্ন স্বত্বাধিকারীকে প্রজা বলা যায়, যথা :—মধ্য-স্বত্বাধিকারী ; নিম্ন-মধ্য-স্বত্বাধিকারী, রায়ত এবং কোর্ফা রায়ত। জমিদারের প্রজা মধ্য-স্বত্বাধিকারী বা রায়ত, মধ্য-স্বত্বাধিকারীর প্রজা নিম্ন-মধ্য-স্বত্বাধিকারী বা রায়ত ; নিম্ন মধ্য-স্বত্বাধিকারীর প্রজা রায়ত এবং রায়তের প্রজা কোর্ফা-রায়ত। অর্থাৎ যে যাহার অধিনে ভূমি ভোগ করে, সে তাহারই প্রজা।

(খ) জরিপ দ্বারা জমিদার এবং প্রজার ভূমির পরিমাণ ও অবস্থিতি নির্ণয় করা হয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ, তাঁহাদের স্বত্ব ও কর্ত্তব্য স্বত্ব লিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে।

কার্য্যপ্রণালী।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০১ (১) ধারা, কিম্বা ১০১ (২) ধারা অনুসারে কোন স্থান, মহাল, যোত কিম্বা উহার অংশবিশেষে জরীপ অন্তে রেকর্ড অব্ রাইট্ প্রস্তুত করার হুকুম হইলে রাজস্বকর্ম্মচারীগণ নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক সার্বে ও সেটেলমেণ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

(১) ট্রাভার্স বা বাউণ্ডারী সার্বে।
(২) ক্যাডাষ্ট্রাল সার্বে।
(৩) সীমানা নির্দ্দেশসূচক চিহ্ন স্থাপন।
(৪) খানাপুরী অর্থাৎ প্রাথমিক স্বত্বের লিখন লিখা।
(৫) বুঝারত বা মোকাবিলা।
(৬) তসদিক বা অ্যাটেষ্টেসন্।

(৭) খসড়া স্বত্বের লিখন প্রচার করা।

(৮) ১০৩ (ক) ধারা অনুসারে আপত্তির মীমাংসা করা।

(৯) জমা ধার্য্যপূর্ব্বক তাহার তালিকা প্রস্তুত করা।

(১০) চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা।

(১১) চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রচার করা।

(১২) চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন এবং মুদ্রিত নক্সা বিতরণ করা।

(১৩) ১০৫ এবং ১০৫ (ক) ধারা অনুসারে উপযুক্ত এবং ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করা।

(১৪) ১০৬ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা।

দ্রষ্টব্য।—সেটলমেণ্ট কর্ম্মচারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, যে কোন সময়ে, যে কোন স্থান, মহাল, যোত বা তাহার অংশ বিশেষে ঐ সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর যে কোন অংশ রদ করিতে পারেন এবং পুনরায় নূতন করিয়া ঐ কার্য্যপ্রণালীর যে কোন অবস্থা হইতে আরম্ভ করিতে হুকুম দিতে পারেন। [রুল ৪৯]

এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট-কৃত ১০৩ ধারার নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য।

১। জেলার কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট ১০৩ ধারা অনুযায়ী দরখাস্ত করিতে হয়। দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয় থাকিবে;—

(ক) দরখাস্তকারীর শ্রেণী অর্থাৎ জমিদার কিম্বা অপর ভূম্যধিকারী;

(খ) ১০২ ধারার লিখিত বিষয়ের মধ্যে যে যে বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আবেদন করা হইল;

(গ) যে মহাল, মধ্যস্বত্ব অথবা তাহার অংশ সম্বন্ধে দরখাস্ত করা যায়, তাহাতে প্রজার সংখ্যা ও দরখাস্তের সময়ে তাহাদের মোট দেয় খাজানা এবং কি পরিমাণে ভূমির জন্য আবেদন করা হয় দরখাস্তকারী যথাসাধ্য এই সমস্ত বিবরণ দিবেন।

২। আবেদনকারী জমিদার হইলে এবং ১৮৭৬ সালের ৭ আইন অনুযায়ী কালেক্টরিতে তাঁহার নাম জারি না থাকিলে, দরখাস্ত গৃহীত হইবে না।

আবেদনকারী যদি মধ্যস্বত্বাধিকারী হন এবং তাহার স্বত্ব ও অংশের পরিমাণ তদীয় উপরিস্থ ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক স্বীকৃত কিম্বা কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রমাণিত না হয়, তবে দরখাস্ত গৃহীত হইবে না।

৪। কালেক্টর সাহেব বাহাদুর আবশ্যকীয় নিজ মন্তব্য সহ দরখাস্ত কমিশনার সাহেব বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন; আবশ্যক হইলে কমিশনার বাহাদুর অন্য কোন বিষয় জানিতে চাহিতে পারেন, অথবা দরখাস্ত সংশোধন করিতে হুকুম দিতে পারেন। যদি তিনি মনে করেন যে সমস্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বত্বের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি করিলে দরখাস্ত না-মঞ্জুর করাই উচিত, তাহা হইলে তিনি উহা না-মঞ্জুর করিবেন; দরখাস্ত অনুমোদন করিলে তিনি

তাঁহার অভিমত লিখিয়া উহা রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন। কমিশনার সাহেব বাহাদুর দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিলে তাঁহাকে তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হয়। এক মাসের মধ্যে আবেদন-কারীর দরখাস্ত না মঞ্জুরের হুকুমের বিরুদ্ধে রেভিনিউ বোর্ডে আপিল করিতে হইবে।

৫। দরখাস্ত বোর্ডে প্রেরিত হইলে অথবা সেই স্থানে আপিল দায়ের করা হইলে রেভিনিউ বোর্ড আবশ্যক বোধে অন্য কোন বিষয় জানিতে চাহিতে পারেন; বোর্ড দরখাস্ত মঞ্জুর না-মঞ্জুর সম্বন্ধে যেরূপ সঙ্গত মনে করেন, তজ্জন্য হুকুম দিবেন।

৬। দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে উহাতে লিখিত মহালে, মধ্যস্বত্বে অথবা তাহার অংশে আনু-মানিক যত একর জমি আছে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে তাহার প্রত্যেক একরে ১৲ একটাকা হিসাবে খরচার জন্য টাকা দাখিল করিতে কালেক্টর সাহেব দরখাস্তকারীকে আদেশ দিবেন।

বঙ্গদেশে একর প্রতি ॥০ আনা হিসাবে খরচার জন্য টাকা দাখিল করিতে হইবে। জমির পরিমাণ অনুমান করিতে অপারগ হইলে, প্রত্যেক প্রজা-প্রতি ২৲ দুই টাকা হিসাবে দাখিল করিতে হইবে। খরচার জন্য যে টাকা দাখিল করা আবশ্যক তাহা পাঁচ শতের অনতিরিক্ত হইলে, সমস্তই অগ্রিম দিতে হইবে; অতিরিক্ত হইলে, পাঁচ শত টাকা দাখিল করিয়া বাকী টাকার জন্য কালেক্টর সাহেব যেরূপ জামিন উপযুক্ত মনে করেন, তদ্রূপ জামিন দিতে হইবে এবং তাহা কালেক্টর সাহেবের নির্দ্ধারিত কিস্তি মতে আদায় করিতে হইবে।

৭। কার্য্য শেষ হইলে খরচার অতিরিক্ত টাকা দরখাস্ত-কারীকে ফেরত দেওয়া যাইবে। দাখিলী টাকা খরচার পরিমিত না হইলে, অনুষ্ঠান সমাধা করিতে কালেক্টর সাহেব যে অতি-রিক্ত টাকা লওয়া সঙ্গত মনে করিবেন, দরখাস্তকারীকে তাহা দাখিল করিতে হইবে; দর-খাস্তকারী অক্ষম হইলে, তৎক্ষণাৎ কার্য্য বন্ধ হইবে, এবং যে হুকুমক্রমে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা রদ হইবে।

৮। ১০৩ ধারার অনুষ্ঠানে ১০১ ধারার বিধান অনুযায়ী জরিপে ও স্বত্ব লিপি লিখনে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুযায়ী কার্য্যাবলী হইয়া থাকে।

(১) ট্রাভার্স বা বাউণ্ডারী সার্বে।

প্রথমভাগে যে সাধারণ ইস্তাহারের কথা বলা হইয়াছে উহা জারী হইবার পরে যে বিভাগে সেটল্‌মেণ্ট হইবে তাহা পরিমাপ করিবার নিমিত্ত আমিনগণ প্রেরিত হইবেন। কিন্তু প্রথমে যাঁহারা আসেন তাঁহারা ক্ষেত্র বা মৌজার সীমানা পরিমাপ করেন না। তাঁহারা আসিয়া সমগ্র স্থানটীকে কয়েকটী কাল্পনিক সরল রেখার দ্বারা বিভক্ত করিয়া থিওডোলাইট নামক যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সরল রেখাগুলির দৈর্ঘ্য ও তাহাদের পরস্পর মধ্যবর্ত্তী কোণ সকল পরিমাণ করিয়া থাকেন। ইহাকে ট্রাভার্স সার্বে কহে।

প্রথমতঃ যে স্থানের সেটল্‌মেণ্ট হইবে সেই স্থানের রাস্তা, নদী, রেলরাস্তা দেখাইয়া একটী বড় স্কেলের নক্সা কাগজে অঙ্কিত করিয়া তাহা সরল রেখার দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়। তৎপর উহাকে ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। তৎপরে ঐ ছোট ছোট খণ্ডের

ভিতর যে যে মৌজা আছে তাহার চারিদিকে সরল রেখার দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়, এই সরল রেখা জরীপ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মৌজার সীমানা সকল স্তম্ভ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। কারণ মৌজার সীমানার যথাসম্ভব নিকট দিয়া ঐ সকল সরল রেখা কল্পিত করিয়া জরীপ করাই আমিনগণের উদ্দেশ্য।

ট্রাভর্স সার্ভে হইবার পূর্ব্বে কোন জেলার বা তাহার অংশের অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের অন্তর্গত ভূমি সমূহ জরিপ করিবার নিমিত্ত এবং যে ভূমি জরিপ করিতে হইবে, তাহাতে যে মহাল মৌজা বা দাগ আছে তাহার চৌহদ্দি চিহ্নিত করিবার নিমিত্ত লেপ্টেনেন্ট গভর্ণর সাহেব বাহাদুর হুকুম দিয়া থাকেন, (১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৩ ধারা)। এইহুকুম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়।

১৮৪৭ সালের ৯ আইনের লিখিত শিকস্থ ও পয়স্থ অন্তর্গত জমি একবার জরিপ হইলে এবং গবর্ণমেণ্ট সেই জরিপ মঞ্জুর করিলে, মঞ্জুরের তারিখ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার তাহা জরিপ করিবার হুকুম দেওয়া যাইতে পারেনা, (১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৩ ধারা)।

লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর সাহেব বাহাদুর একটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং সেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে আইন অনুযায়ী কালেক্টরের ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন,

এবং এক কিম্বা ততোধিক এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ডেপুটি কালেক্টার নিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং ইঁহারা সার্ভে আইন অনুযায়ী কালেক্টার অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে প্রদত্ত কালেক্টরের ক্ষমতা মাত্র পরিচালন করিতে পারিবেন।

কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে নিযুক্ত করা হইলেও রেভিনিউ বোর্ড কালেক্টার সাহেবকে সার্ভে আইন অনুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ দিতে পারেন।

(১৮৭৫ সালের ৫ আইন ৪ ধারা।)

জরিপের জন্য কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত স্থানে লটকাইয়া ইস্তাহার জারি করা হয় যথা :—

(১) যে ভূমি জরিপ হইবে বা তাহার অংশ যে যে জেলায় অবস্থিত বলিয়া জানা আছে তথাকার জজ আদালতের এবং কালেক্টারি আফিসে।

(২) যে ভূমি জরিপ হইবে তাহা বা তাহার অংশ যে যে মহকুমার মুনসেফির, পুলিস ষ্টেসনের এবং সবরেজিষ্টরীর অধীন বলিয়া জানা আছে তথায় ;

(৩) প্রত্যেক মহালের এক বা ততোধিক মাল কাছারিতে ;

(৪) কালেক্টার সাহেব অন্য যে কোন স্থানে ইস্তাহার দেওয়া উচিত মনে করেন তথায়।

যে ভূমি জরিপ করিতে হইবে তাহার এবং পার্শ্ববর্ত্তী জমির দখলিকারগণকে এবং যাহার ঐ ভূমির কার্য্যে নিযুক্ত কিম্বা তাঁহার তত্ত্বাবধানে অথবা তাহাতে অন্য প্রকারে স্বার্থগত ও সংশ্লিষ্ট তাহাদিগকে স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা ইস্তাহারের লিখিত স্থানে এবং তারিখে

জরিপ এবং সীমানা চিহ্নিত করণের সময়ে উপস্থিত থাকিয়া নিম্নলিখিত কার্য্য করিবার নিমিত্ত ইস্তাহার দেওয়া হয় :—

(১) সীমানা সনাক্ত, (২) সীমানার স্তম্ভ সমূহের মেরামৎ এবং সংরক্ষণ করিতে আবশ্যকীয় সাহায্য, (৩) আইনতঃ কার্য্যে আবশ্যক মত সাহায্য এবং সংবাদ প্রদান।

(১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৫ ধারা)

ইস্তাহার পার্শ্ব জমির দখলিকার গণের প্রতিও হইয়া থাকে, জরিপের সীমানা চিহ্নিত করণে তাহাদের উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য, আপন আপন সীমানা অনুসারে জরিপ হইল কি না, তাহা দেখিয়া লওয়া উচিত। সীমানার গোলযোগ বশতঃ কাহারও কোন ক্ষতির কারণ হইলে, ভবিষ্যতে তাহা ঠিক করা সুকঠিন হইয়া পড়ে।

উপরোক্ত প্রকারে ইস্তাহার জারি হইলে সরকারি কর্ম্মচারিগণ ভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক জরিপ এবং সীমানা চিহ্নিত করিবার নিমিত্ত সমস্ত বৈধকার্য্যও তদন্ত করিতে পারিবেন (১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৬ ধারা)। ইহাতে কেহ বাধা দিলে সে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৬ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে।

উল্লিখিত ইস্তাহার জারির পর কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে তাহার ক্ষতি হইতে পারে, না ও হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য সে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় না কোন ব্যক্তির উপস্থিতি বা সাহায্য জন্য ১৮৭৫ সালের ৫ আইন ৭ ধারা অনুযায়ী তাহার নাম ধরিয়া বিশেষ নোটীশ জারি হইতে পারে, জারির তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সে উপস্থিত না হইলে বা সাহায্য না করিলে উক্ত আইনের ৫১ ধারা অনুযায়ী তাহার দৈনিক ৫০৲ টাকা হিসাবে জরিমানা হইতে পারে। ডেপুটী কালেক্টার অথবা এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জরিমানা করিলে হুকুমের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কালেক্টার অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভের নিকট আপীল করা যাইতে পারে। কালেক্টার অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে ৫০৲ টাকার অতিরিক্ত জরিমানা করিলে হুকুমের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কমিশনার সাহেব বাহাদুরের নিকট আপিল করা যাইতে পারে।

ইস্তাহার জারির পর ট্রাভার্স পার্টির আমিনগণ কার্য্য আরম্ভ করে। যে স্থান জরিপ করিতে হইবে প্রথমতঃ তাহাকে কয়েকটী কাল্পনিক সরল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়; তাহকে মেইন্ সারকিট্ (Main Circuit) কহে। "মেইন সারকিট"কে আবার কয়েকটী সরলরেখা দ্বারা বিভক্ত করা হয়, ইহাকে "সব সারকিট" (Sub Circuit) কহে, "সব সারকিটের মধ্যে যে সকল মৌজা পড়ে তাহার প্রত্যেকটীকে কাল্পনিক সরল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়। এই সকল রেখাকে ট্রাভার্স লাইন বলে।

(২) ক্যাডাষ্ট্রাল সার্ভে।

ট্রাভার্স সার্ভে হইবার পর ক্ষেত্রবণ্টক বা ক্যাডাষ্ট্রাল সার্ভে আরম্ভ হয়। মৌজার কিস্তাওয়ার বা ক্ষেত্র বণ্টক জরীপ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বোল্লিখিত নক্সার কাগজে

যে সকল রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মৌজার কোন স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া কোন স্থান দিয়া গিয়াছে আমিনগণ তাহা বুঝিয়া লন। তৎপরে সমস্ত মৌজাটিকে কাল্পনিক সরল রেখার দ্বারা বহু চতুষ্কোণে বিভাগ করা হয়। এবং ঐ সকল রেখা পরিমাপ করিতে করিতে যেখানে যেখানে কোন ভূমির আইল বা সীমানা থাকে সেই সেই স্থানে এক একটী চিহ্ন করা হয়। এইরূপে ক্রমে সমস্ত মৌজার সাধারণ নক্সা প্রস্তুত হয়। এই নক্সাকে "থাকা" কহে। "থাকা" প্রস্তুত হইলে পর আমিনগণ ক্ষেত্র বণ্টক জরীপ আরম্ভ করিবেন। থাকার এক চতুষ্কোণের ভিতরের ভূমি সকলের নক্সা প্রস্তুত করিয়া আমিন অপর চতুষ্কোণের মধ্যস্থিত ভূমির নক্সা প্রস্তুত করিবেন। ঐ ক্ষেত্র বণ্টক নক্সায় বিভিন্ন প্রকারের জমী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখাইতে হয়। অর্থাৎ (১) আবাদী ও গর আবাদী ভূমির সীমানা সতর্কে অঙ্কিত করিতে হয়। (২) বিভিন্ন স্বত্ববিশিষ্ট ভূমি পৃথক্‌ভাবে দেখাইতে হয়। (৩) নির্বিরোধীয় এবং বিরোধীয় ভূমি পৃথক্‌ভাবে দেখাইতে হয়।

ক্ষেত্র বণ্টক জরিপের সময় প্রজা ও জমিদারগণকে বিশেষ সতর্কভাবে আমিনের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করা আবশ্যক, এবং আমিন, প্রদর্শিত সীমানা অনুসারে জরিপ না করিয়া আপন ইচ্ছামত জরিপ করিলে তাহার প্রতিবাদ করিয়া রাখা আবশ্যক। কারণ খানাপুরির সময় উহার প্রতিকার হইতে পারিবে।

মৌজার সীমানা লইয়া বিবাদ থাকিলে আমিন বিরোধিয়া ভূমি কোন মৌজার নক্সাতে অঙ্কিত করিবেন না। কিন্তু উহার একটী স্বতন্ত্র নক্সা প্রস্তুত করিবেন। জরিপের সময় প্রজা এবং জমিদার, আমিনের সাহায্যের জন্য যে মজুর সরবরাহ করিয়া থাকেন, আমিন তাহার মজুরী দিতে বাধ্য এবং তাহাদের রসদের মূল্য ও গাড়ীভাড়া ইত্যাদিও দিতে বাধ্য।

মৌজার সীমানা লইয়া বিবাদ থাকিলে বিরোধীয় ভূমির নকসা প্রস্তুত কালে আমিন নোটিস দ্বারা পক্ষগণকে আহ্বান করিবেন। এই নক্সায়, প্রত্যেক পক্ষের দাবী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রঙের রেখা দ্বারা নক্সা দেখান হইবে এবং পক্ষগণের বর্ণনা অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ খসড়া প্রস্তুত হইবে। এই নক্সাতে উভয় পক্ষের দস্তখত লইয়া আমিন ঐ সমস্ত কাগজাৎ ঊর্দ্ধতম কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিবেন। এবং যে এলাকার মৌজার সীমানা লইয়া বিবাদ, ঊর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষ সেই এলাকার এসিষ্টেণ্ট সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকট বিচারার্থে ঐ সমস্ত কাগজাত প্রেরণ করিবেন। এসিষ্টেণ্ট সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সার্ভে আইন অনুসারে অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্ভে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা ডিপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উপরি উক্ত সীমানার বিবাদ এই সার্ভে আইনের ৪১ ধারা অনুসারে দখল অনুযায়িক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। যে স্থানে প্রকৃত দখল কোন পক্ষেরই নাই, যথা, জঙ্গল, পতিত জমী বা বালুকাময় স্থান এবং চর ভূমি, সে স্থলে স্বত্ব অনুসারে দখল অনুমেয় হইবে। এই সম্পর্কে সার্ভে (নক্সা) নিতান্ত আবশ্যকীয়। যে যে জেলায় রেভিনিউ সার্ভে (১৮৪৫-১৮৬০) হইয়া সার্ভে নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে, তথায় সার্ভে নক্সা মিলাইয়া মৌজার বিরোধীয় সীমানা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

যে যে মৌজার সীমানা লইয়া বিরোধ আছে ঐ ঐ মৌজার মধ্যে কোনটীর স্বত্বের লিখন বা রেকর্ড রাইট্ পুস্তকে সমাধা হইয়া গিয়া থাকিলে যে পর্য্যন্ত বিপরীত প্রমাণ পাওয়া না যায় —সে পর্য্যন্ত তাহার সীমানা যথার্থরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সীমানা নির্দ্দেশ সূচক চিহ্ন স্থাপন।

(৩)।—উপরিউক্তরূপে মৌজার সীমানা নির্দ্দেশ হইলে যে স্থলে ৩ মৌজার সীমানা মিলিত হইয়াছে সেই সেই স্থলে (ট্রাইজংসন্ পয়েণ্ট) সীমানা স্তম্ভ বসাইয়া এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় স্থলে, অতিরিক্ত স্তম্ভ বসাইয়া সীমানা নির্দ্দেশ করিতে হইবে এবং উহাকেই লক্ষণের অন্তর্গত সীমানা বলা যাইবে। এইরূপে বিরোধীয় ভূমির নক্সা ও উভয় পক্ষের বর্ণনানুসারে আমিন ও ইন্‌স্পেক্টরগণ খসড়া প্রস্তুত অন্তে তাহাতে উভয় পক্ষের দস্তখত লইবেন। তৎপর সেটেল্‌মেণ্ট কর্ম্মচারী বা তাহার এসিষ্টেণ্ট সরজমীনে যাইয়া কোন জমি লইয়া বিরোধ থাকিলে তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া উভয় পক্ষের প্রমাণ শ্রবণ করিয়া সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এবং কাল ডট রেখা অঙ্কিত করিয়া বিরোধীয় ট্রেসে সীমানা ঠিক অঙ্কিত করিয়া দিয়া হেতুবাদ রায়ে লিখিবেন।

(BOUNDARY DISPUTE) বা সীমানার বিবাদ।

ক্ষেত্র বণ্টন জরিপের সময় মৌজার প্রকৃত সীমানা নির্দ্ধারিত ও অঙ্কণ সময়ে পার্শ্বস্থ মৌজার সহিত সীমানা লইয়া কোন বিবাদ থাকিলে আমীন সেই অংশ বাদ দিয়া মৌজার অন্য ভূমির খানাপুরি করিয়া থাকেন এবং বিরোধীয় ভূমির জন্য স্বতন্ত্র নক্সা ও খসড়া প্রস্তুত করেন। বিবাদ নিষ্পত্তির পর বিরোধীয় ভূমির যে অংশ যে মৌজায় ভুক্ত করিতে হুকুম হয় সেই অংশ সেই মৌজার ক্ষেত্র বণ্টক জরিপের নক্সায় অঙ্কিত হইয়া থাকে।

সীমানা লইয়া কোন বিবাদ থাকিলে পক্ষগণকে খুটি গাড়িয়া সীমানা চিহ্নিত করিতে হয়। আমিন প্রত্যেক পক্ষের দাবী অনুযায়ী নক্সা এবং স্বতন্ত্র খসড়া প্রস্তুত করেন তৎপর তাহাতে পক্ষগণের দস্তখত লইতে হয়। বিরোধীয় ভূমির নক্সা ও খসড়া সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি ঐ বিবাদ নিজে নিষ্পত্তি করেন অথবা তাহার অধীনস্থ এসিষ্টেণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারকে বিচারার্থ অর্পণ করিবেন। সীমানার বিবাদ ১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৪০ হইতে ৪৬ ধারা অনুসারে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। সীমানার বিবাদ নিষ্পত্তিকরণে স্বত্বের কোন অনুসন্ধান হয় না; যাহার দখল তাহার স্বত্ব থাকুক আর নাই থাকুক তাহারাই জয় হইবে; যাহার স্বত্ব আছে কিন্তু দখল নাই তাহাকে দেওয়ানী আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, অথবা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০৬ ধারা অনুসারে সেটেলমেণ্টের মোকদ্দমা রুজু করিতে হয়; কিন্তু সীমানার বিবাদের হুকুমের বিরুদ্ধে আপিল না করিয়া ঐরূপ মোকদ্দমা করা যাইতে পারে না। যখন হুকুম দেওয়া হয় তখন কোন ব্যক্তি নাবালক পাগল অথবা জ্ঞানশূন্য থাকিলে সে পূর্ব্বে আপিল না

করিয়াও দেওয়ানী বা সেটেলমেণ্ট আদালতে স্বত্ব সাব্যস্তর মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবে।

সীমানার বিবাদ নিষ্পত্তিকরণার্থ সার্ভে-আইনের ৭ ধারা অনুসারে পক্ষগণের প্রতি নোটিশ দেওয়া হয়। কোন তারিখে কোন স্থানে বিচার হইবে তাহা নোটিশে উল্লেখ থাকে। নোটিশ জারির তারিখ হইতে ১৫ দিনের পর বিচার হইয়া থাকে। বিচারক সরজমিনে তদন্ত পূর্ব্বক প্রমাণাদি লইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া থাকে।

বিবাদ নিষ্পত্তির হুকুমের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে তৎবিরুদ্ধে আপিল করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হইয়াছে, তিনি আপিল না করিয়া দেওয়ানী আদালতে বা সেটেলমেণ্ট আদালতে কোন প্রতিকার পাইতে পারে না। এই সম্বন্ধে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভে বা এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুম দেওয়ানী আদালতের ন্যায় বলবৎ হইবে।

আপিলের বিধি।

১। ডেপুটী কালেক্টার অথবা এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুমের বিরুদ্ধে ঐ তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে কালেক্টার অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভের নিকট আপিল করা যাইতে পারে (১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৫৯ ধারা)।

২। কালেক্টার অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুমের বিরুদ্ধে হুকুমের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে বিভাগের কমিশনার সাহেব বাহাদুরের নিকট আপিল করা যাইতে পারে, কিন্তু কালেক্টার অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট তদীয় নিম্নস্থ কর্মচারির হুকুমের বিরুদ্ধে আপিল হইয়া থাকিলে এবং তাহাতে উক্ত কালেক্টার অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন হুকুম দিয়া থাকিলে সেই হুকুমের বিরুদ্ধে কমিশনার সাহেব বাহাদুরের নিকট পুনর্ব্বার আপিল চলিবে না। (১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৬০ ধারা)।

(৩) খানাপুরী।

কিস্তাওয়ার শেষ হইলে খানাপুরী আরম্ভ হইবে। সাধারণতঃ আমীনগণ খানাপুরী করিয়া থাকেন। খানাপুরীতে প্রথম স্বত্ব লিখিত হয়। আমীন দাগওয়ারী প্রত্যেক ভূমির প্রজা ও ভূম্যধিকারী কে কে তাহা এবং ঐ ভূমির চৌহদ্দি এবং কি ফসল উৎপন্ন হয় তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন, খানাপুরী কাহাকে কহে তাহা নিম্নে লেখা গেল।

"খানাপুরী" অর্থে ঘর পূরণ বুঝায়; খানা অর্থে ঘর। খসড়া খতিয়ান প্রভৃতিতে যে ঘর থাকে, তাহা পূরণ করিবার নামই "খানাপুরী"। স্থানীয় অবস্থানুসারে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে "খানাপুরী হইয়া থাকে।

অবস্থাভেদে রেভিনিউ বোর্ডে সাধারণ ও বিশেষ হুকুমানুযায়ী অন্য কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

ক্ষেত্র বণ্টন নক্সা ;—সাধারণতঃ ১৬ ইঞ্চি ১ মাইল স্কেলে ক্ষেত্র বণ্টন নক্সা প্রস্তুত হয় কিন্তু দাগ সমূহ খুব ছোট ছোট হইলে বড় স্কেলের নক্সা কর যাইতে পারে, মৌজার উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে নক্সার পর্য্যায়ক্রমে তরিতিব নম্বর দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে সমাপ্ত করিতে হয়। এই নম্বরানুসারেই খসড়া, খতিয়ান, পরচা ইত্যাদি লেখা হয়।

খেবট ;—খানাপুরি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই খেবট এক রকম প্রস্তুত হয়। খানাপুরির সময় স্থানীয় অবস্থানুসারে ইহা সংশোধিত ও পরিবর্জ্জিত হইতে পারে। খেবট তিন প্রকার যথা :—১নং জমিদারের খেবট ; ২নং সিদ্ধ লাখেরাজদারের খেবট ; ৩নং ভূম্যধিকারীর খেবট।

১নং জমিদারের খেবট ;—ইহাতে জমিদারের নাম, পিতার নাম, বাস স্থান, মহালের নাম, তৌজির নম্বর, জমিদারের স্বত্বাংশের পরিমাণ, তাহার দেয় রাজস্ব এবং ভূমির পরিমাণের ঘর থাকে। খানাপুরীর সময়ে ভূমির পরিমাণের ঘর পূরণ করা হয় না। ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের (নামজারি আইনের) বিধানুযায়ী কালেক্টারিতে সংরক্ষিত রেজিষ্টারি অনুসারে অন্যান্য ঘর পূরণ করা হয়। তৎপর স্থানীয় স্বত্ব এবং দখল অনুযায়ী ইহা পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে কালেক্টারী রেজিষ্টারের সহিত খেবটের যে পার্থক্য হয় রেভিনিউ অফিসার, কালেক্টর সাহেব বাহাদুরকে তাহা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। কালেক্টর সাহেব বাহাদুর নাম জারি আইনের বিধানানুসারে পক্ষগণকে নোটিস দিয়া তদন্ত করেন; স্বীয় রেজিষ্টারের কোন সংশোধন করা আবশ্যক হইলে তিনি ঐরূপ হুকুম দিয়া থাকেন। খেবটের লিখিত কোন বিষয় কালেক্টর বাহাদুরের ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, রেভিনিউ অফিসার খেবটে তাঁহার সিদ্ধান্ত নোট করিবেন।

২নং সিদ্ধ লাখরাজদারের খেবট ;—ইহা ১নং খেবটের অনুরূপ তৌজি নম্বর এবং রাজস্বের ঘর ইহাতে থাকে না। নাম জারি আইনানুযায়ী কালেক্টারিতে সংরক্ষিত সিদ্ধ লাখরাজের "বি" (B) রেজিষ্টারের নম্বর ইহাতে লিখিত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালীও ১নং খেবটের সদৃশ।

৩নং মধ্যস্বত্বাধিকরীর খেবট ;—রেভিনিউ অফিসার অথবা কাননগো খানাপুরীর পূর্ব্বে অথবা প্রারম্ভে তদন্ত পূর্ব্বক এই খেবট প্রস্তুত করেন। ইহাতে মধ্যস্বত্বাধিকারীর নাম, মহালের নাম, স্বত্বাংশের পরিমাণ, দেয় খাজনা, ধার্য্য খাজানা, স্বত্বের পরিচয়, কি প্রকারে খাজনা ধার্য্য হইয়াছিল এবং ভূমির পরিমাণ ইত্যাদি লেখা হয়। খানাপুরীর সময়ে আবশ্যকমত ইহা পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া থাকে। এই সময়ে ভূমির পরিমাণ এবং ধার্য্য খাজানা লেখা হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে মধ্যস্বত্বের এক রৈখিক চিত্র করা হয়। ইহাকে "টেনিওর ট্রী" (Tonure tree) বলে।

উপরোক্ত তিন খেবটেই তরিতিব নম্বর দেওয়া হয় এবং সেই নম্বর খতিয়ানে লিখিত হয়।

খসড়া ;—ইহাতে ক্ষেত্র বণ্টন নক্সার তরিতিব নম্বরানুযায়ী তরিতিব নম্বর দেওয়া

হদ্দ এবং চৌহদ্দি, তৌজিনম্বর, জমিদারের নাম, মধ্যস্বত্বাধিকারীর নাম, রায়তের নাম, কোর্ফা-রায়তের নাম, জমির পরিমাণ, (একর এবং স্থানীয় মাপ অনুযায়ী) কোন দাগ হইতে জল সেচন করা হয়, ফসলী ভূমির পরিমাণ, (ভাদই, আঘনী এবং রবি), দো ফসলী ভূমির পরিমাণ, পতিত ভূমির রকম ইত্যাদি লেখা হয়।

বেহার সেটেলমেণ্টে ১৯০১ সাল হইতে খসড়ায় চৌহদ্দি এবং জমীদার, মধ্যস্বত্বাধিকারী, প্রজা ইত্যাদির নাম লেখা হয় না। যে খতিয়ানে যে দাগ লেখা হয়, খানাপুরীর সময়ে তাহার তরিতিব নম্বর খসড়ায় পেন্সিল দ্বারা লিখিত হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের খসড়া প্রস্তুত হয়। ইহাতে দাগের নম্বর, জমির রকম, যে যে কাগজে সেই দাগ ভুক্ত হইয়াছে তাহার নম্বর, (থেবট এবং খতিয়ানের) দখিলদারের নাম, জমির পরিমাণ, দাগের হিস্যা, কোর্ফাস্বত্ব থাকিলে তাহা, জমির পরিমাণ, পতিত ও আবাদী ভূমির পরিমাণ ইত্যাদি থাকে।

খতিয়ান ;—অবস্থানুসারে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রকারের খতিয়ান প্রস্তুত হইতে পারে। ১০২ ধারানুযায়ী যে যে বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে হয় তৎসমস্তই ইহাতে থাকে। কিন্তু খানাপুরীর সময়ে দেয় রাজস্ব বা খাজানা, ভূমির পরিমাণ, এবং প্রজার শ্রেণী লেখা হয় না। ইহা সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত থাকে। প্রথম ভাগে গ্রামের নাম, পরগণা, থানা, নম্বর, মহাল, তৌজির নম্বর, জমীদারের নাম ও থেবটের ক্রমিক নম্বর, মধ্যস্বত্বাধিকারী থাকিলে তাহার নাম, থেবট খতিয়ানের তরিতিব নম্বর, প্রজার নাম, পিতার নাম, জাতি এবং বাসস্থান, প্রজার খাজানা (ক) প্রাপকের কথামতে, (খ) দায়কের কথামতে, (গ) হাকিম যেরূপ নির্ণয় করেন, বর্ত্তমান খাজানা কিরূপে ধার্য্য হইয়াছে, প্রজার শ্রেণী, প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ থাকিলে তাহা, খসড়ার দাগের নম্বর, এক কিম্বা ততোধিক চৌহদ্দি, ভূমির পরিমাণ, ভূমির রকম, খাজনা নগদ্দান না হইলে তাহার সংখ্যা, আবাদী ভূমির পরিমাণ, অনাবাদি ভূমির পরিমাণ এবং মোট ভূমির পরিমাণ থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে ভূমির পরিমাণের ঘর থাকে না। দ্বিতীয় খণ্ডকে ভূম্যধিকারির ও তৃতীয় খণ্ডকে রায়তের পরচা বলে। খানাপুরীর সময়ে প্রজার খাজনা, শ্রেণী এবং ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে কিছুই লেখা হয় না। এতদ্ব্যতীত খতিয়ানের সহিত দুই খণ্ড "এরিয়া স্লিপ" (area slip) থাকে। একটি ভূম্যধিকারীর ও অপরটি রায়তের জন্য। ইহাতে খতিয়ানের লিখিত দাগ সমূহের নম্বর এবং ভূমির পরিমাণের ঘর আছে; খানাপুরীর সময়ে ইহা পূরণ হয় না, একই দখলকারের দখলে একই মহাল বা মধ্যস্বত্বের অধীনে সমস্বত্ববিশিষ্ট দাগ সমূহ এক খতিয়ানে লেখা হয়, দাগের সংখ্যা বেশী হইলে তৎসঙ্গে অন্য খতিয়ান ফরমও যোজিত করা যাইতে পারে। প্রজার অন্য কোন জমিদারের অথবা মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধীনে কোন জমা থাকিলে তজ্জন্য ও পৃথক্ খতিয়ান প্রস্তুত হইবে। জমিদারের খাসদখলি ভূমির পৃথক্ খতিয়ান; জমিদারগণের এজমালি দখলি ভূমির পৃথক খতিয়ান; মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাস দখলি ভূমীর পৃথক্ খতিয়ান; মধ্যস্বত্বাধিকারীগণের এজমালী দখলি ভূমীর পৃথক্ খতিয়ান, রায়তের বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন

খতিয়ান। কোর্ফা রায়তের বিভিন্ন কোর্ফা দৌতের বিভিন্ন খতিয়ান প্রস্তুত হয়। ৭২০ ধারা অনুযায়ী কোন জমীদার কোন দাগ ভুমি খামার, শীর, নিজ, নিজ যোত, বা কামত বলিয়া দাবী করিলে খতিয়ানের এবং পরচার মন্তব্য ঘরে খামার শীর, নিজ, নিজ যোত বা কামত লিখিত হয়।

পরচা সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রকরণে বলা হইয়াছে। পরচায় প্রথম দাগ লিখিবার পরেই উহা রায়তকে দেওয়া হয়। তৎপর অন্য কোন দাগ লিখিতে হইলে উহা রায়তের নিকট হইতে লইয়া দাগ লিখিয়া তাহাকে ফেরৎ দেওয়া হয়। খানাপুরী শেষ হইলে সচরাচর ভুম্যধিকারীর পরচা ভুম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

গো মহিষাদির ফর্দ্দ খানাপুরীর সময়ে প্রস্তুত হয়। ইহাতে প্রত্যেক প্রজার কত গরু মহিষ ছাগল ইত্যাদি আছে তাহা লেখা হয়।

পুর্ব্ববঙ্গে খানাপুরীর সময়ে প্রজাকে পরচা দিবার নিয়ম নাই; খতিয়ানে ভুমির পরিমাণ লিখিয়া এক ভাগ খতিয়ান প্রজাকে দেওয়া হয়। খানাপুরীর সময়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আমিনগণ উভয় পক্ষের নাম, খসড়ার নম্বর, বিবাদের বিবরণ একটী ফর্দ্দে লিখিয়া লন। কানুনগো অথবা রেভিনিউ অফিসার দখল অনুযায়ী সরাসরি রকমে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। ইহাদের হুকুমানুযায়ী কাগজাদি সংশোধিত হইতে থাকে। মৌজার মধ্যস্থ বিবাদের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপিল চলে না। তস্‌দিগের সময়ে উহা পুনরুত্থাপিত করা যাইতে পারে, তস্‌দিগের পুর্ব্বেও উপরিস্থ কর্ম্মচারী সেই হুকুম তরমিম বা রদ করিতে পারেন। সীমানার বিবাদ সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না।

খানাপুরীকালে নিম্নলিখিত দলিল প্রস্তুত হয়।

[কলিকাতা গেজেট ১৯০৭, ৬ই নবেম্বর প্রকাশিত ২১০৫টি আর নোটীফিকেশন অন্তর্গত ৪৬ বিধি দ্রষ্টব্য।]

(ক) গ্রাম্য নক্সা।
(খ) খসড়া।
(গ) পর্চ্চা।
(ঘ) খেবট।
(ঙ) খতিয়ান।
(চ) তেরিজ।
(ছ) বিবাদের ফর্দ্দ।
(জ) গো মহিষাদির ফর্দ্দ।

(ক)

গ্রাম্য নক্সা প্রস্তুতের বিষয় পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। [১৬৭ ও ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

(খ)

খসড়া।—খসড়াতে ভূমীর দাগের নম্বর, চৌহদ্দী, ফসলের বিবরণ, ভূমির পরিমাণ ও বিবরণ,জল সেচনের বন্দোবস্ত ও মন্তব্য লিখিত হয়। খসড়ার ফারম্ সরকার হইতে দেওয়া হয়, আমীনগণ ঐ ফারম্ পুরণ করিয়া দেন। এই খসড়া ঠিক জমিদারী সেরেস্তার চিঠার ন্যায়।

(গ) পর্চ্চা।

সাধারণতঃ তিন প্রস্থ খতিয়ান প্রস্তত হয়। তাহার এক প্রস্থ রেকর্ডের সহিত থাকে, অন্য এক প্রস্থ জমিদার বা খাজানা প্রাপককে দেওয়া হয় এবং তৃতীয় প্রস্থ চাষী রাইয়ত বা কৃষককে দেওয়া হয়। শেষোক্ত দুই প্রস্থকে পর্চ্চা কহে। কোন কৃষকের যদি এক মৌজায় একাধিক দাগ জমি থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রথম দাগ ভূমির খানাপুরী হইবার সময় যে পর্চ্চা পাই বেন তাহাতে দ্বিতীয় দাগের খানাপুরী হইলে আমিন দ্বারা সেই দাগ পর্চ্চাতে উঠাইয়া লইবে। যদি কোন কারণ বশতঃ তৎকালে উহা উঠান যাইতে না পারা যায় তাহা হইলে উহা তজ্‌দিকের সময় উঠাইয়া লইতে হইবে। মধ্যস্বত্বাধিকারীরা মৌজায়, তাঁহার সমস্ত খানাপুরী হইয়া গেলে পর্চ্চা পাইয়া থাকেন। পর্চ্চা যথারীতি না পাইলে কানুনগু মহাশয়কে জানান উচিত।

(ঘ) খেবট।

খেবট তিনভাগে বিভক্ত।

(১) প্রথম ভাগে যে সকল ভূম্যধিকারী গবর্ণমেণ্টের সদরে রাজস্ব দেন তাহাদের নাম, মহালের নাম, তৌজী নম্বর, পরগণা, জিলা, ও থানা, হিস্যা ও সদর রাজস্বের পরিমাণ লিখিত থাকে। ইহা "এ" রেজষ্টরী ভুক্ত।

(২)। দ্বিতীয় ভাগে—সনদ তায়দাদ বিশিষ্ট অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট আনীত, লাখেরাজদারদের নাম, ধাম, এবং ঐ লাখেরাজ কোন মহাল অন্তর্গত এবং হিস্যা লিখিত থাকে। ইহা "বি" রেজেষ্টরী ভুক্ত।

(৩) তৃতীয় ভাগে,—সর্ব্ব প্রকার মধ্যস্বত্বাধিকারীদের সম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত থাকে। "মধ্যস্বত্বাধিকারী" কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই তৃতীয় ভাগ খেবটে মধ্য-স্বত্বাধিকারীদের নাম, বাসস্থান, হিস্যা, কে কাহাকে খাজানা দেয়, খাজানা প্রাপক মালিকের নাম, ও খেবটের নম্বর লিখিত থাকে।

যে স্থলে মধ্য স্বত্বাধিকারীদের স্বত্ব অতিশয় জটিল সে স্থলে তাহাদের প্রত্যেকের স্বত্ব বিশদরূপে দেখান অসম্ভব। এজন্য খানাপুরী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীগণের স্ব স্ব স্বার্থ প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত রৈখিক চিত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ রৈখিক চিত্র প্রস্তুত সময়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে এসিস্‌টাণ্ট সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ তাহার মিমাংসা করিয়া থাকেন

খানাপুরী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কালেকটার "এ" ও 'বি' রেজেষ্টরীর নকল, প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ খেবটের প্রস্তুত কালে সহায়তার জন্য আমিন ইনস্পেক্টরগণ নিকট দিয়া থাকেন। তাঁহারা তদ্দৃষ্টে খেবট প্রস্তুতের সহায়তার জন্য মালীকগণ উপর নোটীশ দিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে উপরি উক্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া খেবট প্রস্তুত করেন। 'এ' ও 'বি' রেজেষ্টরীর দ্বারা কোন কোন তৌজীর ভূমি কোন কোন মৌজায় আছে এবং কোন নম্বর ভুক্ত লাখেরাজ কোন মৌজায় আছে তাহা জানিবার সুবিধা হয়। আমীন সরেজমীনের সহিত মিল রাখিয়া আপন আপন খেবট প্রস্তুত করিবেন। সেই খেবটে মালীকের নাম ধাম, অংশ ও সদর জমা লিখিত থাকিবে। যদি মহালে হিসাব পৃথক কিম্বা ঘরাও বণ্টন থাকে খেবটে তাহাও দেখাইতে হইবে। কারণ এই বণ্টন অনুসারে খেবট পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তুত করিয়া প্রজার নামে পৃথক্ পৃথক্ খতিয়ান প্রস্তুত হইবে। যদি কতক ভূমি বিভাগ হইয়া অবশিষ্ট এজমালীতে থাকে তাহা হইলে বিভক্ত ও অবিভক্ত জমির আনুমানিক পরিমাণ দেখাইতে হইবে।

মহালে যাঁহার নাম জারী আছে, খেবটে তাঁহারই নাম উঠিবে। যদি তিনি আপত্তি না করেন তাহা হইলে অন্যান্য সরীক মালিকের নামও উঠিতে পারে। আপত্তি করিলে নাম জারীর মোকদ্দমা ভিন্ন উপায় নাই।

কালেক্টরের "বি" রেজেষ্টরীতে কেবল সিদ্ধ লাখেরাজের উল্লেখ থাকে এবং তজ্জন্য সনদ ও তায়দাদ থাকে। ১৮১৯ সালের ২য় রেগুলেসন অনুযায়ী যে সকল নিষ্কর ভূমি লাখেরাজ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাকেই সিদ্ধ লাখেরাজ বলে এবং উহার এক একটীকে মহাল বলা যাইতে পারে, (৩ ধারার ১ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। ১০০ একশত বিঘার ঊর্দ্ধ ভূমিসম্বন্ধে উক্ত দ্বিতীয় কানুন প্রচার হইয়াছিল। একশত বিঘার ন্যূন ভূমি নিষ্কর থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, উহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মহালের অধীনে গবর্ণমেণ্ট রাখিয়াছিলেন। সেই সময় কোন কোন জমীদার উহার উপর কর ধার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু অধিকাংশ ভূম্যধিকারী উহা লাখেরাজ স্বরূপ গণ্য করিয়া লন। ব্রহ্মোত্তর, পীরপাল ইত্যাদি বহুবিধ নামে ঐ সমস্ত লাখেরাজ ভূমি সমগ্র বঙ্গে বিক্ষিপ্ত আছে। এই সকল লাখেরাজকে অসিদ্ধ লাখেরাজ কহে এবং উহা "বি" রেজিষ্টরী ভুক্ত নহে। এজন্য এই সকল লাখেরাজ খেবটের দ্বিতীয় ভাগে লিখিত হইবে না। মহালের মালিকের অধীনে খেবটের তৃতীয় ভাগে অন্যান্য মধ্যস্বত্বাধিকারীগণের ন্যায় লিপিবদ্ধ হইবে।

খানাপুরীর সময়ে এই সমস্ত অসিদ্ধ লাখেরাজ বাজাপ্ত করিয়া ভূম্যধিকারীগণ কর ধার্য্যের চেষ্টা করেন। (এ সম্বন্ধে ১১০, ১১২, ১২৫, ১৩২, ১৪৩, ২৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই আপত্তির বিচারের সময় লাখেরাজদারগণ আপন আপন স্বত্ব প্রমাণ করিবেন। লাখেরাজদার সনদ তায়দাদ দেখাইতে পারিলে এবং ঐ সনদ তায়দাদ মূলে জমী নির্দ্দেশ করিতে পারা গেলে লাখেরাজ সহজে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু উপরি উক্ত উপায় ব্যতিরেকেও লাখেরাজ প্রতিপন্ন করিবার অপর বহুবিধ উপায় আছে। যদি লাখেরাজ অন্তর্ভুক্ত ভূমি ১২ বৎসরের

অধিকন্তু লাখেরাজদার বিনা খাজানায় ভোগ দখল করিয়া থাকেন এবং সেই মৌজার কোন ভূমির জন্য যদি তিনি কোন খাজানা না দেন তাহা হইলে উক্ত লাখেরাজ স্বত্ব রেকর্ড করিতে হইবে। ভূম্যধিকারী বাজাপ্ত করিতে চাহিলে প্রমাণের ভার তাঁহার উপর। ভূম্যধিকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে উক্ত লাখেরাজ নহে এবং ১২ বৎসর যাবৎ তিনি খাজানা আদায় করিতেছেন। লাখেরাজদার এই সমস্ত বিষয় প্রমাণ করিবেন। যথা, কোবালা, কবুলিয়ত, স্থিতযুক্ত তমসুক, পার্শ্ববর্ত্তী প্রজার হলপান এজাহার ইত্যাদি। লাখেরাজ ভূমি গবর্ণমেন্ট খাস-মহালের অন্তর্ভুক্ত হইলে ৬০ বৎসরের লাখেরাজভাবে দখল দেখাইতে হইবে। লাখেরাজদারের লাখেরাজ অবস্থিত মৌজায় অন্য করের ভূমি থাকিলে, নিম্নলিখিত উপায়ে লাখেরাজ প্রমাণ করিতে হইবে।

(ক) করের ভূমির জন্য বাকী খাজানার নালিশকালে যদি জমীদার লাখেরাজদারীর ভূমি ছাড়িয়া দিয়া নালিশ করিয়া থাকেন।

(খ) ভূম্যধিকারীর প্রদত্ত রোডসেস্ রিটর্ণে লাখেরাজ বিষয়ক উল্লেখ থাকিলে।

(গ) পার্শ্ববর্ত্তী প্রজার বিরুদ্ধে বাকী খাজানার মোকদ্দমায় যদি জমীদার লাখেরাজের উল্লেখ করিয়া থাকেন।

(ঘ) দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রামাণ্য নক্সা অথবা চিঠাতে দাবী ভূমি লাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত হইলে

(ঙ) দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধকালের রেজিষ্টরীযুক্ত খরিদা কোবালায় লাখেরাজ বলিয়া অভিহিত হইলে

(চ) লাখেরাজ ভূমি যাঁহার নিকট হইতে খরিদ অথবা অন্য সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাঁহার যদি দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল বিনা করে দখল থাকে,

(ছ) বহুবিধ পুরাতন দলিলে, যেমন পাট্টাকবুলিয়ত ইত্যাদিতে বা অন্য কোন প্রকার দলিলে লাখেরাজ বলিয়া বর্ণিত থাকিলে।

কেবল স্বত্বের প্রমাণ দিলেই লাখেরাজ সাব্যস্ত হইবে না, দখলেরও প্রমাণ দিতে হইবে। খানাপুরী এবং তস্‌দিকের সময় লাখেরাজ বলিয়া রেকর্ড না হইলে তদ্বিরুদ্ধে ১০৫ ও ১০৬ ধারামতে মোকদ্দমা চলিবে।

(ঙ) খতিয়ান।

এক একটী ভূম্যধিকারীর অধীনে এক একটী প্রজার এক একটী খতিয়ান প্রস্তুত হয়। এই খতিয়ানে ভূমির মালিকের নাম এবং খেবটের নম্বর লিখিত হয়। তৎপর প্রজার নাম-(এক জমায় একাধিক নাম থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের নাম এবং পরস্পরের অংশ), তাহার পিতার নাম, জাতি ও বাসস্থান, প্রত্যেক দাগের নম্বর, ভূমির বিবরণ চৌহদ্দি, বৃক্ষাদির বিবরণ, জলসেচনের স্বত্ব ইত্যাদি লিখিত হয়।

খাজানা ও অন্যান্য বিষয় তস্‌দিকের সময় লেখা হয়। প্রত্যেক খতিয়ান তিনপ্রস্থ হইয়া

থাকে, উহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক প্রস্থ সেট্‌লমেন্ট আপীসে থাকে, তাহা কই খতিয়ান কহে। এবং অপর দুই প্রস্থ, ভূমাধিকারীকে এক প্রস্থ, এবং প্রজাকে একপ্রস্থ দেওয়া হয়। উহাকে পর্চ্চা কহে। প্রত্যেক প্রজার যতগুলি জমা থাকে ততগুলি খতিয়ান প্রস্তত হয়।

খতিয়ানের প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিষয় গুলি লিখিত হয়।

(১) মৌজার নাম ও নম্বর।
(২) মহালের নাম ও তৌজি নম্বর।
(৩) থানা ও জেলা।
(৪) মালিকের নাম ও তাঁহার খেবটের ক্রমিক নম্বর।
(৫) খাজানা প্রাপকের নাম ও তাঁহার খেবটের ক্রমিক নম্বর।
(৬) যাহার খতিয়ান, তাহার নাম ধাম ও পিতার নাম।
(৭) সত্ব বা ষ্টেটস্।
(৮) খাজানা ;—
(ক) প্রজার কহতমতে।
(খ) খাজানা প্রাপকের কহতমতে।
(গ) যাহা ধার্য্য হয়।
(৭) ও (৮) ওজরদিকের সম্বন্ধ ধার্য্য হয়।

খতিয়ানের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিষয় গুলি লিখিত হয়।

(১) দাগের নম্বর।
(২) চৌহদ্দি।
(৩) ভূমির বিবরণ।
(৪) ভূমির পরিমাণ।
(৫) মন্তব্য।

(চ) তেরিজ।

এক মৌজার কোন প্রজার একাধিক জমা থাকিলে প্রত্যেক জমায় পৃথক্ পৃথক্ খতিয়ান প্রস্তত হয়, তৎপর প্রত্যেক প্রজার নামে প্রত্যেক মৌজার যে সমস্ত খতিয়ান থাকে তাহার তেরিজ করা হয়।

(ছ) বিবাদের উল্লেখ এবং তাহার নিষ্পত্তি।

আমিন প্রত্যেক ক্ষেত্রে যাইয়া ঐ ভূমির কে প্রজা, কে ভূমাধিকারী ইত্যাদির বিবরণ লিখিবেন। ইহাকে খানাপুরী কহে। খানাপুরীর সময় জমির পরিমাণ লিখিত হয় না। উহা খানাপুরীর পর খতিয়
ভূমির স্বত্বসম্বন্ধে বিব

করিয়া একটী স্বতন্ত্র কাগজে লিপিবদ্ধ করিবেন। ইহাকে বিবাদের ফর্দ্দ কহে। সহকারী সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ এই সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তি অন্তে হুকুম দিলে খতিয়ানের যথাস্থানে ঐ সমস্ত দাগ লিপিবদ্ধ হইবে। এই সমস্ত বিবাদের বিচারকালে সহকারী সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সরাসরি বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন। ইহাতে সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নাই, কারণ সরেজমীনে উপস্থিত থাকিয়া বিচার করায় দখলসম্বন্ধে বিচার করার পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা ঘটে। দেওয়ানী কার্য্যবিধি ও প্রমাণ বিষয়ক আইনানুসারে বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিবার আবশ্যক করে না। এরূপ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল ও পুনরালোচনা ও ভ্রমসংশোধন সম্বন্ধে ১১৯ হইতে ১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(জ) গোমহিষাদির ফর্দ্দ।

খতিয়ান প্রস্তুতকালে কৃষক প্রজার ঘর ও বাটী, গোমহিষাদি প্রভৃতির ফর্দ্দ প্রস্তুত হয়।

(ঝ) বুঝারত।

খানাপুরীর পর বুঝারতের সময় রাজস্ব কর্ম্মচারীগণ ভূমিতে যাইয়া ভূম্যধিকারী এবং প্রজা এই উভয় পক্ষের সমক্ষে গ্রাম্য নক্সা মোতাবেক প্রত্যেক খতিয়ান লিখিত বিষয়গুলির পরতাল করিবেন এবং ঐ সমস্ত লোককে তৎসমুদয় বুঝাইয়া দিবেন এবং তৎকালে কোন যুক্তিসঙ্গত দোষ বা আপত্তি প্রদর্শিত হইলে তাহা সংশোধন করিবেন এবং সাময়িক কর ধার্য্য করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। [১৯০৯ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখের পূর্ব্ববঙ্গের গেজেটের ২৩০৪ আর নম্বর নোটিফিকেশনের ৫৭ নিয়ম দ্রষ্টব্য]।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর অধীনস্থ মোহরারগণ উপরোক্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। বুঝারতের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখা হয়;—

(১) মালিকের জমাবন্দী অনুযায়িক মধ্যস্বত্বাধিকারীগণের বিবরণ লেখা হইয়াছে কি না,

(২) মালিকের খাস দখলে কোন জমী আছে কি না,

(৩) মধ্যস্বত্বাধিকারীদের যে খাজানা লেখা হইয়াছে তাহা ঠিক কি না,

(৪) যোতের খাজানা নির্দ্ধারণ ঠিক হইয়াছে কি না।

(৫) বিবাদের মীমাংসা হইয়াছে কিনা।

ভূম্যধিকারী এবং প্রজা এই উভয় পক্ষের আপত্তি শুনিয়া যে খাজানা অবধারিত হয় তাহা সহকারী সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিবেন। এইরূপে এক একটি খতিয়ান বুঝারত হইয়া গেলে তাহার পর্চ্চা প্রজার নিকট হইতে লইয়া সেই খতিয়ানের সহিত রাখা হয়। এইরূপ সমগ্র মৌজায় বুঝারত হইয়া গেলে সমস্ত কাগজাত তসদিকের নিমিত্ত সহকারী সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকট দাখিল করা হইবে।

এটেষ্টেসন বা তসদিক্।

খতিয়ান প্রস্তুত হইবার পরে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে প্রত্যেক গ্রামে অথবা

তাহার নিকটস্থ সুবিধামত স্থানে প্রত্যেক গ্রামের তজদিক আরম্ভ হইবে। তজদিক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাজস্ব কর্ম্মচারীগণসমক্ষে ভূম্যধিকারী ও প্রজা স্ব স্ব খতিয়ান সহ নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হওয়ার জন্য ঘোষণা প্রচারিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহার খতিয়ান পরীক্ষা করিবেন এবং তল্লিখিত বিষয়গুলি তাহাকে পড়িয়া শুনাইবেন। তৎকালে দখল অনুসারে বিরোধ সমূহ সরাসরি ভাবে নিষ্পত্তি করিবেন। এবং নিজ হস্তে প্রজার ষ্টেটস্ অর্থাৎ স্বার্থ, যথা মধ্যস্বত্বাধিকারী, মোকররী, স্থিতিবান, দখলীস্বত্ব ও অদখলীস্বত্ব বিশিষ্ট ইত্যাদি ও যোতের অনুসঙ্গের এবং বিশেষ চুক্তির কথা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন। মোকররী ইত্যাদি সম্বন্ধে ১৭০০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মালিক কিম্বা মালিকগণ কত খাজানা দেন, প্রজা বা প্রজাগণ কত খাজানা দেয়, আপত্তি শ্রবণান্তে ভ্রম প্রমাদ সংশোধন পূর্ব্বক সেই খাজানা নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তৎপরে ঐ খতিয়ানে রাজস্ব কর্ম্মচারী দস্তখত করিয়া তজদিকের কার্য্য শেষ করিবেন। যোত সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ স্বত্ব গুলিন লিখিতে হইবে—

(১) খাজানার টাকা, নগদান অথবা ভাওলী।

(২) ভূম্যধিকারীর চাকরাণ ভূমি কিনা।

(৩) প্রথানুযায়ী যোত হস্তান্তর যোগ্য কিনা।

(৪) বাস্তু ভূমির জন্য কোন পৃথক্ খাজানা দিতে হয় কিনা।

(৫) লপ্ত পয়স্ত অথবা সিকস্তি হইলে খাজানা কমি বেশী হইবে কি না, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ১০২ ধারা ১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লাখেরাজ বাজাপ্ত ভূমিতে তজদিক কালে খতিয়ানে করের যোগ্য বলিয়া লিখিতে হইবে। কর ধার্য্য করিবার জন্য ভূম্যধিকারীকে ১০৫ ধারা অনুসারে সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে। কিন্তু আপোষ সূত্রে পক্ষগণ রাজী হইলেও কর ধার্য্য করা যাইতে পারে।

কোন প্রজা জমি ইস্তাফা করিবার কথা প্রকাশ করিলে ভূম্যধিকারী তাহা অস্বীকার করিলে রায়তকে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে, নতুবা সেই জমি রাইয়তের নামে তজদিক হইবে।

ভূম্যধিকারীর নিম্নলিখিত প্রকার স্বত্ব খতিয়ানে থাকিতে পারে—

(১) খামার জমী।

(২) খামার ভিন্ন অন্য জমী নিজ আবাদে থাকিলে।

(৩) জিরাত ভিন্ন অন্য জমী নিজ আবাদে থাকিলে।

(৪) খাস পতিত, যথা জঙ্গল, নদী ইত্যাদি।

(৫) গ্রাম্য পথ, শ্মশান, গোরস্থান, প্রভৃতি সাধারণ জমি।

মধ্যস্বত্বাধিকারী ও অন্যান্য প্রজা সম্বন্ধে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ৬-১৮, ২১, ২৩, ২৫, ২৭ হইতে ৩০ ধারা, ৪১ হইতে ৪৭ ধারাও কোর্ফা রায়ত সম্বন্ধে ৪৮, ৪৯ ধারা দ্রষ্টব্য। এবং ইস্তমরারী প্রজা সম্বন্ধে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ১৭ হইতে ২৫ পৃষ্ঠা ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

"কোন পুষ্করণী, নদী বা বিল হইতে কোন জমিতে জল সেচনের গর্ত অথবা অন্য কোন প্রকার সচ্ছন্দাধিকার থাকিলে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ১০২ (খ) ধারা ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ঐরূপ গোচারণ, শ্মশান, গোরস্থান প্রভৃতি লিখিতে হইবে। প্রথা অনুসারে প্রজা বৃক্ষ ছেদন করিতে পারিলে সেই সর্তও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

মৌজার তসদিক শেষ হইলে খতিয়ান সমূহ মৌজা অনুসারী মহালওয়ারী এবং পাট্টি থাকিলে তৎপর পাট্টিওয়ারী করিয়া সাজান হয়। জমীদারের অধীন খতিয়ান সকলে সর্ব্ব প্রথমে এবং পরে পরে যে যে, মধ্যস্বত্বাধিকারী খাজনা দেয় তাহাদের অধীনস্থ খতিয়ানসমূহ মধ্যস্বত্বাধিকারীর রেবেটের শৃঙ্খলা অনুযায়ী সাজান হইয়া থাকে, নিষ্কর ভোগী মধ্যস্বত্বাধিকারীর খতিয়ান পতিত ভূমির খতিয়ানের পর রক্ষিত হয়। উপরোক্ত বিভাগের মধ্যে খতিয়ান সমূহ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে সাজানা হয় যথা :-

(১) জমিদারের দখলি নিজ ভূমি অর্থাৎ জিরাৎ খামার ইত্যাদি ;
(২) মধ্যস্বত্বাধিকারীর দখলী জমীদারের নিজ ভূমি ;
(৩) জমিদারের খাসদখলের অন্যান্য ভূমি ;
(৪) মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাসদখলের অন্যান্য ভূমি ;
(৫) মোকররী নিরিখ অথবা খাজানায় রায়তকর্ত্তৃক ভোগকৃত ভূমি ;
(৬) মোকররী নিরিখ অথবা খাজানায় স্থিতিবান রায়তকর্ত্তৃক ভোগকৃত ভূমি ;
(৭) স্থিতিবান রায়তের দখলে জমীদারের নিজ ভূমি ;
(৮) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকর্ত্তৃক ভোগকৃত ভূমি ;
(৯) দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকর্ত্তৃক ভোগকৃত ভূমি ;
(১০) দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের দখলী জমীদারের নিজ ভূমি ;
(১১) নিষ্কর ভোগী রায়তের ভূমি ;
(১২) জমীদারের দখলী পতিত ভূমি ;
(১৩) সাধারণের দখলী অনাবাদি ভূমি ;
(১৪) নিষ্কর ভোগী মধ্যস্বত্বাধিকারীর দখলী আবাদি ভূমি ;
(১৫) নিষ্কর ভোগী মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধীন রায়তগণের ভোগকৃত ভূমি ;
(১৬) গবর্ণমেণ্টের ভূমি ;
(১৭) কোর্ফা-রায়তের ভোগকৃত জমি ; ইহা রায়তের শৃঙ্খলা অনুযায়ী সাজান হইয়া থাকে ;

জমীদারের নিজভূমী নির্ণয়করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিধানসমূহ।

(১) দরখাস্ত জেলার কালেক্টার সাহেবের নিকট, সবডিভিসনাল অফিসারের নিকট এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন এসিষ্টাণ্ট অথবা ডেপুটী কালেক্টারের নিকট করা যাইতে পারে ; কালেক্টার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে কালেক্টার

সাহেব তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীর সমীপে নিষ্পত্তির জন্য পাঠাইতে পারেন।

(২) দরখাস্তকারীকে দরখাস্তে দস্তখত করিতে হয় এবং তাহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ দিতে হয়;

(ক) নাম, তৌজি নম্বর এবং মহালের রাজস্ব;

(খ) যে সমস্ত জমীদারের নাম জারি আছে তাহাদের নাম, ও প্রত্যেকের অংশ;

(গ) যে গ্রামে ঐ জমী থাকে তাহার নাম এবং জমীর পরিমাণ, প্রত্যেক দাগের চৌহদ্দী জানা থাকিলে তাহা এবং প্রত্যেক দাগের বিশেষ বিবরণ;

(ঘ) ঐ ভূমী কোন প্রজার দখলে থাকিলে তাহার নাম;

(ঙ) যে অজুহাতে দরখাস্ত করা হইতেছে, তাহা।

(৩) দরখাস্ত প্রাপ্তে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী দরখাস্তকারীর অথবা তাহার প্রতিনিধির এজাহার লইয়া আবশ্যকমত তদন্ত করিবেন। ঐ সময়ে কোন অতিরিক্ত বিষয়ের প্রমাণ করণেরও হুকুম দিতে পারেন।

(৪) গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাক্রমে ঐ ভূমী পরিমাপ দ্বারা নির্ণয় করা না হইয়া থাকিলে অথবা কোন বিশেষ কারণবশতঃ পুনর্ব্বার পরিমাপ করা আবশ্যক বোধ হইলে, তিনি ঐ ভূমী পরিমাপের হুকুম দিবেন এবং বাটোয়ারা মোকদ্দমায় ভূমীর পরিমাপের বিধানানুযায়ী খরচার হিসাব করিবেন, এবং দরখাস্তকারীকে তাহা তৎক্ষণাৎ অথবা কিস্তি অনুযায়ী দাখিল করিতে আদেশ দিবেন।

উট্‌বন্দি ভূমী।

উট্‌বন্দিভূমী সম্বন্ধে তত্ত্ব‌দিকের সময়ে বিশেষরূপ তদন্ত করিতে হয়। যে স্থলে উট্‌বন্দি প্রথার প্রচলন আছে তথায় কোন ব্যক্তি সেই প্রথানুযায়ী সাধারণতঃ তৎকালোচিত পতন-ভূমী ভোগ করিলে তাহাতে তাহার দখলী স্বত্ব উদ্ভব হইবে না। কিন্তু একই ভূমী ধারাবাহিক ১২ বৎসর কাল ভোগ করিলে কেবলমাত্র সেই ভূমীতে তাহার দখলী স্বত্ব উদ্ভব হইবে।

২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, হুগলি, হাবড়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ এবং পাবনা জেলায় উট্‌বন্দি প্রথার প্রচলন আছে।

উট্‌বন্দি ও ভাওলীভূমী। ভাওলী ভূমীর খাজানা ফসল অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভাওলীভূমী একই লোকের চাষে অনেক বৎসর থাকিতে পারে, কিন্তু উট্‌বন্দি ভূমী সচরাচর সেরূপ থাকে না। কখনও কখনও অনবরত চাষে ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি নষ্ট হয়, কিছুকাল অনাবাদী রাখিলে উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি হয়; এই রূপে উর্ব্বরতাশক্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্যই উট্‌বন্দি প্রথার প্রচলন হইয়াছে।

প্রজার বাস্তভূমী।

প্রজা স্বীয় বাস্তভূমী তাহার জোতের অংশ স্বরূপ ভোগ করিলে ঐ ভূমী ঐ জোতের খতিয়ানে লেখা হয়।

"কোন বিরুদ্ধ প্রথা না থাকিলে কৃষি-প্রজার বাস্তভূমীতে দখলী স্বত্ব উদ্ভব হইতে পারে; ভূম্যধিকারীকে বিরুদ্ধ প্রথার প্রমাণ করিতে হইবে।

যে গ্রামে প্রজার বাড়ী সে সেইগ্রামের রাইয়ত না হইলেও অথবা যাহার ভূমীতে সে বাস করে তাহার রাইয়ত না হইলেও বাস্তভূমীতে তাহার দখলী স্বত্ব উদ্ভব হইতে পারে; এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নজীর ১৮২ ধারার নিম্নে দেওয়া হইয়াছে। রাইয়তের বসতভূমী না হইলে তজ্জন্য পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত হয় না, উহা ভূম্যধিকারীর খতিয়ানে লিখিত হয় এবং মন্তব্য ঘরে দখলিকারের নাম থাকে।

কোর্ফা রায়ত।

স্থানীয় প্রথানুসারে কোর্ফা রাইয়ত দখলী স্বত্ব অর্জ্জন করিতে পারে; নিম্নলিখিত স্থলে দখলী স্বত্ব উদ্ভব হইতে পারে যথা:—

(১) নিজ পরিশ্রমে পতিত ভূমি আবাদী করিলে;

(২) কোর্ফা জোত দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে;

(৩) রাইয়ত-ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক গৃহ নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন ও বৃক্ষ রোপণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত নজীর ৪৮ এবং ৪৯ ধারার নিম্নে দেওয়া হইয়াছে।

নিষ্কর ভূমী (লাখেরাজ)।

নিষ্করভূমী তিন প্রকার যথা:—

(১) রাজস্ব বিহীন সিদ্ধ লাখেরাজ; এই প্রকার ভূমীর ২ নং খেবট প্রস্তুত হয়। যে ভূমী কালেক্টারির "বি" (B) রেজিষ্টারিতে লেখা আছে কেবল তাহাই সিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া গণ্য হয়।

(২) খাজানা বিহীন লাখেরাজ:- ব্রহ্মোত্তর, শিবোত্তর, চেরাগী, পীরপাল ইত্যাদি।

(৩) কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য রাজস্ব বিহীন বা খাজানা শূন্য চাকরাণ ভূমী যথা:—পাটনী চাকরান, ধোপা নাপিতের চাকরাণ, গোড়াইত চাকরাণ, চৌকিদারী চাকরাণ ইত্যাদি;

১১৭২ সালে ৫ বৎসরের মেয়াদে রাজস্ববন্দোবস্ত হয়; ১১৭৮।১১৭৯।১১৮০ এবং তৎপরবর্ত্তী সালেও রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়। স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী লাখেরাজদারগণের স্বত্বনির্ণয় উদ্দেশে এবং তঞ্চকতামূলক লাখেরাজ স্থির করিবার জন্য ১৭৯২ সালে ৬নং রেগুলেসন পাশ হয়। এই রেগুলেসন অনুসারী:—

(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৬৫ সালের পূর্ব্বে যে সকল লাখেরাজের সনদ ছিল তাহা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়।

(২) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী গ্রহণের পরে যে সকল লাখেরাজ দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বাহাদুর মঞ্জুর করেন নাই তাহা অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়।

(৩) ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্টের পূর্ব্বে লাখেরাজদারগণের কেবলমাত্র দখল থাকিলে কোন সনন্দ না থাকিলেও তাহাদের লাখেরাজ ভূমি সিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া গণ্য করা হয়।

(৪) ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্টের পরে খরিদ বিক্রয় অথবা দানক্রমে কোন নিষ্কর ভূমি হস্তান্তর হইয়া থাকিলেও ঐ তারিখের পূর্ব্বের সনন্দ অথবা দখল প্রমাণিত হইলে তাহা সিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া গণ্য হয়।

(৫) যে সকল ব্যক্তি রাজস্ববিহীন লাখেরাজ দাবী করিয়াছিলেন তাঁহাদের স্বত্ব সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত নিষ্কর ভূমির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হয়। এই তদন্ত ৪ বৎসরের অতিরিক্তকাল ধরিয়া চলে এবং এই সময় নিষ্কর ভূমির বহি প্রস্তুত হয়। কোনও কোনও কালেক্টারিতে অদ্যাবধিও এই বহি দেখা যায়।

ইহার পর নিষ্কর সম্বন্ধে ১৭৯০ সালের ৫১ নং রেগুলেসন পাশ হয়; ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্টের পূর্ব্বে যে সকল জমি নিষ্কর দেওয়া হইয়াছিল তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ তারিখের পরে নিষ্কর গ্রহীতার দখলে থাকিলে এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত না হইলে তাহা এই রেগুলেসন অনুযায়ী সিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া গণ্য হয়।

১৭৯১ সালের ৬২ নং রেগুলেসনের ৩৩ ধারার বিধান মতে বর্ত্তমান লাখেরাজ যাহা উপযুক্ত ক্ষমতা ক্রমে বা ব্যতিরেকে রাজস্ব রহিত করা হইয়াছিল তাহা বাদ দিয়া অন্যান্য জমির রাজস্ব ধার্য্য করা হয়।

নিষ্কর জমি সম্বন্ধে ১৭৯৩ সালে ১৯নং রেগুলেসন পাশ হয়। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্টের পরে এবং ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে, রাজস্ব শূন্য লাখেরাজ গবর্ণমেণ্টের সমমতিক্রমে অথবা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অথবা তদীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক মঞ্জুর না হইয়া থাকিলে তাহা অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়;

আলতমঘা, জাইগির, আয়মা, মদদমাস এবং অন্যান্য বাদসাহি লাখেরাজ সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রকার বিধান ১৭৯৩ সালের ২৩নং রেগুলেসনে প্রকাশিত হয়।

১৭৯৬ সালের ৮নং রেগুলেসনের বিধান অনুসারে নিষ্কর জমির রেজিষ্টারের পদ রহিত হইয়া তাহার কর্ত্তব্য কালেক্টার সাহেবের উপর অর্পিত হয়।

নিষ্কর সম্বন্ধে এই সময় অল্প বিস্তর তদন্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; কোথাও কোথাও ১৮০৫ সালের তায়দাদ এবং পিরিওডিকাল রেজেষ্টার দৃষ্ট হয়।

১৮০০ সালে ৮নং রেগুলেসন পাশ হয়, এই রেগুলেসন অনুসারে সমস্ত নিষ্কর জমির দখলকারগণকে এক বৎসরের মধ্যে স্ব স্ব নাম কালেক্টরির রেজিষ্টারিতে লিপিবদ্ধ করিতে বলা হয়। ১৮০৮ সালে অধিকাংশ তায়দাদ দাখিল করা হইয়াছিল।

১৮১৯ সালে ২নং রেগুলেসন পাশ হয়; ইহাকেই "দোয়েম কানুন" বলে; এই রেগুলেসন অনুযায়ী অনেক অসিদ্ধ লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত বাজেয়াপ্ত জমির সার্ধ্য রাজস্ব গভর্ণমেণ্টের বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে একই সনন্দ ক্রমে দত্ত, এক কিম্বা ততোধিক গ্রামে অবস্থিত ১০০ বিঘার অনতিরিক্ত

বাজেয়াপ্তি জমির ধার্য্য রাজস্ব, ঐ জমি যে মহালে অবস্থিত সেই মহালের রাজস্বের জন্য যে ব্যক্তি দায়ী, তাহারই বলিয়া বিধান করা হয়। ঐ সকল মহালের জমিদারদিগকে অসিদ্ধ নিষ্কর ভূমি দখলকারগণকে বলপূর্ব্বক বেদখল করিয়া উক্ত রেগুলেশনের ১০ ধারা অনুযায়ী দখল করিতে বলা হয়।

পরে এই ধারা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের দ্বারা রহিত করা হয় (২০ ধারা) এবং নিষ্কর ভূমীর দখলকারগণকে বেদখল করিতে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়।

যে যে ব্যক্তি রাজস্ব শূন্য লাখেরাজ দখল করিতেছিলেন তাহাদিগের প্রতি ২৫ (১) ধারা অনুযায়ী নোটীশ জারির পর এক বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণ দাখিল করিতে অনুজ্ঞা প্রচার করা হয় যথা ঃ—

(১) লাখেরাজের নাম (২) সনন্দ দাতার নাম, (৩) মূল সনন্দ গ্রহীতার নাম (৪) তাহার স্বত্ব কি প্রকারে উদ্ভব হইল—উত্তরাধিকারী সূত্রে, খরিদ ক্রমে বা অন্য প্রকারে (৫) দলিল অথবা সনন্দের তারিখ (৬) সনন্দে কোন্ কোন্ মৌজার উল্লেখ আছে (৭) কোন্ কোন্ পরগণায় ঐ সকল মৌজা অবস্থিত, (৮) মূল সনন্দের নকল।

কোন ব্যক্তি কালেক্টার সাহেবের এলাকা মধ্যে রাজস্ব যোগ্য অসিদ্ধ লাখেরাজ ভূমি ভোগদখল করিতেছেন বলিয়া কালেক্টার সাহেবের প্রতীয়মান হইলে তিনি রেভিনিউ বোর্ডে রিপোর্ট করিবেন, বোর্ড কালেক্টার সাহেবকে তদন্ত করিতে হুকুম দিতে পারেন; রেভিনিউ বোর্ডের মঞ্জুরীক্রমে তিনি সেই স্থান জরিপ করাইতে পারেন; স্বত্ব সম্বন্ধে তদন্তপূর্ব্বক কালেক্টার সাহেব তাঁহার অভিমত বাক্তে একটি রোবকারী লিপিবদ্ধ করিয়া রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন; তৎপর রেভিনিউ বোর্ড রায় লিখিবেন; এবং রোবকারীতে তাঁহাদিগের মতামত লিপিবদ্ধ করিবেন। যোগ সাজসাক বা প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া দেওয়ানী আদালতে প্রমাণিত না হইলে রেভিনিউ বোর্ডের হুকুমই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। রেভিনিউবোর্ড রাজস্বযোগ্য বলিয়া রায় দিলে কালেক্টার সাহেব রাজস্ব ধার্য্য করিবেন। ১৭৯৩ সালের ১৯নং রেগুলেশনের ৫ ধারা অনুযায়ী রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গীয় ১১৭৮ বা ১১৭৯ সালের পূর্ব্বে ঐ ভূমী লাখেরাজ দেওয়া হইয়া থাকিলে সেই স্থানে অন্যান্য ভূমীর যে পরিমাণ রাজস্ব ধার্য্য করা হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ রাজস্বে ঐ ভূমীর মালিক উহা ভোগ করিতে পারিবেন। উল্লিখিত সময়ের পরে ভূমী লাখেরাজ দেওয়া হইয়া থাকিলে দশশালা বন্দোবস্তের নিয়ম অনুযায়ী সে স্থানে অন্যান্য ভূমীর যে পরিমাণ রাজস্ব উহারও সেই পরিমাণ রাজস্ব ধার্য্য হইবে।

১৮২৫ সালে ৯নং, ১৩নং এবং ১৪নং রেগুলেশন পাশ হয়। ১৮২৮ সালের ৩নং রেগুলেশনক্রমে স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত হয়, রাজস্ব কর্ম্মচারীগণের রাজস্ব ধার্য্যের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার নিমত্তই এই পদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৮১৯ সালে ২নং রেগুলেশন পাশ হইবার পূর্ব্বে অসিদ্ধ লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার

জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; এবং এই রেগুলেসন পাশ হইবার পরও বাজেয়াপ্তের রীতিমত চেষ্টা হয় নাই; ১৮২১ সাল হইতে ১৮২৩ পর্যন্ত কোথাও কোথাও কয়েক খানা তায়দাদ দাখিল করা হইয়াছিল। ১৮২৫ সালের সেটেলমেণ্ট রেগুলেসন পাশ হইবার পর ১০০ বিঘার অতিরিক্ত এবং স্থল বিশেষে ১০০ বিঘার ন্যূন লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের বিশেষ চেষ্টা করা হয়, ১০০ বিঘার ন্যূন লাখেরাজ পরিমাপে ১০০ বিঘার অতিরিক্ত হইলে তাহা বাজেয়াপ্তের চেষ্টা হইয়াছিল, ১৮১৯ সালের ২নং রেগুলেসন অনুযায়ী পরিমাপ করিবার নিমিত্ত মৌজায় মৌজায় আমিন প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল আমিনের চিঠাকেই "দোয়েম কানুনের চিঠা" বলে। পরিমাপের পর যে সকল লাখেরাজ ১০০ বিঘার ন্যূন হয় এবং যে সকল ১০০ বিঘার অতিরিক্ত লাখেরাজ প্রকৃত লাখেরাজ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা গবর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দেন। কালেক্টারিতে সংরক্ষিত পরগণা রেজিষ্টারীর ২য় ভাগে এই প্রকার রাজস্ব শূন্য লাখেরাজ সন্নিবেশিত আছে। বঙ্গদেশে রেভিনিউ সার্ভের পরেও কতকগুলিন বাজেয়াপ্তী মোকর্দ্দমা দায়ের করা হয়। এই সকল মোকর্দ্দমা প্রথমতঃ থাকবস্ত ডেপুটী কালেক্টার নিষ্পত্তি করিতেন; ইহাকেই "ইজাদ" মোকর্দ্দমা বলে। ইজাদ অর্থে অতিরিক্ত ভূমী বুঝায়। থাকবস্ত ডেপুটী কালেক্টার "ছাপি লাখেরাজ ইজাদ" সাব্যস্ত করিলে ১৮১৯ সালের ২নং রেগুলেসন অনুসারে রাজস্ব ধার্য্য করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার নথি কালেক্টার সাহেবের নিকট প্রেরণ করিতেন। ১৮৩২ হইতে ১৮৪৭ সাল পর্য্যন্ত ১৮১৯ সালের ২নং রেগুলেসন অনুযায়ী যে সকল লাখেরাজ ভূমী বাজেয়াপ্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং প্রমাণ না থাকায় ছাড়িয়া দেওয়া হয় তৎসমুদায়ই থাকনক্সায় দর্শিত হইয়াছে।

থাক নক্সায় কোন ভূমী দেবত্তর বলিয়া দর্শিত হইলে তাহার কোন বিশেষ মূল্য নাই, কারণ কোন্ ভূমি দেবত্তর তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার ক্ষমতা থাকবস্ত আমিনগণের ছিলনা; সম্ভবতঃ পক্ষগণের প্রতিনিধিদিগের বর্ণনা অনুযায়ী ঐরূপ লেখা হইয়াছে, এবং সেই সময় উহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে অন্য কেহ উপস্থিত ছিল না। (১৮ কলি ২২৪)

১৭৯৩ সালের ১৯নং রেগুলেসনের ২৮ ধারার বিধান অনুসারে তায়দাদে লিখিত বিষয় কাহারও কোন স্বত্ব স্থজন করে না; ইহাতে এইমাত্র প্রমাণ হয় যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব শূন্য বা খাজানা বিহীন লাখেরাজ দাবী করা হইয়াছিল সুতরাং কোন ভূমি প্রকৃত নিষ্কর হইলেও তাহা আইনগত নিষ্কর না হইলে ভূম্যধিকারী কর যোগ্য বলিয়া দাবী করিতে পারেন; ৬০ বৎসর পরে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব ধার্য্যের দাবী তমাদী দোষে অচল হয়। অন্য জমীদারের পক্ষে এতৎ সম্বন্ধে তমাদীর বিধান আইনে সুস্পষ্ট নাই। সদর দেওয়ানী আদালতের সিলেক্ট রিপোর্ট ৭ ভালম ৫৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত সেখ সফিতুল্লা 'বনাম' জয়কিশোর মুখোপাধ্যায় দিগরের নজির অনুযায়ী কর ধার্য্যের দাবী ১২ বৎসর পরেই তমাদী হয় না, পরন্ত শেষের নজিরগুলি দেখিলে ১২ বৎসরেই তমাদী হয় বলিয়া বোধ হয়, ফরবেস 'বনাম' মহম্মদ হোসেন ২০ উ, রি ৪৪)। তমাদির বিধান

যাহাই হউক যে তারিখে ভূম্যধিকারী অপরপক্ষের লাখেরাজ দাবী জানিতে পারেন সেই তারিখ হইতে তমাদী কাল গণনা করা হয়। তায়দাদ হইতে বুঝা যায় না যে ভূম্যধিকারীর জ্ঞাতসারে উহা লিখিত হইয়াছিল সুতরাং কেবল তায়দাদ দ্বারা ভূম্যধিকারীর দাবী তমাদী দোষে অচল বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। তমাদীকাল ১২ বৎসর হইলে ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক যে অন্যূন ১২ বৎসর হইতে ভূম্যধিকারী তায়দাদের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন; গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তমাদিকাল ৬০ বৎসর সুতরাং তায়দাদ সমূহের তারিখ হইতে ৬০ বৎসর পরে গবর্ণমেণ্টের দাবী তমাদী দোষে অচল হইবে। তায়দাদ দ্বারা প্রমাণের ভার পক্ষ বিশেষের উপর অর্পিত হয়; তায়দাদ থাকিলে এবং নিষ্কর গ্রহীতার স্বত্ব যদি জীবন স্বত্ব না হয়, বর্ত্তমান নিষ্কর দাবীদারের দখল প্রমাণিত হইলে ভূমি যে করযোগ্য হইবে তাহা সর্ব্ব প্রথমে ভূম্যধিকারীকে প্রমাণ করিতে হয়। [illegible] ১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নূন খারাজী অথবা ছাপি লাখেরাজ হজাদ ভূমিতে গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব দাবীর দাবী পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐ সকল ভূমি রাজস্ব রহিত লাখেরাজ বলিয়া ভারত সম্রাটের অধীনে লিপিবদ্ধ করা হয়। লাখেরাজদার ভূম্যধিকারীকে বেদখল করিয়া ভূমি দখল করিলে খারাজী ভূমি অপেক্ষা অতিরিক্ত ভূমি তাহার দখলে থাকিলেও এবং ঐ ভূমি থাক নক্সায় ভূম্যধিকারীর ভূমি বলিয়া দর্শিত হইলেও খাজানা বকেয়ার মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারী ও লাখেরাজদার উভয়েই সমশ্রেণীর ভূম্যধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে আপত্তি সমূহ দখল অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভূমী লাখেরাজদারের দখলে থাকিলে ভূম্যধিকারীর খাজানা বাকেয়ার আপত্তি অগ্রাহ্য হয়; স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রচারের পর ১০৬ ধারা অনুসারে তদ্বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যাইতে পারে অথবা দেওয়ানী আদালতে স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা চলিতে পারে।

নূন খারাজী লাখেরাজ অথবা ছাপি লাখেরাজ হজাদ না হইলে সমস্ত নিষ্কর ভূমীই খাজনা রহিত লাখেরাজ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; অর্থাৎ তাহা কোন না কোন মহালের অধীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

খজানা শূন্য লাখেরাজ তিন প্রকারে প্রমাণ করা যাইতে পারে যথা: (১) যে ভূমির তায়দাদ আছে এবং তায়দাদের লিখিত ভূমীর পরিমাণের সহিত দাবীকৃত ভূমীর পরিমাণের কোন বিশেষ পার্থক্য নাই; ভূম্যধিকারী ঐ ভূমী কর যোগ্য বলিয়া দাবী করিলে স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে লাখেরাজদারকে কেবল প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে তায়দাদের লিখিত ব্যক্তির (গ্রহীতার; আইনতঃ উত্তরাধিকারী। ঐ ভূমী ভূম্যধিকারী মাল বলিয়া দাবী করিলে তাহাকেই তাহার প্রমাণ সর্ব্বাগ্রে দিতে হয়।

(২) ভূম্যধিকারীর প্রদত্ত রোড্‌সেস্ রিটার্ণে ঐ ভূমি লাখেরাজ বলিয়া উল্লেখ থাকিলে;

(২) ভূম্যধিকারী কর্তৃক কোন প্রজার বিরুদ্ধে নালিশী আর্জির লিখিত চৌহদ্দিতে ঐ ভূমী লাখেরাজ বলিয়া উল্লেখ থাকিলে।

দাবীদার নিম্নলিখিত প্রমাণ দিলে প্রমাণের ভার ভূম্যধিকারীর উপর পড়ে (ক) ঐ ভূমিকে স্থানীয় লোক লাখেরাজ বলিয়া জানে (খ) ১২ বৎসরের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট-কৃত কোন নক্সা বা কাগজে ঐ ভূমি লাখেরাজ বলিয়া লিখিত হইয়াছিল, (গ) নিষ্কর দাবীদার প্রজার নিকট হইতে পীড়ি ক্রমাগত সূত্রে বহুকাল ঐ ভূমি নিষ্কর বলিয়া দখল করিতেছে। স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে সরাসরি প্রণালীতে বিচার হইয়া থাকে; স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রচারের পর ১০৫।১০৬ ধারার মোকদ্দমায় নিষ্কর সম্বন্ধে নিয়মিত বিচার হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী মোকদ্দমায় পক্ষ বিশেষের উপর প্রথম প্রমাণের ভার অর্পিত হয়; স্বত্বলিপির লিখিত বিষয় শুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; তাহার বিরুদ্ধে যে কেহ কোন প্রতীকার পাইবার প্রার্থনা করেন তাঁহাকেই তাহার প্রমাণ দিতে হয়।

খাজানা শূন্য লাখেরাজ লইয়া সেটেলমেণ্টের সময় বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। কোন্‌টী প্রকৃত লাখেরাজ, কোন্‌টী অপ্রকৃত তাহা জানিতে না পারিয়া ভূম্যধিকারী সচরাচর সমস্ত লাখেরাজেই আপত্তি দিয়া থাকেন। এই সময়ে অনেক অপ্রকৃত লাখেরাজও সৃষ্ট হয় এবং প্রকৃত লাখেরাজের ভূমির পরিমাণ অনেক সময়ে বৃদ্ধি করিতে দেখা যায়; হয়ত কাহারও দুই বিঘা প্রকৃত লাখেরাজ ভূমি আছে কিন্তু লাখেরাজদার আরও তিন বিঘা ভূম্যধিকারীর পতিত অথবা অন্য মালের ভূমি লইয়া পাঁচ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দাবী করেন। কখনও কখনও সেটেলমেণ্টের পূর্ব্বেই ভূম্যধিকারীর আমলাগণের যোগে বা অন্যপ্রকারে অনেক মিথ্যা লাখেরাজের সৃষ্টি হয়; আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে প্রকৃত লাখেরাজদারের কোনও ওয়ারিস নাই, কিন্তু অন্য ব্যক্তি সেই ভূমি দখল করিয়া তাহা তাহার ব্রহ্মোত্তর বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

ভূম্যধিকারী সমস্ত লাখেরাজে আপত্তি দিলে অনেক সময়ে প্রকৃত লাখেরাজদারও বিপন্ন হইয়া পড়েন; কারণ তিনি জানেন না যে তৎসম্বন্ধে কি প্রমাণাদি আছে। জমিদারির অন্তর্গত সমস্ত ভূমীই খাজনার জন্য দায়ী, রেভিনিউ অফিসার সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ অনুমান করেন; সুতরাং কেহ কোন ভূমী নিষ্কর বলিয়া দাবী করিলে সর্ব্বপ্রথমে তাহাকেই তাহার দাবীর প্রমাণ দিতে হয়। সনন্দ থাকিলেই লাখেরাজ প্রমাণ হইবে না। সনন্দদাতার নিষ্কর দান করিবার ক্ষমতা বা অধিকার ছিল কি না তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে। অনেক সময়েই সনন্দে চৌহদ্দি থাকে না; সুতরাং সনন্দের লিখিত ভূমিই যে বর্ত্তমান দাবীকৃত ভূমি তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে। তবে মৌজার নাম ও ভূমির পরিমাণের সহিত মিল থাকিলে রেভিনিউ অফিসার অনুমান করিতে পারেন যে বর্ত্তমান দাবীকৃত ভূমীই সনন্দের লিখিত ভূমি। অনেক স্থলে সনন্দ থাকে না কিন্তু তায়দাদ থাকে, এস্থলে মৌজার নাম ও ভূমীর পরিমাণের সহিত মিল হইলে রেভিনিউ অফিসার বর্ত্তমান দাবীকৃত ভূমীই তায়দাদের লিখিত ভূমী এইরূপ অনুমান করিয়া, ভূম্যধিকারীর উপর প্রমাণের ভার অর্পণ করিতে পারেন;

কিন্তু তৎপূর্ব্বে নিষ্কর দাবীদারকে প্রমাণ করিতে হইবে যে সনদের অথবা দায়দাদের লিখিত ব্যক্তির সে আইনতঃ ওয়ারিস। নিষ্কর দাবীদারের দখল ১২ বৎসরের অধিককাল হইলেই ভূম্যধিকারীর দাবী তমাদিদোষে অচল হইবে না। লাখেরাজদারকে ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে যে পরিমাণ ভূমী নিষ্কর বলিয়া দাবী করিতেছে ভূম্যধিকারীর আতমাকে সে সেই পরিমাণ ভূমী বার বৎসরের অধিককাল নিষ্কর ভোগ দখল করিয়াছে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, কোন ভূমী ব্রহ্মোত্তর বলিয়া ইতিপূর্ব্বে ভূম্যধিকারী রোডসেস্ রিটার্ণ দিয়াছেন; আবার যে স্থলে লাখেরাজদারের মাল জমাও থাকে সে স্থলে খাজনার নালিসে লাখেরাজ ভূমী বাদ দিয়া বাকি ভূমীর নালিস করিয়াছেন, কোথাও বা প্রজার বিরুদ্ধে নালিসে ভূম্যধিকারী চৌহদ্দিতে ঐ ভূমী লাখেরাজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এই স্থলে ভূম্যধি-কারী স্বকৃত কার্য্যের দ্বারা বাধ্য। স্থানীয় লোক কোন ভূমি লাখেরাজ বলিয়া জানে; এস্থলে ভূম্যধিকারী উহা মাল বলিয়া দাবী করিলে তাহাকেই তাহার প্রমাণ সর্ব্বাগ্রে দিতে হয়। লাখেরাজদার, প্রজার বহুকালের কবুলিয়ত, রসিদ, দাখিলা ফারখতি এবং অন্যান্য কাগজ দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন যে ঐ ভূমী তিনি ধারাবাহিক বহুকাল লাখেরাজ বলিয়া ভোগ দখল করিয়াছেন; এস্থলেও প্রমাণের ভার ভূম্যধিকারীর উপর ন্যস্ত হয়। এইরূপ ত্রিপুরার মহারাজা লাখেরাজদারদিগের বিরুদ্ধে বহুতর মোকদ্দমা আনায় হাইকোর্টের বিচারে লাখেরাজদারদিগের সাপক্ষে লাখেরাজ সাব্যস্ত হইয়াছে। কারণ তাহারা ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল লাখেরাজ-স্বরূপ ভূমী দখল করিয়াছিল।

ল্যাণ্ড একুইজিসন্ আইন অনুযায়ী গৃহীত ভূমী।

১৮৯৪ সালের ল্যাণ্ড একুইজিসন্ আইন অনুযায়ী গভর্ণমেণ্টের, রেল কোম্পানির, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ইত্যাদির গৃহীত ভূমীতে যতদিন ঐ ভূমী গবর্ণমেণ্ট, রেল কোম্পানি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ইত্যাদির দখলে থাকে, ততদিন উহাতে প্রজার দখলী-স্বত্ব উদ্ভব হয় না। ১১৬ ধারা দ্রষ্টব্য।

চর এবং দিয়ারা জমি।

চর এবং দিয়ারা ভূমীও উটবন্দি ভূমীর সদৃশ, অর্থাৎ কেহই একই ভূমি ধারা-বাহিক ১২ বৎসর কাল ভোগ দখল না করিলে তাহাতে কাহারও দখলী-স্বত্ব উদ্ভব হয় না।

স্বত্ব-লিপিতে আবওয়াব লিখিত হয় না। পথকর খাজানার নিচে লেখা হয়।

১০৯গ ধারা অনুযায়ী ভূম্যধিকারী এবং প্রজা আপোষে খাজনার পরিমাণ স্থির করিলে যদি উহা রেভিনিউ অফিসারের নিকট ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজানা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে তাহাই স্বত্ব লিপিতে ন্যায্য এবং উপযুক্ত দেয় খাজানা বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়।

আইনমতে দেয় খাজানা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে খতিয়ানে দেয় খাজানার ৩টী ঘর থাকে যথা :—(১) ভূম্যধিকারীর বর্ণনামতে; (২) প্রজার বর্ণনামতে; (৩) রাজস্ব কর্ম্মচারী যে খাজনা নির্ণয় করেন। দেয়

খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ উপস্থিত না হইলে, খুমারতের সময় অ্যাটেষ্টেশন মোহরেরগণ ৯টী ঘরই পূরণ করেন, বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রথম ২টী ঘর লেখা হয়, তদ্‌পরেকের সময় অ্যাটেষ্টেশন অফিসার প্রকৃত দেয় খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করিলে ৩য় ঘরে খাজনা লেখা হয়।

খাজনা সম্বন্ধে অ্যাটেষ্টেশন অফিসার তদন্তপূর্ব্বক স্থির করিবেন যে আইনত দেয় খাজনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কি না। ভূম্যধিকারীর কথিত খাজনা প্রজা স্বীকার করিলেই তাহা আইনত দেয় খাজনা হইবে না; কারণ হয় ত প্রজা ভূম্যধিকারীর ভয়ে বা অন্য কোন কারণ বশতঃ উহা স্বীকার করিয়াছে। অ্যাটেষ্টেশন অফিসার এই বিষয় নির্ণয় করিবেন। (১) প্রজার স্বীকৃত খাজনা কাল্পনিক কি না, অর্থাৎ ভূম্যধিকারীর বর্ণনামতে প্রজা যে খাজনা স্বীকার করে তাহার আদান প্রদান আছে কি না? (২) খাজনার সহিত অবৈধ পথকর বা আবওয়াব মিলিত আছে কি না? (৩) বর্ত্তমান খাজনা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২৯ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে কি না, এবং ১৫ বৎসরের মধ্যে একাধিকবার খাজনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে কি না? দখলি-স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজনা রেজিষ্টারীকৃত চুক্তি ভিন্ন বৃদ্ধি হইতে পারে না। উপরোক্ত প্রকারে ধার্য্য খাজনা আইনমতে দেয় খাজনা নহে।

ভূম্যধিকারীর জমাবন্দি, প্রজার দাখিলা, রোডসেস রিটার্ণ ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া, বা অন্য উপায়ে রাজস্ব কর্ম্মচারী প্রজার আইনমতে দেয় খাজানা সরাসরি রকমে নির্ণয় করিবেন, রাজস্ব কর্ম্মচারীর হুকুমের বিরুদ্ধে ১০৩ ক ধারা অনুযায়ী আপত্তি দায়ের করা চলে। আইনমতে দেয় খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকিলে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন সময় বিশেষ হইতে বিবাদ চলিতেছে; সেই সময়ের খাজানাই বর্ত্তমান আইনমতে দেয় খাজনা বলিয়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে, যদি সেই সময়ের পরে,—

(১) প্রজা অতিরিক্ত ভূমীর জন্য অতিরিক্ত খাজানা স্বীকার না করিয়া থাকে;
(২) আদালত অতিরিক্ত ভূমীর জন্য অতিরিক্ত খাজানার ডিক্রী না দিয়া থাকেন;
(৩) পূর্ব্বে সেই খাজনা, আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া বৃদ্ধি করা গিয়া থাকে।

খাজানা বৃদ্ধি দুই প্রকারে হইতে পারে যথা:—

(১) অতিরিক্ত ভূমীর জন্য অতিরিক্ত খাজানা ধার্য্য;
(২) ভূমীর খাজানার হার বৃদ্ধি করিয়া খাজানা বৃদ্ধি।

অতিরিক্ত ভূমীর জন্য অতিরিক্ত খাজানা ধার্য্য আইনমত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করিতে ৫২ ধারার বিধান অনুসরণ করা প্রয়োজন। প্রকৃত প্রস্তাবে পরিমাপে ভূমী বৃদ্ধি হইলে তজ্জন্য অতিরিক্ত খাজানা ভূম্যধিকারী আদায় করিতে পারেন। কোন কোন ভূম্যধিকারী অতিরিক্ত ভূমী প্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রচলিত রসি বা নল (মাপদণ্ড) ছোট করিতে চেষ্টা করেন;—কোন একখণ্ড ভূমী ৬ ছয় হাত নলের মাপে ৩/ বিঘা হইতে পারে, সেই ভূমী ৪ চারি হাত নলে মাপিলে ৪॥ বিঘা হইবে। এস্থলে একই ভূমীর বিভিন্ন নলের পরিমাপে বিভিন্ন পরিমাণ হইয়াছে কিন্তু ভূমী অতিরিক্ত হয় নাই।

ভূমীর খাজানার হার বৃদ্ধি করিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিতে ২৯ ধারার বিধান অনুসরণ করা হয়; এস্থলে এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে খাজানা আইনমতে দেয় খাজানা হইবে না।

পতিত অনাবাদী ভূমীর সম্বন্ধে রেভিনিউ বোর্ড নিম্নলিখিত নিয়ম করিয়াছেন:—

(১) পতিত অনাবাদী ভূমী দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের জোত বা জমার ভূমীর অংশ হইলে এবং সেই ভূমী বা তাহার কোন অংশ কর্ষিত হইলে পরবর্ত্তী চুক্তি ব্যতীত তজ্জন্য খাজানা আইনমতে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে যদি—

(ক) সেই জোত বা জমার পূর্ব্ব দেয় মোট খাজানা টাকা প্রতি ৵০ আনার বেশী বৃদ্ধি না হইয়া থাকে (ভূম্যধিকারী নিজব্যয়ে ভূমীর কোন উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকিলে এ নিয়ম খাটিবে না);

(খ) ১৫ পনের বৎসরের মধ্যে খাজানা একাধিক বার বৃদ্ধি করা না হইয়া থাকিলে।

(২) পতিত অনাবাদী ভূমী দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের জোত বা জমার অংশ না হইলে যদি রাইয়ত এই সর্ত্তে ঐ ভূমী ভোগ করে যে, ঐ ভূমী কর্ষিত হইলে অন্যান্য আবাদী ভূমীর নিরিখে খাজানা দিবে তবে তজ্জন্য অতিরিক্ত খাজানা আইনমতে ধার্য্য হইতে পারে; এস্থলে ২৯ ধারার বিধান খাটে না।

কোন ফসল বিশেষ চাষ করে বলিয়া এখনও কখনও কোন ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের নিকট হইতে অতিরিক্ত খাজানা আদায় করিয়া থাকেন। ২৩ ধারা অনুযায়ী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত জমি চাষের অযোগ্য না করিয়া অন্য যে কোন প্রকারে হউক ব্যবহার করিতে পারে; সুতরাং ফসল বিশেষ চাষ করিবার ক্ষমতাও তাহার আছে। সেস্থলে বৃদ্ধি খাজানা ২৯ ধারার বিধান অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ টাকা প্রতি ৵০ আনার বেশী হয় নাই; এবং পনের বৎসরের মধ্যে একাধিকবার খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই।

ভূমীর জন্য খাজানা আদায় প্রদান না হইয়া থাকিলে দেয় খাজানার ঘরে খাজানা আদায় প্রদান নাই এইরূপ লেখা হয়। তথাপি চূড়ান্ত প্রচারের পর ভূম্যধিকারী ১০৫ ধারা অনুযায়ী তজ্জন্য খাজানা ধার্য্যের আবেদন করিতে পারেন।

পূর্ব্ববঙ্গে খানাপুরী শেষ হইলেই কাপী করার নিমিত্ত মৌজার কাগজাদি সদর অফিসে প্রেরিত হয় এবং কাপী করা সমাধা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী অথবা কানুনগো, প্রজা অথবা তাহাদের প্রতিনিধিগণকে এক এক খণ্ড খতিয়ান দিয়া থাকেন; তৎপর রাজস্ব কর্ম্মচারী অথবা কানুনগো সরেজমিনের নক্সার দাগের সহিত খতিয়ান মিল করেন এবং খতিয়ানের প্রত্যেক অংশ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন; কোন ভুল পরিলক্ষিত হইলে তাহা সংশোধন করা হয়। এই সময়ে প্রজার দেয় খাজানা লেখা হয়, কিন্তু শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু লেখা হয় না। ইহাকেই পূর্ব্ববঙ্গে "ফিল্ড" বা স্থানীয় বুঝারত বলে।

পূর্ব্ববঙ্গে ফিল্ডবুঝারতের পরবৎসর সচরাচর তসদিক আরম্ভ হইয়া থাকে। এবং তসদিকের সময় রাজস্ব কর্ম্মচারী প্রত্যেক প্রজার শ্রেণী এবং প্রজাস্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসন্ধ

থাকিলে তাহা স্বহস্তে লিখিয়া থাকেন। এবং প্রত্যেক জমিদারের রাজস্ব এবং প্রত্যেক প্রজার দেয় খাজানা নির্ণয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে স্বহস্তে লিখিয়া থাকেন।

(৭) ড্রাফ্‌ট্‌ পবলিকেশন।

(খসড়া প্রচার করণ)—তজদিকের পর ড্রাফ্‌ট্‌ পবলিকেশন হইয়া থাকে। ঘোষণা দ্বারা এই পবলিকেশনের কথা প্রচার করিয়া খসড়া স্বত্ব লিখন বিনা মূল্যে পক্ষগণের দেখার জন্য একমাসের অনধিক কাল প্রকাশ্য স্থানে থাকিবে। খানাপুরীর সময় কোন উচ্চ পদস্থ রাজস্ব কর্ম্মচারীর দস্তখত হয় না। তজদিকের পরে উহাতে দস্তখত হওয়ায় সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(৮) ১০৩ (ক) ধারানুসারে আপত্তির বিচার।

ড্রাফ্‌ট্‌ পবলিকেশনের সময় কেহ খতিয়ান ইত্যাদি দেখিয়া কোন ভ্রম প্রমাদ সংশোধনের বা অন্য কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত করিলে সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত দিতে হইবে। ঐ আপত্তি ৩০ দিনের মধ্যে উত্থাপিত করিতে হইবে। দরখাস্তের কোর্ট ফি সম্বন্ধে ১২৭ পৃষ্ঠা ও নিম্নে দ্রষ্টব্য।

এক একটি খতিয়ানের জন্য এক একটি পৃথক্ আপত্তি দিতে হইবে এবং বিচার সরাসরি মতে হইবে। এ সম্বন্ধে ১২৭ ও ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মৌজার সমস্ত দরখাস্তের বিচার হইয়া গেলে সহকারী সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী মৌজার যাবতীয় রেকর্ড সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইবেন। তৎপরে সমুদয় রেকর্ড সদর আফিসে পরীক্ষা করা হয়; এবং ভ্রম প্রমাদ থাকিলে পক্ষগণকে নোটিস দিয়া তাহা সংশোধন করা হয়।

১০৩ ধারা অনুযায়ী আপত্তির দরখাস্তে ৷৷০ আনা কোর্ট ফি লাগে; যেস্থলে রাজস্ব বন্দোবস্ত হয় তথায় ১০৩ ক ধারার আপত্তির দরখাস্তে কোর্ট ফি লাগে না। আপত্তির জন্য বিনামূল্যে সাদা ফারম দেওয়া হয়; যতদূর সম্ভব এই ফারম অনুযায়ী দরখাস্ত করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর জারির নিমিত্ত মূল আপত্তির সহিত আবশ্যক মত এক বা ততোধিক আপত্তির নকল দিতে হয়। রাজস্ব কর্ম্মচারী স্থান ও তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপত্তিকারী ও প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটীশ দিবেন। আপত্তিকারী ভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিকে নোটীশের সহ আপত্তির নকল দিতে হইবে। আপত্তি সরাসরি রকমে যথাসম্ভব দখল অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হইয়া থাকে, নথিতে সাক্ষিগণের নাম এবং নিষ্পত্তির হেতুবাদ লিখিত হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুপস্থিতিতে কোন বিবাদের নিষ্পত্তি করা উচিত নহে কিন্তু নোটীশ জারির পরে যদি কোন ব্যক্তি অনুপস্থিত হয় এবং রেভিনিউ অফিসার জানিতে পারেন যে সেই ব্যক্তির উপর নোটীশ রীতিমত জারি করা হইয়াছে তবে তিনি কারণ উল্লেখে তাহার অনুপস্থিতিতেও সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে পারেন। ১০৩ ক ধারা অনুযায়ী আপত্তির দরখাস্ত পক্ষগণের

অনুপস্থিতিতে খারিজ হইলে ঐ হুকুম বিচার সংক্রান্ত হুকুম নহে এবং উহা "দোবরা (Resjudicata) বলিয়া গণ্য হয় না।

নিরূপিত সময়ের মধ্যে আপত্তির দরখাস্ত করা না হইলেও রাজস্ব কর্মচারীর হুকুমানুসারে তৎপরেও দরখাস্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু ॥০ আনা অতিরিক্ত কোর্টফি লাগিবে।

১০৩ ক ধারার আপত্তির হুকুম দেওয়ানী আদালতের অথবা ১০৫ কি ১০৬ ধারার বিচারে দোবরা দোষ জন্মায় না। এবং এই হুকুমের বিরুদ্ধে আপিল চলে না। রাজস্ব কর্মচারী ইচ্ছা করিলে পুনরালোচনা বা রিভিউ (Review) করিতে পারেন।

(৯) জমাধার্য্য করিয়া তাহার তালিকা প্রস্তুতকরণ।

যে স্থানে জমা ধার্য্য হইতেছে বা শীঘই হইবে সেখানে রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত রূপে প্রত্যেক গ্রামের জমা ধার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(ক) ঐ তালিকা প্রস্তুতের পূর্ব্বে, রাজস্ব কর্মচারী ঘোষণা দ্বারা প্রজা ও ভূম্যধিকারী এই উভয় পক্ষকে উহা প্রস্তুতের বিষয় জানাইবেন এবং কোন প্রজা তাহার জমা পরিবর্ত্তন কালে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহাকে বিশেষ নোটীস দিবেন।

(খ) হারের টেবিল অনুসারে জমা ধার্য্য করিয়া তালিকা প্রস্তুত কালে, রাজস্ব কর্মচারী প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমীর উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর উক্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত বিষয়ের মীমাংসা পূর্ব্বক প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমীর উপর জমা (কর) ধার্য্য করিবেন।—(১) বর্ত্তমানে কি হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে; (২) প্রজার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমান দেয় মোট খাজানা ও যে মোট জমা ধার্য্য হইবে, তাহার তুলনা করা, (৩) সেই শ্রেণীর ভূমীর মধ্যে কথিত ভূমী উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট। উপরিউক্ত রূপে জমা ধার্য্য করিয়া তাহা তালিকায় লিখনের পূর্ব্বে রাজস্ব কর্মচারী ঐ ধার্য্য জমা প্রজা সমক্ষে পাঠ করাইয়া শুনাইবেন।

(গ) রাজস্ব কর্মচারী স্বত্বের লিখনের খসড়া প্রচারের ন্যায়, এই খসড়া ধার্য্য-জমার তালিকা প্রচার করিবেন।

(ঘ) এবং তৎপর ১০৪ গ ও ১০৪ (ঙ) ধারা অনুসারে গ্রামের মধ্যে কিম্বা সন্নিহিত কোন স্থানে বসিয়া রাজস্ব কর্মচারী ঐ ধার্য্য জমা সংক্রান্ত সমস্ত আপত্তি শ্রবণ করিয়া রায়ে কারণ দেখাইয়া ঐ সমস্ত আপত্তি নিষ্পত্তি করিবেন। ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট ৪৭ ও ৪৮ রুল মতে আপীল চলিবে। (১৩৫ হইতে ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

[১৯০৯ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখের পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসাম গেজেটের ২৩০৪ আর ১ নং নোটীফিকেশনের ৫৮ রুল দ্রষ্টব্য।]

দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য সেটেলমেণ্টে ১০৩ ক ধারার আপত্তি সমূহের নিষ্পত্তি হইবার পর বিভিন্ন প্রণালীতে কার্য্য হইয়া থাকে, রাজস্ব ধার্য্যের সেটেলমেণ্টে ১০৩ক ধারার বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি হইবার পরই প্রত্যেক শ্রেণীর প্রজার ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজানা

ধার্য্য হইয়া থাকে। তৎপরে স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রচার করা হয়; অন্যত্র ১০৩ক ধারার আপত্তি সমূহ নিষ্পত্তির পর স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রকাশ করা হয়। তৎপরে ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করা হইয়া থাকে।

দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্ণয়ের সেটেলমেণ্টে ১০৩ক ধারার আপত্তি সমূহ নিষ্পত্তি হইবার পর স্বত্বলিপি সংশোধিত হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী :—

(১) প্রত্যেক শ্রেণীর প্রজার ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিবেন;

(২) ১০২খ ধারা অনুযায়ী কোন ভূমী খাজানার যোগ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহার ন্যায্য এবং উপযুক্ত কর ধার্য্য করিবেন;

(৩) বন্দোবস্তী জমাবন্দি প্রস্তুত করিবেন।

কোন মহালের বা মধ্যস্বত্ব বিশেষের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রজার খাজানা ধার্য্য করা, গবর্ণমেণ্ট সঙ্গত মনে না করিলে তাহা করা হয় না।

প্রত্যেক শ্রেণী ভূমীর দেয় ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজনার নিরিখের টেবিল্ (Table of rates) রাজস্ব কর্ম্মচারী প্রস্তুত করিতে পারেন। এই টেবিলে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্য স্বত্বাধিকারী, রাইয়ত, কোর্ফা রাইয়তের, ন্যায্য এবং উপযুক্ত দেয় খাজনার নিরিখ, ভূমীর রকম অনুযায়ী এবং তাহার অবস্থিতি, জল সেচনের সুবিধা বা অসুবিধা এবং তাদৃশ সুবিধা বা অসুবিধা অনুসারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। নিরিখের টেবিল প্রচার করা হয় এবং তদ্বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রহণ ও তাহার নিষ্পত্তি করা হইয়া থাকে, তদনুযায়ী টেবিল সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তৎপর প্রত্যেক যোতের খাজানা এই টেবিল অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। লিপিবদ্ধ জমা ন্যায্য এবং উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে উহাই ধার্য্য খাজনা বলিয়া বিবেচিত হয়। নিরিখের টেবিল প্রস্তুত করা সম্ভবপর না হইলে অথবা টেবিলের নিরিখ অনুযায়ী জমা ন্যায্য এবং উপযুক্ত না হইলে রেভিনিউ অফিসার অন্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া কর ধার্য্য করেন, যথা :—

(ক) ভূম্যধিকারী এবং প্রজা, দেয় খাজানার পরিমাণ আপোষে স্থির করিতে পারেন, কিন্তু রেভিনিউ অফিসার তাহা ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজানা বলিয়া বিবেচনা না করিলে তিনি ঐ খাজানা ন্যায্য, উপযুক্ত খাজানা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন না;

(খ) রাজস্ব কর্ম্মচারী ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজানা পক্ষগণের মধ্যে প্রস্তাব করিতে পারেন, প্রজা স্বীকৃত হইলে এবং ভূম্যধিকারীকে নোটীস দেওয়া স্বত্বেও তিনি কোন আপত্তি না করিলে, উহাই ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজনা বলিয়া ধার্য্য এবং লিপিবদ্ধ হইবে।

(গ) ১০৩ক (১) ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত স্বত্বলিপির লিখিত বর্ত্তমান খাজানাই রেভিনিউ অফিসার ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজানা স্বরূপ ধার্য্য এবং লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, অথবা ৬—৯, ২৭—৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৫০—৫২, ১০০ এবং ১৯১ ধারার বিধানের প্রতি লক্ষ রাখিয়া বর্ত্তমান খাজানা হ্রাস-বৃদ্ধি করতঃ ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য এবং লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।

"কোন খাজানা ন্যায্য এবং উপযুক্ত বলিয়া ধার্য্য করিতে হইবে তাহা স্থির হইলে তদনুযায়ী বন্দোবস্তী জমাবন্দি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। জমাবন্দিতে ভূম্যধিকারীর নাম, পেতাক, প্রজার নাম, জমির পরিমাণ এবং সেই জমির দেয় খাজানা থাকে।

এই জমাবন্দি স্বত্বলিপির ন্যায় প্রচার করা হয় এবং ইহাতে লিখিত বিষয়ের বিরুদ্ধে অথবা ইহা হইতে কোনও বিষয় বাদ হইয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে প্রচারের সময়ে আপত্তি গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি করা হইয়া থাকে। বন্দোবস্তী জমাবন্দি মঞ্জুরের জন্য উপরিস্থ রেভিনিউ কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে, রাজস্ব কর্ম্মচারী নিজে অথবা কোন পক্ষের আবেদন মতে জমাবন্দিতে লিখিত খাজানা আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পক্ষগণকে নোটীশ দিতে হইবে এবং তাহাদের কোন আপত্তি থাকিলে তাহা শ্রবণ এবং বিবেচনা করিতে হইবে।

উপরি উক্ত আপত্তি সমূহ নিষ্পত্তি করা হইলে এবং আবশ্যক মত জমাবন্দি সংশোধিত হইলে রেভিনিউ অফিসার উহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট উপরিস্থ রেভিনিউ কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইবেন। ডিরেক্টর অব্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্, কমিশনার সাহেব বাহাদুর বা রেভিনিউ বোর্ড অবস্থা বিশেষে উপরিস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। রেভিনিউ অফিসার জমাবন্দি সহ তাহার প্রস্তাবের হেতুবাদ এবং কোন আপত্তি হইয়া থাকিলে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ দিবেন। উপরিস্থ রেভিনিউ কর্ম্মচারী পক্ষগণকে নোটীশ দিয়া আবশ্যক মত জমাবন্দি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। তৎপর তিনি জমাবন্দি মঞ্জুর করিবেন।

মঞ্জুরিকৃত জমাবন্দি ১০৩ ক (২) ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত স্বত্বলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তৎপর জমাবন্দিসহ স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রচার হইয়া থাকে।

স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রচার হইবার পূর্ব্বে নির্ণীত টেবিল খাজানা বা বন্দোবস্তী জমাবন্দি বিষয়ক আপত্তিতে রেভিনিউ অফিসারের হুকুমের বিরুদ্ধে, ঐ হুকুমের তারিখ হইতে ২ দুই মাসের মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট উপরিস্থিত রেভিনিউ কর্ম্মচারীর নিকট আপিল করা যাইতে পারে। রেভিনিউ বোর্ড স্বয়ং অথবা কাহারও আবেদন মতে স্বত্বলিপির শেষ প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ২ দুই বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নোটীশ দিয়া স্বত্বলিপি সংশোধনের আদেশ দিতে পারেন। ১০৩ ক (২) ধারা অনুযায়ী শেষ প্রচারিত স্বত্বলিপির অন্তর্ভুক্ত বন্দোবস্তী জমাবন্দির লিখিত বিষয়, অথবা তাহাতে কোন খাজানা ধার্য্য না হওয়ায় কোন ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হইলে, স্বত্বলিপির শেষ প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে অথবা উপরিস্থ রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক আপিল নিষ্পত্তির তারিখ হইতে, ৬ ছয় মাসের মধ্যে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত হেতুবাদে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইতে পারে যথা :—

(ক) ঐ ভূমী করযোগ্য নহে;

(খ) স্বত্বলিপিতে লিখিত খাজানা অপেক্ষা অধিক খাজানায় ঐ ভূমী করযোগ্য;

(গ) প্রজা মনিব সম্বন্ধ নাই;

(ঘ) ঐ ভূমী ভ্রমক্রমে কোন মহাল অথবা যোতের অংশ বলিয়া লেখা হইয়াছে অথবা কোন মহাল অথবা যোতের ভূমী হইতে বাদ পড়িয়াছে ;

(ঙ) স্বত্বলিপিতে প্রজাকে যে শ্রেণীর প্রজা বলিয়া লেখা হইয়াছে সে তাহা হইতে কোন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা ;

(চ) রাজস্ব কর্মচারীর ধার্য্য করেন খোরস্তকাল ১১০ (ক) ধারার বিধানুযায়ী নির্দ্দিশ করেন নাই, অথবা খোরস্ত কালের তারিখ ভ্রম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ;

(ছ) প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ সর্ত্ত বা অনুষঙ্গ কিম্বা কোন পথস্বত্ব অথবা ঐ ভূমি সংক্রান্ত অপর কোন স্বচ্ছন্দাধিকার স্বত্বলিপিতে লেখা হয় নাই।

গবর্ণমেন্ট ঐ ভূমীর ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজা না হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের সেক্রেটারি অব্ ষ্টেটকে প্রতিবাদী করা যাইতে পারে না।

(১০।১১) চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত ও প্রকাশকরণ।

৮ প্রকরণ মতে পরীক্ষা অন্তে স্বত্বের লিখন শুদ্ধরূপে প্রস্তুত হইলে, খেবট ও খতিয়ান পুনরায় মৌজায় প্রেরিত হয়। এবং তথায় জনৈক কর্ম্মচারী উহার প্রত্যেক অংশ উপস্থিত জনসাধারণকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া দেন। ইহাকেই ফাইনাল পাবলিকেশন কহে। ফাইনাল পাবলিকেশনের দুই মাস মধ্যে ১০৫ ধারা মতে খাজানা সম্বন্ধে ও তিন মাস মধ্যে ১০৬ ধারা অনুসারে রেকর্ডের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আপত্তির দরখাস্ত দিতে হইবে। ১০৫ ধারার হুকুমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে খাস্ আপীল চলে না ; কিন্তু ১০৬ ধারার হুকুমের বিরুদ্ধে চলে

(১২) ১০৫ ও ১০৫ (ক) ধারামতে উপযুক্ত ও ন্যায্য কর ধার্য্য করা।

১০৫ ধারার মোকদ্দমায় কোন ভূম্যধিকারী অথবা প্রজা উপযুক্ত কর ধার্য্যের প্রার্থনা করিলে আবেদনকারী বাদী ও অপর পক্ষ প্রতিবাদী বলিয়া গণ্য হইবে।

সচরাচর সেটেল্মেণ্টের সদর আফিসে দরখাস্ত দাখিল হইয়া থাকে কিন্তু এই আফিস বন্ধ হইয়া গেলে জেলার কালেক্টারিতে দাখিল করিতে হয়।

ভিন্ন ভিন্ন যোত সম্বন্ধে বিভিন্ন দরখাস্ত করিতে হয় কিন্তু রাজস্ব কর্ম্মচারীর অনুমতিক্রমে এক ভূম্যধিকারীর অধিনস্থ একই গ্রামের একাধিক প্রজা একযোগে একই দরখাস্ত করিলেও চলিবে। পক্ষান্তরে ভূম্যধিকারীও একাধিক প্রজার বিরুদ্ধে একই দরখাস্ত করিতে পারিবেন। প্রত্যেক জোতের উপর ॥০ আনা হিসাবে কোর্টফি লাগে।

কোন ভূম্যধিকারী অথবা প্রজা কর ধার্য্যের আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির নামেই নোটীস জারি হইয়া থাকে এবং উহার সহিত আর্জির নকল দেওয়া হয়, বাদীকেই এই নকল লিখিয়া দিতে হয়। একাধিক ব্যক্তির উপর নোটীস জারীর আবশ্যক হইলে রেভিনিউ অফিসারের অনুমতি লইয়া সম্পূর্ণ আর্জির নকল না দিলেও চলিতে পারে ; সংক্ষেপে

বিবরণ অথবা আর্জির যে অংশ যাহার সম্বন্ধে খাটে নোটীশের সহিত তাহাকে সেই অংশের নকল দিলেই চলিবে।

কোর্ট ফি ষ্টাম্পে তলবানা (রোজ) দাখিল করিতে হয়। তলবানার নিমিত্ত নগদ মূল্য গ্রহণ করা গেলে তদ্বারা কোর্ট ফি খরিদ করিয়া পরে দরখাস্ত দেওয়া হয়।

তলবানা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ধার্য্য হইয়া থাকে যথা :—

(ক) এক গ্রামস্থ এক কিম্বা ততোধিক ব্যক্তির উপর প্রত্যেক নোটীশে ৫০ আনা,

(খ) ঐ সকল ব্যক্তি বিভিন্ন গ্রামে বাস করিলে প্রত্যেক গ্রামের জন্য ৫০ আনা হিসাবে পৃথক তলবানা দিতে হইবে।

কোন সাধারণ নোটীশে তলবানা দিতে হয় না, কিন্তু উক্ত নোটীশ জারী হওয়া স্বত্বেও কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে তজ্জন্য তাহার নাম ধরিয়া বিশেষ নোটীশ জারী করিতে হইলে তলবানা দিতে হয়।

পেয়াদার যাতায়াতের নিমিত্ত খেয়া, নৌকা, রেল ও ষ্টিমারের প্রকৃত খরচ দিতে হয় কিন্তু পেয়াদা একাধিক নোটীশ লইয়া গেলে খরচ প্রত্যেক নোটীশের উপর হারাহারিমতে খরচ বার হইবে। যে ব্যক্তি নোটীশ জারীর প্রার্থনা করে তাহার অনুরোধক্রমে পেয়াদাকে কোন স্থানে চব্বিশ ঘণ্টার অধিককাল থাকিতে হইলে ঐ ব্যক্তির নিকট সে দৈনিক ।/০ পাঁচ আনা হিসাবে খোরাকী পাইবে।

চূড়ান্ত প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে লিখিত দেয় খাজানাই ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা, প্রজাগণ এইরূপ আবেদন করিতে পারে। ইহাতে প্রজাগণের সুবিধা এই যে সাধ্যস্বত্ব এবং দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতের ও কোর্ফা যোতের ধার্য্য কর পনের বৎসরের মধ্যে এবং দখলি স্বত্ব বিহীন যোতেরও কোর্ফা যোতের ধার্য্য কর পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভূম্যধিকারী বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ভূমীর উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে অথবা সাধ্য স্বত্বের বা যোতের ভূমীর পরিমাণ তৎপরে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তবে তজ্জন্য ঐ সময়ের মধ্যে খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে॥ ভূমীর পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইলে অথবা রাইয়তের বিনা দোষে যোতের ভূমীতে বালি জমা হইয়া বা অন্য কোন আকস্মিক অথবা ক্রমিক বিশেষ কারণে ভূমী স্থায়ীরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গেলে, উক্ত সময়ের মধ্যে ধার্য্য কর হ্রাসও করা যাইতে পারিবে। যে তারিখ হইতে এই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০ম অধ্যায় অনুযায়ী কর ধার্য্য বলবৎ হয় সেই তারিখ হইতে উপরোক্ত পনের ও পাঁচ বৎসর গণনা করিতে হয়।

এই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ৮ আইনের ১০ম অধ্যায় অনুযায়ী কর ধার্য্য করা গেলে নিষ্পত্তির তারিখের পর পরবর্ত্তী "কৃষি বৎসরের" প্রারম্ভ হইতে ধার্য্য কর আমলে আসিবে। কিন্তু যদি বর্ত্তমান কর পক্ষগণের মধ্যে এমন কোন চুক্তি ক্রমে ধার্য্য হইয়া থাকে যাহাতে পক্ষগণ অনতীত মেয়াদে আবদ্ধ হইয়াছে তবে ঐ ধার্য্য কর সেই মেয়াদ অন্তে অথবা সেই মিয়াদ অন্তে রেভিনিউ অফিসার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত অপর কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে আমলে আসিবে।

যেখানে বাঙ্গালা সাল প্রচলিত সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে এবং যেখানে ফসলী অথবা আমলি সন প্রচলিত সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিন হইতে যে সাল ও যেখানে অন্য কোন সন প্রচলিত থাকে সেখানে সেই সনকেই "কৃষি বৎসর বলা হয়।"

চূড়ান্ত প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে লিখিত দেয় খাজানা ন্যায্য ও উপযুক্ত নহে, ভূম্যধিকারী অথবা প্রজাগণ এইরূপ আবেদন করিতে পারেন।

শেষ প্রকাশিত স্বত্বলিপির লিখিত বিষয় শুদ্ধ বলিয়া প্রথমে অনুমিত হইবে। কেহ খাজানার হ্রাস বৃদ্ধির প্রার্থনা করিলে রাজস্ব-কর্ম্মচারী স্বত্বলিপির লিখিত দেয় খাজানাই উপযুক্ত খাজানা বলিয়া অনুমান করিবেন; খাজানা যে হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা দরখাস্তকারী অথবা বাদীকেই প্রথমে প্রমাণ করিতে হইবে। স্বত্বলিপিতে কোন প্রজাকে "স্থিতিবান" উল্লেখ করা না হইলেও ১০৫ ধারার মোকদ্দমায় সে প্রমাণ দিতে পারিবে যে, সে স্থিতিবান্ প্রজা কিন্তু প্রমাণের ভার প্রথম তাহারই উপর। কোন ভূমী "মাল" বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে ১০৫ ধারার মোকদ্দমায় তাহার খাজানা ধার্য্য কালীন ঐ ভূমীর দখলিকার প্রমাণ দিতে পারেন যে ভূমী "লাখেরাজ", মাল নহে; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে প্রমাণের ভার তাহারই উপর। চূড়ান্ত প্রকাশিত স্বত্বলিপির সুবিধা এই যে যাবৎ বিরুদ্ধ প্রমাণ দর্শান না যায় তাবৎ ঐ লিপির লিখিত বিষয় শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বত্বলিপিতে যে ভূমী "খাজানার যোগ্য" কিম্বা খাজানার "আদান প্রদান নাই" উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের উপযুক্ত কর ধার্য্যের নিমিত্ত ১০৫ ধারা অনুযায়ী দরখাস্ত করিতে পারা যায়।

শেষ প্রকাশিত স্বত্বলিপির ভুল সংশোধন নিমিত্ত দরখাস্ত চলে না, যদ্যপি কোন রাজস্ব-কর্ম্মচারী ১০৫ ধারার বিচারকালে জানিতে পারেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বত্বলিপির ভুল সংশোধনার্থ কোন দরখাস্ত করা হইয়াছে তবে তিনি ঐ দরখাস্ত ফেরৎ দিয়া বাদীকে ১০৬ ধারা অনুযায়ী আবেদন করিতে বলিবেন। শেষে প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে কোন ভূমি নিষ্কর বলিয়া লেখা হইয়া থাকিলে তাহা মাল সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত করা চলে না, অথবা কোন প্রজা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট বলিয়া স্বত্বলিপিতে লিখিত হইয়া থাকিলে তাহাকে দখলী স্বত্ব বিহীন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবার দরখাস্ত এ ধারামতে চলে না, এই সকল বিষয়ের বিচার ১০৬ ধারামতে হইবে।

১০৫ ধারার মোকদ্দমার "ইস্যু"।

কোন ভূমীর কর ধার্য্যের অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত "ইস্যু" (বিচার্য্য বিষয়) উত্থাপিত হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ সকল ইস্যু নিষ্পত্তি করিয়া ১০৫ ধারা অনুযায়ী কর ধার্য্য করিবেন যথা:—

(ক) ঐ ভূমি কর যোগ্য কি না;

(খ) স্বত্বলিপিতে নিষ্কর লেখা সত্বেও ঐ ভূমী কর যোগ্য কি না;

(গ) প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ আছে কি না;

(ঘ) ঐ ভূমী ভ্রমক্রমে কোন মহাল অথবা মৌজের অংশ বলিয়া লেখা হইয়াছে কি না, অথবা ভ্রমক্রমে তাহা কোন মহাল অথবা মৌজের ভূমী হইতে বাদ পড়িয়াছে কি না,

(ঙ) স্বত্বলিপিতে প্রজাকে যে শ্রেণীর প্রজা বলিয়া লেখা হইয়াছে সে তাহা হইতে কোন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা কি না ;

(চ) প্রজা-স্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম বা অনুগম কিম্বা কোন পথ স্বত্ব অথবা ঐ ভূমী সংক্রান্ত অপর কোন স্বচ্ছন্দাধিকার স্বত্বলিপিতে লেখা হইয়াছে কি না, বা উহা ভুল লেখা হইয়াছে কি না ;

কিন্তু—

যে ইস্যু ইতিপূর্ব্বে বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে অথবা হইতেছে সেই পক্ষগণের অথবা যাহাদের অধীনে তাহারা অথবা তাহাদের কেহ দাবী করে তাহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে অথবা মূলতঃ সেই ইস্যুর পুনর্বিচার এস্থলে হইবে না, অথবা ১০৬ ধারার মোকদ্দমায় সেই ইস্যু বিচারাধীন থাকিলে তাহার বিচার এস্থলে হইবে না। (১০৫ ক ধারা)

উল্লিখিত ইস্যুর বিচার পক্ষগণের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মোকদ্দমা সদৃশ গণ্য হইবে এবং বিচারে রাজস্ব কর্ম্মচারী দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন।

উপরোক্ত ইস্যু সমূহের বিচার ১০৫ ধারার মোকদ্দমায় কেবলমাত্র করধার্য্যের প্রার্থনায় হইয়া থাকে। ঐ সকল বিষয়ে বিচার স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে ১০৫ ধারার মোকদ্দমায় চলিতে পারে না।

সাক্ষীর জবানবন্দী।

১০৫ ধারার মোকদ্দমায় সাক্ষীর জবানবন্দী সরাসরি মতে লিখিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সঙ্গত বোধে আবশ্যকীয় স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী সম্পূর্ণ জবানবন্দীও লিপিবদ্ধ করিতে

আপোষে কর ধার্য্য।

রাজস্ব কর্ম্মচারী যে কর ন্যায্য বলিয়া মনে করেন তাহা উপযুক্ত করস্বরূপ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তিনি পক্ষগণের নিকট প্রস্তাব করিতে পারেন। তাহারা স্বীকৃত হইলে উহাই উপযুক্ত কর বলিয়া লিপিবদ্ধ করা যাইবে এবং তাহা এই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন অনুসারে যথারীতি ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। পক্ষগণ সোলে সূত্রে অথবা অন্য উপায়ে ন্যায্য করের পরিমাণ স্থির করিতে পারেন বটে, কিন্তু রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট তাহা ন্যায্য প্রতিপন্ন না হইলে তিনি তাহা ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজানা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন না ; পরন্তু তিনি স্বয়ং ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিবেন। কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকিলে রেকর্ডের লিখিত বর্ত্তমান খাজানাই ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজানা বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং দেওয়ানী আদালতের ন্যায় খাজানা বৃদ্ধি করিবার ও স্থলবিশেষে হ্রাস করিবার বিষয়ে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে তৎপ্রতি লক্ষ্য

রাখিবেন। তিনি উপরোক্ত প্রকরণের বিধান অনুসারে স্বয়ং ন্যায্য এবং উপযুক্ত কর ধার্য্য করিতে পারেন।

ভূম্যধিকারী অথবা প্রজা ন্যায্য এবং উপযুক্ত কর ধার্য্যের প্রার্থনা করিয়া পরে উহা আর চালাইতে ইচ্ছা না করিলে এবং নিম্নলিখিত কারণে আরজী নামঞ্জুর, ডিসমিস অথবা খারিজ হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ন্যায্য এবং উপযুক্ত কর গণ্যে কোন খাজানা ধার্য্য করিবেন না এবং স্বত্বলিপিতে লিখিত খাজানা পরিবর্ত্তন করিবেন না যথা :—

(১) রেভিনিউ অফিসার আরজী সংশোধন করিবার হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অথবা কোন সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে হুকুমের তারিখ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে আরজী সংশোধন না করিলে;

(২) নালিশের কোন হেতুবাদ না থাকিলে;

(৩) দাবীর মূল্য কম হইলে এবং বাদীকে মূল্য সংশোধন করিবার হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা না করিলে;

(৪) দাবীর মূল্য প্রকৃত হইলে আর্জী অল্প মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লিখিত হইয়া থাকিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাদীকে উপযুক্ত ষ্টাম্পে মূল্য দাখিল করিবার হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও বাদী তাহা না করিলে;

(৫) যদি আর্জীর লিখিত বিষয় হইতে প্রতিপন্ন হয় যে মোকদ্দমা কোন চলিত আইন দ্বারা বারিত;

(৬) মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট দিনে যদি দেখা যায় যে বাদী সমন জারীর জন্য কোর্ট ফি এবং ডাক খরচা না দেওয়ায় প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হয় নাই (প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে এ নিয়ম খাটিবে না)

(৭) মোকদ্দমার তারিখে কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে;

(৮) যদি বাদী উপস্থিত না হয়, এবং প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া বাদীর দাবী অথবা তাহার কোন অংশ স্বীকার না করে;

(৯) বাদীর নিজের উপস্থিত হইবার হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও সে উপস্থিত না হইলে;

(১০) দরখাস্ত উঠাইয়া লইয়া নূতন দরখাস্ত দাখিল করিতে আদালত হুকুম দিলে।

উপরোক্ত স্থলে স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাসের পর দেওয়ানী আদালতে এতৎসম্বন্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইতে পারে;

দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা পরিচালন স্থগিত থাকা সম্বন্ধে স্বত্বলিপি প্রস্তুত করণের জন্য ১০১ ধারা অনুযায়ী স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের হুকুম গেজেটে প্রকাশিত হইবার পর হইতে স্বত্বলিপি চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার তিনমাস পর পর্য্যন্ত কোন দেওয়ানী আদালত নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ বা তাহাদের মধ্যে কোন বিষয় নিষ্পত্তির্থে কোন দরখাস্ত অথবা যে স্থান সম্বন্ধে ঐ স্বত্বলিপি প্রস্তুতকরণের হুকুম হইয়াছে। সেই স্থানের অন্তর্গত কোন প্রজার খাজানা পরিবর্ত্তন বা অবস্থা নিরূপণের নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা বা প্রার্থনা গ্রহণ করিবেন না, যথা :—

(ক) ভূমীর অবস্থিতি, পরিমাণ ও চৌহদ্দি;

(খ) কোন প্রজা থাকিলে তাহার নাম ও বিবরণ;

(গ) কোন শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ মধ্য-স্বত্বাধিকারী মোকররী নিরিখবিশিষ্ট রাইয়ত, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট, দখলীস্বত্ববিহীন অথবা কোর্ফা রাইয়ত কি না? মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে স্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী কি না, এবং মধ্যস্বত্বের স্থিতিকালপর্য্যন্ত তাহার খাজনা বৃদ্ধি যোগ্য কি না;

(ঘ) দরখাস্তের তারিখে তাহার কত খাজানা দেয়।

উপরোক্ত ধারা প্রজার খাজানা পরিবর্ত্তন ও শ্রেণী নিরাকরণ সম্বন্ধে। ভূম্যধিকারী বিবাদীকে কোন ভূমী হইতে উচ্ছেদ করিয়া দখল ও ওয়াশীলাত পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করে, সেই ভূমীর তখন স্বত্বলিপি প্রস্তুত হইতেছিল, স্বত্বলিপিতে বিবাদীকে প্রজা বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল, এবং তদ্বিরুদ্ধে তখন বাদীর আপত্তি দায়ের ছিল। ইত্যাদি আপত্তি দর্শাইয়া দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার নাই বলিয়া আপত্তি করিলে উহা খাটিবে না (ত্রৈলোক্য 'বনাম' এম, এল, ম্যাকনিল ২৮ কলি ২৮)। অন্যান্য নজীর ১০৯ (ক) ধারার নিম্নে দ্রষ্টব্য।

একই সময়ে একই বিষয় লইয়া (অর্থাৎ খাজানা পরিবর্ত্তন এবং প্রজার শ্রেণী নিরাকরণ) রাজস্ব কর্ম্মচারী এবং দেওয়ানী আদালত তদন্ত না করেন তজ্জন্য উপরোক্ত বিধান করা হইয়াছে।

স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রকাশের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত কোন ইস্যুর নিষ্পত্তি নিমিত্ত স্বত্বলিপিতে লিখিত কোন ভূমী বা উহার কোন প্রজাসম্বন্ধে কোন দরখাস্ত বা মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে করা যাইতে পারে না:—

(ক) ঐ ভূমী খাজানা দিতে দায়ী কি না;

(খ) প্রজা—ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ আছে কি না;

(গ) ঐ ভূমী কোন বিশেষ মহাল বা প্রজার দখলি ভূমীর অংশ কি না;

(ঘ) প্রজা স্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম বা অনুসঙ্গ আছে কি না, এবং ঐ ভূমী সংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার আছে কি না।

অন্য আদালতে ইস্যুর নিষ্পত্তি।

স্বত্বলিপি চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পরে ১০৫ ধারার বিচারে এমন কোন "ইস্যু" উপস্থিত হইলে যাহা কোন দেওয়ানী আদালতে অথবা ১০৬ ধারা অনুযায়ী কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট কোন মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়াছে, ১০৫ ধারার অনুষ্ঠানে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ ইস্যু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ন্যায্য কর ধার্য্য করিতে অক্ষম হইলে তৎকালে উহার কার্য্য অনুষ্ঠান স্থগিত রাখিবেন এবং ঐ ইস্যু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পর এরূপভাবে ন্যায্য কর ধার্য্য করিবেন, যেন ঐ ইস্যুর নিষ্পত্তি অনুসারেই স্বত্বলিপি প্রস্তুত হইয়াছে।

তমাদি কাল।

স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিতে না পারা বিধায় কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে বিলম্ব ঘটিলে তমাদি কাল গণনা করিবার সময় তিন মাস ধরিতে হয় না।

কি প্রকার উপযুক্ত ন্যায্য কর ধার্য্য হইবে।

(১) ভূম্যাধিকারী কিম্বা প্রজা ন্যায্য কর ধার্য্যের আবেদন করিলে সেই আবেদন পত্র আর্জি স্বরূপ এবং পক্ষগণকে বাদী ও বিবাদী গণ্যে দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায়, দেওয়ানী কার্য্য পদ্ধতির অনুকরণে রাজস্ব কর্ম্মচারী আবেদন পত্রের বিষয়ের মীমাংসা করিবেন।

(২) কোর্ট অব ওয়ার্ডের বা এই আইনের ৯৫ ধারা মতে জজ সাহেবকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন ম্যানেজার দ্বারা কোন মহাল শাসিত থাকা কালে যদি এই জমা ধার্য্যের কার্য্য আরম্ভ হয় তাহা হইলে ঐ ম্যানেজারকেই ভূম্যধিকারীর স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে।

(৩) উপরিউক্ত মোকদ্দমার আবেদন পত্রের চুম্বক সহ নোটীস ঐ সংক্রান্ত স্বার্থ বিশিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির উপর হ জারী করিতে হইবে।

(৪) রাজস্ব কর্ম্মচারীর অনুমতি লইয়া এক ভূম্যধিকারীর অধীন সমস্ত প্রজা একযোগে এক দরখাস্ত করিতে পারিবে, কিন্তু পরে মোকদ্দমার শুনানী কালে পক্ষগণের মধ্যে বিচার্য্য বিষয় যদি একত্রে বিচার করা যাইতে না পারে, তাহা হইলে উহা পৃথক্ ভাবে বিচার হইবে।

(৫) মোকদ্দমার শুনানী কালে বিচারক প্রজার নাম, যোতের পরিমাণ, বর্ত্তমান খাজনা ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে উল্লেখ করিয়া ১০৫ ধারা মতে ন্যায্য জমা ধার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

(৬) ভূম্যধিকারী বা প্রজা অনুপস্থিত থাকিলে, কার্য্য প্রণালী এক তরফা হইবে।

(৭) উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে ৫ কিম্বা ৬ প্রকরণ অনুসারে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ধার্য্য জমা, পক্ষগণ আপোষে স্বীকার না হইলে, বিচারক এই আইনের ১৪৮ (চ) ধারা মতে উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ পূর্ব্বক ন্যায্য ও সঙ্গত কর ধার্য্য করিবেন।

(৮) ঐরূপে জমা ধার্য্য হইলে উহা খতিয়ানে উঠিবে এবং ১১০ ধারার উল্লিখিত সময় হইতে দেয় হইবে।

(৯) এই মোকদ্দমায় পৃথক্ ডিক্রী (ফয়সলা) প্রস্তুতের আবশ্যক করে না।

(১০) ১০৫ (ক) ধারা অনুসারে কার্য্যপ্রণালী, ১০৫ ধারার অন্তর্গত গণ্য হইবে।

এই সম্পর্কে ৬, ৭, ৮, ৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ হইতে ৩৮ এবং ৫০ ও ৫১ ধারা এবং তৎ-নিম্নলিখিত নোট দ্রষ্টব্য।

(১৪) ১০৬ ধারানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি।

১০৬ ধারা অনুসারে বিচার্য্য বিষয়, পক্ষগণের মধ্যে ঠিক দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় বিচার হইবে।

[প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্ট-রুল ; ১৯০৭ সালের ৬ই নবেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে ১৮১৯-১৮৪৭ পৃঃ প্রকাশিত ২৭০৫টী আর নং নোটিফিকেশনের ৪০-৯০ রুল এবং ১৯০৯ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিখের পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটের দ্বিতীয় ভাগের ৫১৩—৫৬৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ২৩০৪ আর নং নোটীফিকেশনের ৪০—৬৩ রুল দ্রষ্টব্য ।]

১০৬ ধারার কার্য্যপ্রণালী ।

স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রকাশের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে রাজস্ব-কর্ম্মচারীর নিকট ১০৬ ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারা যায় ।

কোর্ট-ফি আইন অনুযায়ী আর্জ্জিতে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে, ১০৬ ধারার মোকদ্দমায় বাদী পূর্ণ দখল পাইবার ডিক্রী পাইতে পারেন না, ইহাতে তাহার এইমাত্র সুবিধা হয় যে, স্বত্বলিপিতে তাহার স্বত্বের বিরুদ্ধে যে সকল বিষয় লেখা হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত হয়, সুতরাং কোর্টফি আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১৭ আর্টিকেলের ৩ প্রকরণ অনুযায়ী ১০৲ টাকা কোর্টফি দিতে হইবে ।

বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত যোতের অন্তর্গত ভূমীর জন্য বিভিন্ন স্বত্বলিপি প্রস্তুত হইলে, যে স্থানে সর্ব্বশেষে স্বত্বলিপি শেষ প্রকাশিত হয়, তাহার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাস গণনা করিতে হইবে (এই নিয়মটি কেবলমাত্র পূর্ব্ববঙ্গের জন্য) ।

উপরোক্ত অবস্থায় বাদীকে প্রথম গ্রামের শেষ প্রকাশের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে আর্জ্জি দাখিল করা উচিত । পরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের জন্য আর্জ্জি পরে দাখিল করিতে হয় । সমস্ত যোতের মূল্যের উপর কোর্ট-ফী ধার্য্য হয় এবং বিচার একসঙ্গে হইয়া থাকে । (এই নিয়মটী কেবলমাত্র বঙ্গদেশে প্রচলিত) ।

শেষ প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে যে সমস্ত বিষয় লেখা হইয়াছে বা উহা হইতে যে সমস্ত বিষয় বাদ পড়িয়াছে তৎসম্বন্ধে যে কোন বিবাদ এই ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমায় বিচার হইতে পারিবে । দেওয়ানী আদালতে যে সমস্ত মোকদ্দমা বিচার হইতে পারে, সেই সকল মোকদ্দমাই রাজস্ব-কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারে ।

ঐ বিবাদ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা একই বা সন্নিহিত মহাল সমূহের মালিকগণের মধ্যে অথবা প্রজাগণের পরস্পরের মধ্যে স্বত্বদখল, প্রজা সনির্ম সম্বন্ধে কিম্বা ভোগকৃত নিষ্কর ভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কর-স্বরূপ ভোগ হইতেছে কিনা বা অন্য কোন বিষয় লইয়া হইতে পারে ।

কোন ইস্যু পূর্ব্বে কোন মোকদ্দমায় বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে অথবা ১০৫ (ক) ধারার মোকদ্দমায় রাজস্ব-কর্ম্মচারীর নিকট বিচারাধীন থাকিলে যদি সেই ইস্যু একই পক্ষগণের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে এবং মূলতঃ ইস্যু হইয়া থাকে বা হয়, তবে রাজস্ব-কর্ম্মচারী তাহার বিচার করিবেন না ।

স্বত্বলিপি শেষ প্রচারের পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বিষয়ের

ইস্যু হইয়া থাকিলে ঐ রাজস্ব-কর্ম্মচারী এই সমস্ত ইস্যু নিষ্পত্তি করিতে হইবে, এমন কোন ১০৬ ধারার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

(ক) ভূমী কর যোগ্য কি না;

(খ) প্রজা মনিব সম্বন্ধ আছে কি না;

(গ) এই ভূমী কোন বিশেষ মহাল বা যোতের অংশ কি না;

(ঘ) যোতের কোন বিশেষ সর্ত্ত বা নিয়ম আছে কি না, অথবা ভূমীর পথস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার আছে কি না।

উল্লিখিত কারণবশতঃ ১০৬ ধারার কোন মোকদ্দমা অথবা তাহার কোন ইস্যু চলিতে পারে না বলিয়া প্রতিবাদী কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ইস্যু ধার্য্য হইয়া সেই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।

খাসদখল পাইবার মোকদ্দমা রাজস্ব-কর্ম্মচারী বিচার করিতে পারেন, কিন্তু জটিল ও জরুরি প্রশ্ন-সম্বলিত সচরাচর এই শ্রেণীর মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে প্রেরিত হইয়া থাকে। কোন পক্ষ দরখাস্ত করিলে অপর পক্ষকে নোটীশ দিয়া এবং তাহাদের আপত্তি শুনিয়া অথবা নোটীশ না দিয়া সেটেল্‌মেন্ট অফিসার নিজেই এই প্রকারের মোকদ্দমা বিচারার্থ দেওয়ানী আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন। মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার পূর্ব্বে সেটেল্‌মেন্ট অফিসার আর্জ্জি সংশোধন নিমিত্ত বাদীকে হুকুম দিতে পারেন।

দেওয়ানী আদালতে মূল মোকদ্দমা যেরূপ রেজিষ্টারীতে লেখা হয়, ১০৬ ধারা মোকদ্দমাও তদ্রূপ রেজিষ্টারিতে লেখা হইবে।

১০৬ ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমার বিচারে দেওয়ানী কার্য্যবিধির প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, অর্থাৎ বিচার সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে মুন্সেফ যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করেন, ১০৬ ধারার বিচারে রাজস্ব-কর্ম্মচারীর ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন। বিভিন্ন মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্য-বিধির বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন ডিক্রী বা ফয়সালা প্রস্তুত হয়। ঐ ডিক্রী দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী তুল্য বলবৎ ও ফলবৎ হইবে। পুনরালোচনায় অথবা আপীলে ঐ ডিক্রী তরমিম বা রদ না হইলে উহাই চূড়ান্ত।

"দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী তুল্য বলবৎ ও ফলবৎ হইবে" ইহার দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে কোন স্থলেই ঐরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না; দোবরা (Resjudicata) না হইলে পুনর্ব্বার ঐরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

১০৬ ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমার হুকুম চূড়ান্ত প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে নোট করা হয়। খতিয়ান অথবা খেবটে মোকদ্দমার নম্বর ও তারিখ লেখা হয়। আবশ্যক মত তৌরিজ সংশোধন করা হয়।

কোন পক্ষ ভূমী দখল করিতেছে কিন্তু অন্য পক্ষ তাহা দখল করিতে স্বত্ববান, রাজস্ব-কর্ম্মচারী এইরূপ নিষ্পত্তি করিলে, ভূমী যে পক্ষের দখলে থাকে, খতিয়ানে সেই পক্ষের নাম

লেখা হয়, এবং খতিয়ানের মন্তব্য ঘরে অপর পক্ষের স্বত্ব সম্বন্ধে রাজস্ব-কর্মচারীর সিদ্ধান্ত নোট করিতে হইবে।

রাজস্ব-কর্মচারী ১০৫ ও ১০৬ ধারার মোকদ্দমায় যে খরচার ডিক্রী দেন, পক্ষগণের আবেদন মতে সেই ডিক্রী তিনিই জারী করিবে।

স্বত্বলিপির লিখিত বিষয় তরমিম বা পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে না (৩৫ কলিঃ ১০১৩)। শেষ প্রকাশিত স্বত্বলিপির লিখিত বিষয় শুদ্ধ বলিয়া আদালত অনুমান করিবে, সুতরাং কোন অনুমান খণ্ডাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করার আবশ্যকতা নাই (১১ কলি উঃ নো ৪৮)। কিন্তু উহা রহিত জন্য স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারা যায় (১৪ কলি উঃ নোঃ ৮৮৪) এক্ষেত্রে নালিশের হেতু স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশের তারিখ হইতে উদ্ভব হইবে এবং তামাদিকাল ৬ বৎসর।

নির্ঘণ্ট (ইন্‌ডেক্স)।

		পৃষ্ঠা
আংশিক মালিক	—আংশিক ক্রেতার স্বত্ব ...	২৫
	—প্রজাগণ মধ্যে কোন একজনের বিরুদ্ধে খাজনার ডিক্রী হইতে পারে ...	৮৩
	—মোট জমার ডিক্রী পাইলে, পরে অংশ কম হইলেও ঐ ডিক্রী খাজানার ডিক্রী হইবে ...	৮৪
	—ভূম্যধিকারীদের একত্রে কার্য্য করিবার কথা ...	২৪৯
	—কি কি কার্য্য করিতে পারেন ...	২৫০
	—কি কি কার্য্য করিতে পারেন না ...	২৪৯-২৫০
আপীল	—১০৬ ধারা সম্পর্কে আপীল চলিবে ...	১৫০
	—১৫৩ ধারার ...	১৯৭-২০০
	—নীলাম রদের মোকদ্দমা বিষয়ক ...	২২৯-২৩০
	—তমাদি কাল ...	২৬৩-২৬৪
	—লিখন সম্বন্ধে ১০৯ (ক) ধারা ...	১৫২
	—১৭৩ ও ১৭৪ ধারার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল নাই ...	২৩০-২৩৩
	—১০৪ (ছ) ধারামতে, চলিবে ...	১৩৭
	—১০৫ ধারানুযায়িক কার্য্যানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রথম —আপীল আছে, দ্বিতীয় আপীল নাই ...	১৪৩-১৪৪
আপোষ	—সম্বন্ধীয় বিধি ...	১৮৫-১৮৮
আবওয়াব	—খাজনা দেখ	
	—অসিদ্ধ ...	৯৩-৯৫
আমল নামা	—রেজিষ্টরী প্রয়োজন নাই, ৩ ধারা (১৮) নোট্ ...	১৩
ইস্তাফা	—কায়েমী স্বত্বের, হয় না ...	২১
	—প্রজাকর্তৃক ইস্তাফা ও প্রজাকর্তৃক হস্তান্তর ...	১০৪-১০৬
	—শব্দের অর্থ ...	১০৪
ইমারত	—প্রজা পাকা, প্রস্তুত করিলে মোকররীর স্বত্ব জন্মে, ৩ ধারা (৮) ...	৯
	—সাধারণ প্রজা, পাকা, প্রস্তুত করিতে পারে ২৩ ধারা নোট্ ...	৩৯
	—ভূম্যধিকারী ইমারত নির্ম্মাণে আপত্তি না করিলে, পরে প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না ...	৪০

পৃষ্ঠা

—নিমিক্স ভূমী গ্রহণের কথা ... ১০১-১০২

উচ্ছেদ——————অনধিকার প্রবেশ কারীর অধীনে প্রজার দখলি স্বত্ব জন্মিলে প্রজা উচ্ছেদ যোগ্য নহে ... ৫

—কি প্রকারে উচ্ছেদ করিতে হইবে ... ৪০-৪১

—মোকদ্দমার কথা ... ৮৫-৮৬

—ডিক্রী জারী বাকিদেরকে উচ্ছেদ না হইবার কথা ... ১০৯-১১১

—মোকদ্দমায় সম্পত্তি দখলের কথা ... ২০২-২০৩

—বিষয়ক অন্যান্য কথা ... ২০৪-২০৬

—ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করিলে, উচ্ছেদ হইবে না, কিন্তু মালীকের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে, হইবে ... ৪১

উৎকর্ষ সাধন—— ... ৯৬-১০১

উট্‌বন্দী চর ও দেয়ারা জমির কথা ... ২৩৯

কোর্ফা————রাইয়ত ... ৭০-৭২

—বিলি করিবার কথা ... ১০২-১০৪

—রাইয়ত ইস্তাফা দিলে কোর্ফা রাইয়তের উচ্ছেদের কথা ... ১০৩-১০৪

—প্রজা সম্বন্ধে স্বত্বের লিখনকালে বোর্ডের হুকুম ... ১২৫

—কি কি স্বত্ব লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ... ২৯৮

ক্রোক———— করিবার বিধি ... ১৭১-১৮১

ক্রোকাবদ্ধ————দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৭৮ হইতে ২৮৩ ধারা খাটিবে না, বরং ঐ আইনের ৩১০ ধারাও খাটিবে না, কিন্তু পূর্ব্ব বদলে খাটিবে, ১৭০ ধারা .. ২২৩

ক্যাডেষ্ট্রাল সারর্ভে— ... ২৮৩

খেসারত——— ... ৬৬

—ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করিলে, ... ২৪৭

খামার——————সংরক্ষণের কথা ... ১৬৭

—জরীপ ও লিপিবদ্ধ ... ১৬৭-১৭১

খাজানা————ডিক্রীতে দায় কাগিক করিবার কথা ... ২১০-২১২

—ডিক্রীমতে নিলাম হইলে উদ্বৃত্ত টাকার কথা ... ২২২-২২৩

—ডিক্রী জারী মতে নীলাম হইলে ৩১০ ক ধারা মতে বদলে জমা চলে না, পুনর্বদলে চলে ... ২২৩-২২৮

—নীলাম রদের জন্য টাকা দাখিল ... ২০৮-২২৯

—নীলামের ডিক্রিদার ডাকিতে না পারিবার কথা ... ২২৯-২৩০

		পৃষ্ঠা
—নিলাম রদ করিবার বিধি	...	২৩০-২৩২
—মোকদ্দমা এই আইনের অন্তর্গত নহে	...	১৯২
—সার্টিফিকেট দ্বারা আদায়ের কথা	...	২০৬-২১০
—জমীবৃদ্ধির জন্য জমা বৃদ্ধি—৫২ ধারা	...	৬৬
—খাজানা না দিলে মালিকের স্বত্ব ধ্বংস হয় না	—	৬
—খাজানার ন্যায় আদায়ী টাকা	...	৭
—কাহাকে কহে	...	৮
—কি নহে	...	৮
—কোথায় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না	—	৯
—কোথায় বৃদ্ধি করা যায়	...	১৭-১৯
—ক্রমশঃ বৃদ্ধি করার কথা	...	১৯
—একবার বৃদ্ধির পর ১৫ বৎসর বৃদ্ধি হইবে না	...	১৯
—উপযুক্ত ও ন্যায্য	...	৪২
—বৃদ্ধি করিবার কথা	...	৪২-৫০
—দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের খাজানার হার বৃদ্ধি করিবার কথা	...	৪৬-৫০
—কমাইবার কথা	...	৫১
—দখলীস্বত্ব শূন্য রাইয়তের খাজানার কথা	...	৫৬-৫৯
—খাজানা বৃদ্ধি ও কমাইবার কথা	...	৬৩
—বিষয়ক সাধারণ বিধি	...	৬৩-৮৯
—আমানত করার কথা	...	৭৮-৮২
—বাকী খাজানার কথা	...	৮২-৮৯
—সুদের কথা	...	৭৮
—খেসারত	...	৮৮
—ফসল মাচাই করিয়া খাজানা লওয়া	...	৮৯-৯২
—আদওয়ার জমিজ	...	৯৩-৯৫
—মোকদ্দমায় কার্য্য প্রণালীর কথা	...	১৮১-১৮৪
—রাজস্বের বন্দোবস্ত হইলে খাজনার পরিবর্ত্তন ১৯৭ ধারা		২০৪
খেয়াঘাট —— সম্বন্ধীয় বিধি	...	২৫৫
গোমস্তা —— ভূম্যধিকারীর কার্য্য কারক দ্বারা কার্য্য করিবার কথা, —১৮৩-১৮৪ ধারা	...	২৬৮
গোচারণ —— ভূমি সম্বন্ধীয় বিধি	...	২৯৪

পৃষ্ঠা

গোরস্থান——-তালুক নীলাম বিক্রয় হইলেও সংরক্ষিত ১৬০(জ) -ধারা ২১৩
গ্রাম———শব্দের অর্থ ... ১০ ১১
—সীমা চিহ্নিত করিবার কথা ১১৫ (ক) ধারা ... ১৬৬-১৬৭
ঘাটোয়ালী—— ... ২৪০ ২৪২
চাকরাণও ঘাটোয়ালী ... ২৪০ ২৪২
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—কাহাকে কহে ... ২১২-২১৩
—যে জেলায় বন্দোবস্ত নাই তথাকার কথা ১৯১ ধারা ২৫৩
চুক্তি———৬৫ ধারার বিধান বিরুদ্ধ চুক্তি অসিদ্ধ ১৭৮, ৮২, ৮৫ ধারা ২৩৪-২৩৮
জলকর——— সম্বন্ধীয় বিধি ... ২৫৪ ২৫৫
জরিপেস্ গীলিজ্—যোত স্বত্ব হইতে পারে ... ১৬
তমাদি———সম্বন্ধীয় বিধি ও নজীর তৃতীয় তফসীল ... ২৬৩-২৬৯
—সরীক ভূম্যধিকারী ... ২৪৯-২৫১
—অষ্টমের দায়ে পত্তনী নীলাম হইলে ... ২৬৬
—ইমারত বা কয়লার খনি লিজ সম্বন্ধে ... ২৬৬
—খাজনার মোকদ্দমায় তমাদি আইনের ৬ ও ৭ ধারা
না খাটিবার কথা ... ২৬৬
—ভূম্যধিকারী বেদখল করিলে প্রজা পক্ষে তমাদির কথা ২৬৭ ২৬৯
দাখিলা ———ইত্যাদি ৫৬-৫৮ ধারা ... ৭২ ৭৫
—দাখিলার ফারম দ্বিতীয় তফশীল ... ২৬০-২৬২
দখলীস্বত্ব ———বিশিষ্ট প্রজা, রাইয়ত দেখ, ...
—কোম্পানির জন্মে না ... ৩২
—চাকরাণ, ও ঘাটোয়ালি যোতে প্রথা অনুসারে
—জন্মে ... ৩২
—লপ্ত পর্য্যন্ত, ভূমিতে জন্মে ... ৩৪
—ওয়ারিশান ক্রমে বর্ত্তে ... ৪১ ৪২
—দেশাচার বিনা, হস্তান্তর যোগ্য নহে ... ৩৭, ২২৯, ২২৩
—দান বা উইল ক্রমে, দেশাচার ব্যতীত হইতে পারে না ৪২
দান——— যোত স্বত্বের, উইল ক্রমে, ২৬ ধারা — ৪২
—ঘাটোয়ালী স্বত্বের, উইল ক্রমে, ১৮১ ধারা ... ২৪০-২৪২
দেশ———কোন কোন দেশে এই আইনের প্রযোজ্য হইল ... ১-২
দেশাচার———হস্তান্তর দেখ ... ৩৭, ২৪৩
—সংরক্ষণের কথা, ১৮৩ ধারা ... ২৪৩

	পৃষ্ঠা
—কি প্রকারে প্রমাণ করা যাইবে ...	২৪৪
"দখল দেওয়া"—শব্দের অর্থ, ৪৭ ধারা ...	৫৯
দায়——(১৬১ হইতে ১৬৭ ধারা) —	২১৩ ২২১
—সৃষ্টি অসিদ্ধ করা কারীকে কোন ২ নিদর্শন পত্র রেজিষ্টারী করিবার কথা (১৭৫ ধারা) ...	২৩৩
নায়েব ——(১৪৫ ধারা) ...	১৮৩ ১৮৪
নগদান——শস্যরূপে দেয় খাজনাকে, নগদান কথিরিবার কথা (৪০ ধারা) ...	৫৩-৫৫
—বৃদ্ধি বিষয়ে নিয়মের কথা (২৮ ধারা) ...	৪২
—পরিবর্ত্তনের কথা (৪০ক ধারা) ...	৫৫
নোটিস——উত্তরাধিকারের নোটিস্ না দিলে খাজনা আদায় করা যাইবে না (১৬ ধারা) —	২৫
—হস্তান্তর গ্রহীতাকে নোটিস ব্যতিরেকে প্রজা খাজনা দিতে বাধ্য নহে (৭২ ধারা) —	৯২-৯৩
—দায় অসিদ্ধ করিবার —	২১৭-২২১
—সরিক জমীদার-কর্ত্তৃক উচ্ছেদের (১৮৮ ধারা) —	২৫০
—প্রজা কাহাকে কহে —	৫
প্রমাণের ভার - ৬ ধারা —	১৭
—১২ ধারার নোট —	২২
—২৫ ধারারার নোট —	৪১
—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে প্রতিবাদীর উপর (১৬০ ধারার নোট্) —	২১৩-২১৪
—যোত হস্তান্তর যোগ্য সিদ্ধি বলেন, তাহার উপর (২৩ ধারার নোট্) —	৩৭
— উচ্ছেদের মোকদ্দমায় জমীদারের উপর (৮৯ ধারার নোট্) ...	১১০
প্রজাস্বত্ব——কয় প্রকারে সৃষ্টি হয় —	৫
বর্গা——বর্গাদার প্রজা ৩ ধারা (৫) নোট্ —	৮
—বর্গাদার প্রজা নহে (১৭৮ ধারা) নোট্ —	২৩৬
বিরুদ্ধ দখল—ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার, জন্মে না ৩ ধারা নোট্ —	৬৭
—প্রজা অপরের জমী বিরুদ্ধ দখল করিলে, দখল জমীদারের অনুকূল হইবে —	৬১

			পৃষ্ঠা
	—যোত জমীর সন্নিকটস্থ নহে এমন জমীর দখল প্রমাণের ভার প্রজার উপর	—	৬-৭
বাস্তুভূমী—		—	২৪২-২৪৩
বেনামী—	—মহালে নাম জারী থাকিলে বেনামদার বলিয়া খাজনার মোকদ্দমায় আপত্তি চলিবে না, ৬০ ধারা	—	৭৬
	—বেনামদার ৩১০ক ধারা মতে দরখাস্ত করিতে পারে, (১৭০ ধারার নোট্)	—	২২৬
বনকর —	—সম্বন্ধীয় বিধি ১৯৩ ধারা	—	২৫৪-২৫৫
ভূম্যধিকারী —	—ফিসের কথা ১৫-১৬ ধারা	...	২৪ ২৫
	—আংশিক মালিক ফিস না দিলেও অপর মালিকের খাজনার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে না (১৮৮ ধারার নোট্)		২৪৯
	—কর্তৃক ভূমী মাপ করিবার স্বত্বের কথা (৯০ ধারা)	...	১১১-১১২
	—শরীক ভূম্যধিকারীর কথা ১৮৮ ধারা	—	২৪৯ ২৫০
	—অবশ্য পালনীয় নিয়ম ১৯৪ ধারা	...	২৫৫
	—সেরেস্তায় এক প্রজা অপর প্রজার প্রতিনিধি হওয়া (১৪৮ কধারার নোট্)	..	২৫৫
মহাল—	—কাহাকে কহে	...	১৯৫
নিউনিসিপালিটী—	—যে দেশে আছে সে দেশে এই আইন প্রয়োগ হয় না		২-৩
মোকররী—	— শব্দের অর্থ ৩ (৮) ধারার নোট	—	৯
	—কায়েমী মোকররী পাট্টার কথা ১৭৯ ধারা	—	২৩৮-২৩৯
মধ্যস্বত্বাধিকারী—	—অর্থ	—	১৪
	—কায়েমী মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর করিবার কথা ১২ ধারা	—	২১-২২
	—কায়েমী মধ্যস্বত্বে অংশের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের কথা ১৭ ধারা	—	২৫
ম্যানেজার—	—সাধারণ, নিযুক্ত ও অন্যান্য বিষয়ের কথা ৯৩-১০০ ধারা		১১৩-১১৮
মাপকাটি—	—দৈর্ঘ্য বিষয়ক ১০৬ ধারার নোট	...	১৪৮
যোত	বিভাগের কথা ৮৮ ধারা	...	১০৮-১০৯
	অবিভক্তাংশ যোত নহে	..	১০
রাইয়ত	কোর্ফা ৪৮, ৪৯ ধারা	—	৬০-৬২
	শব্দের অর্থ	—	১৪
	—ভূম্যধিকারীর সেরেস্তায় এক রাইয়ত অপর রাইয়তের পক্ষে প্রতিনিধিস্ব করা, (১৪৮ক ধারার নোট্)	...	১৯৫

পৃষ্ঠা

রেহান ——হস্তান্তর অযোগ্য দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোত রেহান দিলেও প্রজা উচ্ছেদ হইবে না, কিন্তু দখল ছাড়িলে হইবে হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে বলবৎ নহে —(২৩ ধারার নোট এবং ১৮৩ ধারার নোট) ... ৩৮-২৪৪

রেহানগ্রহীতা বিক্রয়ের উদ্বৃত্ত টাকা পাইবে (৬৫ ধারার নোট) ৮৪

লগু পর্য্যন্ত——ভূমিতে প্রজার অধিকার (২১ ধারার নোট) ... ৩৪

লাখেরাজ—— —সিদ্ধ কি অসিদ্ধ (১০৪ ধারার নোট) — ১৭২

—প্রমাণ করিবার নিয়ম — ১২৫,২৯৮ ৩০৩

—সেটেলমেণ্ট সময়ে কর ধার্য্য — ১২৫,২৯৮ ৩ ৪

—জমা ধার্য্যের কথা — ১৪৩ ৩ ৮

—অন্যান্য বিষয় (পরিশিষ্ট) — ২৯৮-৩০৪

লিজ —— জমীদোলসী, যোত স্বত্ব হইতে পারে — ১৬

—কয়লার ডিপো ও গৃহ নির্ম্মাণের লিজ এই আইনের অন্তর্গত নহে — ১৬

শাসন —— —ভূমি, তালুক নীলাম হইলেও সংরক্ষিত ১৬০ (গ) ধারা ২১৩-২১৪

সুদ ————খাজানার সুদের কথা (৬৭ ধারা) — ৮৭-৮৮

স্বত্ব লিখন ——১০ম অধ্যায় — ১১৯-১৫৭

স্বাক্ষর ——— চিহ্ন ও বুঝায় ৩ (১৪) ধারা — ১২

— নিরক্ষর ব্যক্তি, কিরূপে করিবে — ১২

সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী — পরিশিষ্ট ২৭৮

সরিকান—— —আংশিক মালিক দেখ — ২৪৯-৫০

—কর্ত্তৃক খাজানার মোকদ্দমার কথা ৮২ ধারা ১৯৩,১৯৫,২৪৯-২৫০

—সহোদ্যোগীর বিরুদ্ধে খাজনার ডিক্রী হইবে না — ৮৩

—ভূম্যধিকারীর ক্ষমতার কথা — ২৫০-২৫১

হস্তান্তর দেশে প্রথা না হস্তান্তর দেশে প্রথার প্রথা না থাকিলে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোতে স্বত্ব জন্মে না, (২৩ ধারা) — ৩৭ ৪০

—১৮৮ ধারা — ২৪৯

—খাজনার ডিক্রী বলাৎক্রমে হস্তান্তর হইলে, জারী চালাইতে পারে না ১৪৮ ধারা (ঝ) প্রকরণ — ১৯২

—খরিদ্দারী বাকী খাজনার মোকদ্দমা চালাইতে পারেন ১৫৯ ধারা ৮,২১০-২১২

হস্তান্তরযোগ্য ভূম্যধিকারী পক্ষ না থাকিলেও যোত হস্তান্তরের যোগ্য কিনা প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে ১৮৩ ধারা নোট ২৪৪

—স্বত্বে ২২ ধারা প্রয়োগ হইবে, ২ নোট ... ৩

হস্তান্তর———কায়েমী স্বত্ব আংশিক হস্তান্তর হইতে পারে ১১ ধারার নোট . ২

—কায়েমী মধ্যস্বত্বে হস্তান্তরের কথা ১২ ধারা — ২১২

—দখলীস্বত্ব হস্তান্তর হইতে পারে না (২৭ ধারার নোট) — ৩৭ ৪০

হিন্দু———বিধবার বিরুদ্ধে খাজনার ডিক্রী হইলে, জীবন স্বত্ব বিক্রয় হইবে (৬৫ ধারার নোট) — ৮

—গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের জন্য সম্পূর্ণ স্বত্ব বিক্রয় হইবে — ৮

হাইকোর্ট ——বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা (১৪২-১৪৩ ধারা) — ১৮১ ১৮২

—১০৫ ধারার মোকদ্দমায় খাস্ আপীল নাই — ১৪৪

—১০৬ ধারার মোকদ্দমায় খাস্ আপীল আছে — ১৪৫

ক্ষতিপূরণ——বাবহার এবং দখলের জন্য, খাজনা নহে — ৮

—ক্রোকী খেসারতের জন্য ভূস্বামী ১২১ ধারা মতে দর খাস্ত করিতে পারেন না (১২১ ধারার নোট) — ১৭২

—অন্যায় মতে ক্রোক করিলে, মোকদ্দমায় একবৎসর

—তমাদি — ১৭২

—খাজনা দেখ (৬৮ ধারা) — ৮৮

—খেসারত দেখ ১৮৬ (ক) ধারা — ৮৮, ২৪৭

সমাপ্ত ।

25